দ্বিজ কবিরাজের মহাভারত

(মূল পুঁথি) (উদ্যোগপর্ব, দ্রোনপর্ব, গদাপর্ব)

শ্রীহিমাংশু কুমার মণ্ডল এম, এ,
কর্ত্তৃক

পি, এইচ, ডি, (কলা শাখা) ডিগ্রি লাভের জন্য
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত

Ref
89.1126

ST - VERF
85175
- 5 JAN 1984

STOCK TAKING - 2011

উদ্যোগ পর্ব

দরিদ্র জনের অন্ন প্রধান ভোজন ।
বিবিধ ভোজন রাজা জানিয়ো আপন।।
দরিদ্রে দুগ্ধ ঘৃত বহুতর অন্নচয় ।
বুঝা না পরায় বুঝি তথাপি বানয়।।
ধনিজনে দুগ্ধ ঘৃতে জদি অল্প তর অন্ন।
ধনের বিকারে তার তাতে তুষ্ট মন।।
ঘৃতাকালে বস্তুর স্বাদক জানে তার।
ধনির দুর্বৃত ঘৃত জানিয়ো তুমার।।
ধৃবমু জনার হেন স্বভাব সতত।
না রুচয় অল্প অন্ন বহুতর ভোজনত।
জদ্যপি দরিদ্র জনে কষ্টে সে না খায়।।
স্বভাবে দরিদ্র তার সেও জীর্ণ হয়।।
ধনিজনে ভুঞ্জে জদি বস্তু অল্প তর।
ততিধনে ভয়ে তার সকল ওদর।।
উত্তমের ভয় অপমানত নিশ্চয়।
মধ্যম জনের জে মরেত হন্যে ভয়।।
অধম জনের ভয় দুর্জ্জনক পাই।
মহাভয় উপজে তিনির তিনি ঠাই।।
ইন দুষ্ট পরক জে জিনিব মহাকায়।
মস্তক বাহুয় তার ঘূর্ণিত চক্ষু প্রায়।।
আত্মাক না জিনি চাহে পরক জিনিতে।
তার যশ নদ্যী না সহয় প্রতিনিতে।।
রিপুরূপে আপনাক জিনি প্রথমত।
মন্ত্রীর পরক রাজা জিনিব পাছত।।

বিধু/ জিনিয়া গাহে সৈব সাধরাজ।
অমোঘ তাহার পরাক্রম জত কাজ।।
আত্মাক জিনিয়া জিনি ইন দ্রিয় সকল।
দুর্যাম দেখিয়া দেই সমুচিত ফল ।।
পরিহা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম করে জত।
রাজ লক্ষ্মী না এড়ে তাক এলোকাগত।।
জে জনে যানয় পঞ্চবুলি আপনাক।
সুজান সারথি যানে পুরুষ আত্মাক।।

৩৫(খ) শেষ
৩৬ (ক)

ইন দ্রীয়ক হয়চয় করি জোড়ে রথে।
রথি প্রায় সেইজন জায় সদ পথে।।
ইন দ্রীয় তুরংগ মন জার না থাকয় বসে।
রথ সারথিক না জানয় দুদি দেসে।।
অতিসন্ধে জায় তাকে যমপুরে নড়ি।
হু সারথি বরে জেন রথ হস্তু পড়ি।।
তানমন মু বিবেচনা নাহি জার চিত্তে।
জোতে না পারয় তাকে ইন দ্রীয় জিনিতে।।
দুঃখ ভুক্ত সুবতো জাহার সুখ মন।
জানিবা নৃপতি সেহি হয় বিসুজন।।
কর্ম্মবন তেজি জাকে জাকে ইন দ্রিয়ের বস্য।
লক্ষ্মী ধনদারা তাক তেজয় অবস্য।।
তেজ বর পুজ্জাবর যশত উত্তম।
কৌরবে পাণ্ডবে নাহি জুধিস্ঠীর সম।।
পিতৃবুলি নৃপবর তোমাক যানয়।
তোমারো উচিত হয় তেমতে বিনয়।।

ধনের ইচ্ছুর না হয়া ইন দুষ্টু না পযে ।

ইন দুষ্টে যারয় তাক লোভ মোহ কায়ে।।

আপনার হিয়ু আক্কে আপনে চাহয় ।

স্থির বুদ্ধি বিবনু বুলি সকলে কহয় ।।

আপনে সে আপনার রিপু বন এ হয়।

আপনাকে জিনি তাকে মহামুন যায়।।

গুরুজনে জেন বড় যৎন বন দি করে।

জান তাৎপি যায় তাক রাখিতে না পারে।।

কাব প্রেশব হয় রাজা জান মৎস্য পুয়।

যুদ্ধ প্রজা যানুষক জিনিয়া পরায়।।

ইন দুষ্টে পক্ক য রিপু শরীরতে রহে।

না জিনিয়া তাক রিপু জিনিবার চাহে।।

ইন দুষ্টের বশে জাকে লোভে করে কাজ।

রিপুকে জিনিয়া তাক বড় মানরাজ।।

পাপি জন সেহি তাক মানুষে তেজয়।

মা এড়িলে জান দুয়ো তুল্য কল পায়।।

মুখানের সংগে জেন কাহাকো নহয় ।

পাপি জন সংগে সজ জনের সেহি নয়।।

অমৃতা বজ র্জিত মুচি সুভাব সতত ।

সহজে সন্তোষ হিয় বাসি সত্যবত ।।

ভাবে মন দে বুদ্ধি তার সততে হয়।
মন দে তার দেখি মহা বিপত্তিক পায়।।
বুদ্ধি নাস হৈলে নাস হয় উপমত।
অনুক নয় বুলি যানয় মনত।।
তব পুত্রগণের সুবুদ্ধি হৈব হত।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ করিতে উদ্যত।।
নয়জুক্ত ধর্ম্মবত পুর মহাবীর।
তিনি লোকপতি যোগ্য জান যুধিষ্টীর।।
হেন যুধিষ্টির মহাবীর গুনাকর।
পিতৃমতে তোমাক পাবোক নৃপবর।
দুর্য্যোধন প্রভুবে তোমার পুত্র জত।
সবাতে অধিক জুয়ি যুধিষ্ঠীর নিঞ্চ মত।।
মহনু জনের এজে তিনি মহাটান।
তিনি কতো জনে নতে অতি বড় যান।।
মনু অমান্তের দুইরো রোগ পানু জন।
দুয়ো জদি ধরে কালে পাণ্ডবের বচন।।
সে জনক মনু জনে পুজে প্রতিনিত।
জে জানও কাল মহাবল হিতাহিত।।
বশ্য বসু জিনে সতাসদক নিশ্চয়।
অত্যাগত জনক জে দোষলু জিনয়।।
পথক জিনয় তাকে জানে চনি জায়।
শোভন স্বভাবে জিনে জন মনুদায়।।
মাংস হবে প্রধান জে বড়ের ভোজন।
গোরব প্রধান তুঞ্চ জে জত বণ্যজন।।

দানশীল ধর্ম্মে কর্ম্মে চিত্ত সর্ব্বদায়।
সজ্জনের গুণ শুনু দুজ্জনে না পায়।।
হিংসা বল দুজ্জনের জানিবা সতত।
নৃপতির দণ্ড ভবনে হবে অনুগত।।
নারীর নুপুর বাদ্যুন স্বামিত ভকত।
সবা হতে ক্ষমা বল অধিক সতত।।
সুত বচনক শুনি সম্বোধক পায়।
দুষ্ট বানী শুনি রাজা জেন প্রাণ জায়।।
ঔষধি যন ব্রত জিনে বাল বৃদ্ধ জন।
কাটীলেও গাজে পুনরপি তরুগন।।
ভুজংগে দংশিলে জীয়ে নানা যন ব্র গুনে
অগ ব্র হত হৈলে জীয়ে বিসল্যক বলে।।

৩৬ (ক) শেষ

৩৬ (খ)

দুষ্ট বানী জে জনের ধর্ম্মক ভেদয়।
তার চিত্ত ফিরি পুর্ব্বমত না হবয়।।
না রাচ বালিক কর্ণিকার বানচয়।
জাক ভেদে তাকে কতজন দুঃখপায়।।
বচন সাড়ক সায়কে শরীরক ভেদি রহে।
যন ব্র তন ব্র ক্ষুরেক গুণে ছাড়িলেও বাক নহে।।
ধনুত মিশ্রিত গরপাট চলি জায়।
শরীর ভেদিয়া পুনরপি বাক হয়।।
বচন ভেদিত জন্ত দুঃখিত সততে।
হেন জানি দুষ্টবানী না বোলে পণ্ডিতে।।
জে জনক পরাভব দেয় দেবগনে।
সে জনের বুদ্ধি করয় ভতিক্ষনে।।

তোমার সোদর পাণ্ডু রাজা ভ্রাণ ভাই।
তাহার পুত্রক স্নেহ করিতে জুয়াই।।
নানা দুঃখ সহিলেক পাণ্ডু পুত্রগণ।
রামের কিংকর দ্বিজ কবিরাজে ভনে।।
ধৃতরাষ্ট্র বলতি বিদুর মহাবীর।
তব অর্থকর বাণী শুনিতে মধুর।।
শুনিতে শুনিতে বাঢ়ে তৃষ্ণা বহুতর।
কহিয়ো বিদুর পুনু কথা ধর্মকর।।
বিদুর বলতি সর্বতীর্থ করি স্নান।
সর্বপ্রাণি পূজি করি সবাহারে দান।।
এ দুইরো সমান কর সেহিজন পাত্র।
নিজ স্বভাবে জাহার সকলে কাল জাত্র।।
পুত্রসঙ্গে নৃপতি তুষিত নিত্য হব।
ইহ লোকে পরলোকে মহাকীর্তি তব।।
পুরুষের সুকৃতি থাকয় জতকাল।
তারে স্বর্গসুখ তাক ভুঞ্জ চিরকাল।।

৩৬(খ) শেষ

৩৭(ক)

পুরাতন কথা কহো শুনিঞ্জে মুনিও নৃপতি।
বিরোচন সুধর্মার সম্বাদ সম্প্রতি।।
কেশিনীর প্রতিবাদ হৈল জেন মাত্র।
সকলে কহঞো শুনিত্রোক সাধু সাধান।।
কেশিনী বলতি বাদ হৈল বড় চীন।
কিবা দ্বিজ বড় কিবা দৈত্য বড় জান।।
তোমার বাটত কেনে সুধর্মাও বৈসে।
কহিও কারণ তাক শুনিত্রো অবশ্যে।।

বিরোচন বোলে দৈত্যগন বড় জান।
দেব দ্বিজগণ নহে আমার সমান।।
আমার কুলত আমি দৈত্য বংশে খ্যাত।
কেন মতে বড় হৈল ব্রাহ্মণ আমাত।।
কেবিনী বদতি কালি সুধন্যা আসিব।
একস্থানে মিলি বাহা দুহাক দেখিব।।
কাকী দেখিবহো বড় হয় কোন জন।
কার আসনত কাক বৈসে কি বন ধান।।
বিরোচন বোলে ধান্য করো জে কারণ।
সে কারণে ছাড়ি দিহোঁ অদ্ধেক আসন।।
কাকী সে দেখিবা দৈত্য দ্বিজের বহিবা।
দুইর মধ্যে কাক বড় দিব তার সীমা।।
রজনী প্রভাত হৈল সুধন্যা আসিল।
বিরোচন তাক চাহা বচন বুলিল।।
একাসনে দুহার বসিতে না জুয়ায়।
উত্তম অধম দুহো সমতাক জায় না যায়।।
বিরোচন বোলে কুমাসনে বৈস তুমি।
রত্ন সিংহাসনের জে যোগ্য হৈ আমি।।
মোহোর আসনে বসিবার জুয়ায়।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তুমি আমি দৈত্য রায়।।
সুধন্যা বদতি তোর পিতৃ তান জানে।
মোর আগে আপনাক তুল্য হেন মানে।।
পিতৃ তুমি সুবে বাড়ি আহিল গৃহত।
মনুষ্য মনুষ্যর বিষয় জানিবো কেন মত।।

বিরোচন বোলে সুন সুধন্যা বচন।
সুবর্নক আমি করি আছে বজ্রজোর জত ধন।।
তাক আড়ি করি চলি জাই সুযোজন।
মধ্যস্তক পুছি ছোট বড় কোন জন।।
সুধন্যা বলতি সুন আছক সকলে।
তোর মোর প্রাণ আড়ি করি কুতুহলে।।
মধ্যস্তক পুছি ছোট বড় করি সার।
জার ভংগ হবে প্রাণ হারাক তাহার।।
বিরোচন বোলে সুন্নি করিলহোঁ প্রান।
দ্বিজ বোলে পুছিবার জাবো কোন স্থান।।
বিরোচন বোলে সুন আমার বচন।
পুর নর দুইকো না পুছিয়ো কদাচন।।

৩৭(ক) শেষ

৩৭(খ)

সুধন্যা বোলয় সুনিয়োক বিরোচন।
তোমরে পিতৃত পুছি ইহার কারণ।।
সে জাক বোলয় বড় সেহি বানী সার।
জার উদ্ধ হয় প্রাণ হরিবো তাহার।।
এহি বুলি সুযোজন বদন মন হৈল।
রাজার স্থানক নাগি বিদ্রে চলি গেল।।
প্রহ্লাদ বনত বোলে হৈল বিপর্য্যয়।
মন দুখ করি দুয়ো দেবোঁ আন্য তোর পাশ।।
দুজৎগ সমান দুয়ো আছে তোর করি।
ইহার কারণ কিবা জানিবো বিচারি।।
প্রহ্লাদ বলতি সুন বিরোচন সার।
সবিত্রে বিদিন দেবোঁ তোর কন্যার।।

85175

5 JAN 1984

বিরোচন বোলে বাবা নহে মনি ভাব।
প্রাণ পন করি আমি আছি তুয় ঠাব।।
দুয়ো জনে তোমার পুছহোঁ বানী তথ্য।
ধর্ম্মক জানিয়া তুমি কহিয়োক সত্য।।
আমি বড় হই কিবা দ্বিজ বড় হয়।
কহ পিতা দুর হৌক মনের সংশয়।।
প্রহ্লাদ বদতি দ্বিজ পুত্রো পুছহো তোমাত।
কখন গতিক পাই মিথ্যা বুলিবাএ।।
সুধন্যা বদতি সুন সুপতি প্রধান।
মিথ্যা বোলনত পাপ হয় জে বন ধান।।
তুমির কারণে মিথ্যা বোলে জিতো নর।
নরক হবয় তার অনেক বৎসর।।
পরুর কাজণে জদি মিথ্যা বানী বুলি।
তার পক পুরুষ নরকে জায় চলি।।
সর্ব্বদায় মিৎথ্যারত হয় জিতোনর।
নরক হবয় তার অনেক বৎসের।।
তুমি প্রতরাবন্ত মহাকুলে হৈবা জাত।
মিথ্যা বচনের স্থান না হৌক তোমাত।।
তোমার অনিতি সর্বকুলে করে হানি।
তুমির কারণে না বুলিও মিৎথ্যা বানী।।
সুধন্যার বানী সুনি প্রহ্লাদ বদতি।
অসত্য বুলিলে হয় এসব দুর্গতি।।
ধর্ম্মক জানিয়া সত্য বুলিবো বচন।
সুনিয়োক দ্বিজ পুত্র বিরোচন।।

অংশিয়া দ্বিজক মোত করি বড় জান।
বিরোচন তৈতে করি সুধন্যাক যজ্ঞ।।
তোমার মাতৃত বড় সুরূপ সুধন্যার বাত।
তৎপ হৈল তোর সুধন্যার ঘর যাও।।
প্রাণের ঈশ্বর তোর সুধন্যা সম্পত্তি।
যারে বা রাখয় আপনার সুখ রতি।।
এহি বলি প্রহ্লাদ করিয়া জোর কর।
বোলে পুত্র দান মোক দিও দ্বিজবর।।

৩৭ (খ) শেষ
৩৮ (ক)

সুধন্যা বদতি দৈত্যপতি মহাভাগ।
পুত্র থরিবা তো ধর্ম্ম না করিলা ত্যাগ।।
দুষ্ট হৈলা তোমাত দিনহো পুত্র দান।
যরি উপজিল বিরোচন হেন জান।।
বিদুর বদতি ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
বিরোচন সুধন্যার কথা জেন নয়।।
সকলে কহিলোঁ জান স্থির কর চিত্ত।
মিথ্যা না বুলিবা তুমি তুমির নিমিত্ত।।
দুষ্ট দুর্য্যোধনের না পুর তুমি আশ।
সসাগরা পৃথিবীর না করিয়ো নাশ।।
কীমু এক কথা কহো সুন নৃপবর।
দৈবে হয় রক্ষা হেতু সকল লোকের।।
রক্ষা করিবার জাক দেবতার মন।
সুবুদ্ধি দেহয় তাক জানিবা রাজন।।
নষ্ট করিবার জাক দেবতার চিত্ত।
তার মনে কুবুদ্ধি বাঢ়য় নিত্যে নিত।।

দুর্যোধন কর্ম দুশ্চাসন শকুনিত।
রাজ্য তার সবংশ র্দি তোমার হেন চিত্ত।।
পুত্র মোর সমাধরা পৃথিবীর রাজ্য।
রাজ্য তোর সুখ যুক্তি তুক্ত মো বুদ্ধ কাজ্য।।

৩৮(ক) শেষ

৩৮ (খ)

সর্ব্বগুন জুত শক পাণ্ডুর সনুান।
তার তাপ খুন্যে ধরিবার খুনু চান।।
সিংহের গ্রাসক জেন শৃকালের আস।
তোমার পুত্রের সেহি উপমা নির্য্যাস।।
পিতৃবতো পাণ্ডব তোমাক প্রবর্ত্তোক।
পুত্রবত পাণ্ডবক তুয় চিত্ত হৌক।।
দুর্য্যোধন শৃকালত স্নেহ পরিহরি।
পাণ্ডব সিংহের সংগে তুক্তজ বসুন ধরি।।
বিদুর বদতি সুনিয়োক নৃপবর।
আরো পুরাতন কথা কহো ধনকর।।
আস্তেয় স্ম ঋষির বাদ সাধ্যগণ সঙ্গে।
জেহুন সম্বাদ হৈল কহোঁ অনুএস্তে।।
হংস রূপে আস্তেয় কিরয় সীনা করি।
সাধ্য দেব গণে পুছিলনু বানাকরি।।
আমি সবে কিছু কথা পুছিবোঁ তোমাত।
তুমি বুদ্ধি দিবনু নীতি কহিয়ো আমাত।।
হংস বোলে সাধ্য গন কহিবোঁ তোমাক।
জে কথা কহিছি পুর্ব্বx পুর্ব্ব দেবতা সবাক।।
বুত সমদম সত্যস্থিয় ক্ষেমা যোগ।
অকপটে করে কর্ম্ম কর্ম্মত উদ্যোগ।।

যাহারী জনক বেদে না তারয় জান।
যাহীক জানিবা জত অধর্ম্মের স্থান।।
যাহারী জনক ছাড়ি চারি বেদ জায়।
যাহাপাপে যাহারী বিবিধ দুঃখ পায়।।
যজ্ঞযান করহ অনেক সমে মন দৃঢ়।
জাতিভেদ আচরয় জিতো যতি মন দৃঢ়।।
নৃপতির দ্বেষ দ্বিজ দ্বেষ জে আচরে।
জানিবা নৃপতি তাকে অচীরতে মরে।।
প্রশংসা করিব জবে অন্ন জীর্ন হৈল।
তর্য্যাক প্রশংসি জবে জুবাকাল হৈল।।
বীরক প্রশংসি জবে রণ জিনি আস্য।
শস্যক প্রশংসি জবে ঘরে আনি ধান্য।।
ইন দ্বীপক দমনে মুনিগণ জত জত।
বুদ্ধে সাধয় শিষ্য জনক সতত।।
নৃপতি সাধয় দুর্জ্জনক দম করি।
প্রচণ্ড পাষিক পাপে যবে দণ্ড ধরি।।
বিষনদী জিনি বীরে জে স্থীর দুষ্টমতি।
বিচার না করিএ সবার উতপতি।।
দ্বিজপুজে পুজাক জে করে প্রতিপাল।
সেহি রাজা রাজ ভোগ করে চিরকাল।।
কাক সে পুষ্পিতা যহি জগতে বিদিত।
সে পুষ্প দ্বিপ ভয় তিনি জন নিসেবিত।।
শূন্য জন বীর জন সেবক সুস্থির।
সুর্ন পুষ্প দ্বিপ হে এহি তিনি পৃথিবীর।।

বারিবাতো না যারবন্ধু শ্রেষ্ঠক তেজন্ত।
দেবাবন্ধু জনের সে সম্পদ বাহুন্ত।।
বারন্ত্যাক যারে শ্রেষ্ঠ করি উপদাব।
জানিবা তাহাতে বন্ধী করন্ত বিধাব।।
সুবে সবে জীউক আহার জেন মন।
দুঃব পাত্রা বিনাশ না হউক একোজন।।
সত্যভাবে মৃদু বোলে তপক্লেশ নহে।
উত্তমপুরুষ বুলি তাকে লোকে কহে।।
শ্রেষ্ঠও পরক জে না বোলে কটুবানী।
আক জেবা দিতে যোগ্য দেন্ত মনে জানি।।
আপনার দোষগুণ বুঝি করে কাজ।
উত্তম পুরুষ তাক বুলি মহারাজ।।
পাপরত হেন জান নিন্দিত সতৎ।
শ্রেষ্ঠ না পালায় তার রাত্রি দিবমত।।
কারো মনে নিজ ভাব না করে দুর্গতি।
অধর্ম্ম পুরুষ সেহি অকার্য্যত রতি।।
আক্রো না চিনুন্ত পরজনের কল্যাব।
তার .....পর হন্তে টান।।
নিজক তাপ ভাবু জে করিয়া আনবান।
অধম পুরুষ সেহি জানিহো ভুপাল।।
উত্তম জনক সেবা করিতে উচিত।
মধ্যমক সেবা করি কালে কদাচিত।।
আপনার জীবনক জে জনে বাকন্ত।
অধম জনের সেবা না করে নিপ চন্ত।।

অকারণে দ্বেষ করে হবে মুক্তমন্ত্র।
দুর্যোধন চরিত্র সে চক্ষুর জেন ধন।।
সজ্জন চরিত্র দেখে করে কার প্রীতিক্ষয় পাই।
বিপদে ধৈর্য্যচ্যুতি যারি থাকে কান চাই।।
মিত্রক দেখিয়া মিত্র করে বহুমান।
ভোজন করায় বহু ধন দেয় দান।।
কপট স্বভাবে তার না রঞ্জে হৃদয় মন।।
তাক প্রতি তুষ্ট সদা থাকে দেবগন।।
সততে সন্তাপ ভাজে করে মনে মনে।
রূপ নষ্ট হবে তার জানিবা আপনে।।
সন্তাপত হন্তে বল জ্ঞান হানি হয়।
সন্তাপ করিতে নানা ব্যাধি লাগ পায়।।
শরীরের শোক জদি না করয় দুর।
শোকে শোকে তাপ তার বাড়য় প্রচুর।।
হাসে দিবুগণে মোরে শোকযুক্ত দেখি মনে।
হেন জানি শোক ছাড় মুরতি আপনে।।
দ্যুতকালে দ্রৌপদীক দেখি জিনিবার।
তোমাক বুলিলোঁ বানী ধর্ম্মযুত সার।।
মহাভয়াবদ পাইক্ষ পাণ্ডব গণ ভিতে না বেলে।
দুষ্ট দুর্য্যোধনক বাখিয়ো হলে বলে।।
বলবন্ত হয়া করে দুর্ব্বলক দমন।
দুর্য্যমে বলিক গঞ্জো অতি বড় মন।।
পাপতে বাড়য় তার অতপতে নাস।
পুন্যত বাড়য় লক্ষ্মী পুত্রে পৌত্রে আস।।

পাণ্ডব পালক দুর্যোধনক সততে।
দুর্যোধন পাণ্ডব ততো হত ভকতে।।
তুহু পাণ্ডবের পত্নিত্র এবে হৌক।
সুবে সমাধরা বসুমতি তুঞ্চ জিয়োক।।
বৌদ্ধ ধর্ম্মত যথা থাকি না করিবা ভিন্ন।
কৌরব পাণ্ডব হৌক তোমার অধিন।।
বনবাসে দুঃখে তাপে তাপিত পাণ্ডব।
পুত্রবতে পাবি তাক মহাযশ লভ।।
পাণ্ডব সহিতে কর সবন্ধুত্বি রাজ্য।
আন রিপু জেন তহু ছিদ্রুক না পাবু।।
ধার্ম্মিক পাণ্ডব থাকিবেক তহু পাবে।
সবে থাকিয়োক দুর্যোধনের আজ্ঞাসে।।
পুর্ব্বকালে কহিলেক সুজন্ম মুনিবরে।
সবুদশ পুরুষে আকাশে দৃষ্টি মারে।।
তাক বুঝি তোমাত কহিবো মহারাজ।
সবুদশ পুরুষ সকলে দুষ্টকাজ।।
বিনুক বাসয় আজ্ঞে এহি একজন।
ইন্দুর না হয় প্রেশব করে দুইজন।।
সততে রিপুক তন্নে জানিয়োক তিনি।
নারীক না রাবে আজ্ঞে এহি চারি গনি।।

৪১ (ক) শেষ

৪১(খ)

হীনজনে বাসে আজ্ঞে এহি পক্ষ হয়।
বিপর্ব্ব না বানী বোলে এহিজন হয়।।
কর্ম্মক না জানে কর্ম্ম করে মহাহিত।
এহিসে নক্ষয়ে সবর্ব সর্বজনের নিন দিত।।

না পাইবা বরনু জে বোজয় জন দিস।
বন্ধুসব হাসে সেই সুর একাদশ ।।
বধুর সেবাত তুষ্ট হয় সে দ্বাদশ।
ধর্ম্মকথা না সুনে নরক অবযশ।।
সন ব্রত করয় ত্রিস্পা এয়োদশ জানি।
চতুদ্দর্শি অত্যাত্রিয় নিত্যে বোলে বানি।।
পাপ্যা না পাইলো বোলে হবে বক্কাদশ।।
পিত্যা বিসর্গ না বোলে জানিবা ষোড়শ।।
দুর্যানক সানু বোলে সপ্তদশজান ।
এবা সবাক জমে নরব্রত দেয় স্নান।।
এসব কর্ম্মত জার জার চিত্ত জায়।
সেহি মনুষ্যক যমে নরক্ষে ফেলায়।।
জেন জেন প্রকারে প্রবর্ত্তে মনুষ্যত।
বলে জানি তাত প্রবর্ত্তিব সেহিমত।।
পাপাবী জনক পাপ্যা করিব নিশ্চয়।
সাধুজনে প্রবর্ত্তিব সাধু জেন নয়।।
প্রতরাষ্ট্রে বলতি বিদুর মহাশয়।
সত্যয় মনুষ্য হেন বেদত কহয়।।
কেনে না জীবয় নর সতেক বৎসর।
কহিয়ো কারণ তুমি ধর্ম্ম তত্পর।।
বিদুর বলতি সুস্তিবাদ ভতিবান।
অন্যায় সহিতে নৃপবর তিনি জান।।
মিত্র দ্রোহ প্রেমব আবাতৎপ মনে হয়।
হয় কর্ম্ম করি নর অল্প্রতে বয়য় ।।

অন্ধ পুত্তে বন্ধুর নর হয় কর্ম্ম করি।
না বুঝিয়া মিথ্যার মৃত্যুর দোষ ধরি।।
আপনার মৃত্যুনর আপনহি হয়।
জ্ঞান হয়্যা হয় দোষ যদি সংসে যোয়।।
গুরুপত্নি মিত্র পত্নি হরে জেহি নরে।
দ্বিজ হয়্যা তার্য্যা এটি মুদ্রানিক হরে।।
ব্রাহ্মণের জীবিকা হরয় নরাধম।
পরনিয়া যারে জিতো ব্রহ্ম ঘাতি জন।।
নীতি জানে বাক্য জানে তুরু জে বজ্র শেষ।
মিথ্যা না বোলয় সত্য বোলয় বিশেষ।।
মিথ্যাক বোলয় জাতমাত্র হয় দুঃখ।
সেহিজন পণ্ডিত তুরু জয় নানা সুখ।।
স্ত্রিয়বাদি পুরুষ দুর্লভ সর্ব্বস্থানে।
অহিত কহিত বোলে দুর্লভ প্রমানে।।
শুনিতে অপ্রিয় বানী পাছে হিতকর।
হেন বোল শুনে জে দুর্লভ দুজো নর।।

৪১(খ) শেষ

৪২(ক)

নৃপতির স্ত্রিয়া স্ত্রিয় দুজো পক্ষ পাছ করি।
উচিৎ বচন বোলে জাহে দুর্লভস্থরি।।
স্ত্রিয় বা অস্ত্রিয় হৌক বোলয় উচিত।
সেহিজন নৃপতির সুহৃদ নিশ্চিত।।
কুলরক্ষা করি এক পুরুষক দিয়া।
গ্রাম রক্ষা করি নিজ কুলক তেজিয়া।।
গ্রামক তেজিব নগর দেশক রাখিয়া।
আপনাক রাখি পুনু দেশক তেজিয়া।।

আপনাক রাখি এন রাখিব সতৎ।
ভতনে আর্যাক রাখি নিয়া এন জত।।
আপনাক রাখি এন আর্য্যা দুয়ো নিয়া।
শাস্ত্রের বচন রাজা হেলা না করিয়া।।
পাপা বেলিবাত হয় দন দু বড় চীন।
বিরোধ অনল জন নৃপবর জান।।
বহুবিত্ত য় পাপা বেলি নয়া বনে জনে।
কুটপাপা বেলাইল দুশ্চ দুর্য্যোধনে।।
দ্যুতকালে হিতবানী বুলিল বহুত।
কুরু পাণ্ডবের র পাপা বেলা অদ্ভুত।।
না করিলা মোর বানী ঔষধ পরায়।
এবে কেনে দুর্য্যোধন শোক কর রায়।।
সুখুরক তেজি জেন আন দুহে যৈল।
বিংহক তেজিয়া জেন শৃকালক যৈল।।
পাণ্ডবক তেজি দুর্য্যোধন স্থিতি করি।
পাছে শোক করিবাহা মোর বোল স্মরি।।
দশ হিত বড় জদি হবে কুতাজন।
তাক প্রতি প্রেম না করিবা কর্হিন।।
অপ্রেম স্থাবিত কৃত্যে করয় বিশ্বাস।
আপদকালে না এড়য় জানিবা নিশ্চয়।।
বুলিতে না পরে বানী হেলা করি রায়।
আপনার প্রজা জাকে রাখয় সদায়।।
অস্থিত বচন বোলে ইশ্বরক নিত্যে।
হেন মত সেবকক তেজিব নিশ্চিতে।।

পরম যতনে সেবা করে সুদ্ধ ভক্তি।
দীর্ঘ সত্রুতা নাহি স্বামিত ভকতি।।
মৃদুবানী বোলে লোকে না পারে লঙ্ঘিতে।
রাগহীন উদার বচন বোলে মন্ত্রিত্র নিতে।।
এহি অষ্টগুণ হবে দুতের লক্ষন।
সবাতে অধিক দুত গণ্ডিত ব্রাহ্মণ।।
স্থিরত্ব বুদ্ধি স্থিত্ব নানা বচন বোলয়।
স্থিরত্ব দুতে নৃপতির কার্য্যক সাধয়।।

৪২(ক) শেষ

৪২ (খ)

অভিন্ন তা বানিয়া জে করিবেক দুত।
প্রবেশ না হৈব কদাচিত অকালত।।
লুকিয়া না হৈব অসম্মত যহানিশি।
রাজার কার্য্যক না চাহিব কাবে হালি।।
দয়াজুত রাজভৃত্য রাজ স্ত্রিত্ব নারী।
ভাতৃ পুত্র সন্য পুএ বিবরচকুবারী।।
দুর্ত জন উন্মত্ত চরিএ জন চর ।
এ সবে উচিত বচনক না বোলয়।।
জে জনে করয় নিত্যে প্রভাতত স্নান।
আপনে ভজয় তাত দশগুন দান।।
বলরূপ সুরকায় কীর্ত্তিসুদ্ধ তাব।
লক্ষ্মী নারী ধন পুত্র সুদ্ধ বায় গাব
অন্ন ব্যঞ্জ ভুনের যহাসুদ্ধ এতা ভুঞ্জ ভুয়।।
যহা ভয়গুন তাত আপনা ভজয়।।
বাহুবল আরোগ্যতা শরীরের সুব।
নিব্যাধি তনয় বৈদ্যকুলের বিসুব।।

জে জন করন্ত জে কবহ নিত্যে নিত্য।
জে জন পারন্ত অন্ন বিস্তর ভুঞ্জিত।।
বায়ুভূত নর পর হিংসক সতৎ।
সবে তার দেহে থাকে সেহি মৃত্যুবত।।
শ্লেষ্মি জে কৃপন আর বনচর জন।
দুর্জ্জনে জে বোলন্ত নিষ্ঠুর বচন।।
বৈরীজন কৃতঘ্ন জনত কদাচিত।
পাইলে না যাদি হেন জানিবা নিশ্চিত।।
কষ্টবনে জে জনে করন্ত কর্ম্ম জত।
অহঙ্কারি বানী বোলে জে জন সতত।।
মিথ্যা বানী জে জন বলন্ত প্রতিনিটি।
ইশ্বরত নাহি দৃঢ় ভক্তি কদাচিত।।
রাশিজন যানে দুষ্টজনাক যানিব।
এ দুষ্ট জনাক কভোঁ সেবা না করিব।।
পুত্র পুত্রি উপাজ্জিয়া দুইরো কণ সুজি।
মনে জদি বল তার কান দেশ বুঝি।।
পাপ ভব সহিতে দন্দ করিতে সে নষ্ট।
ইন আদি দেবতাগণ করিবন্তু কষ্ট।।
পুত্র সবে দন্দ হেন সুনিতে কুযশ।।
কখনে সুনি বন্ধ করিব অবশ।।
ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির জুধিষ্ঠীর।
চারির কোণত কোন জন হৈব শ্রিহর।।
একে জনে সৃষ্টি নাম ধরে করিবাক।
চারির কোণত হৈব সৃষ্টি বিনাসক।।

তো ..... করিএ পাপ ভবের পঙ্ক।
একস্থানে থাকোক না করু মন দু ঘুক।।
কৌরবে পাণ্ডবে প্রেম তেজি এক দুই।
সমাবরা বসুমতি তুঞ্জ জুয়ো দুই।।
কালক বাঞ্ছিত আগে ধর্ম্ম কর্ম্ম করি।
ধর্ম্মক না করি মন অজুর্জ্জিত না পারি।।
দুর্লভ অমৃত জেন ভুবন দুর্ল না পাই।
ধর্ম্ম বিনে জান মন তদ্ ব্রত পরাই।।
ধর্ম্ম জে করত সেহা তিনি কাল জানি।
তিনিয়ো বাহুড় সুবে কারো মাহি হানি।।
জাঞে পারে কাম প্রেম বেগ রাখিবাক।
বিবিধ প্রকারে মহানথী ভয়ে তাক।।
বাহুবল ধনবল পাএবল তিনি।
রাজবল প্রজাবল সবে পক্ষ পনি।।
এ পক্ষ বলক জাঞে রাখিবার জানে।
সে বড় পুরুষ বুলি জগতে বাখানে।।
নারী পর্ব্ব পর্ব্ব বস্তু সেবি সর্ব্বজন।।
না করি বিশ্বাস তোর ইহাক জতনে।।
বহিম্পর্শ্বি সিংহপুএ নিজজাতি চন্দ্র।
জানিবা নৃপতি এ সকল তেজোময়।।
এ সবাকঅপমান নাদি কদাচিত।
একে একে পারে সবে জগত ভবনে দহিত।।
এ সবাক অপমান দিতে হেন জান।
আয়ু থাকিবাতো জমপুরে জাঞ্ব প্রান।।

বহিস্ত্রেন কাষ্ঠ তথা কহু দুহু ভাবে।
তাবত না পারে না জনায়ু জবে।।
বনা হৈলে দহে সে দারুক আর বন।।
তেজস্বিক এহি তার জানিবা আপন।।
তেজস্বিপুরুষ নিজ কুলে হবে জাত।
ক্ষমাবন্তু বীর ভীষ্ম তার দেখিবাত।।
অপমান লভে তত্তো কালে জলি যায়।
সকলক কুলক দহে কাষ্ঠ বহিস্ প্রায়।।
তত প্রায় তুমি কাষ্ঠ প্রায় পাপ ভূমুত।
একলে বাহুয় দুয়ো সোতয় অদ ভূত।।
তুমি বনপ্রায় পক্ষ পাপ ভবকে পরী।
এক স্থানে থাকে দুই দুক্ষো রক্ষাকরি।।
কাষ্ঠ কর্ত্তা চাকিৎসক চোর এহু জন।
ভূন সত্যা সদাশি জে পক্ষ বিকায়ন।।
অতিথিয় নর নিত্য নিত্যে দেখি জাক।
অতিথির পুজা না করয় এ সবাক।।

৪৩(ক) শেষ

৪৩ (খ)

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু তিল তৈল শাক।
লোন বাংস ব্রাহ্মণ নিমিত্ত বেহিবাক।।
পট্ট কম্বল রক্ত বস্ত্র ধন ধচয়।
এ সব বেহিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয়।।
অশ্বেশধি সুবর্ন যাটী দুইত সমচিত।
সাবভেদ দশ ভ দান এ চারি বজ্র্জিত।।
স্তুতি নিন্দা স্ত্রিয় স্ত্রিবসব করি জায়।
উদাসিন বৃত্তি সেহি ভিক্ষুক হবয়।।

কল মুল সাক ভুঞ্জি জীবনক রাখে।
নিত্যে হোম করে কেহ বনে গ্রামে থাকে।।
যতত রোহিত ব্রহ্মণর পুন্যকারি।
তপস্থি মুনিহা তাক করে বিপুতরি।।
অবিদ্বাসি জনত বিদ্বাস পরিহরি।
বিদ্বাসি জনত অতি বিদ্বাস না করি।।
বিদ্বাসত হন্তে তন্ত্র উপজন্ত চীন।
সেহিতন্ত অনর্থ বাহুন্ত হেন জান।।
জাহাত জে উপজন্ত মুন বহাবন।
ব্রাহ্মণত উপজন্ত কহিন্ত সকল।।
পিরাত উপজে মোহা তিনিয়ো পুখরে।
পূর্ব্বাপর সৃষ্টি দ্বারা জান নিরনুরে।।
অত্যন্ত রবাতের জনত জন যানে।
নৃপতির সেবা পুনু সে সবে না জানে।।
সকল স্থানক প্রতি জার দৃষ্টি জায়।
সেহি রাজা চিরকাল রাজলক্ষ্মী পায়।।
প্রাপাদত চড়ি অতি প্রকার জতনে।
আলোচন করিব নিজ হুদে দুইজনে।।
তিনি জন্ম জানিলে ধন ক্ষুনা হয় হানি।
বিশ্বর ধন ক্ষুনা না করিব হেন জানি।।
সপ্ত জন হইয়া করে সপ্ত জনের কর্ম্ম।।
পণ্ডিত সভের না জানানু তার মর্ম্ম।।
হেন জানি পরিখা করিবা কোন মত।
স্থির বুদ্ধি জানি পাত্র করিব পাহত।।

দ্বিজ হত্যা না জানয় বেদ পড়িবাক।
পণ্ডিত সজ্জন জন দুরে থাকে তাক।।
পাত্রে না জানয় সন্ধি অতিশয় গুন।
তাক পাত্র না করিব নৃপতি প্রধান।।
জ..... জানে অস্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহ দুইবান।
সন্ধি বিগ্রহে অধিকারি হয় গুন জানে টান।।
হেলা না করিয়া কর্ম্ম করে দিন দিন।
সপ্তম বরিনি হয় তাহার অধিন।।

৪৩ (খ) শেষ
৪৪ (ক)

.....বিষকোপ নহে ব্যয় গতি।
যাত্রাবী গণের যাত্রা বুঝি স্থির মতি।।
তাপ তারের আয় জানে সেহি নরপতি।
..... ধন তাক দেয় বসুমতি।।
ব্রাহ্মণের ভাবন দু ব্রাহ্মণে জানয়।
ভার্য্যার সে ভাবন দু স্বামিয়ে বুঝায়।।
[illegible] পাত্রর সে ভাবন দু নৃপতি বিচারে।
রাজা জানে ভাবন দু রাজা সকলের।।
দেব দ্বিজ রাজা বালবৃদ্ধ রোগিজন।
এ সবাক প্রতি না করিয়ো কোপমন।।
বিশ্বস্ত মন দু না করিব নৃপতি প্রধান।
দুর্ব্ব সে জনাক সেবা না করিব জান।।
দয়াত কোপত জান কিছু নাহি কর।
তাক সেবা না করিব জান বহাকাল।।
উত্তম নারীর জেন স্ত্রী বী নপুংসক।
দয়া কোপ হৈজ্ঞ কিছু না বতি কলক।।

বিদ্যাবুদ্ধি বুদ্ধি বুদ্ধি বুদ্ধি বড়োবুদ্ধি নয়।
ধনবুদ্ধি ধান্য বুদ্ধি সর্ব্বত্রিতে কয়।।
এ সবাকে অপমান দিতে তার মন।
জানিয়ো নৃপতিবর মূঢ় সেইজন।।

৪৪(ক)শেষ

৪৪(খ)

বৃত্তি সব দব পৌচ দয়া মৃদু বানী।
অন্যোহ সহিতে রাজা সাতগুন গুনি।।
এহি সাত গুন রাজা করে জেহি ন নরে।
মহাবন্ধী তাত চিরকাল বাস করে।।
কিছুদোষ না করয় অন্যানুরি জনে।
বিধ্যা দোষ যুদি তাক তাপ দিব মনে।।
তার সঙ্গে একত্রে থাকিতে মহাভয়।
পরশ্ব গৃহত জেন নরের সংশয়।।
যারি প্রেচ ছু পতিত দুর্জ্জনে মন যোয়।
ধনক না পায় আর সংশয় বিনয়।।
ইতর বালক নারী মূহে যদ করি।
বিনার নৌকাত জেন চড়ি সেজে মরি।।
নষ্ট বেশ্যা জুয়ারু তিনিয়ো দুষ্টজন।
তিনি জাক প্রসংশয় তাহার মরণ।।
সজ্জনের প্রসংসা দুর্গতি প্রায়।
দুজ র্জনের প্রসংসা জেন দুঃখ পায়।।
ধনধনু গুনধনু ধার্ম্মিক তেজি।
দুষ্ট দুর্য্যোধনে রাজ্য দিয়া তাক ভজি।।
..... ব ভক্ত ছিতে তোমার হেন মন।
অন্য প্রকাসে তুক্ত ছিবাহা অপমান গন।।

দুষ্ট দুর্য্যোধনে ভাতৃসঙ্গে হৈব নষ্ট।
.....তঞ্চ কি জেন বলি হৈল দুষ্ট।।
শ্রীসূর্য্য যদত দুর্য্যোধনের বিনাশ।
তুমিও পাইত দুঃখ নহিবা নির্য্যাস।।
দু.....মতি বিদুর সুন সার।
বিদুর না হয় কেহো কর্ম্ম করিবার।।
কাষ্টের পুতুলি নাচে সুতার সকারে।
বিধিও নেড়ায় পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে।।
কহ ..... কথা কালে পূর্ন হৌক।
বিধির বিহিত নেড়াইব সর্ব্বলোক।।
পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম কল তুঞ্জে নরে।
আপনার সুখে কোন কালে কর্ম্ম করে।।
বিদুর বদতি ধৃতরাষ্ট্র নরনাথ।
অপমান পাই অনুচিত বুলিবাত।।
জদি বৃহাস্পতি বানী বোলে অনুচিত।
তেহোঁ অপমান পায় অতি গরিহিত।।
স্পৃহা করি কাহাকো বিস্তর ধন দিয়া।
কাকো প্রভু করি বিস্ট বচন বুলিয়া।।
অভেদতা করি কাকো করি প্রভুজন।
আপে জাঞে স্থিত তাঞে নুহু সর্ব্বজন।।
সাধুজন বুদ্ধিবন্ত জন স্থির জন।
এ সবাক দ্বেষ না করিবে কদাচন।।
এ সবাক স্থিত করি সুতকল পাই।
অপ্রভু করিতে পাপ নরকত জাই।।

দুর্যোধন উপজিতে বুলিলো সতত।
তাত হন্তু তন্তুপুত্রপত হৈব হত।।
তেজি দুর্যোধনক রাখিলো পুএপত।
মোর বানী না শুনিলা করিলা তুমিহো দুর্বুত।।
সে বুদ্ধি কুবুদ্ধি বুলিলা নৃপবর।
মহাজন তন্তু বুদ্ধি হৈল নৃপবর।।
জন্তু জনি হন্তু তাকো ভাল বুলি মান।
মহাবুদ্ধি এহি সে মনত হেন জান।।
কেহো বলি জন হন্তু কেহো বুলিজন।
বলি বুলি সব নহে মোর এহি মন।।
বলিক তেজিয়া বুলি জন কোলে করি।
অন্ধ বুদ্ধি হয়া মুখে তুক্ষ বচন ধরি।।
বিদুরের কথা শুনি বোলে অম্বিকাস্থ।
তোমার বচন হিত করিতে দুষ্কার।।
পুএকন্যাক ছাড়িতে না পারহোঁ স্নেহবন্দে।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিবা অবশ্যে।।

৪৫(ক) শেষ
৪৫(খ)

বিদুর বোলনু তাত হন্তু ভয় পাই।
তাত হন্তু ত্রিভুবনত কষ্ট অতি পাই।।
ভেদ কারি জন কামি জন নহু জানিম।
এ সব সহিতে না থাকিমু একোদিন।।
দারিদ্র দুঃখীত জাতি মহাদুঃখ পাই।
দেখি দয়া করে তাক যে জন সদায়।।
যন বস্তু দিয়া ধান্য করে নিত্যে নিত্যে।
সে জনের পুত্র পৌএ বাঢ়ে প্রতি নিত্যে।।

আপনার সুবক বাঞ্ছ চহু জেহি নরে।
জ্ঞ াতিক বাহাদুরা তেহে মহাসুহু করে।।
হেন জানি জ্ঞাতিক বাহাও নৃপবর।
সাধু কর্ম্ম আচরহ মন স্থিহর কর।।
গুণবন্তু বিহ্র পক্ষ পাণ্ড ুর কুমার।
প্রসন্ন ভাবক তারা চাহহু তোমার।।
প্রসন্ন হইহ্নো তুমি পাণ্ড ুতনয়ক ভবক প্রতি।
পক্ষ গ্রাম দিহ্না সুবে ভুঞ্জ হু বসুমতি।।
পিতৃহহ্না প্রুএক পি পালিতে হয় জোগ।
তুমিহ্নো নৃপতি পাণবুক পালিহ্নোক।।
বুঝি জত বুলিলো সকলে তহু হিত।
জ্ঞাতি সবে দন্দ্ব না করিহ্নো কদাচিত।।
জ্ঞাতি সবে একত্রে ভুঞ্জ জিহ্নো ভোগ জত।।
সুখ দুঃখ কথা কহি জ্ঞাতিত সতত।।
ভাল মন্দ কথা সব কহি জ্ঞাতি সনে।
তাড়িতে পারিতে পারে জ্ঞাতিহ্নে সবলে।।
জ্ঞ াতি মধ্যে দুষিলু আহহু একজন।
সে জদি না করে জ্ঞ াতি জনক পালন।।
জ্ঞ াতির জতেক পাপ সে জনাক পায়।
নৃপবধি ব্যাধের জেমত পাপ হয়।।
নগর ঘিলিলে রাজা মিলিব সংগহু।
পাপ ভবে সবহু কিবা তহু পুণ্য চয়।।
কৌরবে বহ্নোক কিবা পাপ ভবে বহ্নোক।
দুহ্নো প্রকারত তহু না ছুটহু মোর।।

হেন ·····স্টোর অশিহর জিবন।
সোক সাগরত পাছে মরিবা রাজন।।
পাপভুবক দন দু না করিয়ো চাহি তাল।
বন বনু সমে দন দু সংবন্ধু বিসাল।।
পাপ ভুবক দুঃখ দিয়া আছে দুর্যোধন।
সেল রূপে সে দুঃখ আছয় তার মনে।।
তুমি জদি স্নিগ্ধ করি দেহ তার ভাগ।
তুস্টমনে তেহোঁ তেজিবেক মহারাগ।।

৪৫(খ) শেষ
৪৬(ক)

নিজ ভাগ দিয়া পাপ ভবক তুমি থাবি।
সভ জনের প্রশংসা লভিয়ো তুমি ভবি।।
পাপ ভবের বড় স্নিগ্ধ হয়ে হয় জদুপতি।
হরির সেনবক সহে কাহার সকতি।।
ভিন্ন দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা তজুমানে।
পাপ ভবের স্নিগ্ধ এ সবাক সবে জানে।।
সুর নর নাগ পক্ষি যন গর্ব্ব কিন্নর।
জানিয়োক সবে হিত চিন্নে পাপ ভবর।।
হেন জানি পাপ ভবত দন দু পরিহরি।
বক গ্রাম দিয়োক মাগনে ত্যাগ করি।।
পাপ ভবের তুস্টে তুস্ট হবে সাধরাজ।
বিতুস্টে মরিবে সবে জান মহারাজ।।
সমুদ্রত পড়িলে হয়ন্ত নস্ট যন।
মুনি না হয়ন্ত হিত নস্টমিতো জন।।
ধর্ম্ম নস্ট হয় জদি দুর্যাসনে মুনন্ত।
যাইত করিলে হোম নস্ট মুতচন্ত।।

আপনার বুদ্ধি বল চিন্তি প্রথমত।
পরক বুঝিয়া জানি তার ধর্ম্ম মত।।
জানি মুনি মিএতা করিব নৃপবর।
তাত নিন দ্বা হৈলে নিন ্বা নতিব বিস্তর।।
তনয় কণ্টক মুনিদ্রোক মুনিশ চিত।
প্রমাদ করহ করে প্রজাএক্ষয় পরাএস্বেনিত।।
যহা কোপ দুর জায় ধবাত তরাপে।
সদা মন দু নতি মুলক্ষত বিধংপে।।
প্রজ াহিন কপটিত মিএতা না ক্রিয় করি।
বহুগুন রূপ দেখি জেহেন অনুরি।।
নৃপ সে বিজন বৈজ্য ধর্ম্মিক সুন দুর।
আপ্ত বাক্যে সুহৃদক পালে নিরন্তর।।
কুলিন বা অকুলিন জেন তেন নয়।
যজ র্জাদা কালতে ধর্ম্ম পবে তত্পর।।
মৃদু বানি বোলে ন জাবয় মন দু খান।
কুলিন সতেক নহে তাহার সমান।।
.....চিত্তে এক তার বিত্তে বিত্তে এক।
প্রজায় প্রজ ভয় এক মন দু মন ভেদ।
হেন দুইর মিএ তার হয় বহু দিন।।
দৈব দোসে জনি বিধি ন করয় চিন।
..... বি জন দুর্ব জনয় ধার্ম্মিক।
অসৎকর কর্ম্ম করে দুস্ট সাহায়িক।।
গণ ্ডিত না করে এ সবার সংগে সখা।
অতিগণে আন করে জেন জনরেখা।।

.....নি বোলে প্রানি হিত করে নিত।
মুমুত্বা না করে কথা প্রতিএ সহিত।।
এ জনার আয়ুবল খি হয় চিরকাল।
পণ্ডিত সমাজে দেখি সবে বোলে তান।।
না পারে পারিতে কথা করে তাকে অনুমানি।
পারীবাত কথা করে কর্ম্মক প্রমানি।।
তার মন দুক্যো সব করি ধরে চিত্তে।
কথাবনু বুঁনি তাক জানিবা নিশ্চিন্তে।।
জে সুখ করিতে কর্ম্ম অর্থ নহে হিন।
সে সুখক সেবা করে নিরে অনুদিন।।
আসে সুখ গ্র পাছে দুঃখ জে সুখত দেখি।
বুজে সে করিব তাক পণ্ডিতে উপেখি।।
অনুদিনে জে জন হবয় প্রেম চিত্তে।
জয় জে জনের সাধু চিত্ত নহে কদাচিত।।
বেদক নিন্দু জাকে ম্লানসিয়া জন।
নহি না থাকয় তাত জানিবা রাজন।।
যতি ঋজু অতি দানি অতি বিরবর।
মুতি প্রজ্ঞা মুতি বানি মুতি ব্রতধর।।
মুতিমন্ত কর্ম্ম করে মুতি সুতনিত।
ভয়ে তাক পণ্ড জন ভজয় কথাচিত্ত।।
মুতি নিস্পতত মুতি গুনবন্তু জনে।
লক্ষ্মী ন থাকয় তাত জানিবা স্বপনে।।
উন্মত্ত পরব প্রায় অল্প বুদ্ধ ওজন।
তানে মন দে থাকে দি-তো ম রচে সুন্দান।।

বেদ পড়িবার ফল হোম করে নিত্য।
শাস্ত্র শুনিবার ফল হবে সদরিত।।
আর্য্যা গুরুদের ফল রতি খুব পাই।
এন অজ র্জিবার ফুল বিলাইয়া যাই।।
যে জন য়াজ র্জিয় এন কর্ম্মক করিয়া।
সেহি এনে করে বরিবার প্রেত কুয়া।।
য় কর্ম্মের ফলে প্রেত কর্ম্মক ন পারে।।
প্রেত রূপে ফিরে যহা বিকলতা তারে।।
যহা য়াবদত দুগ র্ব এনের দুগ র্ব বলে।
য়ুগ্ম বরি কাটিবাক চাহে জনি জনে।।
এতেক স্থানত যে জনক নাহি ত্রয়।
চুম্বুত তার সদা আনন য় রহয়।।

৪৬ (খ) শেষ
৪৭(ক)

নিত্যয়িত দেবি কর্ম্ম দেবতা পূজন।
য় প্রযাদ বৃত্তি কর্ম্ম প্রজা য়ুরচন।।
এহি সাত কর্ম্ম হবে বিত্তবের মূল।
সাত কর্ম্ম করি সুখ ভুঞ্জ ভয় বিপুল।।
দেব দ্বিজ গুরুজন দেখি বন দে নিত।
গণ ডিত গুরুক সেবা করে সুখ চিত্ত।।
তার জন্ম কির্ত্তিবন আয়ু বাড়ি জায়।
পাপত বিমুখ সুখ পুন্য বুদ ধি কায়।।
বৃত্তি দুঃখ করি কর্ম্ম কর্ম্ম পরিহরি।
এনক মাজ র্জিব বিত্তবন সেবা করি।।
য়ুক্তের শেষক জিনে কৃপন কারনে।
সত্য বুলি অসত্যক জিনয় সে প্রানে।।

মুর্খ পুত্রক দেখি দুঃখ করি চীন।
মৈথুনক লোক করি ন তৈলে সমান।।
বিভূষিত পুত্র দেখি দারিদ্রের লোক।
অ-নায়ক রাজ্য সর্ব্ব ন লোকে করে লোক।।
প ··· জনত বুদ্ধ হবে জেহি জন।
গর্ব্বিত জনত না হয় দুষ বন।।
অমন তোষ করি বুদ্ধ হবে নারিগন।
বচন মাত্রকে নারি তেজে বুদ্ধ যম।।
ন জ্ঞান না করি চা রি বেদ কর পাত্র।
ন স্মৃতি ব্রাহ্মণ হরে বনদ্বত কাত্র।।
মৃত্তিকা শুদ্ধাবে হরে পৃথিবীত বল।
পতিব্রতা নারির বনত কুতুহল।।
সুবর্ণর বনি বুলি রজতক জানি।
রজতের বনি বুলি তাথাক বাখানি।।
তাম্র বলি বুলি পিণ্ডা সবাতে বিদিত।।
পিণ্ডার বনিকে বুলি বনি জে নিশ্চিত।।
নিদ্রাক বিদায় রাজা জিনিতে না পারি।
স্মৃতি রতি সুবত মন তোষ নহে নারি।।
জলনক পাত্র দিয়া না পারি জিনিতে।
যদ্যপি বদ্যত হবে স্মৃতি নিতে নিতে।।
·····জিনিব জদি বহাবন দিয়া।
রিকুক জিনিব ·····।।
অন্নপান দিয়া জাএ ভার্য্যাক জিনিব।
মাকন ····· উপার্জ্জিব।।

···· নু বোলে রাজা মোর বোল ধর।
কৌরবে পাপ ভবের ·····।।
বুএবতে পাপ ভবক দেখি বড়া ডরি।
রাজ সুখ তুঞ্চ জিয়োক সোক পরিহরি।।
সু ধর্ম্ম ভুমু বহুতর ধন পাই।
যে জনে তেজয় তবে সুবে নিদ্রা জাই।।
দুঃখ দুর গেল তার মুখি হৈল কানু।
পুরান চর্ম্মক তেজিবার সব্ব প্রাণু।।
কান্ট তুঞ্চ জি বুদ্ধি জেন তুন্টক না পাই।
সবুজ্ঞের তৃপ্তি নহে নদি জল পাই।।
জল তুন্ট নহে ভবতের গ্লানি হরি।
বৃৎপারত নহে জানিয়োক তুন্ট নারি।।
ন্যাসায় বুদ্ধি করে জেগে রক্ষী নাম।
ধনুকে বুদ্ধ বুকে হরে জানিয়ো নির্য্যাস।।
কৃপনতা ভাবে সবে জল নন্ট করে।
কুষিত ব্রাহ্মনে রাজা থাকিবাক পারে।।
জোতে অতি নাসে তবু ব্রানের সংসয়।
ধর্ম্মক নেড়িবা রাজা জানিবা নিশ্চয়।।
দুঃখ সোক যিএ নহে ধর্ম্ম নিত্য সার।
অনিত্য জীবন রাজা অনিত্য সংসার।।
অনিত্যক তেজি রাজা জি নিত্যে কর মতি।
ধর্ম্মক রাখিবে দুয়োলোকে পুত পতি।।
এহেন যিএ বন বুদ্ধি করিলে না পাই।
ধর্ম্মা ধর্ম্ম দুই যাএ সংগে চলি জাই।।

বনরত্ন পুর্ণ বসুমতিক আসিয়া।
নানা ভোগ নৃপগণ বিপুল তুষ্ট হিয়া।।
নৃপগণ মেল সাব জনের মগরি।
ভোগরঙ্গ রহিল রহিল বসুন্ধরি।।
সুবক চাহিলে নর বিদ্যাক না পাই।
বিদ্যাক চাহিলে তার সুখ দুর জাই।।
স্থির বুদ্ধি করি দুই একক ভেজিয়া।
সুখি হৌক নরবর একক ভজিয়া।।

৪৭(খ) শেষ

৪৮ (ক)

যহা দুঃখে গোসে নর সুএক জতনে।
মরিলে তাহাক লোক করিয়া আনে আপনে।।
চিতা যথো তুলি যোয় জেন কাষ্ট চয়।
বান্ধব মরিতে বুদ্ধি কাল দি ঘর জাই।।
ঘর জায়া শোক করে দিন পক্ষ মাত।
শোক পরিহরি পুরুষি বায় তাত।।
বন জন দেখিয়া তুএ তুয় ভোগচয়।
গুরুজন পালনে পুরুক পালোয়য়।।
সুএশোক পাসরয় জে বনক দেখি।
আপনে মরিলে জায় সে বন উপেখি।।
পুন্য পাপ সংসে করি জায় জমপুর।
পুন্য ভোগ দেখি ভোগে বান্ধব নিকর।।
নব ভবন দেখি জেন ভেজে নৃপচয়।
নরাক পুড়িআ তেন বান্ধব তময়।।
কর্ম্মা আপ করি পাত্র জায় জমপুর।
হেনমত জানি কর্ম্ম কর নৃপবর।।

ধনরত্ন পূর্ণ বসুমতিক সাজিয়া।
নানা ভোগ নৃপগন বিপুল ভুঞ্জি গিয়া।।
নৃপগন গেল সাব জমের নগরি।
ভোগরস রহিল বসুন ধরি।।
পরিহরু নদি করি মনিস্রোক মনে।
তজু তার জল পুন্যচয় তির্থ জত।।
প্রতি তার দুই কুল বাড়া উর্দ্ধিচয়।
তাত স্নান করি থির পবিত্র হবয়।।
কালনদি ইন দুষ্ট পক্ক য জান তার।
কাম ক্রোধ দুই মোট বিষয় তাহার।।
জর্দ্ধ জরা জুত নদি দুর্গম বিসাব।
প্রতি নারে তাক তুমি ক্রমি আবিহ তুপান।।
ভুজ্ঞ ইক বয়োবৃদ্ধ ধন বৃদ্ধ হয়।
বয়োবৃদ্ধ ..... বাক্যচয়।।
তারধনদ কার্য্য তাক পুছি ভাল করি।
কার্য্য নষ্ট হয় মোহা নৃপগত তরি।।
.... রাখিয়া ...নিংগ উদর ভরায়।
চতুর সকল বচনক কল্প বয়।
কর্ণ চক্ষু দুখকো যানি রাখিব সতত।
মনক রাখিব চক্ষু বচন কর্ম্মত।।
..... স্নান করে নিত্য যজ্ঞ সুত্র ধরে।
নিত্যে পড়ে পণ্ডিতের চরন না করে।।
কর্ম্ম করি নিত্যে নিত্যে বুদ্ধভক্তি হয়।
সেহি দ্বিজে চিত্তে কাল সুগতি হবয়।।

৪৮(ক) শেষ

৪৮ (খ)

.....পড়ি প্রজাগনি মোহা জজ্ঞ করে।
দ্বিজগন রাখি ..... ধনু ধরি করে।।

সম্মুখ সমরে পড়ি সুর পুর যায়।
ক্ষেত্রিয়র এহিকথা কহিলোহোঁ রায়।।
....পাট করে দ্বিজ ক্ষত্রিয়ক তোষে।
কান জানি বন দু করে পরিজন পোষে।।
কর্ম্মার্থে কারদ যজ্ঞে এরুপত পাই।
সুরপুরে বৈসে সুখে সব ঁক তুল্য ঠাই।।
অন্য জে জাতির একো নাহি কর্ম্ম।
দ্বিজ সেবা করে তার এহি নিজ কর্ম্ম।।
দ্বিজ তুষ্ট হৈলে সর্ব্বজন তুষ্ট হয়।
প্রান পরিহরি পুন্ন সুরপুর যায়।।
চারিয়ো জাতির কর্ম্ম কহিলোঁ নিশ চয়।।
কহিবার কারণ সুনিয়ো মহাসয়।।
ক্ষত্রিয় জাতিত হিন হৈল যুধিষ্টির।
রাজ কর্ম্ম বা কি তুমি থাকিয়োক থির।।
যুতরাষ্ট্র বলতি বিদুর বিচক্ষন।
তুমি জেন বানি বোল মোর সেহি মন।।
পুত্র সব করি ধরো পাণ্ডবক চিতে।
তবনে পাসরোঁ দুর্য্যোধনক দেখিতে।।
ধনধন্য ভাগ্য সে ভুবন ঁর কিছু নয়।
ভাগ্যে জাক না ঁ তাক ভুবন ঁত না পায়।।
ভাগ্যে জার না হয় অভাগ্যে তার গতি।
রাজপদ বন ঁদি করি রাজ নিপতি।।
বিদুরক পুন্নরপি বোলে কুরুরায়।
জানিলো তোমাত হন্তু কর্ম্ম সমুদায়।।
কর্ম্ম কথা আছে তুমি কিছু অবশেষ।
কহিয়োক তরে সুনো কর্ম্ম উপদেশ।।

বিদিত সংসার আছি ধৃতরাষ্ট্র বনে।
সে কথার জোগ্য নহে কহো কি বন বানে।।
তুমিইতো সংসার ভেদিয়ো ঋষি রায়।
নৃপতির জেন পূর্ব দুঃখ দূর যায়।।
আতাদাত প্রস্থাত্রিয় জরা মৃত্যু ভয়।
কারণের বোধ আর সংসার জিনয়।।
নৃপতিক কথা তুমি বুঝিয়ো সম্প্রতি।
বুধা শিবাদাক জেন জিনে নরপতি।।
অননুরে ধৃতরাষ্ট্র নতুতো হাসয়।
ঋষিক পূজিয়া মৃদু বচন বোলয়।।
মৃত্যু নাহি হেন বোল বুলিলো পূর্বত।
কেন মতে পাই হেন বচন সঙ্গ ছাত।।
সুরা ••• মহাধর্ম্ম চয় করে।
মহাজজ্ঞ করি মহাব্রতক আচরে।।
তথাপি মৃত্যুক না জিনিবয় একোজনে।
জগতত মৃত্যু নাহি তুমি বোল কেনে।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি বিদুর মহাকায়।
তেহে ধর্ম্মবনু তেজ বনু ঋষি রায়।।
মনুষ্য শরির যুক্তি নহো ধর্ম্মবান।
তার মোর সমাগম হৈব কি বন বান।।

৪৯ (ক) শেষ
৪৯(খ)

সুন••••••••• সুন নৃপতি প্রধান।
মৃত্যু নাহি জগতত তাক সত্য জান।।
প্রবাদ বোহত হন্তু মৃত্যু উপজয়।
তার মৃত্যু নাহি আর দুইক জিনয়।।

প্রবাদ করিতে সুরগণের বিগতি।
প্রবাদ না করে ব্রহ্মবতে হবে স্থিতি।।
ব্যাঘ্র প্রায় মৃত্যু কোন বস্তুক না বায়।
না দেখিএ কাক তত হেন আছে কায় ।।
কেহো কেহো জনে ধরি জায় মৃত্যু বুলি।
সে কিছু না জানে জেন দুগ্ধ দুগ্ধের ছায়ানি।।
জব রূপ ধরি জমপুরে করে বাস।
সাধুক দুস্টক যারে জানিয়ো যাঁস।।
জমপুরে জায় জদি সনু জন ধরি।
তাত সানু রূপ ধরমায় প্রভু হরি।।
দুস্টজন ধরি জদি জম পুরে জায়।
ঘোর জমরূপ তাক হরিএ দেখায়।।
ক্লেশর মোহ প্রবাদক মৃত্যু করি জান।
তিনি জাক গ্রাসে মোহে তার না রহে জিয়ান।।
জমকে দেখিয়া নতে বেদনা প্রচুর।
তিনিএ মোহিত হয়া জায় জমপুর।।
এই ক্লেশে মোহ প্রবাদক যার হৈল মন।
মৃত্যুক জিনিতে না পারয় সেহিজন।।
ক্লেশর মোহ প্রবাদক মৃত্যু বুলি জানী।
মৃত্যুক মরণ বুলি জপ্পতে বাখানি।।
মনুষ্যক মৃত্যুক মনা পারে কদাচিত।
সে সব জাহার কাম ক্লেশর ভুতনিত।।
কামক্লেশে জিনিজেক সে সবার মন।
ভবোদয় নরক দেখিব সেহিজন।।

কামক্রোধ লোভভূত জে জনের কায়।
পাপে পাপে বুদ্ধিয়া সুখ যায়া জায়।।
সত জুগের সুখ পুনু দুর্যুগে না পায়।
কদাচিত পায় তবে হয় ধন প্রায়।।
দুর্জন রুপে দুখবত লোভ করে।
পাছে কাম ক্রোধ তিনি ধরি বন দি করে।।
তিনি প্রকারত নর মরে বন দি দুই।
মৃত্যুএ মারয় বুলিন কতক রই।।

৪৯ (খ) শেষ

৫০(ক)

এহি জানি থির জন স্থীর বুদ্ধি যান।
নিত্যে নিত্যে ধর্ম্ম করে ভক্তি ভুজতনে।।
মৃত্যু নাহি তার তেহে স্থাপনে না মরে।
পুরান দেহাক ছাড়ি নব দেহা ধরে।।
জে জন ধনয় ধর্ম্ম সেহি থির জন।
তাহারে জানিয়ো মৃত্যু নাহি কদাচন।।
কাম ক্রোধ মোহ জার জিনিলেক কায়।
তারে মৃত্যু হরে তাকো যমপুরে জায়।।
মৃত্যু নাহি যম নাহি হরি সর্ব্বময়।
দুর্ষত বারিতে কাম ক্রোধ নিয়ামেয়।।
কামক্রোধ লোভে পড়ি দুর্জন মরে।
থিরজন ত ধর্ম্মকরি এ সকল তরে।।
ভূত রাস্ট্র বলতি শুনিয়ো মুনিবর।
ধর্ম্ম অধর্ম্মক দুয়ো করে একে নর।।
কীবা তার ধর্ম্ম কয় ধর্ম্ম করে নাম।
অধর্ম্মক ধর্ম্মে জিনে কহিয়ো বিস্তার।।

কবি বোলে ধর্ম্মাধর্ম্ম তুঞ্চ জিবাক লাগে।
ধর্ম্ম বলবন্তু তার কর তুঞ্চ চুক্ত আগে।।
যে ধর্ম্মের কর পাছে তুঞ্চ জির নিশ চুন্ত।
ফলক তুঞ্চ জিমে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ভন্ত।।
নৃতরাষ্ট্র বদতি মুনিন্দ্রো কবি রাজ।
কোন পুন্য করি দ্বিজ স্বর্গপুরে জাজ।।
কোন স্থানে ব্রাহ্মন গণের হয় স্থিতি।
মুনিবাক ইৎস্থা তাক কহিন্দ্রো সম্প্রতি।।
কবি বোলে নৃপবর শুন মতিমান্ত।
বলিক দেখিয়া জেন বলি বেদি জান্ত।।
সেহি নন্ত সেহি দ্বিজ ব্রত করে নিতে।
তাহার স্বর্গত স্থিতি জানিবা নিশ চিতে।।
জে ·····ঘরে অন্ন পান বহুতর।।
জাঞে তাঞে জথা তথা ভরন্ত উদর।।
জার অন্নপান বরিসার চুন ন্তান্ত।
জানিবা নৃপতি সেহি স্বর্গপুরে জান্ত।।
·····তুঞ্চ জে ন্তান্ত দুঃখ পান্ত টান।
তথাপিতো জার তাপ নাহি নৃপবান।।
ঘরে বসে ব্রহ্ম ন্ত তুঞ্চ জিতে নাহি চিন্ত।
সেহি মনু জন সেহি মহনু গণ জিত।।

৪০(ক) শেষ
৪০(খ)

·····রি জাঞে করন্ত ভোজন।
মুনিন্দ্রোক নৃপবর তাহার জিবন।।
কুকুরে জেহেন বান্ত্য খুন খুন খায়।
পরধন হরি জিন্ত্যে তদ্রুত পরায়।।

জা.....বৈসে করে নানা ব্রতচর্য্য।
আপনাকে ভাকে জেন কেহো না দেখয়।।
মনু জনত প্রতিগ্রহ নাহি তার।
সে বিপ্রক বির জনে করয় সৎকার।।
প্রবজুত নাহি দাস উপনয় হিন।
সজ্ঞ ঈন ব্রাহ্মজ্ঞ সমাজে মনু ব্রাহ্মন প্রবিন।।
ঘুমিস্ট জনের কিছু আচার ন করে।
সেহি ব্রহ্ম জানে হেন তাক বোলে নরে।।
ধনি হেন না দেখায় মনুষ্য লোকত।
দেব কার্য্যে ধনি হেন দরসে সতত।।
পুত্র কাজে দেব কাজে ধন দেই যান।
সে দ্বিজের ব্রহ্ম সে পরিত্র জান।।
ধন বিদ্যা জন্ম করি বহুমান পায়।
সেহিখানো মনুষ্য বুলিএ মহারায়।।
ধনক না দেয় না করয় জন্ম বানি।
তথাপিতো মান্য পায় দ্বিজমানি।।
মহামান জতি জাক্তে হরিষ না করে।
মহালাভ উদ্বেগ জাক্তে তাপ পরিহরে।।
পণ্ডিতের মান্য লোভি মন ধন ধ করে।
সেহি দ্বিজ বির বৈদ্য জানিয়ো ভূপরে।।
সেহি সুখে থাকে জাক্তে মান হেন নরে।।
নুয়ো না করিব হেন জানিয়া না করে।
ধ ধর্ম্মে না হৈব হেন জানিয়া মুজনে।।
পাপ না করিয়া তেজিবাহা মৌন মনে।

লক্ষ্মী সুবক সেই জানে সর্ব্বজনে।
লক্ষ্মীর দুঃবক সেই জানিবা আপনে।।
প্রজ্ঞাযুত জনে লক্ষ্মী জানে সর্ব্বকাল।
প্রজ্ঞাহিন জনে লক্ষ্মী নাগায় চুক্ষ ভাল।।
সত্যবাদি ধর্ম্ম স্বভাব লজ্জা শৌচ দয়।
বিদ্যবান যৌন বুদ্ধি ভাবোদ্ভ্রিক্ত বিশ্বয়।।
লক্ষ্মী আসিবার হয় এহি দ্বার চয়।
জানিয়োক নৃপবর পণ্ডিতে কহয়।।

৫০(খ) শেষ
৫১ (ক)

ধৃতরাষ্ট্র বলতি মুনিন্দ্রো মহাঋষি।
চারিবেদ জানে আক্তে ব্রাহ্মণ তপস্বি।।
দৈববসে তাক্তে জদি করে পাপ কথা।
কহিন্দ্রো তাহার ন হয় .....।।
ঋষি বোলে মুনিন্দ্রোক নৃপবর। সার।
সুবে দুঃবে পাপ তুক্ত জিবাক নাগে তার।।
পাপে নষ্ট হয় চারি বেদ পড়িবাত।
মোর বানি মিথ্যা নহে কহিলোঁ তোমাত।।
ব্রাহ্মে রাজা বোলে মুনিবর জদি হেন হয়।
কর্ম্ম বিনে বেদ পাপ দুর ন করয়।।
বেদে সে প্রধান ব্রাহ্মণে হেন কহয়।
ব্রহ্মার বচনে জান সে বোল না বয়।।
ঋষি বোলে ব্রাহ্মণের তপেতে প্রধান।
হেন জানি তপ করিবেক সুবন ধানে।।
পরলোকে জান তুক্ত জিবেক সব ধর্ম্মুব।
বেদ কিছু নহে আক্তে তপত বিসুব।।

রাজা বোলে কবিবর কহিয়ো নিশ্চয়।
বেদ বিনে কেন মতে তপ উপজয়।।
কবি বোলে এয়োদশ দোষ বিবর্জিত।
তপ উপজয় রাজা জানিবা নিশ্চিত।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ গ্লানি হিংসা মন।
মদমত্তা নিদ্রা তন্দ্রি শোক মিথ্যা জে বচন।।
নিদ্র সংক সহিত ত্যাদি এয়োদশ দোষ।
এইকে পারয় করিবাক যতি সেব।।
বাক্যা বিবর্দ্ধনা স্মৃতি ভ্রমত্বীন্ন চঞ্চল।
ক্রোধির হবয় মহাপাপ মহাবল।।
হয় পাপ করি নর নরকত পড়ে।
ন করয় মনু জন এ ছয়ক ভরে।।
জে জ·····বে নিত্য সুংগারক চিত্ত।।
জন্ম করি সুরতি তুঞ্জ জন্ম প্রতিনিত।।
মিথ্যা তাপ করে স্মৃতি সে খুনু দুর্ঘন।
নাস্তিক হিংসয় বহু প্রসংসা কৃপন।।
এহি·····ন হরে নর ব্যাতি প্রায়।
মাতো····· সে পাপ মহ কায়।।
এ পাত প্রকার তেজিবেক ধীর জনা।
একত প্রবেশ হৈলে বুদ্ধি হৈব ধর্ম্ম।।

৫৮(ক) শেষ

৫৮(খ)

ত·····জ্ঞ ধর্ম্ম কথা স্মৃতি শুভ।
নত্র জা অনুসুয়া সত্য দান গুন জুত।।
সুসত্য গুণ সথে ব্রাহ্মণ প্রকার।
ব্রাহ্মণ জাতির এহিগন গুন সার।।

কর্ম্ম না বুঝিলে দুঃখতে জে থাক হয়।
মহাদুঃখে অতি কষ্টে না করন্ত হয়।।
এহি হয় কর্ম্মক জে জিবনর পুনি।
ধনবন্ত গুনবন্ত বুলি তাক লেখি।।

৫১ (খ) শেষ
৫২(ক)

ব্রহ্মাদের আচমন জানিন্তো ব্রহ্মান।
ইন দ্বীপ্ত পক্ক কবলে বলে মুনুজান।।
ভূত ভবিষ্যত সোক করে সবে ধরি।
মুখি হয় এহি আষ্টে অষ্ট দোস পরিহরি।।
দোস গুন সকলে কহিলো নৃপবর।
দোস তেজি সন্তে গুন গ্রহে নিরন্তর।।
দোষক তেজিন্তা জাঞে গুনে করে মন।
জানিন্তো মুখতি সেহি হয় তপোধন।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি মুনিন্তো মুনিবর।
ভারত পুরান বেদ পড়ে কত নর।।
ব্যাভিচারি বেদ পড়ে কেহো তিনি দুই।
কেহো এক বেদ পড়ে একো একো দুই।।
কবি বোলে ব্রহ্মার বিহিত বেদ এক।
তাক ব্যাপে রিষি গাহে মুনিহে অনেক।।
চারি বেদ কল গাই এক পড়ি বাত।
এক হরি চারি বেদ জানহ সাক্ষাতো।।
কৃষ্ণ এক সত্য বুলি যোগি পরে কহে।
বেদ পড়িবাত কল কৃষ্ণ চিত্ত রহে।।
হেন মত বেদক না জানে মুড় জনে।
পণ্ডিত বুলিন্তা বালে আপনাক বালে।।

জো দু ..... থাকে এ সকল গুনচয়।
বুধিবি সাধিতে সেহি ব্রাহ্মনে পারয়।।
জদি সর্ব্ব গুন দ্বিজ না পারে পালিতে।
এক দুই তিনী গুন পালিব নিশ্চিতে।।
ত্যাগ দান সত্য এ প্রকার তিনি সার।
এহি তিনি গুন ব্রাহ্মনের সুধা ধার।।
এহি তিনি গুন জেবা দ্বিজ করে ঠি বধি।
সেহি মোহা মুর্খি সেহি পণ্ডিত নিত্তমি।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মিথ্যা হিংসাবৃত্তি।
মনুষ্যা মনুষ্য লোক দম্ভ নিত্য গতি।।
ব্যাধিবাদ পরিতাপ করে আসে জন্ম।
বাক্যাপি সুনয় অসদজয় অষ্টদস।।
মনুষ্যের অষ্টদস এহি দোস টান।
এক দোস থাকে জাত সেহি সে অজ্ঞান।।
অষ্টাদস দোস জাত না করয় বধি।
সানু বধি পনি তাক জানিয়ো নির্য্যাদি।।
হয় বিদ্যা ত্যাগ করিবাক বড় ভার।
কহো মুনিয়োক তাক বুদ্ধ নরপার।।
যুদ্ধে রংগ না করয় অযুদ্ধে বিশোক।
এহি এক বিদ্যা ত্যাগ নৃপ জানিয়োক।।
ভার্য্যা পুত্র বান্ধব সাসয় যুদ্ধে রহি।
কালে জজ্ঞ করে দান সেই এহি দুই।।
যুজোপ্য বচন জে বোলয় তিনি বরি।
বরবর্ম্মে বর্ম্ম ন করয় চারি বরি।।

ভারত পুরান বেদ পড়িয়া সকল।
হরি ভকতের ভাব এহি হৌক ফল।।
হরি ভকতির আর নাহিক আপদ।
সে জনের রাজ্য জেন বাড়ুলে বটএ।।
সত্য আর নাহি তার বেদ যজ্ঞ দান।
লোভতে সকলে ভ্রবতে হৈল জান।।
যানস কর্ম্মক করি সংকল্প করিয়া।
সে আর নাহিকে তার বার্থ সবে হুয়া।।
মনে চিতে আন কর্ম্ম চিতে আর আন।
নিস্ফল তাহার বেদ পাই যজ্ঞ দান।।
অস্থির মত্যের দিবা বন ভ্র ওকারণ।
পক্ক বাতু রসে বাস্ত জান সেইজন।।
ভ্রবে·····ক আদবে সর্ব্বজনে।
করে বা না করে বেদ পাই সে বরমে।।
সেহি জন্তব বেদ পড়ে সেহি তপ করে নিত্যে।।
সুদ্ধ ভাব করি কহে তাহাক পণ্ডিতে।।

৫২(ক) শেষ
৫২ (খ)

হেন স·····সে মুখতি প্রধান।
জাতি ব্রাহ্মনক না দিবাহা অপমান।।
সত্যবানি বোলে জাকে আর স্থির জ্ঞান।।
জানিওনুপতি সেহি যহনু ভুবিনো।।
বেদহু হুন দু জানে সর্ব্ব ঋষি পুরাতন।
তেহে বুলিয়াছে সত্য স্বরূপ বচন।।
হুন দুক পড়িয়া জদি বেদ না পড়ন্ত।
বেদের তত্ত্বক সেহি জনে না পারন্ত।।

বেদ কেহ জানে কেহো না জানে বি চুহু।
জদি বা জানহু তবে তহু না জানহু ।।
বেদক জানহু জদি হন মুক নচ জানে।
বেদ হরি তাক জানে সত্যবাদি জনে।।
বেদক চিনুহু বেদ সাংএক না জানে।
সংসহুক ছেদে সবহোরে ওওজ্ঞানে।।
মৌনে সেবা করে তাক না চিনুহু আন।
তাত হন্তু নতি এ পরম তত্ত জ্ঞান।।
তুমিও ব্রহ্ম ক চিনিয়োক মৌন মনে।
মৌন ধরিবাত মুনি বোলে সর্বজনে।।
বনবাসি হৈলে মুনি নহে হেন জান।
মৌন ধরি ব্রহ্ম চিন্তে সেহি মুনি ঈান।।
আপনাকে চিন্তে জাকে সেহি মহামুনি।আত্মা
নানাগুন খ বাখানহু সেহি ব্যাকারনি।।
প্রত্যেক দেখহু কাজ সেহি মুনিদেবে।
সত্যবাদি দ্বিজ ব্রহ্ম বুলি জানি লেবে।।
ধৃতরাষ্ট্র বোলে কবিবর শুনিওক ।
জে কিছু বুলিলা ব্রহ্ম চিনিবাক মোক।।
কহিওক ব্রহ্ম খুন মুহুর কাহিনি।
ব্রহ্ম যাএ যানিলো তোমার সবে বানি।।
কবি বোলে ব্রহ্ম ন কহিলো নৃপতির।
ব্রহ্মকথা একো কালে কহিও সত্তর।।
যুক্ত বিদ্যা কহ ব্রহ্ম চর্য্যা অভিবাক।
ব্রহ্ম চর্য্য তপ করি জপ মহাজাপ।।

রাজা বোলে বুঝা বিদ্যা মুনি কহে জাক।
জানিলো নিশ্চয় তুমি কহিবা আবাক।।
ব্রহ্ম কথা শুনিলে অবশ্য হয় কাহু।
তাক মোক না কহ কিসক রিষি রাহু।।
ঋষি বোলে ব্রহ্ম শুনিবাক জার মন।
ব্রহ্মবে বিমুখ সুবে তেজে কতো জন।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ তাক পরিহরি।
পাছে ব্রহ্ম মুনি জার ব্রহ্মলোক পুরি।।
পরিরক খুজে প্রথমে বাপ মাবে।
জন্ম ক্রি করি পুষি পাছে জানে পড়াবে।।
গুরুক প্রনুমা করি মোহাবিদ্যা পাহু।
আপনে পড়িয়া সাংএ পরক পড়াএ।।
....কর্মে কথা কহে মন এ বানি।
সেহি বাপ মার তাক গুরুবুলি বানি।।
মন মু না চিনিব তার বড় বান্য করি।
মানে জদি পারে তভো ক্রেশব পরিহরি।।
.....ব্রতের প্রথম এহি পাদ।
দ্বিতিয় চরণ রাজা কহিবো তোমাত।।
মনে প্রানে মনে কাহু বচন সহিতে।
গুরু গুরু বুলি দুই চরণ নিশ্চিতে।।
সুদ্ধ ভক্তি গুরুমতি করি জতমান।
গুরুর পত্নিক ভক্তি করি সুবন জান।।
বিধিবতে গুরুসেবা করে প্রতিনিত।
তৃতিয় চরণ রাজা জানিও নিশ্চিত।।

গুরুর দক্ষিনা বুঝি নাহি দেঞ্চে তবে।
প্রবাস করিব পৌন ব্রত ধরি তবে।।
এহিমতে তিন তিন প্রবাসক চলি জাএ।।
প্রাবাসত হন্তে আসি দক্ষিনা জোগাএ।।
ব্রহ্ম চর্য্য ব্রত ধরি তিন বাসি যায়।
বাসি জাচি জত কিছু ধন বিও পায়।।
সেহি বিও দিআ গুরু দক্ষিনা জোগায়।।
চারি পাবে ব্রহ্ম চর্য্যব্রত পুর্ন্য হয়।।
গুরু ..... জেন মতে বিদ্যাচয়।
গুরুর গুএত প্রবর্ত্তিব সেহি মত।।
হেন মতে জে জন করয় গৃহ বাস।
তার ধন পুএ বাড়ে পশু বাসি বাস।।

৫৩(ক) শেষ

৫৩ (খ)

এহি ..... করে ব্রহ্ম চর্য্য ব্রত।
দেব গুরে পদক পান্য জানিও পুর্ব্বত।।
ব্রহ্ম ঋষিগন দেল ব্রহ্মার সদন।
রুপবতি হৈল সবে অপেরুপা গন।।
তখন পদক পান্য দেব দিন করে।
এহি ব্রত মৃত্যুক জিনয় থির নরে।।
এহি ব্রত ব্রহ্মা করে কৃষ্ণ পদে বাস।
ব্রহ্ম চর্য্যো ব্রত রাজা কহিলো বিস্তার।।
ধৃতরাষ্ট্র বনতি মুনিন্দ্রো তপোধন।
ব্রহ্ম কোন রুপ মোত কহিন্দ্রো আপন।।
কিবা গুরু সৌর মিল কৃষ্ণ বর্ন তনে।
ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মনে জাক .....।।

ঋষি বোলে নৃপবর শুনিও কাহিনি।
ব্রহ্ম কোন রূপ তাক আমিও না জানি।।
জোগি সবে ধ্যান করি চিন্তে নিত্যে নিত।
তেহোঁ না জানয় ব্রহ্ম কোন বন সুতা।।
জদি পরব্রহ্ম অরূপ রূপ ধরি রহে।
ধ্যানের কারণ করি অরূপ রূপ কহে।।
বড় হৈলে তাত পরে বড় নাহি আন।
চতুর্ভুবনে জনক হুদএ দেয় স্থান।।
ধর্ম্মরূপ ধরে তেহে সর্ব্ব পরিহরে।
তার জিন্ন নিজরূপ না জানয় চরাচরে।।
স্বর্গ পৃথি পত্য পাতাল আকাশ চারী স্থানে।
কথা ব্রহ্ম থাকে তার নি··· জানে।।
অজর অমর তেহেঁ নিগুন ধরি।
পাপয় নাসয় তেহেঁ মহে সৃস্টীকারি।।
সকল জগত আছে তাহার উদরে।
হে জন না জানয় তাক সেজন সবরে।।
রূপবনু ভেদ তার নাহি তেজোময়।
ধ্যানদৃস্টি করি তাক সেবে জোগিচয়।।
কোন রূপ ন জানয় ত্রিভুবন জনে।
রাবের কিংকর দ্বিজ কবিরাজে ভনে।।।

৫৩ (খ) শেষ

৫৪ (ক)

পুনরপি ঋষি বোলে নৃপতি সুজান।
সুব্রিদ ভাবের জানা হএ গুনটান।।
সুব্রিদের ব্রহ্ম হৈলে আনন্দ দুক পাই।
অব্রহ্ম কার্য্যত তুরে কষ্ট ভুত কহি।।

অদেয় বস্তুক দেয় মুরিদে সংকিতে।
আপনার দুঃখ হয় জানি তাক দিতে।।
মুরিদক না দিয়া ভুঞ্জে জিব যত ভোগ।
সততে বর্ষিব কর্ম্ম করিতে অজোগ।।
এমহিন জন জেন দুঃখ দেয় বর।
তাক তাক দিয়া লৈয় আপনার ঘর।।
পুত্র দারা সহিতে ভুঞ্জে জায়া দিব মন।
আপদে থানিব তাক এহি হয় গুন।
সাধকের জান নাহি কারণ ভুপাল।
সেহিজন সাধক জে দানি সর্ব্বকাল।।
সেহি তত্ত্ব জন তাক নিত্যে হয় দানি।
গুনি বা নিদ গুনি হৌক নির্ত্তক জানি।।
নিশ্চৈ জে পড়য় নিতি সাস্ত্র ধর্ম্ম।
সবাতে অধিক এহি ব্রাহ্মনের কর্ম্ম।।
তপজপ যজ্ঞ মতে সন্তে জন পায়।
জলরাশি প্রচারে অবর হবে কায়।।
ব্রহ্ম চর্য্য ব্রত ধরে মৌন ব্রত করে।
জানিহোক সংসার সাগরে সেহি তরে।।
ইন দ্বিজক দখি সত্য বানি বোলে নিত্য।
সেহি মোহানুনি রাজা কহিলো নি ....।।

জে বুঝি তোমাত কহিলোঁ পুর্ব্বত।
তেত্রোবন্ত ব্রহ্ম ব্যাত।
তাক সেবচন্ত সততঞ্চ পুজন্ত
সুর্য্য হৈল তাতে তাত।।

তেজ বুলি জাকে ব্রহ্ম বুলি তাকে
তেজে ব্রহ্ম একে জান।
জত তেজোবন্ত সবাতে তাবন্ত
তাহার প্রতাপ টান।।
•••তেজোবন্ত জগত প্রজন্ত
প্রথমতে তুজে জন।
জলের বৈথ্যত দুই দেব রহে
জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণ মুকুর।।

৫৪ (ক) দেব
৫৪ (খ)

..... দুহাকারেত
দুহন্তে ব্রহ্মিক থাপে।
সনুক তরাই দুস্টক তরাই
নিজ তুজ বলে থাপে।।
এই দুই দেবক তুমি অধ্যাসক
চতুদ র্দশ তুবনক।
ব্রহ্ম একেস্থরে পরম উনরে
দেখিয়ো তার বর্নক।।
দশদিস দিতি পর্ব্বত সম্প্রতি
সর্গের নদি তরেক।
বন উপবন স্থাবর জংগম
ব্রহ্ম•••বে স্তিজিনেক।।
প্রুবের রথত আছে হয় জত
সবারে নিত্য সকতি।
প্রুব তেজোবন্ত তাহাক রহন্ত
ব্রহ্মত্বন্ন
ব্রহ্মের তাহাতে গতি।।

চতুর্থ না দেখি যমত উপেক্ষি
ধ্যানত পরিথা চিত।
চরাচর জনে পশু পক্ষিগনে
সে পশু সবাতে স্থিত।।
জানিয়ো নৃপতি অধিক্রমে গতি
কাল নদী বহি যায়।
সরু এক বার দুদশ প্রকার
সেহি সে যুদ্ধের কায়।।
ঘোর নদি তাক নারে তারিবাক
না পারয় মোহ বনে।
সুবক তেজিয়া তোমক তুঞ্চ দিয়া
তবে তাক যোগি জনে।।
জাতি ইশ্বর অদ্বৈত রাধিক
বাণিনন্দ হরি নাম।
তাক সেবাপনে তুঞ্চ হৈ রতনে
পুনি জেন পিন্ধে যম।।
সেহি হয় বাপ জানিয়ো নির্বাণ
পরাম যুদ্ধের তনু।
তাত জে বাহয়ে যুদ্ধে **ন হয়
সংসার পুজিত ত***।।

৫৪ (খ) শেষ
৫৫(ক)

কাল সম্বৎসর যান পক্ষদিন
সকলে সেহি পরায়।
বন্যা বান হৈ যাতি সুন্য সুন্যে স্থিতি
পুনু দশ দিশ যায়।।

পূর্ণে পূর্ণে করে পূর্ণে পূর্ণে হরে
পূর্ণ পূর্ণ্যাদরে।
পূর্ণ সেব রাজো জানিবা সকলে।
পূর্ণবস্তু চরাচরে।।
পূর্ণ ব্রহ্ম সার তাত অবতার
পূর্ণ বল কৃষ্ণ দুই।
তাতো ত্রিজিনেক জগত অনেক
তার পূর্ণ নামা দুই।।
কৃষ্ণ পরম্ভ তত্তেক সবস্ত
কি নিগমে বুঝে বাখানি।
পূরস্ত কারত জে জন হবস্ত
তাকে পূর্ণ বুলি জানি।।
পরম প্রভাত বাড় উজস্ত
তাহাতে হবস্ত দিন।
রবি সশি বহ্নি তহোতে উপজে
তাহাতে পূরস্ত জান।।
তাতে হৈতে ভান উপজে সবের
বরিনে তাহাকে জাস্ত।
দশ বায়ু সবে পঞ্চ মহাভূত
সহিতে নবের কায়।।
যান সরোবর জনের সংহার
সততে চারিও জাস্ত।
এক প'' তার জনতে থাকস্ত
জগতে মুদুস্য কায়।।

৫····টি এক গতি বস্তু গোবর্দ্ধের
মনত অধিক বেগ।
সরোবর হাড়ি তবে না গালায়
কর্ম্মে তাক বান্ধি বিবেক।।

৫৫ (ক)শেষ

৫৫(খ)

তেহে সৃষ্টি করে তেহে পালে হরে
তেহে শহানু বিষ্ণু বিধি।
আপনে জানিআ জগত সৃজি আ
বন্ধি তের বর বিধি।।
এক রূপে তেহে থাকি জগতত
একরূপে অবতার।
এক রূপে তেহে জনমাই হরে
এক রূপে তুমি হরে।।
দেব বিষ্ণুরূপ মোহে নিজরূপ
তাহাতে সুরের থান।
যহা মোহ চিত্তে তাক চিন্তু চিত্তে
এহি ব্রহ্ম এহি জ্ঞান।।
নিজ পথ হাড়ি আন পথে যায়
জেন বিমোহিত মন।
ব্রহ্মা রূপ হাড়ি আন রূপ চিন্তু
মোহো হয়া সেহি জন্মে জন।।
অবতার রূপ অসনু সুরূপ
তাক জে দেখয় নরে।
সেহি মুদ্ধ মতি সেহি বুদ্ধি জনে
সেহি ভবনদি তরে।।

দি পুএক ঘাট্টি বিবর দেবন্ত

জেন বতে সব্ব চন্দ্র।

ব্রহ্ম সেহি বতে সংসার সৃজিতে

বিবিধ রূপ ধরন্ত।।

পরব ব্রহ্মের দরসিয়ো রূপ

যৎস কুর্ম্ম আদি করি।

সকল সংসার স্থিতি নির্য্যান

দসবিধ রূপ ধরি।।

ব্রহ্মের নিজস্ব সৃষ্টি স্থিতিবাক

ব্রহ্মের ইহাতে শিবতি।

স্থিতিস্থ নিজিত জগত বিদিত

নাহি মৃত্যু ভূত পতি।।

৫৫ (খ) শেষ

৫৬ (ক)

জানিয়ো নৃপতি এহি শিবর বানি

এহি নিত্য সত্য দুই।

সংসার সাগর মনুষ্যের বলে

উপজন্ত বুদ্ বুদি দুই।।

অহ বুদ্ বুদি জার মোর পুএ দার

মোর শিবর ধন কায়।

সেহি যত জন এেথ মোহ বন

তাকে মৃত্যু লয়া জায়।।

হরি সর্ব্ব ধন অসার সংসার

কিছু নহে পুএ দার।

হেন জার বুদ্ বুদি সততে চেতনা

ধরন নাহিকে তার।।

অসার সংসার জাত হেন সার
তাহাক মৃত্যু না খায়।
সত্য জে বুদ্ধির নাহিকে বন্ধন
সেহি হবে ব্রহ্ম কায়।।
সর্বজ্ঞ তাব ইহাকে বুলিয়ে
ইহাক না জানে আনে।
অনন্ত মহন্ত আবক না বুঝে
আনছারি আন মানে।।
অসাধু সাধুত জার সমবুদ্ধি
সে করে অমৃত পান।
নিন্দা বচনত নাহি অপমান
তাঞে সে ব্রহ্মের স্থান।।
সকল প্রানিত জার সমবুদ্ধি
সবাকে আপন মানে।
তার অজ্ঞ নাম একোএ না লাগে
তেহে সে ব্রহ্মক জানে।।
জ·····ষ্ট বহত সুরূপ
তেজোময় নিরঞ্জন।
বিন্দুবন্ত থাকন্ত কেহোন জানন্ত
দেবে তাক জ্ঞানি জন।।

৫৬ (ক) শেষ

৫৬ (খ)

আপনে আপনে বাপ মাব হরি
আপনাক পুএ মানে।
সকল জগতে আছে নাহি কিছু
সবাকে আপন জানে।।

বাপ বার ন্থ পুএ কিছুএ নহয়
মুক্তি কি জানহো কার।
কেহো নহে মোর মুক্তি নহে কার
হেন মতি হোবে জার।।
আপনহি মুক্তি আপনার বাপ
আপনে আপন মার।
আপনাত হন্তে উপজিলোঁ মুক্তি
হেন হবে জার ভাব।।
আপনাত পরে মোহোঁ পরোজন
সকল আপন বন্ধে।
অজার অবর ব্রহ্মে সেহি নর
আমাএ সেহি চিনহু।।
বড় হৈতে বড় ছোট হৈতে ছোট
সকল প্রানিতে থাকে।
সকল প্রানির তেহে বাপমার
সকল প্রানিক রাখে।।
তেহে নিরঞ্জন তেহে নৈরাকার
তেজে দেব যোগহন্থ।
তেহে পর ব্রহ্ম যোগি ধ্যান করি
তাহাকে নিত্যে চিনুহু।।
ধর্ম্মক বড়ায় বোলে কবিবক
জতেক পুথির তাক।
সকলে কহিলো জানিনিহ্যো নিশ্চয়
হরি বিনে জ্ঞাতী লোক।।

হরিক চিনিয়ো ধর্মক জোড়িয়ো

··· পান আপনে।

রাজ সুখ ভোগ সকলে ভুঞ্জ জিয়ো

বিস্তু করিয়ঃ·····।।

সত্যাতন বিদুর সহিতে নৃপবর।

নানা ধর্ম কথা সুনি আছে নিরন্তর।।

হেন সময়ত তথা জননি গোহাইল।

স্নান দান করি ····· নহাইল।।

ধর্ম অর্থ ভূত পাপ ভবের কথা জত।

সঞ্জয়ক কহিল ধৃতরাষ্ট্রক আগত।।

কথা সুনি বাক অভিলাসে রাজাগন।

সভাত প্রবেশ আসি হৈল তিতিক্ষন।।

ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিয়ো স্নান দান করি।

তেহো গেল সে সভাত চলি মন করি।।

বিচিত্র সভাত গিয়া বিচিত্র আসনে।

ধৃতরাষ্ট্র প্রবুধে বসিল রাজাসনে।।

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ন অশ্বত্থামা সৈল রাজু।

বাহিক্ষ বিকর্ন সোমদত্ত মহারাজু।।

পণ্ডিত বিদুর চিত্রসেন মহারথ।

বীর বীর সুস্থি র যুযুৎসু মহারথ।।

সিংহাসনে বসিল সকলে নৃপচন্দ্র।

ভুবত কেশরী প্রায় গম্ভীর জলদ্র।।

সমরে প্রচণ্ড সবে মহা মহাবীর।

সবহি পণ্ডিত সবাহারে বুধি স্থির।।

দুর্যোধন আদ্য তার সংগে পাঠচহ।
দুঃশাসন দুর্ম্মর্ষণ বকুনি দুজ্জয়।।
দুর্ম্মুখ দুষ্প্রহর্ষ উলুক নৃপতি।
বহা বন্ধু ঠির বহাবীর বিবিৎসতি।।
এ সব সহিতে দুর্যোধন কুরুরাজ।
সভাত হি বসিল বন চুবে পুরন দুরু প্রাজ।।
নৃপগন সবে সভা লোতে অতিশয়।
সিংহচহ্ন সবে গিরি গুহা জেন রয়।।
নৃপগন সভাত বসিল সিংহাসন।
দুয়ারি কহিল তবে আসিল সঞ্জয়।।
রাজার আদেশ হৈল শীঘ্র করি আন।
দুআরি কহিল চলিবেল নৃপ স্থান।।

৫৭ (ক) শেষ
৫৭ (খ)

রথ হন্তে নামিয়া সঞ্জয় মহাবতি।
কৃতাঞ্জলি নৃপতিক করিল প্রনতি।।
কর জোড় করি প্রবেশে সবাহারে করি মান।
আসনে বসিয়া কথা কহে মুবন প্রান।।
সঞ্জয় কহয় বলতি সুনিয়োক নৃপগনে।
পাণ্ডবক প্রতি গেলো রাজার বচনে।।
নৃপতির বচন কহিলো সমুদায়।
সুনিয়া পাণ্ডব হৈল আনন্দিত কায়।।
দ্বিজ আদি মুবর জত কুরু সমাজত।
পাণ্ডবে বন দিল সবাহারে চরণত।।
সমান বয়স জত আলিংগিল তাক।
কনিষ্ঠক পাণ্ডবে বুলিল সুমুবাক।।

ধৃতরাষ্ট্র বলতি সঞ্জয় সবজাত।
কহ এক পাণ্ডবের কথা কেন মত।।
কি বচন বুলিল অর্জুন ধনুধর ধনুর্দ্ধর।
সবাজে সুনোক তুমি কহিও সত্তরে।।

সঞ্জয় বলতি রাজ সুনিয়োক মহাকাজ
অর্জুনে বুলিল যে বচন।
জুঝিবার মতে যে বুলিল ধনঞ্জয়
দুর্য্যোধন সুনিয়ো আপন।।
জুধিষ্ঠীর নৃপতির সবাতে অধিক বীর
বায়ু বলি সবারে কাহত।
বুলিলনু মোক চাহি সঞ্জয় করিয়ো তুমি
কুরুবীরগণের বারত।।
দুষ্ট দুর্য্যোধন বাধি সবাজে থাকয় জদি
রাবার তনয় কর্ণ পাপ।
সে কারত তুমি জানি করিয়োক মোর বানী
সুনি তার হৌক মহি দুদিতাপ।।
কান পংক্ত নৃপতি মোক জুঝিবার প্রতি
মতে করয় অভিলাষ।
তার আগে সবাজত নৃপতি গন যতত
মোর বানী করিয়ো নির্য্যাষ।।
আমাক হুদ একপ্রতি যত জত নরপতি
আনি আছে রাজা দুর্য্যোধন।
তা সবার সন্নিধানে দুর্য্যোধন বিদ্যমানে
কহয়োর সকলে বচন।।

জে হেন দেব নিকরে ইন দ্রের বচন ধরে
সবরত জিনে দানবক।
পাণ্ডব বৃক্ষ স্থল গণে ঘোর বানী ধরে তেনে
রণে বধিবেক কৌরবক।।

৫৭ (খ) শেষ
৫৮ (ক)

আরো হেন বীর বানী বুলিল পাণ্ডিব পানি
শ্রেষবে রক্তলোচন করিয়া।
দুষ্ট দুর্যোধন বীর যুধিষ্ঠীর নৃপতির
না দে রাজ্য কারক জানিআ।।
তবে হেন জান মনে সকল কৌরব গনে
ঘোর পাপ করিআছে টান।
পাণ্ডব গনক জুরে তাহার বারন বুলে
সবে ধরি জাব যমস্থান।।
কৃষ্ণ ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রির দুই তনয়
ধনুদ্ধর মাতোক বিদ্বান।
ইন দু সঙ্গ যুধিষ্ঠীর শিখণ্ডি ধৃচণ্ড বীর
মুক্তাইট দুষ্ট দমন জেন যমকাল।।
এ বীরগন সহিতে জদি হেন দম্ভ চিত্তে
দুর্যোধন করন্থ সমর।
তবে সত্য হেন জান কহিলো তত্ত্ব প্রমান
কার্য্য সিদ্ধি হৈন পাণ্ডবের।।
জদি হেন দুর্যোধনে রাজ্য না দে বিনারনে
তবে জুদ্ধ করোক সবের।
আমাক সমর করি সবন্ধু বান্ধবে ধরি
চলি জাব জমের নগর।।

হেন যুধিষ্ঠির বীর রাজ অতি সুকোমল কায়
বনে দুঃখ অনেক পাইল।
সবর করিতে জান দুর্য্যোধন সেহি মান
মুখে হেত সভ্যাত মুতিল।।
মান যজ্ঞ তপ কর্ম্ম মুচি দম অর্থ সমে
পাণ্ডবে ভুবর্ত্তে সর্ব্বকাল।
তাত দুষ্ট দুর্য্যোধনে সতত অন্যায় মনে
ভুবর্ত্তিয়া রাখয় ব্যকান।।
দুর্য্যোধন যাত্রা করে যুধিষ্ঠীর নত্রা ধরে
তাত দোষ ভয়ে বারম্বার।
পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ বীর ভুত ধারী মহাবীর
তাকে দেশবে সংহার করয়।।
জে কারত কর্ম্ম রায় দেশব করি মহাশয়
তাক দেখি কুরু বড় বীর।
সে কারত দুর্য্যোধনে তাপ করিবেক মনে
সমস্তনি [illegible] আপনেক চিন্ত।।
দুঃখ জে কারত জেনি বনত জনয় বহিম
নহে মহাতয় বনচয়।
কৌরবের সেনাপন সেহি মত জানিবেন
যুধিষ্ঠীর নহিব তেমন।।
জে কারত নদা নদি ভীম যেন দেশব করি
বধিবেক কৌরব সেনাক।
সাদি পতি অনুরথ পতাবেক মনপথ
মন জেন যারয় যুজাক।।

গিরিসব ত্র গজচয় নদীব তাক নির্দয়

কুম্ভ ভেদি গদার প্রহার।

সে কালত দুর্যোধনে আমাক স্মরিব মনে

ক্রুদ্ধ হক নিম দিব বারম্বারে।।

তাতে পুনু ভীমসেন বিপরিত শেষ মন

মোর রুধ সমরে সেবাব।

ভস্মকর রুধ সেহি বিষম রণ উপেখি

সেনাগনে সকলে পলাব।।

বীর রংগে দিব ক্রুদ্ধ পযুর বক্ষত সিংহ

বলে জেন করয় প্রচার।

সেহি মত বুকোদর করিব মোর সমর

তাপ হৈব কৌরব রাজার।।

বজ্রে ভেদে গিরিচয় বনক বহনে দহে

পবন্ন জেহেন বাগ কর।

কুঠারে কাটয় বন সিংহে যারে গযুগন

যমে হরে সংহার সকল।।

সেহি মতে ভীম সেন করে গদা ধরি বল

সেনাক বধিব ত্বরমান।

প্রচণ্ড ভীমের গদা সমরক্ষেত্রে সমরক ভেদি তদা

দুর্যোধন হৈব অন্ধ্র প্রায়।।

সে কালত ঘোর রণে নকুল কোপিত মনে

একেবারে ধারি সত বান।

বিচিত্র সমর করি দক্ষিন মণ্ডলে ফুরি

কৌরব সেনার হৈব ত্রান।।

মহাবীর মহারথি যাইমু সমুখ গতি
করিবেক সমরত টান।
নকুলের দেখি রন দুষ্ট মতি দুর্য্যোধন
তাপ করিবেক হেন জান।।
সতেক তুরংগ জুত রথখান অদ্ভুত
অনুজ তাহার নাম খ্যাত।
সুবর্ণের তারাচন্দ্র স্থানে স্থানে বিরাজন্ত
সহদেব চড়িবেক তাত।।
সে রথে চড়িয়া রণে জে কালত প্রেশব বনে
সহদেব যায়ি বান গন।
নুবতি গনের শীর হেদিবেক মহাবীর
দেখি তাম্বিবেক দুর্য্যোধন।।
পাণ্ডবের পক্ষ ভাই সমর ভুমিক যাই
সে কালত করি ঘোর রণ।
বিপুবীর বিপুকায় প্রেশব অতি বিপু প্রায়
বধিবেক কুরুসেনা গন।।
পক্ষ ভাই মহাপুর সমর জানে প্রচুর
যায়িবেক হস্ত গজ রথ।
সে কালত দুর্য্যোধন্ন তাপ করিবেক মনে
সমরক নিন দিব সতত।।

৫৮ (খ) শেষ
৫৯ (ক)

জে কালে সমরে দুতে দ্রৌপদীর পক্ষ সুতে
পক্ষ রথে চড়ি বেগি জাব।
বিচিত্র করি সমর যায়ি পথ ক্রমথ সর
সেনাগন কাটিয়া পেলাবে।।

কুরি কুরি পক্ষ রথে যায় জে দক্ষিণ পথে
করিবেক সবর দুর্গার।
সে কালত দুর্য্যোধনে তাপ করিবেক মনে
সকুনিক নিন দি যার দ্বার।।
অভিমন্যু মহাবীর কৃষ্ণের সমান বীর
জে কালে করিব ঘোর রণ।
যারিবেক সেনাচয় যেবে জেন যমিলয়
রবির সকলে নুবমন।।
ইন দু সব দুর্জ্জয় সকুবার কলেবর
পরবীরে না সহে সমধান।
দেখি তার যতি রণে দুস্টমতি দুর্য্যোধনে
তাপ করিবেক বড় টান।।
কৌওরুক বীর বরে বিষম্ন বিষিব বাণে
সিংহ সব করিব গর্জ্জন।
সে কালত সেনাচয় যারিবেক রব বড়
সে কালে তাবিব দুর্য্যোধন।।
জে পংক্ত উত্তরে বিষম ঘোর সমরে
সেনাক রবিব দ্রুত গতি।
দুয়ো ধনবনু কায় দুয়ো জবসব প্রায়
দেখি তাবিবেক কুরু পতি।।
জে কালে শিবণ তি রণে রথে চড়ি প্রেম বমনে
[redacted]
পর দৃস্টি করি দেখি ভাব।
করিয়া সমর ঘোর তাস্মক রবিব তোর
কুরু সেনা সকলে পলাব।।

ভীষ্ম তার দুই বীর দুই ভুজ বজ্র সরীর
ভেঙ্গে তবে পড়িব ধরনত।
তবে দুর্যোধন বাপ করিবেক মোর তাপ
মৃত্যু প্রায় দেখাপন্ন জত।।

৫৯ (ক) শেষ
৫৯ (খ)

দৃষ্টদ্যুম্ন জে কারত বুঝিবেক সবরত
দুঃখ ভয় মনত সংসে করি।
সকলে সেনার পতি সিংহ সম তার পতি
ভবানির দুঃখক সুমরি।।
যুদ্ধ অপ এ ব্রহ্মপেব যুদ্ধ ভোগে তাক দিল
ভোগক বধিব তেহে রণে।
সেবি তার বরাএশ্ব কুরুপতি মহাবল
মহাতাপ করিবেক মনে।।
মহাধনুদ ধর সার মাহিতে সমান তার
দৃষ্টিবীর মধ্যে সিংহ প্রায়।
তাক্ষে মহাপন্থ হয় বিবিধ অস্ত্র জানয়
দীর্ঘবাহু বলবন্ত কায়।।
আমার কারণে জান তেজিবার পারে প্রান
করিবেক সমর বিষাদ।
বারিবেক পরচন্থ দেখে জেন বরিষন্থ
বধিবেক মহ মহিষাদ।।
সিংহের সন এক গাই নাংসযুক্ত খনাই
খনত জে খনুচন্থ।
তাক দেখি সবরত মনতুন্থ বীর মত
খনাবেক বুলিলো নিশ চন্থ।।

হেন জে সাত্যকি বীর জে কালত রন এ বীরে
করিবেক সেনার সংহার।
সে কালত দুর্য্যোধনে তাপ করিবেক মনে
চিনিবেক দোষ আপনার।।
দেখিবেক জে কালত কাঞ্চন রচিত রথ
তাত বেগবন্ত চারি হয়।
দেব বীর্য্য মহাবল বিবিধ অস্ত্রে কুশল
তেজোযুক্ত ইন্দ্র জেন নয়।।
বানর ধ্বজ মঞ্চ ভুত হরি আর হৈব মৃত
সে রথত চড়িয়া আপনে।
ধনু গুণ ধরি ধনুর্গুন সব দূর করি
দশোদিশ পুরিব তখনে।।
তুমুংকল্প সুন ধুনি বজ্রপাত সম শুনি
গাণ্ডিবের দেখিয়া প্রভাব।
মতি মোর বান বৃষ্টি করিবে কল প্রব মৃস্টী
তাই তাই সেনা পলাইব।।
খরতর শর ধারে এক সহস্র বারে
হেন বান বারিয়া বিপুল।
রথের ধ্বজ ভঙ্গ করি বনবাস দুঃখ স্মরি
সকলের বিনো কুরুগন।।
বিপাট নাসিক বান ভুজংগ বহিন সমান
মোর তুজ বেগে চলি জাব।
মুক্ত মত নৃপতির ছেদিয়া শরীর বীর
রণ ভুমে পাকিয়া দেলাব।।

সবো দিগে বেদি বেদি সেনাগন ছেদি ভেদি
কাটি কাটি বীর পিরচন্ত।
নানা দুঃখ স্বরি স্বরি রথ বেগে ফুরি ফুজি
মহানাদে পুরিব দুদন্ত।।
সকল কৌরব গন লভিয়া বিষম রন
মনে করিবেক উবমিথ।
শরীর কবচগন ছিন্ন ভিন্ন সেনাগন
পলাইব ছাড়ি সবোমিথ।।
বড় বড় বীরগন বধিয়া করিব রন্ন
হয় গজ রথ পত্তিচন্ত।
ব্রহ্মার পুত্রি দুস্টীর জান জিতাসের সৈবো গ্রান
তাবেক বা সেবত রহন্ত।।
শ্বেত বর্ন চারি হয় দীব্য রথ মনোময়
তাত কপিধ্বজ তন্ত্রংকর।
অন্ত টৌন ধ্বিতিন্ত তরি চিএ শরচন্ত
দিব্য ধনু গাণ্ডিব দুদ্ধর্ষ।।
পক্ষ জন্য দেবদত্ত দুই পংক্তি সে রথত
তাতে বাসুদেব ধনঞ্জ জয়।
সবে দিব্য রূপে জনে একে রথে সবে চলে
দেখি দুর্য্যোধন হৈব ভয়।।
পুর্ব্বত পংগার তীরে স্নান করৌঁ পংগা নীরে
ব্রাহ্মন্ত্রক্ষ দেক সেকালে আসিব।
মোহর মরত নাহি সেহি মোর মুখ চাহি
হরিবে দুস্তর বর দিব।।

দ্বিজ বোলে ধনঞ্জয় তোমার যে অতিশয়
কপু মনে হৈবেক সমর।
সে কারণে দেব দুই তোমার সহায় দুই
রণ করিবেক ভয়ংকর।।
রথ চড়ি প্রেশব করি বিপরিত বস্ত্র ধরি
পুরন দুর্গ জুঝিব আগত।
গাছত জুঝিব হরি দিব্য চক্র কর্ত্তে করি
প্রেশব করি চড়িয়া রথত।।
দ্বিজের বচন শুনি আপন মনত গুনি
যুক্তি লৈলো সেহি দিব্য বর।
হরি হর হরি দুই মোহোর সহায় দুই
করিবনু বিষম সমর।।
যদি দুষ্ট দুর্য্যোধনে হেন বানিবেক মনে
না জুঝিব হরি সমরত।
সে তার ছাওয়াল জান কদাচিত নাহি আন
হরি বধিবেক ত্রিজগত।।
এতিনি ভুবনে জান পুরাপুর নারায়ন
হরির সমুখ নাহি বীর।
চরাচর জতমান হরি সে সবার প্রান
হরি বিনে না রহে শরীর।।

৬০ (ক) শেষ

৬০ (খ)

পর্ব্বতক মারে মুষ্ঠি তাত জায় হাত টুটী
পর্ব্বতের নহে কিছু হানি।
হরিক জুঝিব জাক জগতর জাব তাক
গিরি প্রায় স্থির চক্রপানি।।

রবি শশি যেন ভ্রম্ম তিনিকো হাতে ধরম্ম
ভুজ ভুজে তরম্ম সাগর।
অসুত হরিতে পারে তথাপি হরিত হারে
হরি জাতো ভুভুবন বর।।
একে রথে চঅম্পানি সকল যোদ্ধাক জিনি
রুক্মীনিক বিবাহ করিল।
হরির সুন্দর কায় বলি নৃপতি ভায়
কামদেব জাত উপজেব।।
গম্ভীর নৃপতি জত সবাকে জিনি রণত
যৌন ভু নৃপতিক বধি হরি।
কংশক বংশক মারি তার জত অনুসরি
মাগিলনু বারানসি পুরী।।
একলব্য নৃপতির হরি ছেদিলনু শীর
জম্ভক বধিল যদুপতি।
কংশক বধিয়া রণে রাজ্য দিল উগ্রসেনে
কীর্ত্তিক স্থাপিল রঘুপতি।।
মান্য মানে নরপতি লোভ নগরত স্থিতি
নগর সহিতে চলি জায়।
মহাবীর ধনুর্দ্ধর যাদবী যবনচর
তাক হরি বধিলা নিলায়।।
প্রেশং করিয়া বিষম জেন কালানল যম
কালরূপে জাহার নগর।
দেবগন সংগে করি যদুবিক জুদ্ধ করি
জাতওংশ হৈল পুরন মুর।।

পাছে কোপে ধনু ধরি বিষম সমর করি
নরকের হরিলনু প্রাণ।
আন সহস্রেক নারী আনিল সবে কুমারি
অগ্নি অদীতি করি ·····।।
আগরের মধ্যে গিয়া সপ্তাসুরক বধিয়া
ধন মাব অসুরক মারি।
পারিজাত তরু হরি হৈম রথে তুলি করি
আসিলনু দ্বারকা নগরি।।
হেন বরাঙ্গন জার হরি ভুবনের সার
এক বীর দ্বিতীয় রহিত।
তাক দুষ্ট দুর্যোধন ছুতে ধরিব কারনে
পাপমতি চাহে ভুলিত।।
কৌরবের সেনাচয় গতি রথ গজ হয়
একেবারে পারে বধিবাক।
করে ধরি ধনুর্বান মনে অনুমানি জান
বধিতে সকত হরি তাক।।

৬০ (খ) শেষ

৬১ (ক)

ভুজগত তুরু হরি আপনে চাবুক ধরি
সমরে সারথি হৈল জার।
পাপ মতি দুর্যোধনে কেনে না চিনহ মনে
কিমতে হরিব ভাগ তার।।
তাম্বক প্রনতি করি গুরুর চরণ ধরি
করিয়া কৃষ্ণক নমস্কার।
দ্রোণের বন দিয়া পাবে ভুলিবেহো সুদর্শ তাবে
বাজাক বাকিতে আপনার।।

তাত বিপরিত হবে আমাক জিনে কৌরবে

তবে জানো অকর্ম্ম প্রবর।

আমার হেনয় কর্ম্ম কর্ম্মক জিনে অকর্ম্ম

কর্ম্মজিত সকলে বিকল।।

অকর্ম্ম কর্ম্মত জদি অনুকুল হয় বিধি

তবে মোর হেন হয় চিতে।

হরিক সহায় করি গাণ্ডিব ধনুক ধরি

কৌরবক পারিম বধিতে।।

যদি বিধি যথোচিতে প্রবর্ত্তয় জে সমতে

তবে জয় আমারে নিশ্চয়।

কৌরবের পরাজয় সেহো যথোচিত হয়

অকর্ম্মর নাহিকে তবে দায়।।

সকল কৌরবে জান সবে মা বোলয় টান

রাজ্য নাদি জুজে দুর্য্যোধন।

তবে সবে কৌরবক পাঠাবো যমপুরক

শেষ মা রহিবো একোজন।।

হেন জানি দুর্য্যোধন কর্ম্মবীর বুপ রাজন

শকুনি দুঃশ জিন্নো তোমতয়।

সবাকে বধিব রণে মা রাখিব একোজনে

যমপুরে তোমার নিলয়।।

ব্রাহ্মণ গণ জিত সমু বহুশ্রুত গুনবন্তু

জ্যোতিষ জানয় জত লোক।

গনি পড়ি স্থিরর করি সবে বোলে রংগ করি

কৌরবের হৈল মৃত্যু যোগ।।

কৌরব গণের শত্রু পাণ্ডবের বহা জন্তু
পণ্ডিতে বোলন্তু নিত্যে নিত্য।
আবাক জুবন্তু জানি মোর মনে হৈল বুদ্ধি
সেহি বানী হৈল উপস্থিত।।
ধর্ম্ম মুখটির মনে একুক বাহিয়া রণে
পঞ্চ বারি মৈলা ইহবো হরিব।
মোর হেন মনে করি বিষব মোর সবরে
একুক বধিব অহন্নিষ।।
আপনে পাণ্ডিব ধনু হানি তবে গুনু গুনু
করে নাহি ধরিতে শহানত।
সজ্জ না করিতে তার গুন কল্প বারম্বার
বহাজন্তু দেবে সবরত।।

৬১(ক)শেষ

৬১(খ)

আপনহি পরচন্তু চৌন হন্তে বাহিরান্তু
করে বেগ ভুজিতে সদায়।
জাব হন্তে বরণ মোর পব্দ করি বহাঘোর
বাজ হয় তুরংগ পরায়।।
মোর বনি করে সদা কপিধ্বজ বোলে তদা
রবে মোক জুরিয়ো অর্জুন।
রটন্তু শৃগালগণ সেহো করে মোর রন
মোর জুদ্ধ কহন্তু সগুন।।
অচম্বিতে হেন দেখি কুলক্ষদা দুষ পখি
রবের অগ্রত মোর জায়।
সন দুষ সুপখি মত রবের মোর পাছত
বুকি কুরি রুদে রুদ বায়।।

ঘোর সমরত পশি বিবিধ অস্ত্র বরষি
কৌরবক বধিব রনত।
দ্রোণ সমরত জেনি ব্রহ্ম অস্ত্র পবনে বহিন
দহে তরুবনগন যত।।
তুমি কর্ণ অস্ত্রবর গাণ্ডীপাত অস্ত্র ভয়র
ব্রহ্মশির অতি বড় টান।
বহু অস্ত্র ধরি করে জুদ্ধ করি একেশ্বরে
নিস্ত্রেযে সবাক নৈবো প্রান।।
সেবক সহায় করি জিনিতে তাক না পারি
হেন গাণ্ডীবক দুর্য্যোধনে।
কর্ণ শকুনিত গহে গাণ্ডবতি বহা মোহে
জিনিতে আমাক চাহে রনে।।
ভীষ্ম গুরু দ্রোণ দ্রোণি কৃপ জে বোলয় বানী
সে বচন করিবো নির্য্যাস।
বলি তা সভার বনে সুনি বহু গুরুজনে
গাণ্ডব চলোক স্বর্গবাস।।
তাক করিবাক মোর মনে জানি সে বোলক
ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীর গণে।
জে বুলিল বনঞ্জয় কহিল সবে সঞ্জয়
দ্বিজ কবিরাজ পদ ভনে।।

সঞ্জয় বানী সুনি ভীষ্ম পিতামহে।
দুর্য্যোধন মুখ চাহি বুলি কথা কহে।।
ভীষ্ম বোলে সুন পুত্রে জেন কথা হৈল।
ব্রহ্মার স্থানক নারি দেবগন গৈল।।

ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দিনকর।
দিগ্‌পাল যম আদ্যগণ বহ্নি দণ্ডধর।।
বায়ুদেব ঋষিগণ দেব দৈত্যগুরু।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরা যত চারু।।
সবে গিয়া ব্রহ্মাত প্রণতি করিতন্ত।
আসনে বসিয়া দেবগণ ঋষিচন্ত।।
ব্রহ্মার কাহত আগে দুই ঋষি আছে।
মহা তেজোময় দেখি বৃহস্পতি পুছে।।

৬১ (খ) শেষ

৬২ (ক)

বৃহস্পতি বোলে ব্রহ্মা কহিয়ো কতত।
কোন দুই ঋষি আছে তোমার কাহত।।
সবারে তেজক চাকি জলে তেজচন্ত।
কিবা দেব ঋষি দুই কহিয়ো নিশ্চন্ত।।
গুরুর বচন শুনি সৃষ্টিকর হাসে।
পৃথিবী আকাশ ভুড়ি এ দুই প্রকাশে।।
এহি নর নারায়ন আনা নরলোকে।
মহা তেজোময় দুই চিত্তে চিনিয়োক।।
তেজবন্ত বলবন্ত পূর্ব্ব দেব দুই।
তিনিয়ো লোকক কুরে ঋষি রূপ ঐই দুই।।
এহি দেব দুই কর্ম্ম করিবেক আন।
সকল জগতে দেখিবেক বিদ্যমান।।
অসুরক বধি সুরলোক বাচাবে।
পুনরু ক্ষত্রক কালত পেলে এহি দুইকে জাবে।।
আদি অন্ত নাহি এহি দেবক দুই দেব সার।
এহি দুই ধরি আছে জগত সংসার।।

ব্রহ্মার বচন মুনি সুরগন সংবে।
সুর পতি গেল দুইগো সমিপক রংগে।।
স্তুতি করি বর মাগিলমু হরিহর।
বধিগোক তুমি দুই মোর কথুচন্দ্র।।
দুই দেব বোলে পুরনসুর মহাবল।
বধিব তোমার অরি কথুগনক সকল।।
দৈত্য জে দানব চন্দ্র কথু বড় টান।
সবাকে বধিবো সুরপতি হেন জান।।
নর নারায়ন দুহম্ দেব মহাবলি।
ইন ব্রের সহায় হয়া দুগো গেল চলি।।
নারায়ন রুপে দেব না জুঝে রনত।
নরে বধিলেক সর কথু জত জত।।
প্রপি দৈত্যের সুত জতেক প্রধান।
কালানক জম জেন কালি বড় টান।।
আন জত বধিতে না পারে পুরন সুর।
নর রুপি দেবতায় বধয় সমরে।।
নর নারায়নx নারায়ন দুই দেব সেহি সার।
হরিবার প্রতি ধরনীর মহাভার।।
যদুকুলে পাপ ভু কুলে আহে অবতরি।
নররুপি দনঞ্জ জয় নারায়ন হরি।।
নররুপি দনঞ্জ জয় বধি জম্ভাসুর।
সাগরের পার হৈল হিরন্যাক্ষ পুর।।
নিপাত করচগণ বধিলেক তাকে।
তাক বধিবার হরিহয় না পারয়।।

ইন্দ্রজিৎ বহ্নিকুণ্ড পূর্ণির বনে যাগ তুষ বহনে।
ইন্দ্র প্রভৃতি যুদ্ধে দেবগণ জিনি রণে।।
যুদ্ধ জিনু বিজয় নর নারায়ণ জুদ্ধে।
দুহার চরিএ গতি জগতে না বুঝে।।

৬২ (ক) শেষ

৬২(খ)

নর নারায়ণ দুই কৃষ্ণ বনঞ্জয়।
অজাত অজেত হরি বিদ্য দরবায়।।
একে নারায়ণ দ্বিতীয় রূপে অবতার।
যুদ্ধ জিনব বলি করে সজ্জন উদ্ধার।।
চক্র ধরি হরি বনঞ্জয় রূপ ধরি।
একে রথে চড়ি জুদ্ধে জবে প্রবেশ করি।।
ফুরি ফুরি বধিবেক জত সেনা যানে।
সেকালে যারিব তুঞি মোহর বচনে।।
ধর্ম্ম বিরহিত বুদ্ধি তোর দুর্য্যোধন।
সকলে কৌরব করে তোর তোহার বচন।।
কর্ম্ম দুষ্ট শাসন সবে তোর জেন মতি।
তাক তার বুলি যানে অন্ধ নরপতি।।
শকুনি জে কর্ম তোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সাবদধ দুষ্ট কর্ম সুতের নষ্ট দুন।।
ক্ষুদ্র দুষ্ট শাসন দুরাচার তোর ভাই।
তিনির বুদ্ধি কুবুদ্ধি বন্ধু নাই।।
ঈশ্বরানী শুনি কোপে বোলে কর্ম্মবাদ।
তোহার বচন পিতামহ বজ্রাঘাত।।
মোক জে বচন তুমি বুলিবা দুর্জ্জন।
সে বচন বোলে জার জীবনত আশ।।

নিজ ধর্ম্ম পালি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাখি।
জুঝিবার চাহে দুর্য্যোধন বান রাখি।।
কোন বন দূর করে রাজা মোরোর সম্বন্ধ।
তুমি কেনে মোক নিন্দা করহ সততে।।
কুরু নৃপতির যুক্তি না চিন্যো অহিত।
সততে জানয় তেহে মোর জেন চিত্ত।।
ধৃত রাষ্ট্র নৃপতির করোঁ বহুকাজ।।
জে মোক নিলেক দুই অংশ রংগ রাজ।।
কর্ণবানী শুনি বোলে ভীষ্ম পিতামহ।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি কর্ণত বড় গহ ।
কর্ণে পাণ্ডবক নিন্দা করে বড় টান।
নহে পুনু তার এক কমার সমান ।।
দুর্ম্মতি কর্ণের বচ বানী লয়া দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবক কদর্য্য না বোলে সর্ব্বজন ।।
সেকি এক পাণ্ডবের বহু সমসর।
বনে চিনি চাহ বুর্ত্তু কথা পাণ্ডবের।।
জে কর্ণের বচ করি দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
ধরিবার ইংসা মত সহোদর সনে ।।
দেব বীর্য্যে জাত পাণ্ডবের গন্ধ পাই।
তাক নিন্দা করে দুষ্ট কর্ণ বচ পাই।।
একে একে পাণ্ডবে করিল জেন কাজ।
কোনে করিবার পারে তাক মহারাজ।।
পিতা বুঝে বানহ কর্ণেক করি টান।
নহে পাণ্ডবের এক কমার সমান।।

বনঞ্জয় ভূপ জে কানত বহেন্যার দেবত।
ত্রিকর্নক ঋ বরিনেক কর্নের আয়ত।।
সে কানত কর্নে করিবন্থ কোন কর্ম্ম।
একেথুরে জিনিয়া দিবন্থ মোক বর্ম্ম।।
একেথুরে বনঞ্জয় ভূপ অবংকোচ মনে।
কুরুবীর অতেক ঋ সকলে জিনি রণে।।
মোহনাস্ত্র নারি বস্ত্র কাড়ি নিল তন্থ।
কহ কি কারন তাক রাখার তনয়।।
হেত বনে জে কানত মন হর্ষের রায়।
এহি দুর্যোধনক বান ফিরিয়া জায়।।
কহ কর্ন সেকালে আছিল কোন স্থান।
এবে জে বজ্র ভূপ তাক্কে হরত সমান।।
মন হর্ষক জিনি বনঞ্জয় ভূকোদরে।
বান হেনি অস্ত্রের সবাকে পঠায়া দিল ঘরে।।
সে কানত দুর্যোধন না জানে হৃদয়।
কিবা কর্ম বড় কিবা বড় বনঞ্জয়।।
দুর্বাসা দুর্বাশি কৃপ রাখার তনয়।
পাণ্ডবক বোলে কদর্থনা বাক্যচয়।।
তাক সুনি রংগে জে কর্মত বহ করি।
দর্পে পাণ্ডবক নাসে সবে বসুন্ধরি।।
অমন তরে দ্রোপ বোলে সুন হৃদয় রায়।
তাঁহের অতেক বাক্য কহিতে ভুক্ত ভুআয়।।
সঞ্জয় ভূপ কহিল ঞ পাণ্ডবের বত বানী।
সকলে সুরুপ হয় তাকে আমি জানি।।

অজ ৰ্জুনে বুলিল ৰাজা জতেক বচন।
সবে সাকলিব তাক জানিচ আপন ।।
অজ ৰ্জুন সমুখ বীর নাহি তভু স্থানে।
ত্রিভুবনে বীর নাহি অজ ৰ্জুন সমানে।।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি ভীষ্ম দ্রোণের বচন।
অনাদর চিত্তে আনচিতে করি মন।।
সঞ্জ জয়ক প্রতিবুবে বুছিবার লৈল।
বীর বীরগন জানি মৃত্যু প্রায় হৈল।।
ভীষ্ম দ্রোণ দুইরো বানী মুখো কুলে হিত।
তাক শুনে রাজা হৈল অনাদর চিত্ত ।।
হেন জানি বীর বীর কুরুগন যত।।
মনে মনে আশা তেজিলেক জীবনত।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি সঞ্জয় সঞ্জ জয় সুন সার।
কি বচন বুলিলন্ত ধর্ম্মের কুমার ।।
ঘোর সেনা হৈল একাদশ অক্ষৌহিনী।
তাক শুনি যুধিষ্ঠীর কি বোলন্ত বানী।।
যুধিবার মনে রাজা কি বোলে বচন।।
ভাতৃ পুত্র গনের যুধিতে কেন মন ।।
কোন কোন বীরের যুধিতে রহু চিত্ত।
কোন কোন বীরে তাক না দেয় যুধিত।।

৬৩ (ক) শেষ

৬৩ (খ)

মোহোর মুর্খন্ত কথা কহে কোন বীর।
কোন উপজাত্ত কাজে ধর্ম্ম নৃপতির।।
কোন বানী বোলে ভীম কেন মহাবলে ।
সবাকে কহিয়ো তুমি পুনোক সকলে ।।

সঞ্জয় জন্তু বলতি শুনিয়োক সাবধানে।
সকলে কহিবোঁ কথা শুনিহোঁ জেবনে।।
জে বীরের জেন চিত্ত জার জেন মন।
জুধিষ্ঠীর নৃপতির গুন জে বচন।।
পাক্ষ নি পাণ্ডবগন যত যত বীর।
সবে মুখ চাহি আজ্ঞা বোজে নৃপতির।।
বোজে কতখনে রাজা পাকে জুধিবাক।
বিবিধ প্রকারে বারে কৌরব সবাক।।
জুধিষ্ঠরি সবাকে পাবনু বহুা চিত্তে।
বচন জুক্তগ দিয়া তব তোষ নিত্যে।।
পাকাল পাণ্ডবগণ রথিচয় যত।
আন নন্দে বাহিয়া চলে রাজার আগত।।
উদয় আদিত্য জেন জ্যোতি আকাসত।।
তাত জেন পুজা করে সোকে প্রভাতত।।
জুধিষ্ঠীর নৃপতির জান সেহি নয়।
সকল পাক নি সেনাগনে আরাধয়।।
ব্রাহ্মণ অরিষ্ট বন্য শুদ্র চারি জাতি।
জুধিষ্ঠীর সংগে সবে আছে বিদ্যমতি।।
অস্ত্র রাবোয়ান যত পতি রাবোয়ান।
হৃষ্টপুষ্টে তিনু নিত্যে পাণ্ডবের জান।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে পুন রথি সঙ্গে জত।
পাণ্ডবে জুদ্ধ বোক কারার মহত।।
দুস্সই দুস্টদ্যুম্ন সহিতে পাকাল সেনাগন।
কতমান বলবনু কহ সে বচন।।

বৈশাম্পায়ণ বলতি শুনিয়ো জন্মেজয়।
রাজার বচন শুনি বিশ্মিত সঞ্জয়।।
দীর্ঘ জে নিশ্বাস ছেড়িল বারম্বার।
উপজিল বদত বিবর্ণ মুর্চ্ছা তার।।
অকারণে সঞ্জয় জদুক দেখি মোহমন।
পণ্ডিত বিদুর জানি বুলিল বচন।।
নৃপতি বুদ্ধির বুনরপি সঞ্জয়ত।।
শুনি তার মুর্চ্ছাগন হইল কেবতে ।।
অকারণে সঞ্জয় জদুক মুর্চ্ছা দেখি কেক।
বুঝিবার কথা না কহিল নৃপতিক।।
ইহার কারণ ধর্ম্ম কহিয়ো সমাজে।
অনম ভয়ে বোলে ধৃতরাষ্ট্র মহারাজে।।
ধৃতরাষ্ট্র বোলে দেবি পাণ্ডব কতদু।
সেনাগন দেবি তার দুর্ব্বার ভুজ দুই ।।
সঞ্জয়ের মুর্চ্ছাবন্দে হৈল সেহি ঠাই।
মোর বানী শুনি পুনু মুর্চ্ছিত দুনাই ।।

৬৩ (খ) শেষ)

৬৪ (ক)

অনেক অনুর মতি চেতন সঞ্জয়।
ধৃতরাষ্ট্র মুখ চাহি বচন বোলয়।।
পাণ্ডবের সেনা দেবি নহোঁ জেন আন।
জে তার সহায় তাক কহো বিদ্যমান ।।
পক্ষ তাই পাণ্ডব আপনে হয় পুর।
জুধিষ্টীর নৃপতির ধর্ম্ম সে প্রচুর।।
পারি ভস্ম করিতে পারয় ত্রিভুবন।
ব্রহ্মতে ভুষিতে তাহার আছি অতি মন।।

বাহুবলে পৃথিবীত সমান নাহি আর।
নৃপতি ধনক বন্দ্য করিব অপার।।
কলিংগ মগধ কাশি আদে ত্রিগর্তেক।
সে ভীমের যম যুঝিবার অতিরেক।।
যতুসহ দাহত যাদুক কম্বু করি।
কম্বে বন্ধে পৃষ্ঠে চাপি আই তুমি ধরি।।
এড়ান্য বহিস্ত তন্ত্র উড়ি জেন পক্ষি।
হিড়ম্বক বধিলেক সবাহারে রাখি।।
জতুগৃহ হরিলেক দ্রৌপদিক বলে।
তাত রক্ষা করিলেক ভীমসেন মহাবলে।।
আর তুয় অদ্ভুত হস্তির বল সার।
বহুক অধিক আর গদার প্রহার।।
হেন বলীর পুত্রক যুঝিতে মহাবলি।
একেশ্বরে সেহ গন্ধ বাদনক চলি।।
যৌবন ঋি বহিল গন্ধর্বের হরি আন।
হেন ভীম তোমাক জুঝিতে আগুয়ান।।
বহিস্ক তুমিল আদে বাণ ভয় বনত।
ইন্দ্রক জিনিল আদে ঘোর সমরত।।
কীরাত মুরুষি পংকরক তুমি রণে।
পাশুপাত অস্ত্র আদে লভিলেক বনে।।
দশদীক পাল সবাক জিনিল একেশ্বরে।
দেবতাক অতিএশি আদে কর্ম্ম করে।।
পৃথিবী জিনিতে পারে সবাতে বিদিত।
হেন বলক তুয় চাহে তোমাক জুঝিত।।

পঞ্চ দিব দিগত জাগে করিলেক বস।
বিচিত্র সবর জানে পুন দুর রুপব।।
শ্লেচ্ছগণ জিনিলেক যুত্ত দুর্জয় যুধ্যি ।
তোমাক জুজিতে হেন নকুলে বোজয়।।
অংগ বংগ আদি করি সেন বহুতর।
জাগে জিনিলেক কপু বিষব সবরে।।
বিচিত্র বিধিব জ্ঞান সকলে জানয়।
মহাবোর সবরত তার নাহি ভয়।।
অপুৎবাবা দুস্টকেতু বুস্টিবরতি পতি।
চারির সমুখ বীর বীর মহাযতি।।
পুর্ব্ব দুজব স্মরি শেষব করি বিপরিত।
হেন সহদেব চাহে তোমাক জুজিতে জুজিত।।

৬৪ (ক)শেষ

৬৪ (খ)

কামি নৃপতির পুত্র অম্ব্য শেষব বনে।
ভীস্ম বধে তেহে তপ করিলন্থ বনে।।
উপজিল পাছে দ্রুপদের কন্যা দুই ।
পুনু হৈল পুরুষ একত রুপ দুই ।।
নারী পুরুষের পুন দুযোজনে নাব।
সবরে প্রজন্ম ভ বরতুর পর জার।।
নানা জুদ্ধ জানে সে বিষন্ন ভি মহাকায়।
তেহে পাণ্ডবের হৈল সুহৃদ সহায়।।
সকল সেনার পতি ধনুধর বীর।
বহিস্ত জনম জার কঠিন পরীর।।
দ্রোণ বধে উপজিয়া পাছে দুষিবীত।
সে হৈল সহায় পাণ্ডবের বিপরিত।।

শিশুপাল সুত ধৃষ্টকেতু মহাবীর।
দুর্য্যয় দুর্দ্ধর ঘোর সমরে সুস্থির।।
এক অক্ষৌহিনী সেনা তাহার লগত।
তোমাক জুঝিব তেহে জানিয়ো রণত।।
ত্রিভুবন পতি দামোদর যদুরায়।
তেহে পাণ্ডবের হৈল সুহৃদ সহায়।।
সারথি স্বরূপে তেহে জুঝিবেক রণে।
মনে চিন্তি চাহ তাক জুঝিবেক কোনে।।

৬৪ (খ) শেষ

৬৫ (ক)

চেদি নৃপতির দুই ভাই ধনুর্দ্ধর।
বলবন্ত সুকুমার সমরে প্রখর।।
পাণ্ডবের পক্ষে দুয়ো করিবেক রণ।
দুহার তোমক প্রতি বড় কোপ মন।।
জরাসন্ধ সুত সহদেব জয়সেন।
সমরে কুশল দুয়ো যমকালে জেন।।
পাণ্ডবের পক্ষে নিজ সেনাগণ ধরি।
তোমাক জুঝিব বিপরিত কোপ করি।।
পাণ্ডবের সুসুর দ্রুপদ মহাকায়।
আপনে বলিষ্ট তেহে বলিষ্ট সহায়।।
তোমার সেনাক তেহে বধিবন্ত রণে।
দ্রৌপদ্তির দুঃখ স্মরি অতি ক্রোধমনে।।
এসব কহিলোঁ আর অন্য নৃপগণ।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়া করিবন্ত রণ।।
সবে বলবন্ত সবে বলিষ্ট দুর্য্যয়।
পাণ্ডবের কাজে প্রান তেজিব নিশ্চয়।।

আপনে পাণ্ডব পক্ষ পুরন্দর তুল।
বাসুদেব আদি করি সহায় বিপুল।।
তোমাক জুঝিব সবে এেশ্বধ করি মনে।
সঞ্জয় কহিল কথা করিয়া জতনে।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি সঞ্জয় তজু বানী।
সকল স্বরূপ হয় তাক আমি জানি।
নেখিলে পাণ্ডব বীর এক ভিতি জান।
ভীম একো ভিতি তভোঁ না হয় সমান।।
মহাবলি কুপিত ভীমক চিনি মনে।
চিত্তের না ঘুচে মোর ভয় সর্ব্বক্ষনে।।
হরিণের ভয় জেন ব্যাঘ্রক সততে।
ভীমক চিনিতে মোর ভয় সেহি মতে।।
চিনিয়া ভীমের বল পরাএম অতি।
তেজিয়া নিশ্বাস নিত্যে জাগোঁ সরোরাতি।।
সঞ্জয় সততে মুঞি চিন্যো ঘনে ঘন।
ভীমের সদৃশ নাহি দেখো একোজন।।
মোহোর সেনাত নাহি দেখোঁ মে একোবীর।
ভীমের সদৃশ হেন বলিষ্ট শরীর।।
ইন দুসম পরাএম লাগাজুত প্রান।
কহ কোন বীর মোর তাহার সমান।।
ক্ষমা বিরহিত দৃঢ় বীর ভাব জার।
রংগতো না ভাবে নাহি বদন বিকার।।
মহাভুজ মহাবল মহাপরাএম।
সততে কটাক্ষ দৃষ্টি জেন মহাযম।।

পদাবলি শেষ করি রণে বেগি যাব।
যব হেন বানি সেনা সকল পলাব ।।
শেষ করি ভীমে বিবেক যবরেপ।
সতেক পুত্রের মোর না রাখিব লেষ।।

১৫ (ক) শেষ

১৫ (খ)

বজ্র লোহ যন্ত্র পদা তীব্র অস্ত্রধার ।
কাক নে তুষণ বর দুর্য্যন্ত কুমার।।
সততে দেখহো জেন ভীমে ধরি তাক।
মারিয়া কুবন্ত জেন মোহর সেনাক ।।
যবা বলবন্ত জেন পুচণ্ড কেশরী ।
বলতে কুরন্ত জেন কোপে যুগধারি।।
মোহোর সেনার মধ্যে তীব সেহিনন্ত।
কুরি মারিবেক মোর সেনাচন্ত ।।
কুমার কালত জানো পরাএশ্ব তার ।
সতেক পুত্রে পুএক মোর মারে বারন্তার।।
নবধন জাংগে জেন যুবও বারণে।
সতেকক মর্দ্দে ভীমসেন সেহি বনে।।
ভীমের বলত তন্ত সতেক পুত্রের।
তাত বন্ধু তেন হন্ত কুন্ত পাণ্ডবের।।
হন্ত অশ্ব গজ সেনাপতি রথচন্ত জত।
তীব সবে মোবে মারে দেবো সবরত।।
অপ ভ্রবনে তীব অজ ভুনের সবসর।
বেগে বাণ সব প্রেশবে জেন বরেশুর।।
হেন বুকোদরক বধিব কোন্ মোর।
সততে বনের চিন্তা না পলায় মোর।।

কুবার কালত সত তনয়ের ত্রান।
ভীম ব্যাতিরেকে ত্রান হনু নাহি আন।।
মহাবলবন্তু বাক্যবক জাকে বারে।
কেবলে মনুষ্যে তাক বধিবার পারে।।
বিপুতে না ধরে ভীম মোহোর বচন।
আরো মহাদ্বেষ তাক দিল দুর্য্যোধন।।
বনবাস দুঃখ স্মরি পদাঘরি করে।
কুন্তকুল সবাকে বধিব বৃকোদর।।
মহাবলবন্তু বৃকোদর বীর গুরু।
গৌরবর্ন উন্নত জে হেন সালতরু।।
অর্জুনত করি উগ চুত্রাদেশ প্রধান।
সঞ্চ ভুত্ত জানিবা মোর ভত্ত তাতে টান।।
বেগে জায়া গজ বাজি করে ধরি জায়।
আহারিয়া বারে তাক সদা মোর ভয়।।
বিংশল ক্ষ নয়ন দুই পদপদ পুর।
বিপু সমযুত দুদ ধরিব বৃকোদর।।
মহাবল জন মহাবেগ উর্দ্ধিতার।
ভীম সাগরত গ্রাহ পদা অস্টধার।।
তাক ধরিবার চাহে মোর পুত্রগণে।।
সুযুদ নাহিকে তার রহিব কেবলে।।
বিমোহিত মন মোর পুত্র সকলের।
যদু যাত্র দেবে পাত্র না দেবে পামর।।
রাজ্যলাভ লোভে হিংসে পাণ্ডুবক পাপ।
আপনে মরিব মোক দিব মহাতাপ।।

ঘোর যুদ্ধ সতপুত্র বিধি বধিবার মনে।
ভীষদ্রুপ দ্রুত্যুক্ত যুজিল সজতনে।।
গদার প্রহার তার দৃঢ় .....।
কিবতে সহিব তাক ঘোর পুত্রচয়।।
জে কালত যুচপ ড পুতাপ শ্রীমন্ত ভীমসেনে।
করে ধরি গদা কুরাহব কোপমনে।।
কৌরবের সেনাক বধিব যমরাজ।
ঘোর পুত্রগন কেন বতে ক্ষংকা আজ।।
জুগানুকালের বহ্নিসম ক্রোধবর।
মোহোর সেনাক তাক্তে করিব সমর।।
বধির গদাতি পাদি হস্ত গজ রথ।
করিবেক সেনাক মর্ত্যত চতুষ্পথ।।
করে গদা ধরি ক্রোধে নাহি নাহি জাব।
প্রবীন কুক র কুম্ভ ভাংগিয়া ফেলাব।।
রথি রথ সারথি বারিব ভীমে হাদি।
নদী তীরে তরুজেম করিবেক বধি।।
যখব দেখত জরাসন ্ধ নরপতি।
তাক্তে জিনিবেক সসাগরা বসুমতি।।
আনিবেক যুধিষ্ঠীর জত সার ধন।
কাটীবার বন দি স্বর্গ করিবেক রাজাগন।।
কৃষ্ণে র তীমের বল করিয়া গজ ভাত।
মা বাটীল যদু কুরু দুই কুলে তাত।।
সকল নৃপতি তাক না পারিল রণে।
তাক বলে বধিলেক বীর ভীমসেনে।।

চিরকাল সঙ্কি ত মনের ক্লেশ যত।
তাঁরে ভেজিবেক ক্লেশ মোহোর পুরত।।
হৈন চিন্তে বস্তু ধরি জেন বারে দৈত্যাচর্য্য।
মোহোর পুরুক তাঁরে বারিব নিশ্চয়।।
তাঁর স্তোপ রূপ মোর তিনি বীর চীন।
ধর বীরে নাশ হয় তিনির সম্মান।।
তিনিরো সমান চিত্ত কুরু পাণ্ডবত।
দুরো নাতি বিষ্য মোর জন্ম কেন মত।।
অল্প খানিছি কিছু মোর তুক্ত জ্ঞো তিনি বীর।
জুঝিবার লাগে জুঝিবেক হয়া স্থীর।।
দয়া মনে তিনি বীর করিবেক রন।
মোর ভয় নাহি না বুঝিন দুর্য্যোধন।।
জাকে জাকে জুঝিবেক পাণ্ডবেক রণে।
তাকে তাকে প্রতি মোর শোক হয় মনে।।
করিয়ু কর্ম্মত থাকি অস্ত্র ধরিবেক।
না পারিব পাণ্ডবক সঙ্গে ধরিবেক।।
বিদুরে বলিল পুর্ব্বে জতেক বচন।
সকলে বিলিল আদি মোর হেন মন।।
পাণ্ডবক জুঝি সবে ধরিবেক জানি।
বলিতে না পারে বিধি বলি হেন বানি।।

৬৬ (ক) শেষ

৬৬ (খ)

জে কালে পাতিল পাশা বেলা দুর্য্যোধন।
সে কালে ধরিল জান সবে কুরুগণ।।
দুর্য্যুত পাণ্ডব তার কেসব সহায়।
জয় মনে তাক জেন্ক কোনে জুঝিবার জায়।।

সুখ ভোগ তেজি কৈলি প্রভু গেল বন।
সুখ দুঃখ নাহি রহ্য তাহার জীবন।।
মোর পুত্র সুখ সারে বিমোহিত মন।
রাজ ভোগে বড়ি ঘরে বিমোহিত মন।।
কোন স্থলে জাই কোন কর্ম্ম করিবো।
কেমন প্রকার সুখ সাগরে তরিবো।।
বরিব সতেক পুত্র কুরুগণ জত।
পড়িলোঁ সঞ্চ দুষ্ট দুর্ভিক্ষ লোক সাগরত।।
মৃত্যুকাল প্রাপ্ত জেন চণ্ড হুতাসন।
মহে বনচয় ভস্ম করে পবুগন।।
মোর পুত্র বল পবুগণ বীরচয়।
অস্ত্র ধুর্ত্ত সহিতে ভীম সহিব তেমন্ত।।
আহার না পুনি বিদ্যা বানী একোবার।
ধনঞ্জ দুষ্ট দুর্য্যস্থ ব্রহ্ম রনত যোদ্ধা আর।।
আহার সেনাত জীবসেন আগে জায়।
ত্রিভুবন পতি হৈব আহার সহায়।।
চিনিয়া না পাঞো হেন জন বুঝি মনে।
সমুখত জুঝিবেক অর্জ্জুনক রনে।।
দ্রোণ কর্ন সমুখে জুঝিব হেন বানো।
যহা জুদ্ধ হৈব তাতো জয় নাহি আ জানো।।
সততে প্রমাদি কর্ন বড়ালু দুখত।
জুদ্ধ গুরু তাত আরো বিদ্য ধনঞ্জ জয়।।
প্রহিব বলি ধনঞ্জ ধনুদ্ধর।
দ্রোণ কর্ন দুজো নহে তার সমসর।।

দ্রোণ কর্ম অর্জুনের ঘোর হৈব রণ।
দ্রোণ কর্ম করে কিবা *** বরন।।
তাত বনঞ্জয় তুমি দেব বীর্যে উতপন্ন।
না বরিব তেহে বারিবেক দ্রোণকর্ম ।।
নানা অস্ত্র জানে পাণ্ডবের পক্ষ ভাই।
রতি আছে যদুনু জনের ঠাই ঠাই।।
জাবে জয় নহে তবে না এড়িব রন।
কেন মতে তাক জিনিবেক দুর্যোধন।।
স্থানে স্থানে অর্জুনের দুনিৌ বিজয়।
একো স্থানে তৎপ জানো বনঞ্জয়।।
আরো হরি পারথি হৈবেক রথে জার।
কেন মতে জয় হৈব সমরে আমার।।
একে রথে দুই বীর কৃষ্ণ বনঞ্জয় ।
তাহাতে পাণ্ডিব ধনু মহাতেজোময়।।
তিনির তেজক পারে কেমত সহিতে।
একে একে পারে ত্রিভুবনক দহিতে।।

৬৬ (খ) শেষ

৬৭ (ক)

রথ রথি পারথি পাণ্ডিব ধনু তেন।
মোর সন্যে কেহো তার সম নহে এন।।
দুস্ট দুর্যোধন পাপ না চিনুয় মনে।
একে একে দুর্জয় তিনি জিনে কোনে।।
বহিম বন্ধে বারিলে সমুলে হয় নাস।
অর্জুন বারিতে হয় তেনয় বিনাস।।
তুদ ব্রত দেবয় রূপ অর্জুনের ঠান।
পরীরত হন্যু জেন বাঘ হয় বান।।

করে ধনু ধরি চড়ি রথে ধনঞ্জয়।
মোহোর সেনাক বধিবেক যত্নায়।।
বন দহে বহ্নি জেন দগোদিশ জায়।
বিতপরে কীরিটী বধিব সেহিপ্রায়।।
জেন হরি যযক বুজিন গ্লানি হর।
অর্জুন অনুক তেন মোহোর জ সন্যের।।
কুরুসন্য গণের বহত নিত্যে নিত।
বিষম দুর্যোর দুঃখ হৈল উপস্থিত।।
জেন মহাবীর পক পাণ ভুর কুমার।
সেনাপতিগন সেহিমত জান তার।।
আপনে জানহ সাত্যকির জেন বল।
ধৃষ্ট দ্যুম্ন বীর জেন সমরে কুশল।।
ধর্ম্মের সেবত পক পাণ ভবের বলে।
মহাতেজে কম্পে মোর শরীর সকলে।।
সর্ব্বগুণ যুত যুধিষ্ঠীর মহিমব।
সতেক পুত্রের জানো মোর চেহে বল।।
যুদ্ধ হরিব পাণ ভবক জুনো যুযোধন।
পাণ ভবক না জুজোক মোর হেন মন।।
জুঝিতে হইব সবে জগতের নাস।
অজুন যে হবয় মোর সতপুএ সমান।।
বিনা জুদ্ধ যে জিত জমি পাণ ভবের হয়।
না জুঝিয়া যিয়ো কর মোর মনে লয়।।
যুধিষ্ঠীর জেন মতিআছে বহুতর।
সেকি ভমিবেক দোষ মোহোর এ পুত্রের।।

সঞ্জয় উবাচ ধৃতরাষ্ট্র মহাবাহু।
আপনে করিলা তুমি দুর্বুদ্ধি অনুজ।।
পাণ্ডবের তেজবল জানিয়া বেকত।
না বধিলা তুমি দুর্যোধনক দুর্বুদ্ধি।।
বুঝ স্থিরে পাণ্ডুসুতে পাণ্ডবক দুঃখ দিলা বনে।
ভুঞ্জ এ সমস্ত এবে তাপ কর কেনে।।
পিতৃ দুয়ো পুত্রকো পালিতে হয় যোগ।
তাক না করিয়া এবে কেনে কর শোক।।
দ্যূতকালে বুলিলাহা লোকত বচনে।
কে জিনীল কে জিনিল পাণ্ডবের ধন।।
তোমার চিত্তক ব্রাহ্ম লোকে জানিলেক বলে।
হৃদয়ে কপট দয়া কহয় বচনে।।

৬৭ (ক) শেষ

৬৭ (খ)

সভার মধ্যত পাণ্ডবক দুখ দিলন।
বিবর্ধনা বানী বুলিলেক কোপমন্ত।।
কর্ম দুর্যোধন যত বুলিলেক বানী।
তাক না বাসিলা তুমি পুর্বাপর জানি।।
বাহু বলে পাণ্ডব জিনিল বসুন্ধরি।
তোমাক দিলেক ছদ্ম পাশা খেলি হারি।।
সত্যপালি বন গেল পাণ্ডু পুত্রগণে।
তথাপি না দয়া হৈল তহু মনে।।
সাগর শুখিতে পারে অর্জুনের শরে।
ইতো কুরুসেনা তাক জুকিবার পারে।।
গিরিক ভেদিতে পারে জত গিরাচয়।
মনুষ্যের তুনু পুনু অস্থি চর্ম্ম নয়।।

ধরনীত ধনুর্দ্ধর অনেক আছয়।
সবাতে অধিক ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়।।
পৃথিবীতে [illegible]
পৃথিবীতে ধনু যত আছে শনিবার।
সবাতে অধিক ধনু পাশুপত তাহার।।
ত্রিভুবন মধ্যে যত চরাচর দেখি।
সবাতে অধিক করি যাবক দেখি।।
সহস্রার চক্রসার করে করে বাস।
অনেকে করিতে পারে চরাচর নাস।।
ভুজ মধ্যে কহি ভুজ বড় বুলি মানি।
তার গুনি গুনিতে প্রচুর তেজ হানি।।
বহিস্পত রথ তাত শ্বেত চারি হয়।।
জাক দেখি প্রভুসেন সবনে কাপয়।।
ভুজ ধনু রথ ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়।
সহস্রার চক্র বাসুদেব তেজোময়।।
হয় আর তিন্তি তারে হৈব বসুমতী।
তাক জিনিবার ত্রিভুবনেত্তো না পারি।।
তীব ধনঞ্জয় দুই যোদ্ধা হৈল আর।
সনাপত্রা বসুমতি জানিবা তাহার।।
সতেক তনয় তজুসনে সেনাজত।
ভীমসেনে বধিবেক জানিয়ো নিশ্চত।।
মোর বিদুরের বানী না শুনিলা আগে।
এবে কি কারণে শোক কর মহাভাগে।।
যদি পাশুবক তুমি আনহ বনত।
তবনো নিয়োক দুর্য্যোধনক সম্মত।।

দুর্যোধন বলতি শুনিয়ো মহারাজ।
ভয় থোক তোমার না হয় ভাল কাজ।।
যুদ্ধবলে পাণ্ডবক জুঝিতে সকত।
তাত তুমি দুঃখ কেনে করহ সতত।।
যে কালে পাণ্ডব পাণা হারি বন জায়।
তাক শুনি সভাস্থে আসিল যুদুরায়।।
দুষ্টদ্যুম্ন শ্রেষ্ঠ দুষ্টকেতু কেকয় সকল।
আনো নৃপগন যত যত মহাবল।।

৬৭ (খ) শেষ

৬৮ (ক)

ইন মন্ত্র করন্ত নগরের সভীপত বলে।
পক্ষ পাণ্ডবের কাছে রহি কোণ বলে।।
হরি সনে নৃপগণ আলোচিল কাজ।
কৌরবক মারি দিবো পাণ্ডবক রাজ।।
পুএ বন্ধু বান্ধব সহিতে যদুরায়।
তোমাক নাশিতে চাহিবেক সমুদায়।।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ কৃপ নৃপগণ সমে।
সকলকে সংহার করিব ঘোর রণে।।
বিদুরক তেজিয়া কৌরবগণ জত।
সবাকে বধিব হেন কৃষ্ণে ল বলত।।
কৌরব পনক মারি একক্ষএ করি।
পাণ্ডবক দিবো সলাগরা বসুন্ধরি।।
সেহিকাল হন্তে কেসবের কোপ টান।
আমিও সে বাক্য জান করিছি প্রধান।।
পলাইবো কিবা স্তুতি করিবো চরণে।
কিবা জুদ্ধ করি প্রান তেজিবাহো রণে।।

যিএ বন ধ্রু বান ধ্রুব নৃপতিগন জত।
জানিয়ো সকলে তারা মোত বিরকত।।
সবারে যনত কোপ উপজালো আসে।
মোর জন্ম না হইব বলে হেন লাগে।।
তথাপি ঞ্চপুক না ভজিবোঁ কদাচন।
জুঝিয়া বারিবো হেন করি আহোঁ মন।।
ঞ্চপুক ভজিলে যতি বিষ্ণুর বিস্তর।
জুঝিয়া যজিলে থাকি সুর্গের উপর।।
কেবল পিতৃক যুতি মোক করো টান।
যিনিল তাহার ক্রোধ মোহোর নিদান।।
দুর্য্যোধন দুঃখ যিল হৃদ যেহ সন্তোষ।
এহিমত পাণ্ডু পাণ্ডুকি কৈল কুল ••••।।
পুএ পাএ সবে ধৃতরাষ্ট্রে নরপতি।
নানা দুঃখ দিয়া কৈল আযাক বিগতি।।
হেন বলে যানি সবে পাণ্ডু পুএ গণে।
সভেক ভ্রাতৃক বধিবেক মোর •••••।।
মোর মন শোক সেকালত হেন জানি।
উশ্বি ক্রোধ কৃষ্ণ কর্ম কুলিলেক যানী।।
শোক ত্যজিয়ারি পরিহর দুর্য্যোধন মহারাজ।
হৌক বলি পাণ্ডুব তথাপি নাহি ভয়।।
একেকে জিনিতে পারোঁ পাণ্ডুব সেনাক।
পাণ্ডুব সকল ন্যে নহে সকত আযাক।।
আইলোক পাণ্ডুব সবে মর্ত্ত করোঁ হত।
যানাইত পর যারি মোর সবরত।।

ভীষ্ম বলিলন্তু আরো অদভুত বানী।
সুন দুর্য্যোধন মোর দুর্ব্বের কাহিনী।।
দুর্ব্বে মোর শিষ্য যদি সেকালত পরে।
সকল রাজাক জিনিবহোঁ একেশ্বরে
সকে সরো হেন ভয় রণে ভংগ দিয়া।
কতেক রাখিব প্রান পরণ পশিয়া।।
পৃথিবী জিনিতে মুক্তি পারোঁ একেথরে।
কেনে দুর্য্যোধন তোর পাণ্ডব তরে।।
হেন সব শিষ্য চুন্তু করিয়া বীরপনে।
দুর্ব্বে বুলিলেক মোক সকলে আপনে।।
আমি সবে পরক রখিবো রণ করি।
সুখে থাক দুর্য্যোধন ভয় পরিহরি।।
দুর্ব্বে পাণ্ডবের রাজ্য জানন্তু জন্মতে।
এবে মোত আছে তাক্ষে পাণ্ডু কেন মতে।।
হীনবল পাণ্ডব সহায় নাহি তান।
তেহে কেন মতে রাজ্য লইব আমার।।
সুখ দুঃখে পাণ্ডবক সব করি থুয়োঁ।
উমায় ভুবন দুর্ব্বে সাবরাজ্য কাড়ি নৈয়ো।।
জলে বা আনলে বৈসে সৈন্যসের মাঝ।
সেহি তার না পাইব দুনু রাজ।।
বিছা তাপ তোমাক করিতে নৃপমনে।
উন্মুক্ত পাণ্ডব বুলি যানে সবে মনে।।
ভয় পরিহরি শিষ্য স্থির কর চিত্ত।
মোর এক বীরে পারে পরাক জিনিত।।

অসংখ্য মোহোর সেনা জানিহো নিশ্চয়।
ইন্দ্র চন্দ্র যম জাহাক জিনিতে না পারয়।।
মোর সেনা দেখি যুধিষ্ঠীর ভয় মনে।
পুর্ব্বে পক্ষ গ্রাস হেতে বাশিব আপনে।।
মোর প্রভাবক না জানিয়া মহারাজ।
ভীমসেন বড় করি মানয় সদায়।।
যদা ক্রুদ্ধ হুএ মোহোর সমান নাহি আন।
ভীম মহে মোর এক কনার সমান ।।
সকল বিদ্যাদ পারগতাতি মন জানে।
কারণস্থে দুঃখ সহিবারো পার টান।।
সে কারণে মোহোর কাহাকো নাহি ভয়।
ক্ষুদ্র ভীমসেন কিবা করিতে পারয়।।
মনে জদি ভীমে মোক যদা ক্রুদ্ধ করে।
জান মহারাত মোর নাহি তাত পরে।।
চিরকাল চিনিয়া মোহোর বৈর সিদ্ধি।
ভীমের মরণ দুতে বিধাইব বিধি।।
যদি হিব গিরি মোক মোর যদা বাড়ি পায়।
খণ্ড খণ্ড হয়া পড়িবেক তার কায়।।
একে প্রহারতে ভীমে তেজিব পরান।
মহাবাতে কদলি তাংগে জেন ঠান।।

৬৮ (খ) শেষ

৬৯ (ক)

মুক্তি তবে ভীমক বধিবো মোর মনে।
.....মহারথিগণে।।
ভীম বনঞ্চ ক্রুদ্ধ জদি পড়িব মনত।
কহিয়োক পাণ্ডবের ভয় কেন মত।।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা তদন্ত।
কর্ণ ভূরিশ্রবা সৈন্য রাজা জয়দ্রথ।।
একে একে এহি সবে অসংকোচ মনে।
পাণ্ডবক বধিবার পারে ঘোর রণে।।
ভীষ্ম পিতামহ বলি সংসার ভনয়।
মুচ্ছুন্দ বদন প্রায় দেবে বরে ভয়।।
অবধ্য দুর্য্যুদ্ধ বুঝা বিধি খণ্ডানুর।।
না মারে পুচণ্ড ভয়ুণ জেন দণ্ড ভয়র।। অজ্ঞাত
ভরদ্বাজ সুত দ্রোণ কুম্ভেত জার জাত।
বশিষ্ট কুলত মুখি সকল বিদ্যাত।।
বয়সত বৃদ্ধ রণে তরুণের পতি।
ধ্রুবিবাত ঘাত প্রসংশায় ভুর পতি।।
দ্রোণের তনয় অশ্বত্থামা ধনুদ্ধর।
বিবিধ অস্ত্রএক জানে রণে পটুতর।।
সিংহসম পতিমতি কুপন বিদ্যাত।
অর্জুনের সমসর ধ্রুবিবাত ঘাত।।
গৌতম ঋষির সুত কৃপ মহাশয়।
বীরের মধ্যত জাঞে হৈলনু দুর্য্যুদ্ধ।।
চীরঞ্জীব সমরে পুচণ্ড মহাবীর।
জগতে বিদিত কৃপ অবধ্য শরীর।।
দ্রোণ অশ্বত্থামা ভীষ্ম কৃপ মহাবীর।
পুচণ্ড পুতাপ রণে অজয় শরীর।।
ইন মুকো সংগীইতে পারে এহি চারিজনে।
অর্জুন সকত নহে চাহিবার রণে।।

দ্রোণ অনুংবাবা জি তাঁহার পুত্র চারি বীর।
চারিজো অবান কর্ন বলিষ্ট পরাক্রম।।
কবচ কুণ্ডল আর সহজে সম্ভূতি।
ইন্দ্র যদি নিয়া দিল অযোধ শকতি।।
অযোধ শকতি একপত্নু নিবর্হিনি।
কর্নের চৌদ্দ তথা কে ব্রহ্মস্ত্রে জানিবা আপুনি।।
সে কারণে কর্নের কাহাকো নাহি আসে ত্রাস।
কর্ন জুঝিলে হৈব অর্জুনের নাস।।
তাঁহার প্রতিযুধ মোর মহাবীর চন্দ্র।
সুরাসুর নরে আর নামে করে ভয়।।
মোর বধে সে সবে করিব মোর রণ।
হাতত্তে আছন্ত মোর জন্ম নাম ধন।।
যদি পিতামহ রণ করে মোর চিত্তে।
অর্জুনেক জনা পারে তিনেকে মারিতে।।
তাহার সদৃশ অন্যবীরগণ যত।
নারায়ণ বল অতি দুর্যোধন রথত।।

৬১ (ক) শেষ

৬১ (খ)

অর্জুনে বধন্তু কিবা অর্জুনক মারি।
আর বীর বিস্তার তাহাকে বড় করি।।
শিশু বুলি বীরগণ জানে অর্জুনক।
মোর জন্ম নিশ্চই তুমি তেজিয়ো তাহক।।
দুষ্ট দ্যুম্ন সাত্যকি পাণ্ডব পক্ষ তাই।
পরবীর বধ্যে সাত বীর বড় পাই।।
সেহি সাত বীর তার বলিষ্ট দুরন্ত দুর্জয়।
সারথি করি এহি সাতক কহয়।।

ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোনি কৃপ কর্ণ সোমদত্ত।
বাহ্লিক নৃপতি জয়দ্রথ ভূরিশ্রব ।।
অশ্বত্থামা শতায়ু দুর্ম্মর্ষ সৈন্যরায়।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ দুঃসহ মহাকায়।।
চিত্রসেন বিকর্ণ যুযুৎসু বিবিৎসতি।
রাজা পুরোজিত কুন্তিভোজ নরপতি।।
একাদশ অক্ষৌহিনি সেনা ঘোর সার।
পাণ্ডব করি সেনা দ্বিগুন আবার।।
শুনে বৃহস্পতি হেন বুলিল বচন।
হীনবল কপুক পবন হে করি রণ।।
তিনি গুন হেন পাণ্ডবের সেনাবল।
কেনে না জুঝিয়া দিব ধরনী সকল।।
হীনবল জা ন পাণ্ডবের সেনাচয়।
গুণে পুরল ঘোর সেনা অতিশয়।।
পাণ্ডবক জুঝিতে সবত যুক্তি রণে।
হেন জানি পিতৃ দুঃখ তেজিয়োক মনে।।
এহি বুলি জন ে নৃপতিক দুর্য্যোধনে।
সঞ্জ জয়ক চাহি হেন বুলিল বচনে।।
সাত অক্ষৌহিনী সেনা নতি ধর্ম্মরায়।
জুদ্ধ নমোক করয় কহ সমুদায়।।
সঞ্জ জয় বদতি কুরুপতি দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের কথা সুন স্থির করি মন।।
পক্ষ পাণ্ডবের অতি জুঝিবার চিত্ত।
প্রতি জন সুর সবে নাহি ভয় ভীত।।

দেখিলো তথাত্ত ধনঞ্জ ভ্রত্ত মহাবলি।
দীব্যরথ ভুক্তি দপোবিশক প্রকাবি।।
কবচ পিন্ধি ধিয়া রংগে বোলে মোক চাহি।
কপু জিত রুপ মোর দেখিয়ো আতাই।।
দুর্য্যোধন বোলে সুন সঞ্জ ভ্রত্ত গণ ভিত।
অলজিত থাক তব না হয় সমংশিত।।
কহ রথ অর্জুনের কোন ঠান হয়।
কেন ঠান যুজ কত যান প্রকাশয়।।
সঞ্জ ভ্রত্ত বলতি সুন দুর্য্যোধন রায়।
.....কপট ভুত কায়।।
কহো অর্জুনের রথ যুজ জেন মত।
জেন রুপ তার জেন মত প্রকাশয়।।

৬৯ (খ) শেষ

৭০ (ক)

বীর রত্ন বিচিত্র বিচিত্র রুপ জালে।
রথবান ..... যুজিল তথবলে।।
তাত নিজ রুপ দিল মারুতি আবনে।
ভীমের কারণে অতিশয় তুস্ট মনে।।
দারুময় কপিধ্বজ বিশ্বরিত কায়।
কপু তত্ত্বংকর নাদ সমতে তেজয়।।
বরদান শ্বরি তাত থাকে হনুমান।
দিব্য ধনুজলে গজ ধনুর সমান।।
দীর্ঘরথে দিব্য অক্ষক্রোহিণ কপিধ্বজ প্রকাশয়।
অস্ত্রিদত রথ তাত শ্বেত চারি হয়।।
সতেক যারিলে তার তবে মন ঘুরে।
নযু হয় সমরে যবন জেন ফুরে।।

অর্জুনের রথ ধ্বজ জেন চান জনে।
জেন দুগ পতি তাক কহিবো সকলে।।
দুগতির চারি হয় শ্বেত রঙ্গ কায়।
সকে কলবনু মঙ্গ বেগে বায়ু প্রায়।।
ভীমের রথের দুগবর্ন চারি হয়।
ছিল্ট পুল্ট বলিল্ট সকলে তেজোময়।।
পবন সমান গতি অতি দুষ্ট প্রান।
তেজে বলে পরাক্রম অতি বড় টান।।
নকুলের রথে ইন দুমঙ্গ আরি হয়।
তিত্তির পক্ষির বর্ন দুল্টত শোভয়।।
সুর্য্যের রথের সমাগদ চারি হয়।
মহাবলবনু সহদেব অতিসয়।।
কিছু কিছু করি সবাহারে হয় গতি।
সকলে কহিতে পারে কাহার সকতি।।
সবল নির্ব্বল জানি করিয়োক রণ।
ভনে কবিরাজ বন দি রাবের চরণ।।
ধৃতরাল্ট্র বলতি সঞ্জ ভুন্ত মহাসয়।
মুন্ত পুএগনে মোর কিছু না বুঝয়।।
রাজ্য লোভে না জানয় মরিবার স্থান।
মরিব সকলে পুএ মোর হেন জান।।
মহাবলি ভীমসেন করিবেক রণ।।
কালে উদ্ধরিয়া নিল তারে সেনাগন।
মোর পক্ষে যত নৃপগন সেনাচয়।।
বাণ ভিব ধনুর বানে মরিব নিশ্চয়।।

পাণ্ডব সহিতে হৈব জাহার সমর।
সে সকল সেন জান যমের নগর।।
অতি রথি শূর কীর্ত্তিবন্ত বীরচয়।
বহিশ রথি সমান সমরে তেজোময়।।

৭৩ (ক) শেষ

৭৩ (খ)

আপনেক হয় তাত নীতি যুধিষ্ঠীর।
রক্ষক জাহার বাসুদেব মহাবীর।।
দ্রোপদী জার তীব্র ধনঞ্জয় দুই ভাই।
সে সেনাক দুইজনে জুঝিবার জাই।
জবঞ্জ নকুল সহদেব দুই ভাই।
বিবিধ সংগ্রাম জানে কেহো সম নাই।।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তমোজা।
জুধামন্যু শিখণ্ডি বিরাটি মহারাজা।।
চেদিগন পাঞ্চাল বৃঞ্জ যুদুগণ যত।
এ সবাক গণি বীর রনত সকল।।
সবে বীর গন যত কেশরী সরাদু।
জার তাপ ধুরন্দর হরিতে ভরাদু।।
পাণ্ডবের বীরগন সমর পংকীণ।
আছোক জুঝিব সুনিবারে নাগে আস।।
দেবত অধিক পাবে কর্ম্ম করিবাক।
মুঞ্জি দুষ্ট দুর্য্যোধনে মোর না বুজয় তাক।।
পিতৃবানী মুনি বোলো দুর্য্যোধন রাদু।
তুমি নৃপবর তয় জুগুত সদাদু।
ই বীর শরীর তুমি বুদ্ধি নিপুন।
তোমার কিবক হৈল চপলতা খুন।।

তুল্যবল পাণ্ডব কৌরব যত বীর।
দুয়ো তুমিচর দুয়ো মনুষ্য শরীর।।
দুয়ো বীরমন জানে বিবিধ সমর।
তুমি কেনে কহ দ্রুপদ জন্য পাণ্ডবের।।
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণি কৃপ কর্ণ শক্র বীর।
থাকে একেবারে তুমি জিনে সুরবীর।।
আন বীরমন মোর আছোক সকল।
বহিতরে আছে কি এ পক্ষ সমবল।।
সুরবতি সুরমন যদি সংগে করি।
মোহোর সেনাক তুল্য হেন করে কোপ করি।।
তাক জিনিবার পারে মোর সেনাগন।
তুমি পাণ্ডবক ভয় কর কি কারণ।।
দুর্যোধন বানী পুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজ।
সঞ্জয় তুমক চাহি বোলে কোপ যুক্ত কাজ।।
শুনিয়ো সঞ্জয় তুমি মোর পুত্রের বচন।
কি বোল উন্মত্ত এহ্নর পুত্র দুর্যোধন।।
মহাবলবন্তু ভীষ্ম সমরে নিপুন।
উভয় সেনাত জার সম নাহি পুন।।
বল জানি তাহার তুলিতে নাহি বল।
তাক না জানয় মুঢ়মতি দুর্যোধন।।
যদি পক্ষ বীর মোর বুধিবীত আর।
তথাপিতো ভয় নাহি জানি বা আমার।।
দেবজাত পাণ্ডব যত্নেসতে তেজোময়।
আরো তাত বাসুদেব আপনে সহায়।।

তথাপি শুনিবো পাণ্ডবের কথা চন্দ্র।
..... কহ সকলে সঞ্জয়।।
কহ তার জুদ্ধ যবন কেবলে বাড়ন্ত।
বোহোর বহিস্ত মৃত কোনে বা জোগায়।।
সঞ্জয় বলতি শুনিবোক নৃপবর।
দুষ্টদ্যুম্ন যনক বাড়ায় পাণ্ডবর।।
বোলে জুদ্ধ এ কর তন্ত পরিহরি যনে।
কি করিতে পারে হীন বল কুরুগনে।।
ভীষ্ম দ্রুতিযুধে তার বীরগন যত।
হয় গজ রথপতি রনে জে সকত।।
একেষুত্রে সবাকে মারিবো হেন জান।
তিনগ্রাহে যৎসক করয় জে বন যান।।
ভীম দ্রোণ দ্রোণি কৃপ কর্ন বৈন্যবীর।
কুরুপতি দুর্য্যোধন কপট শরীর।।
সবাকে মারিব হেন জানিয়ো নি চন্দ্র।।
সাগরের ঢেউ জেন তীরে নিবান যন্ত।
তার নিনী শুনি বোলে কর্ম্ম নৃপবর।
জানো বলধরাএশ্ব তোমার গুরুর।।
থাক ন পাণ্ডব সেনা সবে তুমি রাব।
জুদ্ধ সাগরত বন্ধু উদ্ধার আমাক।।
জুদ্ধের নিয়ম কর্ম্ম হবে যত যত।
সকলে করিয়ো তুমি আমার সম্মত।।
তৎপ হৈলে সেনাক রাখিবা যত্নে রহি।
সহস্র বীরের সব তাক বীর কহি।।

তুমি বীর বীর বলি বিশ্বে বিখ্যাত।
অশ্বে গজে বিখ্যাত এত ক্ষিতিতল।।
তুমি সে একক পক্ষ তাই পাণ্ডবের।
সহস্রেক বীর নহে তব সমসর।।
কর্ণের বচন শুনি দুষ্টদুঃশাসন বীর।
রোষ বুনিবার লৈল নিজ শরীর।।
শুনিয়ো সভা তুমি মোর সুরূপ বচন।
উচিত পরত হিত পাণ্ডবের মন।।
তুমি এ বনে দুর্যোধন আনি আছে যত।
নৃপচয় সেনাচয় সভাস্থে রহত।।
ভীষ্ম দ্রোণিবরে যত কুরুবীর গণ।
সবারে আগতে কহ মোহোর বচন।।
তবে নাহি হয় যেন নৃপ তুমি বীর।
তাবে নাহি পনঞ্চ তুমি তবে কুরুবীর।।
তাবে দুর্যোধন আসি পলোক পরপ।
আপনাক বাবোক রাবোক ·····।।
বনে শুনি দুর্যোধন হৌক স্থির চিত্ত।
অর্জুন সমুখ বীর নাহি পৃথিবীত।।
কপিধ্বজ অগ্নিদত্ত রথ অর্জুনের।
হেন জানি দুর্যোধন তেজো ক ···।।

৭১ (ক) শেষ

৭১ (খ)

বিষ্ণুক জিনন্তা নাহি ত্রিভুবনে জানে।
আরো বিষ্ণু সহায় জানয় দুর্যোধনে।।
দুষ্ট দুর্বচন তেজি আসি ভজ হে সবের।
রচিল পয়ার কবিরাজ দ্বিজবর।।

অননুরে বোলো ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর।
জাতিত কত্রিয় ব্রহ্ম চারি যুধিষ্ঠীর।।
ব্রহ্ম যজ্ঞ করে ধর্ম্মবনু মহাশয়।
দুষ্ট দুর্য্যোধনে তাক যুঝি ....।।
শুন দুর্য্যোধন পুত্র মোহোর বচন।
ক্ষেত্রবনু সনে পরিহিত অতিরণ।।
তোর জীবণক তোষে অদ্ধেক ধরনী।
অদ্ধ রাজ্য পাণ্ডবক দিয়োক আপুনি।
পাণ্ডব সহিতে যদি না করিশ দন্দ।
তবে জগতের হিত আমার আনন্দ।।
সনু জনে প্রশংসা করিব চিরকাল।
ভীষ্ম দ্রোণ সমুখে সবাই বোলে ভাল।।
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোনী কৃপ শৈল্য ভগদত্ত।
পুরোমিত্র জন্ত ভুরিশ্রবা জয়দ্রথ।।
বাহিক্ক নৃপতি অন্য যত নৃপচয়।
পাণ্ডব সহিতে যুদ্ধ কারো না রুচয়।।
তুঞি না করিষ দন্দ আপনার মনে।
তোক বাহুবল জানো কর্ন দুশ্শাসনে।।
পাপিষ্ঠ শকুনী তোর বাহুবল চিত্ত।
জাত্রে না পারিব রণে পাণ্ডব সহিত।।
পিতৃর বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ক্রোধে বুলিবার লৈল যে পৌরুষ বচন।।
তোমাত দ্রোণত অশ্বত্থামাত নৃপতি।
কৃপ ভীষ্ম আর জে সঞ্জ জয় মহামতি।।

বিকর্ন বাহ্লিক জে কাযোজ সত্যব্রত।
ভুরিশ্রবী ম পুরমিএ জন্ত জয়দ্রথ।।
এ সবাত গহ করি না জুঝিব জান।
জুঝিবোঁ কর্নত গহে জানিয়ো প্রমান।।
রনযজ্ঞে দিক্ষিত রাধেয় দুর্য্যোধন।
জুধিষ্ঠীরি পাছে হৈব জানিয়ো আপন।।
অথর্ব্বেদি হৈব ..... খড়গ গদা।
সদস্য কবচ তদা ধনুস্রুত হোতা।।
যমক তুষিবো মুঞি রন যজ্ঞ করি।
পাণ্ডবক বধিয়া ভুঞ জিবো বসুন্ধরি।।
আপনে জুঝিবো আর কর্ন দুশ্শাসন।
তিনিয়ে বধিব পাণ্ডবক করি রন।।
মোহক বধয় যদি পাণ্ডুএ গনে।
অকন্টকা ধরনী ভুঞ্জিব সুখ মনে।।
মুঞি বা বধহোঁ পাণ্ডবক জুদ্ধ করি।
কর্ন দুশ্শাসন সমে ভুঞ জো সুন্দরী।।
দুর্য্যোধন বানী সুনি ধৃতরাষ্ট্র বোলে।
.....তোক ধরিলেক কোলে।।
তোক পুএ স্নেহ এড়িলোহোঁ হেন জান।
জে ধরে তোহোর বানী তাঁক এস্বাধ টান।।

৭১(খ) শেষ

৭২ (ক)

যম ....ভুঞ্জি পসিলো পরায়।
তোহোর বচন করে সেও মৃত্যু প্রায়।।
সতেক পুত্রএ পুএক প্রতি করোঁ মুঞি শোক।
তোর বাক্য ধরি সেহো জাব যমলোক।।

দুশবরে জেন দুশপতির প্রচার।
সেহি যতে সেনা বধিব আবার।।
পতি হীন নারী জেন হৈল মোর সেনা।
সাত্যকি বধিব তাক করিয়া লাঞ্জ ছুনা।।
আগে দুর্নবল পাণ্ডবের পক্ষ তাই।
সাত্যকির বলে তাক পুরিল দুনাই।।
বিজ হন্তে কৃষ্ণ ছুন জেন পুরিল গাজে নিরন্তর।
সেহি রূপে সাত্যকি মারিব তিন্নশর।।
জে কালে দেখিবা ভীমসেনক ক্রুদ্ধ যত।
গদা ধরি বধিবেক তোর বীর জত।।
পর্ব্বত সমান মারিবেক গজচয়।
সে কালত মোর বানী স্মরিহি বা দুর্য্যুধ।।
এহি বানী বুলি দুর্য্যোধনক বুঝাই।
দুশবন্তে সঞ্জ জয়ক পুছিল দুনাই।।
ধৃতরাষ্ট্র বোলে সুন সঞ্জ জয় সমাজে।
কি বানী বলিল ধনঞ্জ জয় যদুরাজ।।

সঞ্জ জয় বদতি শুনিয়ো নৃপতি
কহিবো কাহিনী যত।
কৃষ্ণ ধনঞ্জ জয় জে বুলিল তয়
দেখিনরো জেনমত।।
কৃষ্ণ ধনঞ্জ জয় যথাত আছয়
সে স্থানক যুক্তি জাকো।
অন্যানুর ঠাই আবার না পাই
একোয় নিশ না চাকো।।

নিজ পদাংগুলি চাহি জগো চলি

আগে একজন জায়।

বিষ্ণু রূপ ধর জবঞ্জ ভূ দ্বিতয়

সে সবে জাত্যে সা বায়।।

সত্যভাবা নারী দ্রুপদ ঝিয়ারি

কৃষ্ণ বনঞ্জ ভূত দুই।

একাসনে তয় বসিয়া আছয়

চারি এক স্হন দুই।।

রত্ন সিংহাসনে অতি রংগবনে

বসি আছে দুই বীর।

সুগন্ধ চন্দন দিব্য আভরণ

ভুষিত দুয়ো শরীর।।

বসু পান করি বনঞ্জ ভূত হরি

দিন দিয়া দিব্য বসন।।

অতীনিনা ভাবে দুয়ো সুন্দর গাবে

হেনি হেনি সর্বজন।।

সজ ** কোলাত বসু বিগলিত

হরি দিল দুই গাব।

অর্জুনের কোলে দুই পাও তোলে

সত্যভাবা সেহি ভাব।।

৭২ (ক) শেষ

৭২ (খ)

অর্জুন চরণে বুইল আগজ

অংগে দ্রৌপদীর হরজ্জ কোলে।

চারি একবস্ত্র বসিয়া আছয়

দেখি হৈল ঋ বিস্ময়ে।।

মোক দেখি তহু বীর ধনঞ্জয় তহু
আসিয়া বুলিব মিস্ট।
কাক নে রচিত রত্ন বিরচিত
গাবে হেনি দিল দৃষ্ট।।
তাক দুই করে অত্যন্ত আদরে
তুমিত বসিল তহু।
চারিদ্যো চাহিল মোক নিরেখিল
যুক্তি হৈলো স্তব্ধ হহু।।
উর্দ্ধরেবাচহু তনত আছহু
সর্ব্ব মুনরূপ ভূত।
দেখি যুক্তি তহু চরণ দ্বিতহু
অর্জুনের অদভুত।।
xxxxxxxxxx
সানস্তম্ভ গ্রাহু দুয়ো প্যাবকাহু।
জুবা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় তহু।
একাসনে বসি আছো দুয়ো বসি
দেখি লভে বহাতহু।।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় হরি হরি হয়
না বুঝয় দুর্য্যোধন।
তীব্র রোষ আবে কর্ম্ম দুরবরে
তোর বিমোহিত মন।।
দুয়ো বীর বর অজয় অমর
তাহার আদেশে চলে।
হনে যে শ্রীহি বাক্য যু তার সিদ্ধি হয়
জানিয়োক মহিতলে।।

অঞ্জ ভূমি করিয়া পিরত করিয়া

অবনত করি কায়ু ।

তোমার অপেষ বচন বিশেষ

কহিলোঁ শংকেত রায়ু।।

সুনিয়া অর্জুন হরিও বচন

করিয়া শংকেত দিল।

ইন দু কেতু প্রায়ু হরি মহাকায়ু

সমুখে যোক চাহিল।।

যোক চাহি হরি অতি লিলা করি

বুলিল বচন চয়ু ।

পন্যো সন্যো মন দুপয়ু পিরু ন

পুনিতে অমৃতময়ু।।

কোমল আগত দারুন পাছত

অনুরে বহু জেনয়ু ।

বীর বিদারণ দুস্ট সংহারন

কৌরবত এস হয়ু।।

.....মে তয়ু কহিয়ো সঞ্জ য়ু

কুরু বুদ্ধ বত বীরে।

কৃষ্ণ ধনঞ্জ য়ু আমন দু হুদয়ু

সবাকে যম দিল পীরে।।

৭২ (খ) শেষ

৭৩ (ক)

..... বয়স্য ধনত

জানাইবা আনিংন।

অতেক কনিস্ঠ বানী বুলি মিস্ট

কুশল তাক পুছন ।।

..... পুএ দারা সনে

আনন্দ করোক চিত্তে।

অখন নিশ্চয় তার মহাভয়

হৈল আসি উপস্থিত।।

খাএ বুলি দান দেউক ধেয়ান

ভজুক লোক সে ভোগচয়।

বিএক তুলিযো বহুধন দিয়ো

জুজিব কর্ম্ম তনয়।।

দুশ্চীন্তু দুখ নাসনে রাজার চরণে

জে কৈল কুরু সভাত।

দিয়া আপবাড়ি মৈল বন্ধু কাড়ি

দ্রৌপদির ধরি হাত।।

দ্রৌপদী সেকালে লোকত ব্যাকুলে

গোবিন্দ গোবিন্দ করি।

স্বরিলেক মোক জানে সর্ব্বলোক

মোহোর দুর নগরি।।

নাহিলোঁ কাহত আসিলোঁ আহিন খাহত

সুনিয়া রহিলোঁ সুনি।

দ্রৌপদীর ধার থাকো চিরকাল

জুজিবো এবে আপুনি।।

রজস্বলা কালে একবস্ত্র গাবে

তাত বস্ত্র মৈল কাড়ি।

কেশত ধরিয়া সভাত নিঞা

এ দোষ কেমনে ছাড়ি।।

বোহোর দ্বিতয় বীর বেঞ্চ জয়
পাশ ডিব ধনু জাহার।
মহাতেজোময় সমরে দুর্জয়
কোনে ভাগ হরে তার।।
জানিয়ো পঞ্চ জয় জাঞ্চে দেবচয়
ডুষিত কেলিতে পাবে।
প্রজাক সংহারে ডুঞ্জে ডুমি ধরে
সেহো অর্জুনত হারে।।
সুরাসুর নরে ত্রি নিশাচরে
যন ধর্ব্ব পন্নব নর।
একেকের বাণে অর্জুনক জুনে
না দেখো হেন অপর।।
যদি খুরন দুরে বজ্র ধরি করে
দেবগনে সংগে যই।
বনযুদ্ধ বুদ্ধি অর্জুনক ডুদ্ধি
তেহে জাইব উদ্ধ হই।।
খুর্ব্বে একেখুরে বিরাট নগরে
পান ডিব ধনুক ধরি।
সবে কৌরবক জিনিয়া নিলেক
গাভের বনন হরি।।

৭৩ (ক) শেষ

৭৩ (খ)

ভীশ্ব আদি করি জতবীর ধরি
সবাকে জিনতয়।
কিঞ্চি তেক যান বলের প্রমান
দেখাইল বীর বিজয়।।

তেজ বীর্য্যবন্ত বিদ্যা তা কোবল

ধৈর্য্য বিশারদ অতি।

দৃঢ় ধনু মুষ্টি দূর পাতি দৃষ্টী

রণে অধিকল গতি।।

জানো নানাগুন সবাতে নিপুন

অস্ত্র বেত্তা অনুপাম।

ত্রিভুবন তারি কে আছয় হি পরি

বীর অর্জুনের সম।।

এসব বচন দুরন্ত কম্পন

শুনিলন্তু দাবোদরে।

বরিষা সময় মেঘত গর্জ্জয়

সুরপুরে পুরন দুরন্ত।।

কেশবের বানী শুনি মনে শুনি

হরিষে শ্বেতবাহন।

লোধ হরষণ শুনিল বচন

বিস্ত করিরাজে ভনে।।

বৈসম্পায়ন বদতি শুনিয়ো জন্মেজয় ।

পাণ্ডবের কথা ভবে কহিল সঞ্জয় ।।

শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা চিন্তি বনাবন ।

পাণ্ডবের গুনশক্তি চিন্তিল সকল।।

দেব মনুষ্যের বল অনেক অসুর ।

পাণ্ডব সকল দেব কুরুকুল নর ।।

দেবগণ সকলে পাণ্ডব বীরচয়।

কুরুবীরগন সবে মনুষ্য হয়।।

দুর্যোধন পাণ্ডব দুঃখিব হেন জানি।
দুর্যোধন বুঝ চাহি বুলিবনু বানী।।
সকল ব্রাহ্মের দয়া পুএক বিস্তর।
বুএ হিত কার্য্য সবে করে নিরন্তর।।
ধর্ম্ম সবীরণ পুত্র অশ্বিনী কুমার।
সকলে করিব জান পুএ উপকার।।
নিজপুএ পালি সবে করিবনু রণ।
ভয়ে ভীষ্মাদ্রিজো হৈব বিমোহিত মন।।
সকল কৌরবী বীরগন একেবারে।
মোর দুঃখ করি নানা বিধ অস্ত্র মারে।।
তথাপিতো পাণ্ডবক না পারিব রণে।
মনুষ্যত করি বলাধিক দেবগণে।।
দী ..... পাণ্ডবি দুঃখ জার করে।
বরুন বিধার দুই চৌন পুর্ন করে।।
দীব্য রুপে জন্মে জার দুজ রথ হয়।
মহাধনুরা পুধিবীত অর্জুন দুর্জ্জয়।।
ক..... মোর পক্ষ বজ্রসম।
জাহার পুনিন্দে তুমি সবরে সবায়।।
দেবক জিনিতে পারে মোর সধরত।
একেবারে মারে জাকে বান পক্ষ শত।।

৭৩ (খ) শেষ

৭৪ (ক)

হরি .... সব জার পরাক্রম।
সধরত দেবি জেন কালানুক যম।।
হেন অর্জুনক বুজি চিন্তা অহর্নিষ।
নিদ্রাক না জাকো। শুন্য দেখোঁ দশোদিশ।।

কৌরবত করি বলি পাণ্ডব দুর্জ্জয়।
সবর করিলে জানো মোর মহাভয়।।
সব করিবার প্রতি মোর হৈল মন।
দম্ভ পরিহরি সবকর দুর্য্যোধন।।
বিদুরানী পুনি প্রেরণ করি বিপরিত।
পুনরপি বোলে দুর্য্যোধন পাণ্ড চিত।।
পাণ্ডবের সহায় দেবতা হৈল জান।
ইহার তত্ত্ব তুমি কিছুই না জান।।
কাম প্রেরণ লোভ মোহ আদি দোষ চয়।
এ সবর জান দেবে সতত তেজয়।।
এ সব গুণত জবে দেবে পুরর্ত্তয়।
তবে কেনে পাণ্ডবের মহাদুঃখ হয়।।
দেবগন লোভ মোহ জদি করে কাজ।
তবে কেনে পাণ্ডব জাইব বন বাজ।।
দেবে না ছাড়িব কলাচি কদাচিত গুনগন।
চিন্তা পরিহরি তুমি দম্ভ কর মন।।
যদি নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি দেবতা নিকর।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়া করয় সবর।।
পাণ্ডবের জয় তবো নাহি কো নিশ্চিতে।
দেবেরে যুঝিবে দেবে পারে কি করিতে।।
বহিস্ন জদি মন করে সহে ত্রিভুবন।
বহিস্ন তেজত ভীতোহিত দেবগন।।
মোরো তেজ জান বহিস্নসব তেজোময়।
দেবতাগনক চাকি প্রকাশক হয়।।

বিরিঞ্চি ইন্দ্র তাহাতে বসুমতি লহু চীর।
তাকো যদি ভূ বলে করিবার পারো স্থির।।
জলক স্তম্ভিয়া থুইবো পৃথিবী সমান।
তাত রথ গজ বাজি করোক পয়ান।।
মোর নাম শুনিতে ভুজংগ ব্যাঘ্রগণে।
বনত না যাব হেন জানিয়ো আপনে।।
অকালত বৃষ্টি না হইব কদাচিত।
ধার্ম্মিক হইব প্রজা পাপ বিরহিত।।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ বায়ু যমে।
অশ্বিনি কুমার দীন কর দেব ধর্ম্মে।।
মোহোর বজ্রক এ সকল দেবগণে।
না পারিব রাখিবার জানিয়ো আপনে।।
যদি রাখিবার পারে দেবতা নিকরে।
পাশুব ..... জেষা করে।।
আপন বজ্রক বলে জিনিবোঁ নির্য্যাস।
চিন্তিবার কার্য্য মোর না হইব নাস।।

৭৪ (ক) শেষ

৭৪ (খ)

যে কর্ম্ম করিবো বুঝি করিয়া নিশ্চয়।
জানিবা সে কর্ম্ম মোর নষ্ট নাহি হয়।।
দুর্য্যোধন রাজা নানা বিধ গুন জত।
লোকত বিদিত নবদিগত বিদিত।।
আত্ম প্রশংসাত লোক নির্দয় বিস্তর।
আপনাক প্রশংসা না কর নৃপবর।।
আমুল করিতে বুঝি তোমাক সম্ভুতি।
আপনার বিভব .. কহিলো যথামতি।।

মহামহীরুহ জেন সাগরত পশি।
সকলে দেখন্ত তাহিনে আন্ত নহি।।
বাক্য নে বাণ ভব মোক পাই নেহি নন্ত।
সবন্তে ধরিব সবে করিলোঁ নিশ্চয়।।
তেজ শিল্প বীর্য্য ভোগ বিদ্যা যোগ নীতি বল।
পাশুবত করি মোর অধিক সকল।।
ভীষ্ম দ্রোণ জানে মোর বত অস্ত্রগুন।
জানিবা নৃপতি তুক্তি সবাতে নিপুন।।
পিতৃক বুলিয়া হেন সুবোধ বচন।
ভুলিবা র প্রতি পুনরপি দুর্য্যোধন।।
সঞ্জ তুমর সুবচাহি বুলিবন্তু বানী।
পাশুবের বল তুক্তি কহ কিবা জানি।।
সেহি সবন্তত কর্ম বুলিব বচন।
শুন মোর বানী কুরুপতি দুর্য্যোধন।।
ছদ্ম করি দ্বিজরূপ ধরিয়া পূর্ব্বত।
ব্রহ্ম শিব নাম অস্ত্র শিখিলোঁ রাবত।।
জানিয়া পরশুরাম অন্ত ছদ্মরূপ মোর।
মহাক্রোধ করি মোক সাপ দিল মোর।।
বোলে প্রাণ সংবন্ত কালত মহাবীর।
প্রকাশ না হৌক তোত অস্ত্র ব্রহ্ম শির।।
পৃথিবী সহিতে পারে ঋষি তেজোবন্ত।
প্রনাশিলো তথাপিতো না হৈলো সবন্ত।।
তাহার দারুন সাপ আছে মোর মোর।
সে কারণে অর্জুন সমান হবে মোর।।

তথাপিতো কবির প্রসাদে অশ্ব বলে।
হরিবা র পারোঁ ত্রিভুবনক সকলে।।
পক্ষ তাই পাণ্ডব তাহার সেনা যত।
নিবীশ অনুরে পারোঁ দহিতে জতাক।।
ভীশ্ম প্রতিমুখে কুরুশ্র মুখগম যতযত।
সকলে থাকোক রাজা তোমার বশত।।
একেশ্বরে পাণ্ডবক বধিবহোঁ রণে।
প্রতাব দেখোক মোর কুরুমীর বলে।।
ক.....পুনি ভীশ্ম বুলিব বচন।
কত বিবর্ধনা বানী বোল নিজে কর্ম।।
পাণ্ডব দহিতে জেন যতে বনঞ্জ জন্তু।
তাক না পুনিলোঁ তুঞি রাধার তনয়।।

উদ্যোগ পর্ব সমাপ্ত ।

দ্রোণ পর্ব

[illegible]ত্তরায়ে [illegible]ুদ্ধে কথা কহিয়ো সঞ্জয় ।
সৈন্য [illegible]র বধিতে [illegible]নি যেন [illegible] [illegible]মর্থ ।।
অর্জুনক [illegible]রিতে না পারি [illegible]রদ্বাজ ।
বৃদ্ধের যুবত [illegible] দ্রোণ কৈল কোন কাজ ।।
বৃদ্ধ গান্ডবের তথা কৈল কেন রণ ।
অনুক্রমে সঞ্জয় কহিয়ো বিবরণ ।।
সঞ্জয় বলতি আরাহ্ণ কৈল রাজা ।
দ্রোণক বলোক তথা সকল পাকার ।।
দ্রোণদ্রোণ বুলি রাজা বন্ধুবান্ধব সবে ।
না ত্রাব দ্রোণক বুলি বাহিল গৌরবে ।।
বৃদ্ধ গান্ডবের প্রবর্ত্তিব দ্রোণ যুদ্ধ ।
লোক ধরন্তরা যুদ্ধ [illegible] অদ্ভুত ।।
দেবাসুর যুদ্ধ [illegible] প্রেম দেখি লাগে ভয় ।
তোমার কুবুদ্ধি বসে প্রভার প্রলয় ।।
অবরাহ্ণ কালে তথা বান্ধু বান্ধবগণ ।
আচার্য্যের বাণিক চেরিতে কৈল মন ।।
দেখি সভাজনে আচার্য্যেক আশীর্ব্বাদিল ।
জেন্মে বাহিবলে পরিক আবরিল ।।
তবে কৈল্লুর বৃহদ্বলেন্দ্রে মহারথ ।
সবে কুরুসেনা সংহারিয়া কৈল বধ ।।
তবে তাক দেখা বুর্ত্তি নৃপতি তোমার ।
বান [illegible] নিবারা নিরোধিল ঘার ।।
তবে ক্রুরকেতু রাজা বিক্রমান যুত ।
সত্বরহি দ্রোণক বাণের অন্ত ।।

বীর কর্ণ রাজা তাক হৈল নিবারণ ।
জেন পঞ্চ সমুদ্রের হৈল ঘোর রণ ।।
যুধিষ্ঠির রাজা জবি সেনাগণ সংঘে ।
গুরু দ্রোণ আগমে রহিল ৯ রণরঙ্গে ।।

৯৩ (ক) ঘোর

নকুলক নিবারিল বিকর্ণ তখন ।
সহদেব দুশ্শুবে করিল ঘোর রণ ।।
সাত্যকিক নিবারিল বাহ্লিক রাজ ।
শকুনাজে যুঝয় বিন্দে অনুবিন্দ বীর ।।
দ্রোণসীর পক্ষ জেন্তক সেনাগত ।
সোমদত্ত যুদ্ধে নিবারিল সংঘত ।।
কোপে জবি রাজা বহুমুক্তকুন্তলাধর ।
নিবারিল তাক অলম্বুষ নিশাচর ।।
নর রাক্ষসের যুদ্ধ বিনিল দুর্বার ।
রাম রাবনের জেন দৈল সম্মুহার ।।
এমন্তরে কর্ণের তনয় যুধিষ্ঠির ।
নবৈ ১০ বানে বেনিলেক দ্রোনের সারির ।।
ধর্মস্থানে দুঃখ ১১ পায়া দ্রোণ সেনাপতি ।
হানিল পক্ষিম বান পান্ডবক প্রতি ।।
যুধিষ্ঠির দুখন্ড বেনিয়া দ্বিজবর ।
পুনু তুড়িবান বিসর্ষিল তিনিতর ।।
নৃপতির অশ্বগুজ সারথিক বেনি ।
পুনু বান বিসর্জিল আবে বেনি ।।
ধর্মরাজ নরত্রান করি বিপরীত ।
আচার্য্যের অশ্বত্রান পশ্চিল ত্বরিত ।।

তবে দুষ্ট দ্রোণ হেরে ক্ষণবান তনু।
বুঝিতে কাটিব ধনুর্ধর তনয়ের ধনু।।
পুনু দ্রোণে শর করি সবজ্রে সহস্রে।
ধনুর্ধর তনয়ক হেরে চাহিব অবশেষে।।
পাণ্ডব সৈন্যত তবে হৈব হাহাকার।
সর্বলোকে বলে ধনুর্ধর রাজা যেন যায়।
হেরো বলে আজি ধনুর্ধর তনয়ক ধরি।
দুর্যোধন [১২] সহস্রে নিক্ষা [১২] শির বধ করি।।
তবে ধনুর্ধর রাজা কাটা কার্মুক আনিয়া।
দৃঢ় এক অন্য ধনু ধরিল ধর্মিয়া।।
শর করি দ্রোণ পরজাল বিনাশিব।
সর্বসৈন্যে দেখি তথা যদ ভূত মানিল।।
পুনু ধনুর্ধর রাজা হেরে আরক্ত লোচন।
ধরিল ধনুতি শত্রু কালু বিনাশন।।
সুবর্ণের দন্ড অষ্ট ধনু টী শবদ্বিত।
অস্ত্রতেজে দেখি দ্রুত সেনা চমকিত।।
আক্রোধন করিয়া মেলানত ধনুর্ধরাজ।
সকল প্রানিক তনু নিল প্রথমার।।
দ্রোণের কল্যান হোক বুলিয়া তখন।
দ্রুত সেনা হৈল সবে বিনাশে বিধন।।
পাণ্ডবের ভুজযুক্ত নারুণ ধনুতি।
আকাশে প্রকাশ করি আসে দ্রুতগতি।
যেন বিষধর বহু গগনে মাতিয়া।
অপর্ব্বা বেদের যেন অতিচার দিয়া।।

ঘোর পক্ষি আসে দেখি ভরদ্বাজ মুনি।
ব্রহ্মাস্ত্র হানিয়া নি বারিল তখনি [১৩]।।
বাল্মীকের অস্ত্রনাশ করি মুনিবর।
আকাশে চলিল [১৪] অগ্নিকুম্ভকর্ণ সর [১৫]।।
দুর্নিরীক্ষ্য মুনি ব্রহ্মাস্ত্রক হানিলা তখন।
মুনি অস্ত্র গ্রাসের করিল নিবারণ।।
পুনু শক্ত বাণে গ্রাস কায় বিদারিল।
ক্ষুরবাণে আরো তার ধনুক ছেদিল।।
কাটা পদ্ম হাড়ি গ্রাসে লোকে ধরি ধরা।
ধর্ম্ম তনয়ক মুনি প্রহারিল তারা।।
ধর্ম্ম পুত্রে ধরা এক হানি বরচন্দ্র।
আকাসত ভেটৈল মুণ্ডো ধরাসন্ত।।

৯৩ (ব) লেখ।

এহেনার সবলে ঘোর ধ্বনি উঠিল।
মুণ্ডো ধরা কাঁপি হয়া ভূমিত পড়িল।।
তবে ক্রুদ্ধ হয়া ভরদ্বাজের তনয়।
রাজাকে ধরিতে ধরণ ভৈল ভীতিময়।।
চারিসরে চারি ঘোটকের ভৈল ত্রাস।
আর বাণে রাজার দেখিল অনুমান।।
ব্রহ্মকো বন্দিত মুনিবরি করি সর।
ঘোর তিনি বিন্দিবে ভেদিল কলেবর।।
বিজয় বিজস্ত্র [১৬] রাজা ভৈল ভূমি পাব।
উর্দ্ধমুক্ত [১৭] হয়া ভৈল বিকল স্বভাব।।
বন্ধ সর করি তবে রাজ্য ভারদ্বাজ।
রাজাকে ধরিতে দুর্যোগন দিলকাজ।।

সরজালে বান্ধবী সেনাক বিধর্মিয়া।
কোপিত কেশরি জেন বাইর ধর্মিয়া।।
ধর জেন আসো ক্রোধ বেদিয়া দুর্য্যোধন।
বান্ধব সঙ্গের তবে হৈল হাহাকার।।
সবে বোলে রাজাক বাইর হোনাচার্য্য।
দুর্য্যোধন নৃপতির মিল সিংহের সার্য্য।।
দ্রোণক চুকিব পার হয়া কোন বীর।
ব্রাহ্মণের বধ পাপি হৈল বুলিচিত্র।।
তবে রাজা সবসের রথত চড়িয়া।
রাজাক বান্ধিব বেগে দ্রোণক এড়িয়া।।
রাজাক এড়িয়া ভারদ্বাজের বধ মন।
পাকার্য্য ধনত ধনি করিল গমন।।
সঙ্গত বথনি দুরং ক্ষেত্র যত্রতি।
কোপে কৌরবক জমি বোলা মিত্রপতি।।
দেবমুর্ত্তি রাজা তাক হৈব নিবারণ।
ধন দুক বোলেক জেন হৈয়া বিরোচন।।
দুরং ক্ষেত্র হৈবেক্ষু বাহুণ নহৈব বধ্যে।
দেব মুর্ত্তি নৃপতিক রাখিব ধন বানে।।
দেবমুর্ত্তি হৈবেক্ষুর পাণি ওহ্লে ধনু।
পালাবেক সবে হৈব অর্জ্জুনিত তনু।।
ধনা ধনু ধরি দুরং ক্ষেত্র পরাসত্ত।
সবে সংহারিল তার প্রপুত্র ষড়।।
ধনু অস্ত্রবানে দুরংক্ষেত্র বরাবর।
দেবমুর্ত্তি নিল বেদিবেক মুক্তির ।।

নৃপতির চারুমির কুল তলে বন্দিত।
অংশারক গুরু জেন্ন পড়িল ভূমিত।।
জেন বুর্ত্তি নৃপতির করি মহাবার।
বৃহৎ জেন্ন রাজা কুরুসেনা বর্দ্ধিবার।।
অমন তরে বিধুপায় পুত্র বুকোদর [১৮]।
কোপে রাজা কুরুসেনা বিনাশের হেতু।।
বির বন্যা রাজা তার কোপে নিবারিল।
দুই বড় যত্ন জেন চৌদিন তে নাশিল।।
দুই মহাবাহু জেন দুরার ভিতর।
ধনুধন তে মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর।।
যুদ্ধ দেখি বীরগন্ধে পড়ে বহিল বিস্তর।
নিদ্রা বিদ্যা বলের আকর্ষ্য [১৯] অতিশয়।
তবে বীর বন্যা বীর হানি অস্ত্রাঘাতে।
ছেদি নৃপতির ধনু ফেলিল সমরে।।
কাটা ধনু তেজি মহাকোপে ফেলিরাজ।
ধরিল মকতি বির বন্যা মহারাজ।।
হেনমন তে মহাপতির মর্ম্মভেদ বড়।
বেগে বিমর্দ্দিল পক্ষ করি অতিদড়।।
বির বন্যা হৃদয়ে তেলিয়া পদিমন তা।
ভূমিত পড়িল জেন ভূধর পুরন তা।।
ভিমকায় বন্যা বির বন্যা পড়িলেক।
ভূমকম্প মহারম্ভি
জেন তরুবর বায়ুবেগে ভাংগিলেক।।
ভূমর্ত্তের মহারম্ভি পড়িলে ভূমত।
পালাতে লাগিল কুরু সেনা ভয়ভিত।।

তবে সহদেবক দুষ্মুখ তুহু সুত।
পাঠিবান তুহার করিল অদ্ভুত[২০]।।
দুর্য্যোধন আরাব করি তোহার নন্দন।
বান ভবক প্রতি তৈল তর্খন গর্জ্জন।।
বাহুসুত দুষ্মুখক হানি দিবসর।
তাব তাই যুদ্ধে আরম্ভিল মহৎকর।।
লোহিত দুষ্মুখ তবে তোহার তনয়।
নববানে বাস্তবের ভেদিল হৃদয়।।
তবে সহদেব বিপরীত অস্ত্রবানে।
তোহার পুত্রর বান দেখিয়া সঘনে।।
চারি পরে চারি খোড়ক্কের তৈল প্রাণ।
আর সরে সারথিক নিল যমস্থান।।
ধুরবানে বিনাশিল দুষ্মুখের ধনু।
সানাবত সরে তৈল জর্জ্জরিত তনু।।
রথতরে তুহু পুত্র পাবাতো বাণিল।
নিরবিত্র দুগতির রথত উঠিল।।
অস্ত্রবান বানি তবা সহদেব বিত্র।
ভেদিল বাস্তক নিরবিত্র দুগতির।।
দুগর্ত্ত রাজের পুত্র পড়িল তখন।
বিষাদে বিকল তৈল তুহু বীরগণ[২১]।।
বরক বাহিল তেন রাজ দাক্ষরথি।
সৈন্য বিধ্বংসিল সহদেব মহারথি।।
সবারে বাবত রাজপুত্র বেল বার।
ত্রিগর্ত্ত সেনার তবে তৈল হাহাকার।।

অমন ভরে নকুল [২২]ধান ভব নিকিসতে [২২]।
তুহু যুদ্ধ বিকর্ণক [২৩] জিনিব যুদ্ধতে।।
অদ্য তুত বাদিয়া যাদু তনয়ের কাজ।
সাবুবুদি প্রসংসা করিব যাদবরাজ।।
অমন ভরে বাসুদেব যাদব কুমার।
সরজালে সাত্যকিক ঢাকিল দুর্বার।।
যুযুধানো যাদবার সেবাড়া যাদব।
সত্রে বিনাশিল যাদবের অর সব।।
রথযুদ্ধ নারদি পরিতে যুযুধান। ×
ব্যাঘ্রদত্ত বিরথো নিজের অবস্থান।।
রাজপুত্র বহিল [২৪] যাদব সেনাচয়।
কহাদেবে যাদব সাত্যকিক সে সবহু।
নানা বিধ করপত্তি যুদ্ধ তিন দিবার।
যুদ্ধন যুদ্ধ ভয় প্রাপ্ত হোবর বিবার।।
আরো নানাবিধ অস্ত্রে ঢাকিল গগন।
সকলে সব তিন তাক নিলিত্র নন যুদ্ধ।।
তুমবন তখন দেবিনি সাত্যকির।
হেন বির নাহি তার আগে হৈল [২৫] স্থির।।
যাদব সেনাক বিনর্দিল যদুবর।
কথল বনক যেন বহির কুলকুলক [২৬] তুক্ত র।।
চিত্রসেন চুনিক্রম চুনিজা যাদবক দৃষ্টি বার।
চরক নাশিল তথা তুহু বাহিনির।।
সিংহ ভয়ে যুথ যেন পালায় বনত।
রন ভংগে আংবির পাণ্ড সেনা যত।।

দীর্ঘবাহু সাত্যকির তরে ক্রুদ্ধবান।
সরথ করিল সেনা দ্রুপদ প্রধান।।
তবে দ্রুপদ সোদর দুর্মুখ [২৬] অতি বেগে।
সাত্যকির প্রতি ধায় বরষে বাণেতে।।
মজ্জমান যেমতি সোমদত্তের তনয়।
দ্রৌপদি পুত্রক মনে ভাবয়ে সময়।।
এইক বীরক বেনি পক্ষ পক্ষ বান। পুনু সবুসর সাত্যকি করিল
পুনু সবুসর সাত্যকি করিল সন্ধান।।
সৌমদত্তি সরভাসে ভত হৈল গাত্র।
পক্ষ তার হৈল তদা মোহিত মাত্র।।
এমন ভয়ে নকুলের পুত্র নির্ধারিল।
দুইবানে সোমদত্ত পুত্রক তাড়িল।।

১৪৫(ক) শেষ।

১৪৫(খ)

তবে আর চারি তার তিনি তিনি বানে।
সকলে ভেদিল সৌমদত্তিক সন্ধানে।।
তবে সোমদত্তের তনয় বিরবরে।
সবাকে ভেদিল তদা একো একো সরে।।
পক্ষ তার তবে সৌমদত্তিক বেড়িয়া।
নিদারুন সবে হৈল দুখয় ভেদিয়া।।
অর্জুনের পুত্র ক্রুতকর্ম্মা চারি বান।
রথের ঘোটক তার নিল যমস্থান।।
ভিমসেন পুত্রে ধনু ভেদিল তুরন্ত।।
যুধিস্ঠির সুতে বিধন্তির অত্যন্ত।।
নকুলের পুত্রে সারথিক সংহারিল।
সহদেব পুত্রে তার বিরথ ভেদিল।।

সোমবন্ত পুত্রসিত্র কুল ভবে বন্দিত।
সূর্য্য জেন প্রকাশিল পড়ি পরনীত।।
দেখি তুয় সেনাগন ধায়া বহাতয়।
চতুর্দ্দিসে পালাতো লাগিল সে ভয়।।
তবে অনরুণ নিশাচর বহাবল।
ভীষক বান্যেক ভোমকরি কুতুহল।।
জেন নক্ষত্র গতি গগন বন্ধুজিত।।
সর্ব্বব্যাপি দেখি তদা হৈলেন বিস্মিত।।
তবে ব্রাহ্মক সানাষিত নববানে।
আবর্ষণ ভিবসেন তাড়িল সন ভানে।।ঘাতুল
দারুণ ব্রাহ্ম পবন ঘাতি বিপরিত।
ভীষক বান্যেক নিজসৈন্য সবস্থিত।।
পঞ্চ বানে তাদের ভেদিয়া কলেবর।
পান ভবি সেনাক সবে করিল জর্জ্জর।।
তাদের গাহত আছে রক্ত জিনবান।
পস্ত বস্ত হৈল ব্রাহ্মের বায়া বান।।
পুনু চতুবস্তি সর বরি নিশাচর।
গর্জ্জ অৎস তাদের ভেদিল নিরন্তর।।
দুর্জ্জয় ব্রাহ্ম বানে বিকল হয় ধরিত।
দুর্জ্জা ভায়া রথত পড়িল ভীমবীর।।
অনলুন্নে চেতন লভিয়া বায়ুসুত।
পুনু আকর্ষিয়া সর করিল অন ভুত।।
ভিন্নবানে ব্রাহ্মের বিপাতিল কায়।
অনলুন হৈল তথা বিকল পরায়।।

তথাপি রাক্ষস স্নেহ করি অতিশয়।
[২৮]ভ্রাতৃ বধ শঙ্কি অতি বিকল হৃদয় [২৮]।।
অন্যায়ক রূপ তথা হৈল আপনার।
তাহাক বুলিল বাক্য রাক্ষস দুর্ব্বার।।
[২৯]যাহ তিন আজি মোর দেব পরাক্রম [২৯]।
ভ্রাতৃ-বধ ভ্রাতৃবধি পাইবু তোহোর হৈবো যম।।
আমার পাহও বল নাম তার মোর।
সমরে পাইবা অপরাধ হৈবা মোর।।
তার প্রতিকার আজি করো তোক বারি।
এঁ বুলিয়া অনুমান হৈল মন দৃঢ় করি।।
আকাশত আছা তথা তিন বল কাজে।
বরিষিল মোর অস্ত্র বিদারচর রাজে।।
রাক্ষস লুকায়া দেখি বির লুকোদর।
আকাশক পুর্ণ হৈল হানি মোর শর।।
গাণ্ডবের শরে বিদ্ধ হয়া দুরাচার।
রহিব নাপত ছাড়া পর্ব্বত আকার।।
মেঘেহতে .সুবন[৩০] হয়া আকাশক আছু।
বিবরিত ধারা করি অতি খরসানু।।
ভয়ংকর আটাস হাড়িয়া বিশাল্লর।
নানা বিধ রূপ ধরি ধায় নিরন্তর।।
আকাশক আছা ধারা করি দুর্দ্দিন।
গগনে বর্ষিয়া অস্ত্রবৃষ্টি বিমর্দ্দিন।।
পড়িগুলা যথা মূল পট টিশ তুহার।
ভুমন্তি যুদ্ধ করে ভিন্দপাল তিন বার।।

সভয়ি তোমার বন্ধুবান নরায়ণ।
আকাসত হন্তু পড়ে[৩১] বৃষ্টির আকার[৩২]।।
রাজন রাজার[৩২] নিবারুণ অস্ত্রচয়।
খান ভবি সেনার তদা করিল প্রলয়।।
ঘোর বিবারুয়ি বাজে ভৈরবের হুঙ্কার।
বরে বাজ খান ভু সেনা মাঝি প্রতিকার।।
বাহুত সহিতে রথিগন ভৈল ভঙ্গ।
ঔষুধবে বাণিগন[৩৩] বরিল প্রচুর।।
রথহন্তু রথিগন বরিল অদ্ভুত।
খান সৈন্যত রথিগন বধাতি বহুত।।
খান ভবি সেনার সৈন্যিতের নদি এক।
রণ বরনিত বরাবেগে বহিলেক।।
রক্তেস্রন রথচক্র আবর্ত্ত আকার।
মহাবদ্যি চুন্দিত্তর কর্দ্দম বাংসভার।।
সিরে ভৈল পংখ বর্ণ ছাতা ছত্রচয়।
প্রজগন রথ্য নরগন্তি বোলাবহু[৩৪]।।
বিপরীত রক্তে নদি বহিল সেহার।
রক্তিয়া বরিল কত বৃক্ষ যু আকার।।
[৩৫]অনন্তর রাজন সেহিতে ভবন[৩৫]।
বারাতো নাগিল খান ভবের সেনাবণ।।
তোমার সেনার ভৈল হর্ষ অতিসয়।
নানাবিধ বাজন বাজিল সে সময়।।
বন্ধুর আনন দুষ্টি[৩৬] দেখি বির তাবসেন।
ক্রোধে আরক্ত আঁখি বাক্য বরন্তেন।।

বজ্রসম জ্ঞান নাহি সহিল হস্ত তারি।
রাক্ষস মরিতে বল কৈল বলধারি [৩৪]।।
বিশ্বকর্ম্মা বান তিন যুড়ির ধনুতে।
সরধারা মহাশস্ত্র রচিল অদ্ভুতে।।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসের বাড়া [৩৫] নাশ কৈল।
অসুরের অস্ত্রজাল ভস্মসাত হৈল।।
দারুণ রাক্ষস বাণ ভবের তিন্ন বাণে।
বহাঘোটে বিদ্ধ হৈল মর্ম্ম মর্ম্ম স্থানে।।
সহিতে না পারি [৩৬] তিন সেনজ্ঞা [৩৭] প্রহার।
রণছাড়ি ভবনে পালায় দুরাচার।।
[৩৮] দ্রোণ স্থানে সরব গমিল নিশাচর।
রাক্ষক বিদ্ধিল দুর্দ্ধার তীরবর [৩৯]।।
সিংহনাদ করি তবে বান তুল বিরূপক্ষ।
তীরক যুড়িল তবে ব্রহ্মহত্যা বচনে।।
দুষ্টচিত্ত ব্রহ্মক জেন জিনিলেক দুরন দুর।
দেবগণে পূজা তাক কৈল নিরন্তর।।

মজ্জ দু বলতি কথা সুন চন্দ্র পতি।
আরো এক অদ্ভুত রাক্ষস দুর্ম্মতি।।
তাক প্রতি বান্য ঘটোৎকচ নিশাচর।
নানাবিত সরে তাক ভেদি কলেবর।।
তবে দুই রাক্ষসের হৈল মহারব।
বাড়াবি অসুর [৪০] দুহো ঘোর পরাক্রম।।
বজ্রসম অসুরের জেন বৈরোন সমর।
সবারে এমন দুহো যুদ্ধে নিশাচর।।

হিড়িম্বা পুত্র অনরুষ নিশাচর।
মহাবলি যুদ্ধে ভেদিল কলেবর।।
ঘটোৎকচ দুরাত্মা নামাচ বিখ্যাতি।
বিপক্ষের দুঃখ ভেদিল পাণ্ডুসুতি।।
দারুণ আগ্নেয় বাণ্ডি তাহার তনয়।
দুষ্ট কটকত তদা সিল মহাভয়।।
দেহিমত অনরুষ সরে বারম্বার।
হিড়িম্বা পুত্রের হৈল দুঃখ বিস্তার।।

৯৫(খ) শেষ।
৯৬(ক)

হৈহয় সবলে যবোদিশ পূর্ণ হৈল।
মহাবল বান্ধু সেনাপতি দুই ভৈল।।
দুষ্টো নিশাচর যাত্রা যুদ্ধ এত ভূপর।
পর্ব্বত সমান কায় দুষ্টো মহাবল।।
মহাবেগ করি তবে ধ ধানা পরস্পরে।
দুই গ্রহ জেন অংগারক শনৈশ্চরে।।
যাত্রা নরবৃষ্টি দুষ্টো করে বারম্বার।
যাত্রায় যাত্রাকদুষ্টো করন্ত সংহার।।
জেজে যাত্রা হৈল ঘটোৎকচ নিশাচর।
তাকে তাকে অনরুষ বন্ধ ভিল সত্বর।।
ঘটোৎকচ যাত্রা বিধন ভিল অনরুষ।
দুষ্টু দনুজবলে জেন না যানে অংকুষ।।
তবে ভীমসেন আদি যান ভু বিক্রমে।
গোত্র করি রাক্ষস বেষ্টিল জতনে।। তখনে।।
অস্ত্রজালে দশোদিশ ঢাকিল তাহার।
ঊন পাঞ্চ রাখিল জেন যজ্ঞ দুর্ব্বার।।

দারুণ রাক্ষস তবে সিন্ধু করি পার।
গদা ভরের বানচয় ধনু তিন সহস্র।।
গদা ভব সেনাক তদা ভঙ্গ দিতে অতি।
বনদাহ হন্যু জেন বাহিরায়া হাতি।।
ধনুর টংকার তবে করি বিপরিত।
কুরিবানে ভেদিলেক ভিমক ত্বরিত।।
পক বানে ঘৈরথের ভেদি কলেবর।
কর্ণ নৃপতিক দুতি চৈল তিনি শর।।
সহদেব বিরক হানিল তিনি বান।
মকুলক ভেহত্তরি করিল সন্ধান।।
দ্রোপদির পক তনয়ক দুতি দুতি।
পক পক বানে ভেদিলেক দুতগতি।।
সবারে ভেদিয়া বানে রাক্ষস ভেশরি।
বৃথিবি কম্পায়া ভয়ংকর গব্দ করি।।
তবে তাক ভিমে ভেদিলেক সববানে।
সহদেব সহু সরে তাড়িল যম ধামে।।
যুধিষ্ঠিরে সতেক তুরঙ্গ প্রহারিল।
চিত্রচন্দ্র সারথিসহে মকুলে হানিল।।
দ্রোপদির পক পুত্র পুত্রে তিনি তিনি সরে।
রাক্ষস রাজাক প্রহারিল নিরন্তরে।।
ঘটোৎকচ সর প্রহারিল দৃঢ়করি।
প্রথমে পকাশ পুনরপি সহস্তরি।।
দারুণ সবদ করি হিরন্ময় নয়ন।
বৃথিবি পুরিল দিশ বিদিশ কানন।।

সবলে কাটিল গুহা কতো পর্ব্বতের।
লোম সিহরিল তাহে কুরু কটকের।।
মহারথিগণ সবে ভয় হৈল কায়।
কোপে অলম্বুষ হৈল দিগ্ বজ্র পরায়।।
পক্ষ পক্ষ বাণে বির সবাকে তাড়িল।
জেন মহাবজ্রাগি ঈষক না মানিল।।
হিড়ম্বা তনয় তবে কোপে কম্পবান।
পরিঘ তেদিল তার হানি মহুবান।।
মরে বিদ্ধ হয়া অলম্বুষ নিসাচর।
বান বিমর্দ্দিল ঘটোৎকোচের উপর।।
বিপক্ষের দুঃখক মানাইত মরে।
ঘটোৎকচ সরির পড়িল মহুরে।।
জেন আদিত্যিম পর্ব্বগণ অসংঘাত।
মহাবেগে প্রবেসিল গিরির গুহাতে।।
তবে পান্ডুবীরগণে পরম আবেসে।
মহোদিগে সর করি[88] গালোক আসেসে[88]।।

৯৬(ক) সেষ।

৯৬(খ)

হিড়ম্বা তনয় সর করি বিপরিত।
অলম্বুষ রাক্ষক হৈল জর্জ্জরিত।।
বহুবানে রাক্ষসের ভিন্ন হৈল কায়।
মুক্ত হয়া হৈল রথে মোহিত পরায়।।
বিপক্ষ বিকল দেখিয়া রণমাঝে।
ধায় ঘটোৎকচ অলম্বুষ বধ কাজে।।
দশমুন্ড বলে সব হিড়িম্বার সুত।
আকাসক নাসি ভেব দিল অদ্ভুত।।

রথ উপড়িয়া তাক ভুজবলে ধরি।
চুনি আছাড়িল বলে পরাক্রম করি।।
হাড়চূর্ণ করি তাক চুষিত রীনিল।
জেন তৰ কুম্ভক নিনাত আস্কালিল।।
নাকে মুখে রক্ত বান্তি করিল প্রচুর।
ধর্ষর পবন করি ধরিল অসুর।।
পাৰ ভব সকলে তবে হৈল হর্ষমনা।
শ্রীকৃষ্ণ পংব তেরী সিংহ শব্দ বাজাল্য বাজনা।।
৪৫বিপক্ষ মারি ঘটোৎকচ নিপাতয়।
মহাপব ভূমে পৃথিবি কম্পমান নিরন্তর[৪৫]।।
জেন বল অসুরক মারিল যাদবে।
প্রসংসা করিল তাক দেববণ সবে।।
দেখিয়ত ঘটোৎকচ বিরক ভবন।
সাধু সাধু বুলি প্রসংসিল বিরগণ।।
অবমুখ পড়িল সমরে পাপ্য তন্ত্র।
পালাতো নাগিল তদা চতুর সৈন্যচক্র [৪৬]।।
পড়িবে রাক্ষসরাজ পর্বত আকার।
সবোদিগে প্রজার হইলেক হৈবেন হাহাকার।।
অংগারক প্রব জেন পড়িবে আগনে।
বিস্ময় মনিয়া দেখি কতো বিরগণে।।
পন ভবি সেনার তদা মুনি হর্ষমুন।
মুনি কোপে পাপ্য কুরুগণ আমর্ষণ।।
মাতালি প্রভুবে জত পান ভুবের মন[৪৭]।
[৪৮]ছুলেক পাপেক তদা করি কোনাহল।।

সঞ্জয়ক পুত্রে কথা কৌরব নৃপতি।
যুযুধান বাক্যে যদি আচার্য্যক প্রতি।।
দ্রোণ সাত্যকির কেনমত হৈল রণ।
একথা শুনিতে মোর উল্লাসিত মন।।
সঞ্জয় বলতি রাজা শুন হয়া স্থির।
যুযুধান আদি যান দুয়ের মত বির।।
দোণে কুরু সৈন্যেক বেদিয়া আসে ধায়া।
দ্রোণে নিবারিল সাত্যকি বাণ খায়া।।
সাত্যকিহো আচার্য্যের বেগ নিবারিল।
পঞ্চিম দুরপ্রবাণে দুপক্ষ ভেদিল।।
দ্রোণে পক্ষ বাণে বেধপুর্ব্ব সারথিত।
ধর্ম্মস্থানে সৈনীয়ের ভেদিল দুরিত।।
বিন্ধবহি প্রাণ মর্ম্মময় দ্রোণ বান।
সাত্যকী হৃদয়ে পশি রক্তশৈল পান।।
তবে দীর্ঘবাহু যুযুধান বীরবর।
অংকুশের যার যেন মহিষ কুঞ্জর।।
পঞ্চ শত নারাচ হানিল ভয়ংকর।
দ্রোণের হৃদয়ে ভেদিলেক মমুবর।।
তবে যুযু দ্রোণ রোষ করি অতিশয়।
বিপরিত বান বরিষিল প্রাণাময়।।
মুখর্ষ্টি মুখুর্ব্ব সারথিত শরগণে ।
সাত্যকীরভেদিলেক ধর্ম্ম ধর্ম্ম স্থান।।
দ্রোণ বাণে বিকল হৈ গেল যুযুধান।
[৪৯]বিষ্ণুবদন যিহু হৈ গেল অজ্ঞান।[৪৯]

কি কর্ম্ম করিবেঁা রণে তৈল বুদ্ধি হত।
ব্যথায় আকুল বীর রহিব রথত।।
তবে সাত্যকীক যুদ্ধ দ্রোণ করি পর।
রথধ্বজ সারথিক চাকিল সত্বর।।
যুদ্ধ কটকত তবে আনন্দ বিশিল।
গৎব সিংহনাদ ভেরি দুন্দভি বাজিল।।
দ্রোণবাণে বিদ্ধিত হৈ গেল সৈনিবীর[৫০]।
দেখি সর্ব্ব সৈন্যক বুলিল যুধিষ্ঠির।।
সাত্যকীক গ্রাস করে দ্রোণ মহাবাহু।
যেন কেন পূর্ণিমা চন্দ্রক গ্রাসে রাহু।।
একারণে প্রদ্যুম্নাদি আদি বীরগণ।
শীঘ্র ধাব সাত্যকিক রক্ষার কারণ।।
আনিবা আমার প্রদ্যুম্নাদি সেনাপতি।
দ্রোণ হস্তে ভয় উপস্থিত তৈল অতি।।
যুগান্তবান বৃষ[৫১]পতি যেন ধাবানে বেগায়।
দ্রোণ হস্তে সাত্যকিক্কো তৈল সেহিপ্রায়।।
তিন আদি বিরগণ কেন আহে চায়া।
দ্রোণ হস্তে সাত্যকিক রক্ষা কর জায়া।।
মৃত্যুর মুখত যেন আহে ভুত্ত্বান।
আজি রক্ষা কর তাক হয়া সাবধান।।
এহি বুলি বিরগণ সংগে যুধিষ্ঠির।
দ্রোণক ধাএক রক্ষাকাম্যে সাত্যকির।।
একাযুদ্ধ দ্রোণক বেড়িল[৫২] বিরগণ্ড গণে।
ধান ভুবি সেনাত তৈল আন্দোর[৫৩] ভবনে।।

একসংগে অস্ত্র বৃষ্টি হৈল অতিশয়।
ক্রোধক বেড়িল তদা পান্ডু বিরচয়।।
মুহুর্ত্তেক সংগ্রাম ঘন বাণ হৈল বৃষ্টি।
অস্ত্র ছিন্ন বৃষ্টি পড়ুর ঘন ছিন্ন ছুটে ততি।।
একে ক্রোধে রাখিলেক পান্ডু বাহিনিক।
উত্তম বৃহস্পতি জেন পাড়া অতিথিক।।
ক্রোধ সরচন্দ্র পাদ্য অর্ঘ বরাসনে।
তবু হৈল অতিথি পান্ডুরী পান্ডবী বীরগণে।।
ক্রোধের অস্ত্র ভুত তদা দেখিলো বিস্তর।
রনভুমি হৈল মাংস রুধিরে কর্দ্দম।।
ক্রোধক চাহিতে না পারিল একোজন।
নিদাঘ কালের জেন সহস্রে মধ্যহ্ন কিরণ।।
বিষবহ্নি সম তিন্ন সর রশ্মি জালে।
পান্ডবি সেনাক তাপ দিল একেকালে।।
ক্রোধ সরে বধ্যমান পাকাল বৃজন্ত।
রনে রহা না পান্য দেখিল তবোধন্ত।।
পংকত পক্ষিল জেন বুদ্বুদ ফেনুগণ।
নিরুপায় হৈল সবে মুখান্য বদন।।
পাকাল বত্সের পক্ষ বিংসতি কুমার।
ক্রোধ বানে দগ্ধ হয়া গেল জমদ্বার।।
প্রভু শুন্য বীরে জাক বির বুলি ত গণে।
কুলগুরু সকলে তবুন জনে জনে।।
সমরে সাধসি সবে মুর মহারব।
ক্রোধ সরে সবে[৫৫] পড়ি গেল জমপথ।।

কৈকেয় বংশের রথি একশত শূর।
সবে যুদ্ধযোগ পাঠাইল জয়দ্রথ।।
পাকান ধনুক দৃঢ় বধ্য কৈকেয় সকল।
সবাকে জিনিল রণে দ্রোণ মহাবল।।
দ্রোণভয় কম্পিতে লাগিল সেনাগণ।
বিতবাচ্য পায়া যেন সকল জেমন।।
মহাভয় আর্ত্তনাদ করে সেনাবত।
দাবানলে দগ্ধ যেন বন তরুপাত।।
৯৭(ক) শেষ।

৯৭(খ)

ধর্ম্মপত্র দেবতা পবন অশ্বিনিসুতগণে।
পান্ডু সেনা পালায় দেখিয়া দুঃখমনে।।
পাকালের যুদ্ধ করয় ভয়দূরে।
কেহো তার আগ না হইল যুদ্ধ কাজে।।
ভয়ংকর সমর যিনিল সে সমর।
পান্ডু পুত্রনার গজবাজি নরবহু।।
হেনকালে পাক জন্ম পংক্তের নিসুন।
যুদ্ধিল আগাতে[৬৬] রাজা কর্ণের নন্দন।।
বারদ্বার গজ বাজ কুজে দামোদর।
পার্থের না যুদ্ধি সেবদত্ত শঙ্খবর।।
পান্ডিব ধনুর যোবন্ধ যুদ্ধি সেকাল।
পরম দুঃখিত হৈল কর্ণ মহিপাল।।
কৌরবের সিংহনাদ দারুণ সংগ্রাম।
যুদ্ধি কর্ণরাজে হৈল বিপাকে বিবন।।
অর্জ্জুনক প্রতি চিন্তা হৈল অতিমন্দ।
দুর্জ্জয় জাত্রা যদে যুদ্ধে কর্ণের তনয়।।

গোবিন্দের মুনি গোর পরজন্ম শুন।
বৃন্দাবনে কুসুমণ গর্গো বিচক্ষণ [৫৮]।।
অর্জুনের ধনুর টংকার সিংহনাদ।
[৫৯]না শুনিঞা শুনে রাজা নড়িয়া বিষাদ[৫৯]।।
অনমুরে দুঃখবচনে গর্গের মনুতি
গদ গদ বাক্যে মাতাকিকে নিগদতি।।
বিকল স্বভাবে বলে বলে মুর্ছা যাঙ। হাতু
হাতু ছেরে বিষাদে বিকাল গর্গরাঙ।।
যুধিষ্ঠীরে বোলে বাপু শুন যুবুধান।
তুমি বিনে পান ভবের গতি নাহি আন।।
যে কারণে বান ধরণ বাক্য করে নষ্ট।
সেহিকাল উপস্থিত হৈল বিপরিষ্ট।।
সবাতে অধিক তুমি মুরুদ আমার।
একেক তোমাতে সবর্গাম করো হয় তার।।
পান ভবের গতি কৃষ্ণদেব জ্ঞান যত।
কৃষ্ণ তুল্য পরাক্রমী তুমিও তেমত।।
মোর বাক্য হেঁলা ন করিবা যদুবির।
সবরে আহার্য্য আমি করু[৬০] পান দুই থির।।
হাতুমথা যতনা তোমার বনজন্তু।।
অস্ত্রশস্ত্র অভ্যাসে বিশেষ যুদ্ধ যত্ন।।
বিদ্যের আন মদ কারি তুমি মতাবৃত।
মুরবলে তোমাক যুদ্ধতে জানমত।।
কুলদিনে বিক্রমে বিদিধু আপনার।
বিমল সবরে কীর্ত্তি রাখিহো সপার।।

তুমি বিনে কোন বির আছে ভূভুবনে।
অর্জুনের অশ্বের করিব মোর ভার রণে।।
যে জনে বিজের কার্য্যে করে অবধান।
নবুদ্বিগা বুদ্বি ভাগ্যবন্ত সেএ দান।।
মুনিরো সমান কল জানিবা নিশ্চয়।
তুমি দান করি মুর্খ সাথির অন্বয়[৬১]।।
তোমাক কাবির্ত[৬২] করো যত্না কৃতান্ত হি।
অর্জনের অনুমতে চলিয়ো মহাবলি।।
পৃথিবি দানতোষিক এ পুন্য অধিক।
সমরে সাহায্য করি রাব কিরিটিক।।
আমার অন্তরাত্মা এক মুক্ত সেব।
দ্বিতীয় সাত্যকি বিনে আর নাহি কেব।।
এমত বিমর্দ্দ ভয়ংকর রণ মাজে।
তুমি বিনে কে জান্য অর্জুন রক্ষা কাজে।।
যুদ্ধের সাহায্য রনে করে মুরমনে।
ত্রিভুবনে মুরমন্য সবে কদাচনে।।

১৭ (খ) শেষ।
১৮(ক)

আমার আশ্রয় তুমু পুত্র সমস্ত মু।
করিহে তোমার মহাযুদ্ধ কর্ণপর্ব্ব।।
নবুদন্ত ত্রিমোহি বিপার বিজন্ধ।
মহা ধনুর্দ্ধর মহাভুজ যুদ্ধে তেব।।
সবাবন এ বিদ্য মোর যুদ্ধ যুযুধান।
আমার কার্য্যত ছাড়িবাক পারে প্রাণ।।
বারম্বার আবাক বুলিহে ধনঞ্জয়।
সাত্যকি থাকিলে কৌরবক মারি তয়।।

পা ন ভবের কাছে যদি যুদ্ধে চক্রধর।
বনভঙ্গে যুদ্ধে যা প্রদ্যুম্ন বিরবর।।
অনিরুদ্ধ হৈব যদ যাদু সারণ কুমার।
এ সকল বন্ধু জদি মহাযুদ্ধ আমার।।
ভবানিস্তো দাত্যকির কেহো নহে সম।
পান ভদ্রের বল এ যুদ্ধু বান ত্রিভুবন।।
ত্রৈভবনে বনজন্তু আমার আগত।
তোমার পরোক্ষ যুদ্ধ করিবে বেকত।।
এতেকে আমার বল এ তুমি যুদ্ধু বান।
মোর বাক্যে জাব বনজন্তু মন্ত্রি বান।।

তীর্থযাত্রা হেতু জে কামত বনজন্তু।
দুয়ারকা যুদ্ধ প্রতি দেব[৬৩] জে মন্ত্র[৬৩]।।
অর্জুনক ভক্তি জেন [৬৪]দেখিয়ো তোমার।
জেমত গৌরব স্নেহ জেন যদু বারবার।।
উপদেশ[৬৫]মতন্ত আপনে আনিয়া।
মন্ত্রাম আমাক জে পুনিহ অনুমিয়া।।
সে সকল মতা কর[৬৬] মতা মন এ থির।
মনন্তে মহাযুদ্ধ হয়া জাব কিরিটির।।
কুলকির্ত্তি পৌরুষ রাখিও মহারথি।
অনুবন্ধী যাব মহু সৈন্য সিন এ মথি।।
দুর্য্যোধন কোপবন্তে চলিবে আগন্তে।
অভেদ কবচ তার বান থিয়াহে ত্রোণে।।
কৌরবের মহারথিগণ নিরন্তর।
মহাসেবগণ জেন ধর্ম্মে তত্পর।।

কৌরব সৈন্যের বির মুনিয়ো আনন্দান।
পর্ব্ব সমুদ্রত জেন সমুদ্র কল্লোল।।
কুরুবিরগণ তত মহাতেজ পায়া।
অর্জুনের সন্নেসপোদিশ দেন পায়া।।
মহাবাহু বাণি জেন সমুদ্রের জলে।
ব্যাকুল হয়ন্তে জেন চলিছে সকলে।।
ধৃতরাষ্ট্র সেনার পদাতি গজবাজি।
অর্জুনের সরে সব হৈছে আছি।।
দুর্য্যোধ সেনার দুনি সেনে একাকার[৬৭]।
অর্জুন সহিতে যিনি আছে সম্মুখার।।
সৈন্য গনের রবাকারে ছাড়ি হুহুঙ্কার।
অর্জুনক আবরিছে মহারথি চয়।।
এ সকল বিরক না থারি আগে রণে।
যিন দুরুপতিক পায়া অর্জুন কেমনে।।
দুরু সৈন্য সমুদ্র দেখিয়া একাকার।
পৎথ দুন মুতির বাদ্য গর্জ্জন দুর্য্যোর।।
রথধ্বজ গজচয় তুণ্ডির ঘোষর।
শর পড়িশ গদা ভয়ঙ্কর ভয়ংকর।।
দ্রোনের পাছত যিন দুরাজের আগত।
পৎথা নাহি মহারথিগণ আছে যত।।
যতেক যুঝিতে ইন দ্রুপ্তর পরাজয়।
জানিলো বিষমে ঠেকিলেক ধনঞ্জয়।।
দুর্য্যোর বিজয় অনৎথাত কুরুবির।
আজি পরানত আথা নাহি থান কি বির।।

মহাশোক দুঃখ ঘোর নিশির দুর্ব্বার।
তুমি বিনে তার কে করিবে প্রতিকার।।
শ্যাম যুবা বৃষ্ণিকেশ সুন্দর শরীর।
সবে প্রবেশিব বিনা কুরু বাহিনীর।।
অবরাহ্ণ শৈল[৬৮] দিন অতিক্রম হয়।
জিনে কি না জিনে আজি বির ধনঞ্জয়।।
দেখি আর কুরু সৈন্য সৈন্যত আমার।
বিপরীত কদন করয় বারম্বার।।
দ্রোণক লুকিতে বাণে হয়া আবধান।
অর্জুনের বার্ত্তা নৈতে বাণে মুরু বান।।
উভয় কর্ম্মের মধ্যে এহি কর্ম্ম সার।
অর্জুনের বার্ত্তা নৈতে নাগয় আমার।।
ভীম দ্রুমুদ্যুম্ন আদি বীরগণ সঙ্গে।
দ্রোণক সমরে নিবারিব আমি রঙ্গে।।
অর্জুনের উদ্যোগে আগলে আছ আজি।
ভুজবীর্য্য কৌরবে দেখোক কুরু আজি।।
কৃষ্ণকো না করোপংক্তা সমরত আমি।
ত্রিন ভিমোদ্যোগে জিনিতে পারয় কৃষ্ণস্বামি।।
কুরু প্রতরাষ্ট্রদল গোবিন্দ দেখর আগে।
অর্জুনক প্রতি বাক্য কংক্তা বাক্য বোল মাগে।।
আদিব বংশের মধ্যে দুই বির সার।
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন দুই বলে[৬৯] অনিবার।।
গোবিন্দ দেখর সমাজ বিস্তর অস্ত্রবলে।
বলে বলভদ্র হয় যোগ্য সকলে।।

এতেকে সাত্যকি তুমি চল এইক্ষণে
অস্ত্র গুরু অর্জুনের রক্ষার কারণে।।
দ্বিতীয় অর্জুন বলে তুমি বীরবর।
ভীষ্ম দ্রোণ তোমার না হয় সমসর।।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
আর যুদ্ধ নাহি আছি আমার বচনে।।
ধনুর্ব্বেদ গুরু যুদ্ধ বীর অবজ্ঞ হ।
অর্জুনের গুরু আছি জান মহাশয়।।
গুরুর গুরুবাক্য করিতে লঙ্ঘন[x] ভুঞ্জায়[70]।
গুরুর উপরে শীঘ্র আর নাহি রায়[71]।।
যুদ্ধ যুদ্ধ না করে পাণ্ডব ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম মণ্ডিলে যুদ্ধ করে দুরযনে।।
যুদ্ধ অস্ত্র ধনুর্বীর্য্য জগতে বাখানে।
দ্রোণের কর্ম্মকর আর নাহি স্থানে।।
অজাতশত্রু বলতি এহিপতে যুধিষ্ঠীর।
অনেক বুঝিল যদু ধরি সাত্যকির।।
প্রীতি যুক্ত যদুর বচন মানাবত।
অনেক বুঝালা সাত্যকিক সেকালত।।
তবে ধর্ম্ম রাজাক বলতি যুদু বানে।
মায়াযুক্ত বচনে কহিলা মহারাজান।।
দেশকাল উচিত কহিলা যত কথা।
তোমার বচন মানে করিতে অর্দ্ধথা।।
প্রাণকো ছাড়িতে নারে ধনঞ্জয় কাজে।
বিশেষত আজ্ঞা আছে কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজে।।

তুহু বাক্যে আমার জানিবা মহাপদ্ম ।
ত্রিলোকে জিনিবাক সাধস আছয়।।
কোন ছার দুর্যোধন সৈন্য হিমবন।
অর্জুনের বার্তা আনি তোমারো অকল।।
কিন্তু মন ধৈরক ধারি বীর বিজয়।
আসিব কুশলে তুহু না কর সংশয়।।
কৃষ্ণ আর সারথি অর্জুন বীরবর।
তার আগে কুরুসেনা তুন সমসর।।
যদি ইন্দ্র যুদ্ধের বরুণ বৈশ্বানর।
সাক্ষবসু রুদ্রগণ যম কুবের কিন্নর।।
দানব মানব জক্ষ রাক্ষস ভুজংগ।
অর্জুনক যুঝিতে আসায় রণরংগে।।

১৮(খ) শেষ।

১৯(ক)

তথাপি সবাকে ধারি বীর বিজয়।
সৈন ধৈরক ধারি রণে আসিব বিজয়।।
জে কালত কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দুই জনে।
জিন ভুবন যদি কাজে আয় রণস্থলে।।
আমাক তখন অর্জুনবীর বিদায়বাক্য।
জে যুঁজিবে যুদ্ধো তাক কর অবধানে।।
রাজাক ধরিতে সবে চাবে বুদ্ধো প ।
তাহাক সমরে নিবারিব কোন জন।।
তুমি বা গরেন কিবা প্রদ্যুম্নে পারয়।
কিবা কৃষ্ণ পারে কিবা পারে ধনঞ্জয়।।
এহত বুঁলিয়া সবাসাচি নারায়ণ।
মোর হস্তে তোমাক করিবে সমর্পণ।।

কৃষ্ণ বলন্ত হের সে বাক্য ব্যর্থ করি।
কেমনে জাইব অর্জুনক অনুসরি।।
তোমাক রাখিব কাক্ষ সমর ভিতরে।
মনু হস্ত চিত্র যোষি হোনের মস্তকি অন্তত[৭২]।।
প্রদ্যুম্ন আসার জদি বুদ্ধি নি মন দুন।
তার হাতে তোমাক করহোঁ সমর্পণ।।
নিবারন হোণক করোক কৃষ্ণ সুতে।
জাবোঁ বুঝি বলন্ত স্থানে অতি দ্রুতে।।
তোমাক রাখিব কাম[৭৩] সমর ভিতর।
আমাক বিদায় জদি দিনা নৃপবর।।
[৭৪]এতেকে জানাবোঁ বুঝি [৭৪] অর্জুনের স্থানে।
কে তোমাক রাখিব যুদ্ধ হোণশিষ্য বিদ্যমানে।।
অর্জুনক খবর না করিবা নরপতি।
পার্থক জিনিতে আছে কাহার শকতি।।
কর্ণ আদি মহারথিগণ কৌরবের।
যোড়ব করাক নাটে বলে অর্জুনের।।
তিনো লোকে সাজি যদি হয় একস্থান।
তেহোঁ অর্জুনের বলে ন হয় সমান।।
এতেকে পার্থক প্রতি ন করিবা ভয়।
কৃষ্ণ বলন্ত দেবলোকের মুর্দ্ধায়।।
সাবধানে হোণক যুঝিও মহারাজ।
যুদ্ধি তথা যেন পুনু ফিরিব অকাজ।।
যুধিষ্ঠীর বোলে বীর করিলা উত্তর।
কৃষ্ণ অর্জুনের যুদ্ধি জানো পরাক্রম।।

তথাপি পার্থক প্রতি তার মুদ্ধ নয়।
আকুল হৃদয় মোর দেবো তমোময়।।
তার তুমি অর্জুনের উৎসাহে এখনে।
আপনার রক্ষা যুক্তি করিবো আপনে।।
তীব্র দুর্যোধন পক্ষ পুত্র দ্রোণদির।
কৈকেয়ের পক্ষ সহোদর মহাবির।।
বিরাট দ্রোপদ ঘটোৎকচ নিশাচর।
সহদেব নকুল শিখন্ডি বিরবর।।
কুন্তি ভোজ দুষ্ট কেতু পাঞ্চাল বৃজয়।
দ্রোণ হন্তে মোক রক্ষা করিবো নিশ্চয়।।
দ্রোণ কৃতব্রহ্মা হন্তে মোর নাহি ভয়।
আরো এক কথা কহো সুন মহাশয়।।
দুর্যোধন দ্রোণেক বারিব রণমাঝে।
ইহার জনক জান দ্রোণ বধ কাজে।।
আমাক করিতে দ্রোণ আয় যবা জন যথা।
দ্রোপদ তনয় নিবারিব তথা তথা।।

৯৯(ক) শেষ।

৯৯(খ) আরম্ভ।

দ্রোণ বধ হেতু এহি যজ্ঞ সেন সুত।
যজ্ঞের অগ্নিত হন্তে উঠিছে অদ্ভুত।।
মুর্দ্দি কবচ ধ ধনু বড়ব চর্ম্মধর।
দ্রোণের বিনাশ হেতু এহি সি বীরবর।।
এতেকে অর্জুন স্থানে জাব তুমি রংগে।
দ্রোণক ভুঞ্জিবো আমি দুর্যোধন সংগে।।
সঞ্জয় বদতি ধর্ম্ম রাজের বচনে।
শুনিআ শুনিল সবে শিনির নন্দনে।।

রাজাক রাখিতে যুদ্ধিয়াহে ধনঞ্জয়।
আজ্ঞা হৈল যুদ্ধর কারত মহাভয়।।
যদি অর্জুনের স্থানে না জায় এখন।
তিহু যুদ্ধি আমাক মারিব অর্জুন।।
এমত নিশ্চয় করি মনে যুক্তি মান।
ধর্ম্ম যুদ্ধটিক যুদ্ধি দিল মহাদান।।
ক্ষোণ হন্তু যুদ্ধ জদি নাহি কোন ভয়।
এখনে জাইবো যথা আছে ধনঞ্জয়।।
তোমার আজ্ঞা ক যুদ্ধ করি শিরোপত।
এখনে পশিবোঁ যুদ্ধসেনার মধ্যত।।
অকার্য্যো করিতে নাগে বচনে তোমার।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আচরিবো বারম্বার[৭৫]।।
তুমি যুদ্ধ পুজ্য মোর পিতৃসেন দেবি।
তোমার বচনে নিজ প্রাণকো উপেখি।।
যথা আছে কৃষ্ণ সঙ্গ ধনঞ্জয় মহারথ।
এথা হন্তু জান তিনি যুদ্ধরের পথ।।

তোমার আদেশে পঞ্চসৈন্য সংহরিয়া।
এহিক্ষণে জাবোঁ অর্জুনক অন্বেসিয়া।।
জানো যুক্তি যথা আছে ধনঞ্জয় বীর।
মধ্যত পশিবো জায়া যুদ্ধ বাহিনির।।
দেখ রাজা কুরুসেনা অযুত আকার।
অন্য প্রকার করিছে হস্তির গাটোআর।।
অঞ্জুন সংগত জাত এক্ষে পঞ্চজন।
অঞ্চ ভূন ৪ পর্ব্বত প্রায় পরাক্রি বিপুল।।

দেব জেন বরিসে গারার্থ বদজন।
তত্ত্বংকর নাদে গর্জো গজেন্দ্র সকল।।
নানা অস্ত্র ধরি কর ছুবে আছে ক্ষেত্রগণ।
প্রাণ থাকে প্রাx যানে রনেনহে নিবর্ত্তন।।
ক্ষ সবাক প্রানে ন করিয়া রনে হত।
না পারি গনিতে জায়া কুরু কটকত।।
দেব কুরু আছে আর মহারথিগণ।
সবরত ক্রুদ্ধ না দেবায় কদাচন।।
কুলপুত্র সকলে বিপুল পরাক্রম।
রণেগজে অস্ত্রে অস্ত্রে করিয়া যে যুদ্ধ।।
ধনুর্ব্বেদ বিশারদ বীর মহাবল।
৭৬ মহি মুল[৭৬] বজ্রপ চর্ম্ম গদাত কুশল।।
[৭৭]বিবিধ বিদ্যাত সবে করিছে অভ্যাস।
বিষম সমরে সবে বিপুল সাহাস[৭৭]।।
দারুণ সমরে কর্ণে জিনিছে পুর্ব্বত।
সাজ হয়া আছে যুদ্দাসনের মনত।।
কর্ণের বচনে অর্জুনক না জুখিব।
সাবধানে আছে সবে পরাক্রমশীল।।
অতত পরীর সবে প্রানু নাহি হয়।
মোকে যুঝিবাক প্রতি আছয় নিশ্চয়।।
এমকল বিরের বিক্রম অনিবার্য্য।
মোবিন সে প্রসংসা করিআছে বারম্বার।।
এ সকল বীরক জিনিআ রণমাজে।
পন্ডু সৈন্যে গনিবো তোমার কুরু কাজে।।

সেব আর মধুমত বতগর সংবে।
দুর্জ্জয় কিরাতগণ আছে রণরংগে।।
কিরাত রাজার পুত্রে অর্জুনে জিনিঞা।
বন করি দুহু আগে দিলেক আনিঞা।।
তোমার কিংকর বিপক্ষের হন্তা হিত।
তোমাক যুবজু সেব কাল বিপরিত।।
কর্ক্কশ কিরাত কত হস্তির যাযুত।
দুর্য্যোধন বল হন্তা আসিছে বহুত।।
প্রথমতে ইহাক না জিনি কেন মতে।
যুদ্ধে প্রবেশিতে পারি দুহু কটকতে।।
দুর্গম উত্তরা পথ বাসি ম্লেচ্ছগন্ধ।
হস্তি শকলেও আছে মদে মংত্রাবক বলে।।
সোবোনি সংকর মন্তব ম্লেচ্ছ গণ অসংখ্যাত।
মনুষ্য মহীষ খর বন্য যোনি জাত।।
কতো ম্লেচ্ছ মানব যোনিত উতপন।
নানাবিধ যোনি ম্লেচ্ছ বিভৎস ভিষণ।।
হিংসযন্তু দুর্গবাসি ম্লেচ্ছ পাপকারি।
[৭৮]দুরুবর্ণ দেখি পাপ নাহি অনাচারি[৭৮]।।
এমকল দৈ সেনাক মরিয়া দুর্য্যোধন।
দুরুদুদ্ধি তোমার সহিতে করে রণ।।
ছোণ ছোণি কৃপ শিল দুরাত্ম সোমদত্তি।
কর্ণেক মহাত্ম পাত্রা সবে বল যুবতি।।
আমি সবে জানিবেক মোর ভুজবল।
সবাকে দলিয়া নির্ম্মলিবো কুরুদল।।

দেখ আরো কাম্বোজের বরারুহি ভুজ।
কাক ন কবচ সুবর্ণের উচ্চ ধ্বজ।।
সবরত সবে পরস্পরের সহায়।
একো একো ধনুর্দ্ধর আছে ছয় ছয়।।
মোহে প্রতি মারণাসে আছে যুদ্ধিবাক।
চুপ হেন রথে যানি আইসো তাবাক।
এতেকে [৮০] আমার রথ করোক গমন।
নানাবিধ [৮১] আয়ুধ আনোক বানগণ [৮২]।।
মুর্ত্তির সবরে পরে হত হৈসে বাজি।
দুর দুর করি দূত রথে আন সাজি।।
স্নান পানে সন্তোষ করোক অনুগণ।
পুনুরপি কর পীন্ধ পীন্ধে রথত সাজন।।
মুনির বচন মুনি সারথি সুজান।
সত্বরে সাজিল সারথি [৮৩] রথখান।।
রজত বরণ অনুগণ সুশোভন।
স্নান পানে সন্তোষ করিয়া বিচক্ষন [৮৪]।।
সরসতে [৮৫] হত অংশ নিজ করে বান্ধি।
[৮৬] দুর দুর হৈল যদি বৈল রথ সাজি [৮৭]।।
সুবর্ণ পতাকা যনি সিংহধ্বজ বর।
তুলিল সারথি দিব্য রথের উপর।।
যনি মুক্তা প্রবালে শোভিত রথবর।
নানাবিধ আয়ুধে পুরিত নিরন্তর।।
দারুকের সোদর সারথি বিচক্ষণ।
সাত্যকির আগে রথ জোগায় তখন।।

১০০(ক) শেষ।

তবে শুচি হৈল স্নান করি যুধিষ্ঠান।
মহত্ন সুবর্ণ ব্রাহ্মণক দিল দান।।
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ হৈল সুশোভন।
জয়শব্দ হৈল ভূত যাদব চারণ।।
নানা ধন্য নানা ধূপ কুসুম চন্দন।
যাত্রার মংগল করিলেক কন্যাগণ।।
বর্ষিযুক্ত বীর কাংস্যপাত্র পরশিল।
কবচ দিল দ্বিজা ধনু কন্ঠত বান্ধিল।।
হৈমাতক যজ্ঞদান করি মহাবল।
লোহিত লোচন কিবা হৈসেন ত্রিকল।।
দ্বিজগণ বিজয় তদা হয়া মহাবির।
প্রণাম করিল পাদে ধর্ম্ম নৃপতির।।
তবে পিতৃস্থান করি স্নেহে ধর্ম্মরাজ।
আশীর্ব্বাদ দিল্হ রাজা দিনমু বিনাজ।।
অনন্তরে বিরচুড়াবনি যুধিষ্ঠান।
রথপতি করি অতি করিল পয়ান।।
দারুকের ভাই বাহিলেক দিব্যরথ।
বেগে বিনতথিল তদা আকাশের পথ।।
ভীমসেন রথতে চলিল মাতঙ্গির।
তবে বৃকোদরক বলিল মহাবীর।।
মুন ভীমসেন মহাশির অনির্ব্বার।
মহতে রহিবা তুমি রথতে রাজার।।
ক্রোধ হন্তু রাজাক রাখিবা যতন করি।
যুক্তি হের জাণ অর্জ্জুনক অনুসরি।।

দুষ্ট বাসুদেব বিৰ্য্য জানো মহাবল।
মোর তুমি জান পরাক্রম ভেদমত।।
কর্ণদুর্য্যোধন রক্ষা তোমার এ ভার।
যুঝি আজ পঞ্চপেনা তেথিয়া দুর্ব্বার।।
নিবর্ত্তিয়া আজ তুমি ভীম মহাবল।
রাজা রক্ষা হৈলে পুনু পবনের কুথন।।
তবে সাত্যকির নিকটে বৃকোদর।
আজ মহাবলি ধনঞ্জয়ের গোচর।।
যুঝিব যুঝি রণে থাকিবোঁ রাজার রক্ষা কাজে।
ভীম জিনে রাজে কি করিব তারদ্বাজে।।
আজ তুমি কার্য্য সিদ্ধি কর মহাবল।
সেবগণে বলে তুয়া করোক মংগল।।
সাত্যকি বচনে মোর নিশ্চয় বিজয়।
তুমি আজো আমার প্রথম মহামল্ল।।
[illegible]
বিজয় বচন মোর হৈহে মহামল্ল।
সৈন্যমুখক সর্ব্বথা রখিব ধনঞ্জয়।।
পার্থে জদি প্রাণ হৈল মিল দ্রুপতির।
আনিংপন তোমাক করিবোঁ মহাবীর।।
কর্ণ দুর্যোধনো থাকিংদিয়া তুমে ধরি।
ধনুষ্ করিবোঁ বির মোরা সিমুকরি।।
এ বুলিয়া ভীমক করিয়া বিদর্জ্জন।
তোমার সেনাক কোলে রখিব ভবন।।
দুরগণ দেখি জেন যায় দুখাতুর।
কৌরব সেনাত জন্ম দিলিম প্রচুর।।

১০০(খ) শেষ।

রাজ নিরোধনি ধর্ম্মরাজের আদেশে।
যদুবির জায় কৃষ্ণ বলক্ষ ক্ষের উদ্দেশে।।
বধিতে জানিল তাক দুষ্ট দুর্য্যধন।
মাতাকীর পথ সবে নিরোধন।।
দুর সেব মধুমত মত্ত আর নাগ।
জিনিমে ঈষাক বলক্ষয় যথাভাগ।।
অনৎকৃত করিয়া কিরাত মহিপালে।
ঈষাক তোমাক দিবে আমি জানি ভালে।।
অগ্নি যোনি এসব কিরাত মহাবল।
দুর্য্যোধন বলক করিয়া সে মকল।।
তোমাকে জুঝিতে ঈক্ষা করয়ে সবলে।
সেব প্রভু বিপর্য্যয় কেবত কারয়ে।।
ঐরাবত সম তোহ কবচে আবৃত।
দুদ্ধত দুর্ম্মদ দম্ভুগণ অধিষ্ঠিত।।
উত্তর পর্ব্বত বহ্নু আনিয়াছ জাক।
সবে মধবড় ভট্ট নাহি ধরিবাক।।
গোযোনি কতেক কবিযোনি কতোজন।
নরযোনি কতো মাগা যোনি কতগণ।।
এ সকল অসাধুর প্রভু বর্গ সৈন্য।
বিধবন্ধু দুষ্ট বিনাশি ক্ষেত্র আরো ধন্য।।
এ সবাক আরো অন্য রাজা সকলক।
সহায় করিয়া দুর্য্যোধন গান ভবক।।
নানা ক্ষেপ অপমান দিয়া আপনাক।
কৃতার্থ হইব হেন মানে ধরিবাক।।

ঘোর নারাচের ঘোরতর পাত্রা পাণি।
যুক্ত হয়া রণে আজি না জাব কদাপি।।
যদিবো সেবক মহাবাহু জে যন ুন।
এহি বুলি রথ মাজিবাক যুদ্ধুবান।।
আদেশিল শ্বেতবত বর্ণ ঘোটক যুযুত।
রথি পাছে মাজি আনে রথবান অদভুত।।
নানা অলংকৃত তাক করি তানবত।
সিংহধ্বজ শহাপোক তাহার উপরত।।
৮৬ধানুকের কনিযু মারথি মহাতাপ।
যুনি সেহিরূপে রথ মাজি কৈল আপ ৮৭।।
যন দ্রুত বিমান জেন জোগাল্য যাতনি।
যুদ্ধ ৮৮ হয়া তবে সে মাত্যকি মহাবলি।।
স্নান করি স্নাতক বিপ্রক বিধিবত।
বিপ্রেক সুবর্ণ ৮৯ নিস্কমনি কতমত ৯০।।
বিপ্রের আশীষ শিরে লৈলন্থ হরিসে।
কৈল নানা কৌতুক মংগল চতুর্দ্দিসে।।
গন ুগোল্য নানা বিধি নন্থ ৯১ কন্যাগণ।
পাছে প্রণামিল যুধিষ্ঠিরের চরণ।।
স্নেহে ধর্ম্মরাজে তার কৈল শিরস্থান।।
করিলন্থ তবে কৈরাতিক মধুপান।।
ভীমসেজো পুরস্কার করিল তখন।
রথত মাত্যকি তবে কৈল আরোহন।।
করি পুতযাত্রা চলিলন্থ রথরংগে।
ভীম সেনো পাছত চলিল তার মংগে।।

১০১(ক) লেখ।

পথত সাত্যকি তবে মহেষে ভীষক।

জেন চন্দ্র অনিমে মুলিয়ে বুলিব অনলক।
এথা হন্তে নিবর্ত্তন হৈহো অতস্পর।
যুক্তি আন্যা দৈলো এতে যুদ্ধের ভিতর।।
মোর বলবির্য্য তুমি জান মহাবাহি।
তন্তু বন বিজম্বেক আমি আন জানি।।
মোক আমি চিন্তা করিবার কাম নাহি।
রক্ষা করি রহিবা রাজাক এহি ঠাই।।
সবাতে অধিক কার্য্য রক্ষা মুপতির।
তবে সে উত্তর কাম পুর্ণ মহাবীর।।
মোর যদি ক্ষিতু করিবাক চুহ্নযন।
রাজাক রাখিতে তবে হব নিবর্ত্তন।।
হেন বুলি ভীমসেন্ন বুলিবন্তু তাক।
আব তুমি আমি রক্ষা করিবো রাজাক।।
সাত্যকি বলিব জন্ত মর্ত্তুয়া আমিব।
আতো মোর[১০] বচনমু হৈবা তুমি ভীব।।
আরো নানা যৎপর বিলিব মহারথ।
একেকে অর্জুনে বধিবেক জন্তুত।।
এহি বুলি সিংহ বিনোদনে কোপ হৈল।
দেখি চুহ্ন সেনা মুখত্রাস কম্প হৈল।।
তবে অর্জুনক আন্যা দেখিবার কাবে।
সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল সাত্যকী মহাবলে।।
মনবনে ধনুকোটি পশিল জেমন।
মত্তহস্তী প্রবেশিল জেন গন্ধ বন।।

মুর্খা প্রবেশিব জেন মহন্ত মতত।
ভয়ঙ্কর তবসন্যে সাত্যকি পশিল সেহিমত।।
তবে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠীর নৃপতি যুদ্ধ ধর্ম্মে [১১]।
রহিল আবৃত হয়া আপনার সৈন্যে।।
পাকান রাজার পুত্র রণে মহাসুর।
সাত্যকির পাহত সেজেনু কতোদুর।।
বসুদান নামে রাজা সে কারত।
সবাক যুদিল তাকি পাণ্ডবী সৈন্যত।।
মবে মহারথ বেগে আইল রণমুবে।
বীর যুদ্ধ পান জেন চলি জায় সুবে।।
প্রথার করিযো নিজ বীরধর্ম্ম পুনি।
শেন মহারথগন সে কথাক শুনি।

১০১(খ) শেষ।
১০২(ক) শুরু।

সাত্যকীর রথক করিয়া নষ তবে।
মহা তজ্ঞানক মোর ধর্ম্ম হৈল মবে।।
তবে কম্প হৈব পুত্র মরন তোমার।
সেনাক সাত্যকি তবে পতেক প্রকার।।
পত্রের মন বাণে ভেদিলন্তু মহাবীর।
রবির কিরণে জেন তেদিল তিমির।।
বিপক্ষ সৈন্যের সেজ্ঞ মধ্যে সে মমস্থ।
মধু মহারথিক বিচ্ছিল অতিমন্থ।।
অন্যরাজা মকমক অস্ত্রিমুখ পরে।
সেসেনা মধ্যেতে যারি নীল মধ্যবরে।।
অগনি বাহিল জেন মুখান বনত।
পশিল তোমক বাহু জেন তড়াপত।।

শতশর শতেক করিল ভেদন।
একাকি মাতাকি যেন করিল কদন।।
হস্তী হস্তী আর অশ্ব অশ্বার সঙ্গে।
মারথি সহিতে রথ রথিক বিপক্ষে।।
যেন অদভুত সমরিল সমরভূমি করিয়াছে।
দেবি তব মহারথিগন তাত পাছে।।
অনেকো না যেন দেহো তন্ন মাতাকিক।
জেন অন একারে রাজ্জা পারা না জায় বহিন্দ।।
সমস্তকে মাতাকি সমরে জৈন হত।
সিংহে পশুপাল জেন মারে অরন্যাত।।
তেজে অদভুত[১২] হয়া তব বীরচন্দ্র।
মাতাকিক একেবারে অনেক দেখন্ত।।
তন্ন যৈন রথহন্তাক পরিহরি।
বাকিসেক যুদ্ধ হতন্তে কম্পি থরথরি।।
হেথমন্ত্র যুদ্ধ পড়ি যৈন অমংখ্যাত।
সুবর্ণের মুকুট কতবা যৈন হত[১৩]।।
চন্দ্র মুন্দে সেপিত পুন্ধ হস্তি মুণ্ড ভোপর।
পড়ি যৈন কতো বাহু দণ্ড মনোরব।।
জেন রনভূমি যুবতিক আনিংসিয়া।
পড়ি পড়ি যৈন রণ মধ্যাত মুতিয়া।।
ছিন্ন হয়া মুণ্ড ভেদে ধন ছিত মুণ্ড ভচন্ত।
তারা মধে চন্দ্র জেন পড়ি ভকাপন্ত।।
ধরা হস্তিচন্ত পূর্ণ পর্ব্বত পরাত।
কবচে আবৃত মুত যোদ্ধকের কাত।।

সে সকলে মনু সোভিবনু বসুমতি।
প্রেতের নগরী যথা ভয়ঙ্কর অতি।।
এহিমতে মহারাজ নানান প্রকার।
তোমার সেনাক বীরে করিব সংহার।।
তবে ধন্য জন্ম জেহি পবে গেছে চলি।
সে পবে জাইতে ইৎসা হৈব বহাবলী।।
সেহি পন্থ মনুষ্যত রাখিতে সেনাক।
সেনাপতিস্থানে রাখা নিবারিনতাক।।
পূর্ব্বে যথা মেরু পর্ব্বতের রক্ষা কাজে।
বারি আবে বায়ুক পন্থক পরিরাজে।।
স্থোপক মনুবে তদা পাণ্ডা যুদ্ধবান।
ভুড়ি সানাইত বর্ম্মভেদি পক্ক বান।।

১০২(ক) সেষ।
১০২(খ)

অনিতে পুত্রর ভেদিল কলেবর।
পুনু ভেদিলেক প্রহারিয়া পাতসর।।
তবে পুত্র ক্রুদ্ধপর সুবর্ণ পংখিআ।
আস্যাদিল সাত্যকীক পর বরষিয়া।।
রথ অশ্ব সারথি সহিতে আস্যাদিল।
মহাযুদ্ধি জানে যথা আস্যাদিল তৈল।।
দিনাবৌত পরে আরো ভেদিলনু তনু।
মহাবীর সাত্যকি স্থোপলো তদা পুনু।।
গননা না করি সিংহনাদ করিলেক।
আকর্ণ পুরিয়া দশপরে ভেদিলেক।।
পুত্রকো ভেদিল বীর একবান হানি।
তবে পুত্র স্থোপ সমরের বর্ম্মজানি।

মাতৃকীক ধুত্র অন্ধু মারবি ঘরিতে।
পরে ঘর টৈল কেহো না পারে রহিতে।।
জেন মনঘটা এ চাকিল চন্দ্র সুধাকর।
নড়লে না পারে জোতে রহিবাক তার।।
মধরে চতুর মুহু হাস সেকারত।
হেনকো করিল ঘর পরে সেহিবত।।
পানাথেত ঘড় পরে তেদিল দুর্জ্জয়।
মধপরে পুরুক তেদিল পুনর্ব্বার।।
মারবিক পানিল[১৪] থাকুক যেহি এক।
চারিপরে চারিয়ো থোইকতেদিলেক।।
জেন ঈশুরের মধনাটা নিখিতক।
অতিমত্ত রাজালাসে ব্যাপিল জীবক।।
মাতাবিক হেনে বুলিলন্তু সে মধন্ত।
রহে আজি তোহোর আচার্য্য ধনঞ্জয়।।
না পারিহা তাঙ্ক সোক তেজিল পৌরুষ।
প্রমাদিল করি সেন জেন কাপুরুষ।।
তুহ্মো সেহিযতে চলি না জাইব জবে।
জাবে জিম তাবে মোর হাত হন্তু তবে।।
সেহাইবো কদাপি করিজো নিন্দু কথা।
হেনক মাতাকি বুলিলন্তু তবে তথা।।
আজি আমি যুদ্ধ ধর্ম্ম রাজের আজ্ঞায়।
অর্জুনের পাসে চলি জাই যথাকায়।।
ব্রাহ্মণ তিনক হৌক কুশল তোমার।
কার অতিক্রম আর ন হৌক আমার।।

সঙ্গে চলু বদতি রাজা কর অবধান।
অতবাহু[১৫] দ্রোণক বুলিয়া মুদু বান।।
দুদক্ষিণ হস্তে বাম করি রথ বাহা।
দ্রোণক ডেকিয়া বির কথো দুর জাহা।।
আপনার সারথিক বলিলন্তু তাহে।
দুর দেখ অবন্তি দেশের সেনা আহে।।
তার পাছে আছে দাক্ষিণাত্য সেনা যত।
আছন্তু বাহ্লিক সৈন্য তাহার পাছত।।
কর্ণেরো যে বহুসৈন্য তাত অসম্ভবে।
অতিন্ন এসব সৈন্য জানা পরস্পরে।।
কাহাকো কাহাকে ন করন্তু পরিহার।
একেকে রথক বাণ যকত ঈশার।।

১০২(খ) শেষ।

১০৩(ক)

সারথিক আজ্ঞাকি তুরিন এরিবত।
সমরে সারথি করি দ্রোণক বাবত।।
কর্ণের সকত আহা হৈল উপনত।
দ্রোণ সেনাপতি ভবে তাহার পাছত।।
বিস্তর মারাচ দেখি লোপে বাইল তাক।
আজ্ঞাকি দরিয়া ভবে কর্ণের সেনাক।।
তারব সেনাত আহা হৈল পরবেশ।
ইন্দুবনে যেন মত্ত মাতংগ বিশেষ।।
তাক দেখি বহা আবরণে কৃতবর্ম্মা।
আজ্ঞাকিলা আহা নিবারিলো উত্তকর্ম্মা।।
যেন অম্ভোনিধি তন করিতে মরীক।
তিন্নে নিবারিলো তার সে ঘোর উর্ম্মিক।।

তবে কৃতবর্ম্মাকে সাত্যকি হয় বাণে।
বড় ছোট ভাড়িলেক সেবেনা সন্ধানে।।
চারিয়ো ঘোটক বারিলেন চারি শর।
পুনু কৃত বর্ম্মাক তাহাত ধনুশর।।
পানাদিত ঘোড়ষ সাত্যকে বলে টানি।
দুইস্তন মরোত তেদিল মহাবানি।।
সাত্যকির তবে তীব্র শরে পায়া ব্যাথা।
কথা না করিল কৃত বর্ম্মা বীরে তথা।।
ধনন মন্ত্রিত বৎসদনু নাম বাণে।
সাত্যকিক তেদিলেক সাদুন সন্ধানে।।
হৃদয় বিদারি বাজ[১৭] গৈল পৃষ্ঠদেশে।
তুষিত পশিল পুংখ যায় অবশেষে।।
সূর্য্যের কিরণ যথা মন্ধ্যা সময়ত।
সমুদ্রক তেদি পশিলনু পাতালত।।
সেইমতে কবচ তেদিছে সাত্যকির।
পুনু বহুসর করি কৃতবর্ম্মা বীর।।
বুক সমস্থিতে ধনু দেখাইল তেদি।
দশ সরে পুনরপি সুন বলে তেদি।।নির্ভয় কেশরী জেন রহিল সে স্থানে।
নির্ভয় কেশরী জেন রহিল সে স্থানে।
তবে শক্তিশনু শ্রেষ্ঠ বীর বুদ্ধিবানে।।
শক্তি এক তুলি বলে লৈল অদভুত।
পিড়িল সাত্যকির কৃতবর্ম্মার বাহুত।।
দুহু অন্য এক ধনু ধরি নিবেবাত[১৮]।
শতে শতে শরজেল শরেন্দ্র অসংখ্যাত।।

শরবৃষ্টি মাধবে করিল বরাবর।
বরষাত মেঘ জেন বরষিল জল।।
কৃত বর্ম্মা বীরক আচ্ছন্ন করিলেন।
অসংখ্য মরতে ব্যাপে বুদ্ধক জেমন।।
পরে তোজ রাজাক আচ্ছাদি এ প্রকার।
দেখিলেক শিরপোট মারথির তার।।
পাছে সেনা রথি রথ হস্তু হৈল পাত।
কৃতবর্ম্মা মহারাজা তবে সে বেরাত।।
আগনে ঘোড়ার বাগজড়ি জৈন হাতে।
তথাপি যুদ্ধক যুদ্ধা মেড়িল তথাতে।।
হেন দেখি তাক সেকার সবে সৈন্য।
পলংখিয়া পুজি বুলিলেক ধন্য ধন্য।। ১০৩ (ক) শেষ।
দেখিবেরা পাণ্ডব সকল কতুহলে। ১০৩ (খ)
সাত্যকির পাহতে চলিল সবদলে।।
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যতবীরগন।
কৌরবী সৈন্যক মরে করিল কদন।।
সাত্যকীক তেজি কৃতবর্ম্মা হেন দেখি।
গৈল তা সমুক রাখি বানিক না দেখি।।
সাত্যকিয়ো তোজ সৈন্য হস্তু সেবেরাত।
বায়ু বেগে প্রবেশিল কাম্বোজ সৈন্যত।।
বহুবীর তথাত তাহাক আবরিল।
অকম্প সাত্যকি পদমাত্রো না চলিল।।
দ্রোণ তার পাহতে চলিল জুঝিবাক।
পাকালের বড় বড় বীর দেখি তাক।।

প্রেমেতে মনু মনোনয় করিল নিবারণ।
নদীর বেগক বারে পর্ব্বত জেমন।।
তীব সেন আদি পাণ্ডবের বীর জত।
বৃতবর্ম্মা বীর একনায় সেকারত।।
তাপিত করিয়া নিবারণ করিলেন।
ঘোর ঘনঘটাক বাখিন বায়ুজ্জ জেন।।
জত জত সোনারায়ন নৃপবর।
মুর্চ্ছুযি কমতাপুরের পুরন দর।।
অভিনব রূপে মনু মুর্ত্তিমনু কাম।
[১১]শোজে বিদারত অযোধ্যাত জেন রাম[১১]।।
অমৃত বরিসে হাসি মুখ চন্দ্র জম[১০০]।
[১০১]দিগপাশ ব্যাপিছে চন্দ্রিকা প্রায় জম[১০১]।।
মুকুবার পরীক্ষ একাস্ত একাদে দিবারাত।।
প্রজা সকলের জেন আন্ধারের বাতি।।
দেখে জগন্নারায়ন কুমারত জার।
একভাব হৈছে খুন খুনী জে প্রকার।।
সেজে প্রতাপার স্থান হৌক চিরজীব।
এহি কামনাক মনু বোলা শিব শিব।।
তার আজ্ঞা পরবানে দ্বিজ কবিরাজ।
পদতলে হরি বোল সকলে সমাজ।।

ধৃতরাষ্ট্র কন্যা কহিয়ো সভায় গিয়া

[১০২]রণের মোক কাহিনী[১০২]

বিপুল অপার সাগর আকার
অদ্ভুত মোর বাহিনী।।

অশ্ব গজ চয় রথ হস্তী হয়।
সবাকে[১০৩] শিক্ষা করিছে।

নানান প্রকার করিয়া বিচার
যুদ্ধ এক করি আসিছে।।

নহে অতি বার অতিযুদ্ধ কার
সকলে যুঝা বলেত !

রহত[১০৪]বিপুল নহে অতি মূর্খল
নহে কেহ অতি কৃশ ।।

পৈদাক গৌরবে যুঝা যুদ্ধ সবে
করিছে নানান প্রকার।

প্রতি উপকার করিতে আমার
হৈআছে[১০৫] ইচ্ছা আমার[১০৫]।।

১০০(খ) শেষ।
১০৪ (ক)

চতুরঙ্গ সেজে সেনাচয় পাড়া ধনঞ্জয়
যুদ্ধ করিমন্থ কয় ।

হেমি অনেকক ভেদিব যুদ্ধক
এক রথে অতিমন্থ[১০৬]।।

তাত অনন্তর মাদব প্রবর[১০৭]
যাতাকিয়ো একে রথে।

অনেকক মারি যুদ্ধক বিথারি।
গেল অর্জুনের পথে।।

সেন্যে রব যুদ্ধ বাজিবে সঙ্ক দুন্দ
যুদ্ধি[১০৮] মোর যুদ্ধ সবে।
আরো পাণ্ডবর বাণের গোচর
হৈব অন্তর্দ্ধান জবে।।
কি কর্ম্ম করিব কি যুদ্ধি স্ফুরিব
কহিত্তোক নিযু[১০৯] করি।
আমি হেন বাসি কৌরবক আসি
গ্রাস হৈব কালে ধরি।।
বাজো অনুবাসে গার্থ যুদ্ধ বাসে
যুহত প্রবেশ হৈব।
মোর সন্য কত গ্রাসে হৈব যত
[১১০]কতবা পারাত্যে হৈব[১১০]।।
হয় হস্তি রব সেন্য ভয়পন্ন
পুরবন্ধ যুঁ মোর রণে।
উৎসাহ ভেজিয়া বিস্ময় লভিয়া
রহিবেক জয় বলে।।
ভেজি[১১১] সেনাগণ করি বিসর্জ্জন
সাত্যকি হৈব প্রবেশ।
[১১২]পাণ্ডবক ত্রোণে বাসিব কি মনে
জুঝিবক বিশেষ।।[১১২]
ত্রোন পাক্ষ হৈব দুর্য্যোধ সবর
কি প্রকার হৈব পাছে।
ইহার তাবায় পাছর অপায়
পুর্ব্বাপর হন্তু আছে।।

সৈন্য এব রাজের উদ্যোগ বচের
অর্জুন রাজে করিব।
তাক কহিব্লোক মঞ্চ ন্ত মোহক
করিতে তুমি কুশর।।
সুজন পালন দুর্জন শাসন
মোদনারায়ন ভূপ।
বলেঁা যুধিষ্ঠীর বলে তীব বীর
বিজয়ে অর্জুন যুপ।।
ভুবেত মকুল সমস্তেক্ষুল মহলেঁা তুল
জানত পট্ট বিশিষ্ট।
কীর্ত্তিয়ে দ্রৌপদি বানিয়ে বিনোদি
কৃষ্ণ ক করিয়ে ধন্য।।
তাহার আজ্ঞায় ভকতি সুদ্ধায়
ভারত্ত ভারত পদ।
ভনে কবিরাজ এট্টি আনকাজ
কৃষ্ণ বোল মতামদ।।

সমাপ্ত মঞ্চ ন্ত্য বদতি আমরাবে আপনার।
এত দুঃব উপস্থিত হৈআছে তোমার।।
ইহাতে সাধারন্যজন ন্যায় মহারাজ।
অপরাধ করিবা ন্ত নাহি কিছু কাজ।। ১০৪(ক) শেষ।

১০৪ (খ)

বিদুরাদি সুহৃদে বুলিব পুর্ব্বকাল।
পাণ্ডবক তুমি না ছাড়িবা মহীপাল।।
অন্যায়ের কলে তুমি না শুনিবা তাক।
না থাক ইথি জেন রোষী মরিবাক।।

হিতেশি ইহার বাক্য না শুনহ তাহাঁ।
কুরুরাজ অবশ্যে দুঃখক পাহু তাহাঁ।।
পাণ্ডবক সৎসঙ্গতা করিবা অপার।
ইমিকি কুটির তার উচিত তোমার।।
বুর্দ্ধে আরো আমি কৃষ্ণ সেবেহ্নো তোমাক।
যাংশিবনু কুরু পাণ্ডবের সবতাক।।
তাকো না শুনিবা বরারাজা দুর্য্যু চিত্তে।
যুদ্ধ সকলের পক্ষ পাতের নিমিত্তে।।
তোমার দুর্গুণ দেখি দেব নারায়ন।
আয়া এত্তে যুদ্ধ এক করিন নিজে নিজোজন।।
এত্তে বন্ধনার আমি অনু যত্ন কার।
তোমার চেষ্টাক কৃষ্ণে [১১৩]মা দেখিল তার।।
চলি গেল কৃষ্ণ অবিনম্বত তোমার।
[১০৪]যুদ্ধনের কর্ত্তু হৈব[১০৪] মোক গেল যার।।
দুর্য্যোধন মোরে এত অনর্থ হৈলেক।
[১১৪]এত্তে পরাজয়ের তুমিহ্নো মুল এক[১১৫]।।
অমন করেন কন্তে কি কারনে রাধ।
আর্ত্ত হয়া করে জ্ঞেন বাতুলে প্রলাপ।।
দেবাসুর সমর পরাস্থ মোর রথ।
কহো কুরু রাজ স্থীর হয়া শুন মন।।
তব সৈন্য হৈব যদি সাতাকি প্রবেশ।
তবে ভীম আদি পার্থ[১১৬]সকল নিশ্চয়।।
অনুচর মনে আয়া বলিল বাহত।
লোকের প্রলয় কাল হৈল উপগত।।

তবে কৃতবর্ম্মা বীর করিয়া আস্ফোট।
জেন গজ যুথক বারিল সিংহ ঘোট।।
মযুরের বেগক বারিল জেন তীরে।
তীমাদিক তেবতে বারিল তোজ বীরে।।
গাণ ডু গাক ষবক পরে করি আচ্ছাদিত।
সাগরক করে জেন পবনে[১১৭] তোড়িত।।
তবে তীমে কৃতবর্ম্মা বীরক মংগ্রামে[১১৮]।।
আবরসে মনু জেলিলে তেদিবনু তিনি বানে।।
গাণ ডুবী সেনাক অতি করিতে হরিষ।
সিংহনাদ পবদ করিল বিমডুব।।
সেহি বেলা মহদেব কোপে কুড়িপরে।
কৃতবর্ম্মা রাজার তেদিব কলেবরে।।
বর্ম্মরাজে পক বান হানিল বিপুল।
মন ধানে পতেক পরে তাড়িল মডুল।।
দ্রৌপদির পুত্র প্রতিবিন্দু আদি করি।
প্রহারিল পব তিনিদিক মহতরি।।
ঘটোৎকচ মাত দুষ্টদ্যুম্ন তিনি পরে।
কৃতবর্ম্মা বীরক তেদিল দুহুতরে।।
যজ্ঞরাজে বিরাট দ্রুপদ মহীপাল।
তোজক তি তিনি বানে তেদিব সেকাল।।

১০৪(খ) শেষ।

১০৫(ক)

পাক নে কুমার নিবণ ডিড়ো পক বানে।
সেহে কৃতবর্ম্মাকে তেদিব বহুটানে।।
পুত্ররথি হাস্যকরি হানি কুড়ি পর।
তেদিলনু তোজ নৃপতির কলেবর।।

১০৫(ক) শেষ।

কৃতবর্ম্মা বীরে সে মহা প্রহার।
জনি সেন বহিঃ হেন বাহ করিবার।।
পক্ষ পক্ষ মরে মহন্তকে পরাক্রমে।
একাকিত্ব প্রতি প্রতি ভেদিল মর্ম্মেতে।।
পুনু তীব্র সেনক ভেদিল মাতপরে।
ধনু খুরহ খুজ সারথিক ফেলি তাত পরে।।
রথহন্তু পৃথিবী উপরে পাড়িলেন।
আকাশত হন্তু যেন মু খুজ পড়ে হেন।।
পুনু সেজে ছিন্ন ধনু তীবের চুদন্ত।
মহন্তরি পরে ভেদিলেক অতিশয়।।
তবে তার বিনিবের বিবে ভীমসেন।
রথের উপরে হেন পর্ব্বত কম্পেন।।
যমের তদপ নাহি হয় নিষিতক।
ন হরিল যমপুতে সেহেতু জীবক।।
হেন চুপ তীবক দেখিয়া তাত পাছে।
যুধিষ্ঠীর প্রমুখে পাণ্ডব তত আছে।।
মোর পর বুদ্ধি করি রাখিতে তীবক।
কোঠ করি আবরিল সে তোর রাজন রাজাক।।
পর্ব্বত আবরিল যেন জালে হেন।
বড়িয়া চেতন সে বেগাত ভীমসেন।।
মোহমন্ত্র হেন দণ্ড পক্তি এক ধরি।
পাছে কৃতবর্ম্মার রথক যত করি।।
বায়ু বলে প্রহারিল চলিল আকাশে।
মুখ মেলি কাল মর্ণ[১১৯]বেদি হেন[১১৯] আসে।।

উন্ন ুা গ্রাম্ন ুকাপ করিয়া আসো চলি।
দেখি মু তে তাক কৃতবর্ম্মা মহাবলী।।
গণতে মেদিন হানি পানাস্থিত বান।
দেখি কোপে তীক্ষ্ণ ধরি অন্য ধনুখান।।
মেঘনাদ পরস্থিতি করিয়া সেকালে।
কৃতবর্ম্মা রাজাক[১২০] বাণিল পরজালে।।
স্তনবক্ষ দেশে আরো তেখি পক্ষ বান।
তব দুর্ম্মদ ক্রনাত হৈ দেল এ বন ুাম।।
কৃত ক্রুদ্ধা লোডিল মর্ম্মাংশ হয়া ক্ষত।
ক্রুদ্ধিত বলাল ক্রুত লোট ক্রেন মত।।
হাস্য করি কৃতবর্ম্মা বীরে ডাকেx তাত পারে।
মহাবীরে তীমক দেখিয়া তিনি মরে।।
অন্য মহারথ[১২১] সকলক তাত পরে[১২১]।
মহস্তক তেদিলেক তিনি তিনি পরে।।
গ্রাণক্রুক্ক পাণ্ডবের মহারথগণ সেবেনাত।
সাত সাত পরে তাকো[১২২] তেদিল তথাত।।
তাত পাছে কোপে কৃতবর্ম্মা মহাবীর।
মেদিনন্তু ক্রুরবাণে ধনু শিখণ্ডি চির।।
শিখণ্ডি কুথার তবে[১২৩]কাটা পেল ধনু।
সৈন্য বধ ুা চর্ম্ম কোপে কম্পমান তনু।।
ক্রুধাবিল চর্ম্মখান সুবর্ণে ভূষিত।
ভূমিল তিখান বড়গ দেখি রাগে তীত।।
রংগে তনু রক্তক করিতে ক্রেন পান।
রণ চণ্ডি দেবী[১২৪]মেদিনন্তু ক্রিত্রাখান।।

[১২৫]দেখ করি তাক কৃতবর্ম্মার হাতর।
ধনুবীত পাড়িল মেড়িয়া ধনুপর।।[১২৫]
পাণ্ডবের মহারথি সবে সে সমর্থ।
বেড়ি কৃত বর্ম্মার তেদিল অতিশয়।।
তবে কৃতবর্ম্মা দিল ধনু পরিহরি।।
যুদ্ধে অভিলাসে অন্য[১২৬]দৃঢ় ধনু ধরি।।
পাণ্ডব বল ঐক বীরমদে মত্তবানে[১২৭]।
সবাকে তিতিনি বানে তেদিল সমধানে।।[১২৮]

১০৫(খ) শেষ।

১০৬(ক)

নিবণ ঠিক বাজ তিনি বান হানি বীর।
পুনরপি পঞ্চ পরে তেদিল শরীর।।
নিবণ তিন্নো অন্য কোদণ্ড ধরি করে।
কৃর্ম্মনখ বানগন হানি তাত পরে।।
কৃতবর্ম্মা রাজাক করিল নিবারণ।
সমর আবেসে তোর নৃপতি তবন।।
নিরখিয়া আপনার পৌরুষ বলক।
ভীস্মের নিহন্তা[১২৯] হেন জানি সে বীরক।।
পরম আবিষ্ট হয়া বাসিল নিবণ ভীক।
ব্যাঘ্র লোটে যেহি জেন সেনমু হস্তীক।।
নিপ গজ সমূহ ভুল্লো বাজ্ঞ তাত পরে।
একত্র হৈলেক পরস্পরে বিড়িবারে।।
বারামারে পর হৈল ভুল্লো মহাতাপ।
রণ ভূমি পুঞ্জ হুই সুর্য্যে জেন হৈল তাপ।।
ভুল্লো জনে গর্জ্জে জেন মেঘ দুই খণ্ড।
পক্ষ চাপ সব লোতে[১৩০] দুইরো কোদণ্ড।।

পাছে উত্তরর্ণা কৃতবর্ণা মহারথ।
শিখণ্ডিক কোপে যেমিবাক যমঘর।।
বরতর সহস্তরী পর প্রধারিয়া।
পানাশিত শাতমর অবর মারিয়া।।
অতিপন্থ হেত তৈল শিখণ্ডির তনু।
বসিয়া পড়িল হাত ধনু পর ধনু।।
মূর্চ্ছা আয়া রথতলে বসিল তখন।
বিমন্ন দেখিয়া তাক তব সৈন্যগণ।।
কৃতবর্ণা নৃপতিক[১০১] পুজিল গৌরবে।
শিখণ্ডিক সে পুলার যেমি পার্থ[১০২] সবে।।
তোজ রাজে পীড়িত হয়াছে অতিপন্থ।
জানিঞা অনেক রথসনে[১০৩] সে সমন্থ।।
আবরিল কৃতবর্ণা রাজাক চুফায়।
যদ ভুত বিশ্ব তদা তৈল তোজরায়।।
[১০৪]একেষুরে নিবারিল পার্থ সকলক[১০৪]।
বারিল পবনে জেন গগনে মেঘক।।
তাত পাছে জিনিলেক ঢেলি সমুদ্রক।
জিনিলেক বিশ্বসে পাক যে বৃক্ষ চুয়ক।।
একাকি কেবল সৈন্যক জিনিলেক।
গজ যুথ জেন বন্ত সিংহে মর্দ্দিলেক।।
সবাকে জিনিঞা পোতিলেক বদাবন।
চুবহিন হয়া জেন জলিল অনল।।
সে সকল সৈন্য কৃতবর্ণা নৃপতির।
হয়া পরজয়ে যত বিমত শরীর।।

উৎসাহক তেজি যথা তথা সেন চলি।
আসের কি কথা ভীমাদিয়ো মহাবলী।।
জিমি সোভা হৈন জেন নিপুন অগনি।
তিমির বিনাসী জেন সোভিত তরণী।।
ভীমসেন আদি বীরগণ সেকালত।
প্রবীষ্টিত হয়া কৃত বর্ম্মার গরত।।
যুদ্ধ হেতু বিমুখ হয়া রহিল সেকাল।
সঙ্ক ছন্ন মতি মুন দুখ মহীপাল।।
সঞ্জয়ের কথা কহো জে শুনিবা মোক।
কান পাতি তাক একচিত্তে মুনিয়োক।।
কৃত বর্ম্মা পাণ্ডবী সৈন্যক বেদিলেক।
বর্ম্ম ভীম আদি সবে বন্ধ ত্রিত হৈলেক।।
তোমার সৈন্যত হৈল পরম আনন্দান।।
পরম হরষিন হয়া জয় জয় বোল।।
মুনিক্ষ। সাতাকি তাক অভিয়া বিস্তর।
পরিবর্ত্তি তথা সেন অনর্থের ভয়।।

১০৬ (ক) শেষ।

১০৬ (খ)

মনে মোনে ক্রোধ জেনো হোয়ক্ষে হোতে ধরনু রাজাক।
তবে কি করিনো বলা পার্থের বার্তাক।।
বার্থ হৈল অতেক করিনি আরম্ভন[১০৬]।
তস্মৈত আহুতি দান জেন নিরর্থক।।
যদ্যপি মুহুর ব্যূহ ভেদি গেছে চলি।
তভো কৃত বর্ম্মাক খাইন মহাবলী।।
কৃতবর্ম্মা বুঝাতিয়ো করি তাক মুস্টি।
খায়া ভীম হৈলেন করিয়া পরতুস্টিক্ষ।

মাতাকিয়ো তবে তাক ভল্লনাথ পরে।
আকর্ণ পুরিয়া ভেদিলেক মুহূওরে।।
সেহি সময়ত পুনরপি চারিবানে।
চারিয়ো ঘোড়াক তার তাড়িল মন বানে।।
পুনু মুমু বানে হানি ভল্লনাথ বান।
কাটি রথ হানকো করিল বান বান।।
পৃষ্ঠরক্ষা মারথিকো তাত অননুরে
ভেদিল মাতাকি হানি পানাইত পরে।।
বিরথি করিয়া তাক মাতাকি প্রচণ্ড।
[১০৭]হানিঞী সমুত পর্বু পর মুহু দণ্ড।।[১০৭]
বিমর্দ্দিল তার সবের জত সেনা।
তরংগে তাংগিল জেন সাগরের ফেনা।।
অন্য সেনা সকলকো আক্রন্দী মধুরে।
ঘোড়ের দলক আরম্ভীলা তাড়পরে।।
পাণ ভরি সেনায় ভঙ্গ করিল নির্য্যান।
ধরিল মুর্দ্দিল বিবাকক্ষ জে বন বান।।
হস্তা হরষিত পাছে সবর উৎসঙ্গ ।
মারথিক বুলিল মাতাকি বীর তবে।।
সমস্তুয় কাবাকো ম করি অতপর।
ধরি রথ বাহি নিয়ো মারথি প্রবর।।
তাতপাছে ধনেক অনুরে মহাবন।
দেখিলো তোমার প্রভু চতুরংগ সন।।
পরিপুর্ণ হস্ত হস্তী রথি পদাতিক।
দেখি পুনরপি আসেনিল মারথিক।।

১০৮দ্রোণের সেনার বাদ্য ভাঙে সেব ঘুর।১০৮
সেব পরকাশ গজঘটা পরিপুর।।
অনিবার্য্য এজে দুর্য্যোধনের আদেশে।
ত্রাসলো ভেজিয়া মো ক জুতিবাক আসে।।
একমাব হয়া রহিথাহে সাব সেজ।১০৯
গজ যুথ আহে জেন সিংহরি সিংহক আবেসে।।
এজে বিমর্ত্তের মনে দ্রোণের আগত।
সেব জায়া যুদ্ধ আজি করো কেন মত।।
এতেকে মোহাক বাহি নতি মোক তথা।
মুনিঞী মারবি সাত্যকীর সেজে কথা।।
ইন দুকুন দুগুদ রজত বর্ন হয়।
বায়ু বেগে মারথী বাহিন সে সবয়।।
আসিবার সেবি তাক চুবর্ত্ত সকলে।
চৌদিগে বেড়িল অসংখ্যাত বনুবলে।।
সূর্য্যক ঢাকিল ধনঘটা জে সমুহাল বন ঘান।
তীব্রতর পর বরষীল জতমান।।
সে সব পরক দেখি তবে যুযুধান।
বরষার মেব জেন বরষিল বান।।
পরযুদ্ধি ঢাকিলনু সে গজ ঘটাক।
মনে হয় তৈব জেন পর্ব্বত মালাক।১১০
বজ্রের প্রহার প্রায় পরে সাত্যকীর।
বিদীর্ণ করিল কাটি সে সব হস্তীর।।
নবু কর্ণ হস্ত শির করিলনু ভগ্ন।
বায়ুতক যুদ্ধে কাটি তৈব খণ্ড খণ্ড।।

বৎসদন্ত নারাচ ক্ষুর প্র অর্দ্ধ চন্দ্রিক।
ভল্ল অর্দ্ধ চন্দ্র ক্ষুদ্র আরো কতবা হস্তীক।।
একে রথে সাত্যকী সবারে নিবারিল।
ঘোর রব সৈন্য রক্তস্রোত পুরিয় তাগিল।।
ত্রিবর্ণ। কতবা গজ বরিল তথাতে।
কত পরিবাদল সাত্যকীর পরঘাতে।।
অগ্নি সূর্য্য প্রকাশ প্রখর পরচন্দ্র।
সাত্যকি করিল গজ যূথের প্রলয়।।
ন সহিল তাক জন সন্ধ বীরা গাছে।
জাত হন্তু সেন্তে গজযুথ ধায়া আছে।।
বীর বেশ করি তাঁর চড়ি গজ শকন ঠেং।
ঐরাবতে যেন হু যথা যুদ্ধ এক ভুবন ঠেং।।
সে গজক বারিল সাত্যকি হানি বান।
যেমক নিবারে রবি রশ্মি ঘে ঘন যান।।
সাগরের উর্ম্মীক বারিল জেন তীরে।
সেবি ক্ষুদ্র হৈল জনগন্ধ মহাবীরে।।
তারবহ[১৪১] যুদ্ধাহ পক হস গজ তুলি।
সাত্যকিক প্রহার করিল যারো বুলি।।
শিনির পুত্রের বক্ষস্থল হৈল ভেদ।
ভল্লবানে হস্তের ধনুক হৈল ছেদ।।
ছিন্ন ধনু সেন্তে সাত্যকিক পুনর্ব্বার।
পক হাত ধরে আরো ভেদিল দুর্ব্বার।।
সেন্তে জন সন্ধ হের বিস্তর মরে সন্তু।
কম্পিত সাত্যকি কিক ভেকো ন হৈলন্তু।।

অন্য ধনু ধরি মহাযোদ্ধা বীরবর।
রাজা জন সন্মুখে যুঝিল মহত্তর।।
গাঢ়ে অতিশয় ক্রুদ্ধে যুঝয়ে তাহার।
পাঠি পর কৈল হাস্য করিতে প্রহার।।
ছেদা জেন কৈল তেহি সকল তনুক।
আর শরে যুঝিলেক কঠিন কার্ম্মুক।।
পুনু তিন শরে তাক ভেদিল অন্তর।
তেজি জন সন দুখ ভবে দিল ধনুশর।।
ভুলিয়া তোমার এক মাত্যকিক যুক্তি।
বানিলো না দেখি কেহিলনু পীষ্টগতি।।
মাত্যকির বাবভুজ ভেট্টিয়া ভুরিত।
ব্যাঘ্র হাড়ি পর্ব্বা জেন পরিল ভুমিত।।
রক্তে রক্তম্বর্ণ হৈল কলেবর তার।
অস্তাচলে রক্তম সন যেন শোভে জে প্রকার।।
বাবভুজ বেগ হৈল ক্রোধে যুযুধান।
সন্মুখানে হানিল পানাহিত বিশবান।।[১৪২]
সেজে মাত্যকীর শরে ভেদ হয়া বর্ম্ম।
জন সন্মুখে ক্রোধে পরিল যুব যদুর চর্ম্ম।।
রবরি রবির কিরণ তাত লাগি সেকালত।
পোড়িল মৃত্যুর জিহ্বাবান জেনমত।।
আবেগে ফেলিয়া গাঢ়ে সেজে যদুর খণ্ড।
সেহিকোটে[১৪৩] মাত্যকীর কাটিল রোষক্ষ কোদণ্ড।।
সমর বার্ম্মিক[১৪৪] যুযুধান তাতপর।
লৈল সর্ব্বকাল বিদারণ ধনুশর।।

১০৭(ক) শেষ।

পাদস্তম্ভ প্রতিকাশ সুদীর্ঘ কঠোর।
হেন দুই বাহুবল ধরয়ে তাহার ঘোর।।
সে ধনুক ধরিয়া যবনপতি সব পরে।
জনমন্ত রাজাক ভেদিল মুহূর্ত্তরে।।
পর্ব্বত জেন পর্শ্ব প্রবেশিল বেগে বড়।
বিষবায়ু সেন্তে রাজা হৈল জেন জড়।।
যবের সহিতে যবাযব জেন হৈল।
মুখ চুক ভাবাক জীবো জেন যাত্রা কৈল।।
তবে তার সারথি[১৩৫] বাহু দুইখান।
ছেদিল সাত্যকি খানি অর্দ্ধ চন্দ্র বান।।
সেন্তে দুই বাম বাহু ধনিত বনিত।
পক্ক বিল্ব পর্শ্ব জেন পড়িল বহিত।।
সুন্দর যবন[১৩৬] মুকুল কুণ্ডল সুশোভিত।
চন্দ্রসম শিরো কাটি পাড়িল ভূমীত।।
জনমন্ত কবন্ধ হৈলেন পরচোট।
রথিরে বশ্ভিত তার হৈল হস্তী ঘোট।।
বাহিত হইয়া তাঁর সাত্যকির পরে।
আপনার সেনাক বর্দ্দিয়া আউসরে।।
ত্রাপরয়া পালাইল সেন্তে পক্ষরাজে।
তবে এক নিবাপ ভূপতি রণ মাজে।।
হস্তীর স্কন্ধত আছে করিয়া আস্কোট।
ছেদিল সাত্যকী পরে তার শিরকোট।।
জনমন্ত রাজাক বেশির যমদ্বার।
তোমার সৈন্যত ঘোর হৈল হাহাকার।।

সে কালত সকল তোমার যোদ্ধাগণ।
তয়ে তাসি সেব পরিত্যাগ করি রণ।।
হেন কালে বেগ করি অস্ত্র সমস্থিতে।
দুর্যোধন সেনাপতি[১৪৭] সেনাক রাখিতে।।
সাত্যকীর সমুখ হৈলেন ধনু ধরি।
জেন ডুবা হস্তীক ভেদিল যুদ্ধ করি।।
কৌরব সকল কোপ করি অতিশয়।
সাত্যকীক জাড়া আবরিল সে সময়।।
তবে কুরুবর্গ গুরু দ্রোণের সহিত।
হৈল সাত্যকীর ঘোর যুদ্ধ বিপরীত।।
যুদ্ধে জেন হৈছে দেবাসুরের সমর।
সঞ্জ ক্রম বদতি শুন যুদ্ধ নরেশ্বর।।[১৪৮]
[১৪৯]একেশ্বরে সাত্যকী জুঝিল অনেক।
বরষাত বৃষ্টি জেন হৈল বলাহক।।[১৪৯]
যুধমতে হানি অস্ত্র মহত্তরী শর।
ভেদিলেক দ্রোণ সাত্যকির কলেবর।।
দুর্যোধনে[১৫০] বাণ শর করিল প্রহার।
কম্বু পত্রী নিশ শর বিকর্ণ কুমার।।
সাত্যকীর বামপার্শে ভেদিল সত্বর।
স্তনমধ্যে দুর্শ্মুখে হানিল দশ শর।।
তীব্র আতপরে দুঃশাসনে হানিলেন।
দুই বান মস্তকে হানিল চিত্রসেন।।
শরবৃষ্টি করি দুর্যোধন নররাজ।
পীড়িলেক পরে সাত্যকীর সর্ব্বগাত্র।।

কৌরবের আরো অন্য বড় বড় বীর।
সকলে ভেদিল[১৫১] চতুর্দিগে মাত্যকীর।।
একাকী মাত্যকী তবে সে সব বীরক।
পরে সবু ভেদিলেক দুযকে দুসহ দুযক।।
১০৭ (ঘ) শেষ।

১০৮ (ক)
তিনি পরে ভেদিলেক দুযবে দ্রোণক।
ভেদিলেক পাছে দশপরে দুস্সহক।।
পাছে বিকর্ণক ভেদ করি তুরি পরে।
পাত পরে চিত্রসেন বীরক সত্বরে।।
বার পরে বীর দুর্দ্ধর্ষণ লো পাত্রিল।[১৫২]
আতপরে বিবিৎশতি বীরকো ভেদিল।।
সত্যব্রত বীরক ভেদিয়া[১৫৩] নববাণে।
বিন্দ্যক দশপরে ভেদিল[১৫৪] সম বাণে।।
তবে তব পুত্র দুর্যোধনক নির্দ্দয়।
পরে সবু মাত্যকী ভেদিল অতিশয়।।
দুঃসহ দুর্যোধনের দশব কলেবর।
অনুকালে পাঁড়ে যেন সন্নিপাত জ্বর।।
দুর্যোধন মাত্যকী তাহাত অনমুর।
শর বরষিয়া দুয়োজনে পরস্পর।।
ঘোর যুদ্ধ করিলেক[১৫৫(ক)] দেখিলি সাধ্যত[১৫৫(খ)]।
কুরুরাজ পরে ভেদে হয়া সেবেবাত[১৫৫(গ)]।।
মাত্যকীর ধনুর্গুণ দুখিল বহুতর।
দুযে যেন রকত চন্দন তরুবর।।
তব দুর্যো ভেদ হয়া মাত্যকীর ঘোটে।
স্তম্ভিত লোতা হৈল যেন বড় যুপ পোটে।।

মাহিতে মাতাকী সেকালত তাত পর।
তেদিলেক ধনু কুরু রাজা রাজের হাতর[১৫৬]।।
সেয়ে দুর্যোধন রাজা হয়া ছিল ধনু।
[১৫৭]বহুতর বান জালে তেদিলেক তনু[১৫৭]।।
পরে দুর্যোচ্চান তেজে তেদ যদ্যপি হৈলেক।
তেজো ঁ ছাড় হৈতে মাতাকীক না দিলেক[১৫৮]।।
হেনমতে অন্যদ্যত ধনু ধরি হাতে।
আবরণে একশত পর জুড়ি তাতে।।
সত্বরে তেদিল মাতাকীক কুরু রাজ।
পীড়া পায়া তবেসে মাতাকী মহারাজ।।
[১৫৯]আবরণ বাড়ি[১৫৯] পর করি অতিরেক।
তোমার বুএক বড় পীড়া পীড়িলেক।।
বজ্রাঘাতে পায়া জেন মর্ম্মির হস্তীক।
মহারমাহুতে জেন পিড়িল বাঁশিক।।
রাজার পীড়িত দেখি তব পুত্র জত।
বড় বড় মহারথ পর সেকালত।।
পর বৃষ্টি সবু মাতাকীক ছন্ন হৈল।
মাতাকী বিরের তাত ক্রুতংপ না হৈল।।
একৈক বীরক তদা বীর যুযু বাসে।
সবাকে তেদিল কোপে পক্ষ পক্ষ বানে।।
পুনরপি মাত মাত পরে মহাবীর।
একেশুরে সমস্তরে তেদিল পরীর।।
পুনু দুর্যোধনক ছুরিতে[১৬০]তাত পরে।
বহুদন্ত মাতাকী তেদিল[১৬১]আঠপরে।।

হাতের কার্ম্মুক তবে পরে অনু কাটি।
বনিবন্ধ ব্রহ্মঘোট কেবলা বিপাটি[১৬২]।।
চারিপরে ধ্বাপ তৈল চারিঘোড়া যোড়ার।
যেদিন বুরন্ত পরে সারথিকো তার।।
বর্ম হয়া গায়ে কুরু রাজাকো সন ধানে।
তেদিন সাত্যকী বর্ম্ম তেবি বহুবানে।।
তবে যুযু ধানের সন ধানে দুর্যোধন।
ধ্বতকন্ত হয়া ধানাইল তেজি রণ।।

১০৮(ক) সেষ।

১০৮(খ)

রাযুযুধ হন্তু জেন চন্দ্র গাবাধিবনু।
গায়ে চিত্রসেনের রথত চড়িবনু।।
দেখি জগতের লোক তৈল হাহাকার।
হাহা পর্ব্ব কৃতবর্ম্মা যুদি তা সঙ্গার।।
জাও জাও যুদি সারথিক গাড়ে গালি।
অন্তরে যোড়াক বাহ বোলে বলশালী[১৬৩]।।
সারথিক এহি যুদি বলুক কম্পাই।
যবাত সাত্যকী আগে তথা সেষ নাই।।
যদ জেন যুদ দেখি বেগি[১৬৪] আনিবনু।
দেখিয়া সাত্যকী সারথিক যুদিবনু।।
সেষ কৃতবর্ম্মা আগে পচন্ত হুজারেক প্রভাব।
মোক বদ্ধা এহেক তাহার আগে জাব।।
মুনিঞা সারথি বাহি রথের যোড়াক।
কৃতবর্ম্মা বীরের সম্মুখ তৈল তাক।।
কোপে অগ্নি-প্রায় প্রজ্বলিত দুযোজন।
একত্র হইল জেন দ্বিতীয় বারন।।

তবে সাত্যকীর কৃতবর্ম্মা মহাবীর।
ছয়শরে কুড়িশরে ভেদিল শরীর।।
আরো সাতশরে কৃতবর্ম্মা নরবর।
ভেদিলন্ত সাত্যকীর সারথির কায়।।
পুনু দুইশরিয়া আরো পঞ্চচারি শোটে।
চারিয়ো ঘোড়াক তাড়িলন্ত[১৬৫] বড় চোটে।।
এ দুকারে দুক দুই দুষ্ট মহাবল টানি।
দুহু দুঅ[১৬৬] পরদুষি হৈল[১৬৭] মহাবানি।।
হেন দেখি রুষিল সাত্যকী মহারথ।
আর অর্দ্ধচন্দ্র দেখিবাক মহোরথ।।
কৃতবর্ম্মা ধনি তাত পথ নিরোধিল।
আপনার বারি তার শরীর ভেদিল।।
সেহে পর অস্ত্রের গায়া তবে বাঁধা।
পরবরি কৃতবর্ম্মা কম্পিলন্ত ধনা।।
কম্পে যথা বাতে বিদুর্ণিত তরুবর।
তুষীকম্পে কম্পে হেন মহা মহীধর।।
সাতশরে[১৬৯] শরীর ভেদিল[১৭০] সারথির।
অপর ত্রিসপ্তী পর হানি মহাবীর।।
চারিয়ো ঘোড়াক [১৭১]তার তাড়িল সেকালে[১৭২]।
পুনরপি সুবর্ণ পুংখিয়া পর জালে।
যমদণ্ড চণ্ডপর সেহে পরে বিপরীত।
কবচক ভেদ হয়া রুধিরে লিপ্তিত্ত নিশিত।।
বৃষিবীত পড়িল ভেদিয়া[১৭৩] কলেবর।
যেন ভেদি শৈল হেন রম্ভী আদিতার।।

সাত্যকীর শরে বড় বীড়ি[১৭১] পায়া তবে।
বিষ বাণে ধনুগুণ ছাড়ি [১৭২] রাজা সবে[১৭২]।।
অচেতনে রথত পড়িল তোজ রায়।
সাত্যকী অলোত হয়া সেবেনা নিনায়।।
সকল সৈন্যক তেদি সবার আগত।
চলিল নির্ভয় বড় সিংহ জেন মত।।
চেতন লভিয়া কৃত বর্ম্মা মহাসুর।
দেখিল সাত্যকী চলি গেল বহুদুর।।
পাপ ভব ভবিষ্য তৈল স্মরত আনিয়া।
এ ভাবিয়া সাত্যকীক মা গেল বেদিয়া।।
রহিল [১৭৩]তথাতে সেহি[১৭৩] ক্ষত্রিয়র কার্য্য।
মঞ্চ ভঙ্গ বদতি রাজা তবে দ্রোনাচার্য্য।।
১০৮৫৭)শেষ।
১০৯(ক)

সাত্যকি বিকল তৈল সকল সেনাক।
পরমুস্টি করি যুদ্ধ বেদি গেল তাক।।
দ্রোণ সাত্যকীর তবে বিদিল সমর।
যুদ্ধে দেবাসুরে জেন যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।।
সবে সৈন্য নিরেখি রহিল বিদ্যমান।
স্তব্ধ তৈল নিষ্কল সাগর জে বন যান।।
চৌকারে সব ভলাকার করি ধনুবান।
দ্রোণে তিন বান তবে করিল সন্ধান।।
সাত্যকীর ললাটে কুটাব্য[১৭৪] বড় টানে।
পোতিল সাত্যকী ধরি সেজে তিন বানে।।
তিন্নি কৃত্ত যুদ্ধত পর্ব্বত জে কুলার।
আর পরজ্ঞ তা যুদ্ধ দ্রোন ধুমর্দ্ধার।।

ইন্দ্রের বজ্রের শব্দ যুগ শব্দ আর।
হেন মত কত শর ফেলিল দুর্জ্জয়।।
দ্রোণপুত্র শরক মাত্যকী তাত শরে।
ফেলিল একৈক শর দুই দুই শরে।।
হেনমত অস্ত্রের লাঘব মাত্যকীর।
নিরেখিয়া হাস্য করি বুলু দ্রোণ বীর।।
সত্বরে বিংশতি শর যুড়ি অদ্ভুত।
মাত্যকীক ভেদিলেক তনুত্রাণ যুত।।
অপর পঞ্চ দশ শর করিল প্রহার।
কে সহে মাত্যকী বিনে বেদনা তাহার।।
মাত্যকীর লাঘবত করিয়া আবেষ।
আপনার লাঘবক দেখায় বিশেষ।।
ত্রিনু হস্তু পর্যন্তচয় চলে জেন মত।
দ্রোণ রথ হস্তু পর নিস্পন্দে তদ্ গত।।
হেন দেখি সবর চতুর যুযুধান।
ধনুর লাঘব কৈল লাঘব সমান।।
দ্রোণের রথক হস্তু কৈল পর জালে।।
পর্বতক পুষ্প জেন কৈল মেঘজালে।।
দ্রোণ মাত্যকির পর লাঘব সে চাহি।
দেখিলি সেকালে কেহো ন্যূনাধিক নাহি।।
এ প্রকারে পরস্পরে করিয়া সবর।
কতোক্ষণে রহিলন্তু দুহো নরবর[১৭৫]।।
দ্রোণক মাত্যকী তবে নত পর্ব্ব পরে।
যুদ্ধ করি ভেদিলেক সে ঘোর সমরে।।

যুদ্ধকো ভেদিব তীব্র শর শরের প্রহারে।
[১৭৬]মাতঙ্গরে মারণিক ভেদিব তাহারে।।[১৭৬]
তবে যুযুধানের নখর এ বন্ধন।
দেখি দ্রোণে তাক ভেদিলেক মাতবান।।
চারিয়ো ঘোড়াক ভেদি তিনি তিনি শরে।
একশরে যুদ্ধকো ভেদিব অনুরে।।
তাত পাছে হানি ভল্লনাথ একবান।
মাতাকীর হাতের কাটিব ধনুখান।।
তবে যুযুধান রোষে কম্পবান তনু।
আহাড়িয়া ফেলাবা হাতের কাটা ধনু।।
রথ হন্তে মোর গদা গোট এক ধরি।
দেখ মৈ দ্রোণের রথক নষ্ট করি।।
১০৯(ক)দেব।
১০৯(খ)
পরে পনু দ্রোণে তাক নিবারিল্লি মৈল।
দেখিয়া মাতাকি তবে অন্য ধনু নৈল।।
খানাবীত পরে সনু ভেদিব দ্রোণক।
ঘোর সিংহনাদ কৈল ভয়ানক।।
সেজে সিংহনদক না গনি গণনাত।
মোর শক্তি দ্রোণে তুমি নৈল নিবেদাত।।
মাতাকীর রথক করিয়া নষ্ট তবে।
ভেদিলেক শক্তি দ্রোণে গহ্নের গরবে।।
মাতাকির রথক ভেট্টিয়া সে শকতি।
ভুমিত পড়িয়া জরিবাক নৈল অতি।।
রোষেত যুযুধান ধনু ধরি তাত পরে।
দ্বিজরাজ দ্রোণক বিন্ধিল[১৭৭] বহুপরে।।

বিন্ধা গায়া ক্রোধে হানি অর্দ্ধ চন্দ্র বান।
[১৭৮]কবচ ভেদিয়া শোনিতক পৈল গান[১৭৮]।।
যদ্যপি সে ঘোর পরে ভেদয়ে ভেদ হৈল কর্ম্ম।
ভেদেঁা বাজ্ঞ হৈল রথি সারথির কর্ম্ম।।
পরবুদ্ধি হৈল ঘোর শোণক অবরে।
একবান হানি আরো তাত অনুরে।
ভেদ করি আচার্য্যের সারথি খোটক।
ভূমিত পড়িল জেন বাতাসে ভূরুক।।
আরতারি ক্রোধ শালি বন ধনো কাটি আর পরে ধনু।
চারিয়ো ঘোড়াক রথ হন্তে বেদিলিনু।।
হত হৈল সারথি ক্রোপের রথখানে।
যাহক বিহিলে ঘোড়া তাবে সেহিস্থানে।।
[১৭৯]ক্রোপ সমে ভূমিত যখ ভয়াকারে রবে।
পালাবার ঘোড়া সকলক তার সবে[১৭৯]।।
রাজা রাজপুত্র অনাবীর যত আছে।
এর এর ঘোড়াক বুলিয়া তাত পাছে।।
সাত্যকীক ছেড়িয়া ক্রোপের ঠাই গৈল।
তা সমুক সাত্যকী পীড়িত করে হৈল।।
পীড়িত তাবাক দেখি হয়া বিথাতুর।
পুনু পালাবৈল ভূত্ত [illegible] কটক বিপুল।।
তবে ক্রোপ পুনু ব্যূহদ্বার চলি গেল।
যুগান্তের সূর্য্য জেন ব্যূহ রাখি বৈল।।
সঞ্জ জয় বলতি পুন নৃপতি তিনক।
তবে ক্রোপ কৃতবর্ম্মা আদি সকলক।।

তিনিঞাঁ সাত্যকী সারথিক আপনার।
১৮০কহিলন্থ সাত্যকী কথার তন্থসার।।[১৮০]
এসব পন্থক পার্থে দলি গেছে চলি।
তুমি আমি জন্মের নিবিড় মায়বৈরী।।
১০৯(খ) শেষ।
১১০ (ক)
এ বুলিয়া পরবুদ্ধি করি বীর বাহু।
যাৎস্ব প্রত্যাঘাত গেল পক্ষী জেন যাহু।।
সেজে সাত্য কিক নিবারিতে সেকালত।
তোমার একএ বঞ্চে বীরে ন হৈল সকত।।
তদি মুদর্শন নাম রাজা সবরত।
তাঞ জাঞা নিবারিল সাত্যকীর পথ।।
পাছে মুদর্শন[১৮১]যুদ্ধ হৈল সে দুহার।
যুদ্ধে রুদ্র বাসবের যুদ্ধ জে প্রকার।।
তবে তীব পরে সনু সাত্যকীক রণে।
ভেদিবাক লেখিল নৃপতি মুদর্শনে।।
সে সকল পর নাহি আসিতে সংগ্রামে।
তবে ক্রুদ্ধ মুদর্শনকো সাত্যকী বীরবর।
[১৮২]বধিবাক প্রতি প্রহারিল জেজে পর[১৮২]।।
মুদর্শন রাজাও হানিঞাঁ তাক বান।
কাটিয়া পাড়িল কলি দুই তিনি বান।।
পুনু পর কৈল মুদর্শন রাজা বড় দে।
শিংহক বিক্রম জেন দেখাইল মাতঙ্গে।।
পুনরপি হানি অস্ত্র কল্প তিনি বানে।
সাত্যকীর কবচ[১৮৩]ভেদিল বড় টানে।।

দুর্বাসার বেগে জাদবের কলেবরে।
সেহি পরভাত দুস্বরষি চারি পরে।।
চারিযোষ্টক দুষ্ট করিল দুবার।
মাত্যকীক আবির্ভূত হৈল এ দুকার।।
বেগধারী মাত্যকীএ ন সহিল তাক।
বারিনেক পরে সুদর্শনের যোড়াক।।
বজ্রে জেন ভাংগিল গিরির চারি দৃংগ।
দেহি কৌরবের দুর হৈল রন রংগ।।
ঘোর নাদ করি পাদে দুরজ্জজ্জ দুচণ্ড দুভাবে।।
সমর নীতায় ভঙ্গনাদ পরযাবে।।
সেজে সুদর্শনের জে সারথির শির।
তালকল প্রায় কাটি পারিলেক বীর।।
তাত পাদে দুর দুপরে বারি চোট।
সুদর্শন রাজার কাটিযা শির যোট।।
বলনাদ দৈত্যের শিরক মকুণ্ড ভঙ্গে।
যৈন দ্রু জেন কাটি পাড়িলেক ভূমণ্ড ভরে।।
এহিমতে রাজা রাজপুত্র অনংখ্যাত।
মহারাজা দিকেরো করিয়া কম্পু পাত।
অন্য সৈন্য সকলকো সমরে সংহারি।
অর্জুনের ঠাই গেল নৃত্য জেন করি।।
জয় জয় গোপনারায়ণ মহীযান।
সর্ব্বজন জনের বন্ধু দুর্যানের কাল।
তা পাজা পরমানে দ্বিজ কবিরাজ।
পদতলে হরিবোল সকলে সমাজ।।

(দীর্ঘ ছন্দ)

সঙ্গে অন্ত্র বহুতর কত যুদ্ধযানে সে সবার
বুঝায়া আপন আরথিক।
আজি তবু প্রসাদত দ্রোন সৈন্য সমুদ্রত
তরিলো বিজয়ে ইদানীক।।
বড় বীর হৈছে যৎসত্রাস্ত গদা ঘোর গ্রাহযুত[১৮৪]
চক্রধার চর্ম্মে কর্ম্মময়।
ধনুর চাপর ঢেপ পতাকা বলাকা জেন
পরিপূর্ণ বুধিরে কদর্দ্দয়।।[১৮৫]
১১০(ক)
১১০(খ)
শর পঙ্ক্তি ধনুচয় উর্ম্মি জেন [১৮৬]বুলাযুত
[১৮৭]অসুরথ জনের মাতংগ[১৮৭]।
ইহাক তরিয়া রণে আমিলো তোমার সনে
নহিয়া বিজয় রথরংগ।।
জয়সন্ন নৃপবর তাকো নিলো যমঘর
সৈন্যকো জিনিঞ[১৮৮]আমো তার।
সুদর্শন মহাসুর সেও গেল যমপুর
সৈন্য নষ্ট হৈল সে রাজার।।
এজে সৈন্য জতরায় সবে অল্প মহীত্রায়
ইহাক ভাবিব কোন কথা।
হেন যানো পরবার্থ হাতে শ্রমে নাথ পাইল পার্থ
বাহিক যোদ্ধাক তুমি তথা।
এজে কুরু সৈন্য মোর দেখিয়া আরথি মোর
ভয়যান্ন না লাগে মনত।
ভীষ্ম মোর পাশ্ব ভবত অনুগ্রহ[১৮৯]জেন মত
দেবোক সকলে সমরত।।

মহারাজগণ মহারথ নিরোধিয়া[১১০] আছে পথ
সেথ আজি বিজয়ে বধিব।[১১১]
মোর চণ্ড প্রতাপত জে সকল অমরত
সে সমরমহ সব সৈন্যক বেদাইব।।
মারষি মোমনু নাথ কে যুঝে তোমার সাথ
[১১২]দুর হৈব মোহোর বিক্রম।[১১২]
যথা আজ্ঞা কর স্বামী তথা রথ বাহো আমি
গার্বে মনে হৌক মহাযয়।।
রাজাক সঞ্চ হুয় তবে কহিবনু সগৌরবে
মাত্যকী কহিব যদি হেন।
বিস্মিত মারষি তারে বাসুদেবে চমৎকারে[১১৩]
চারিও যোড়াক বাহিলেন।।
মহাত রবনগণে আছমু যুদ্ধ মনে
তথা মাত্যকীক প্রবেশান্য।
তবে সে রবন চয় পরমুহি অতিসয়
ক্রোধ করি মাত্যকীক ধান্য।।
মাত্যকী সন্তত পর্থ পরে মরমাহা পর্থ
সে সকল হেদিন নীলায়।
রুন্ধমণ্ড মানাবিত [১১৪]রুধ্রপঙ্কে তপ্ত হুত[১১৪]
হেন পর হানি কতবার।।
কম্বুর্গ নারায়ন রূপ গোপনারায়ন রূপ
পুজা পানন তত্পর।
বন্ধুক পুষ্পবর প্রতাপক[১১৫] প্রতাপর
[১১৬]জেন রাব রঘুর কুলের।।[১১৬]

কর্ণাট মুসুব প্রতি ১১৬ কর্ণাট বিরচিত[১১৭]

সৈব পাত্র সৈক্য বত প্রীত।
তার আজ্ঞা পরমানে দ্বিজ কবিরাজ ভনে
পত্ত করত সমর্পিয়া চিত্ত।।

সেজে জবনের কারো হয় পদ বির।
তারকন প্রায় কাটি পাড়িলেক বির।।
কতকের লোহবস্ত্র কবচ ভেদিয়া।
তুরীত পড়িল পর পরীর পানিয়া[১১৮]।।
দুই চোটে ক্ষেত্রপণ অবংপাত।
প্রাণ পরিহরি ক্ষিতিবীত সৈন পাত।।
পাছে পাছ হয়পাত প্রাজ্ঞ আতপর হ বাকে।
কিরাত কাপুঁত্র মত জবন সেনাকে।।

১১০(ক) সে

১১১(ক)

সবাকে মাতাকি একাকিএ বিপাতিব।
জেন মহাবায়ু বৃক্ষ সমুহ ভাংগিল।।
রনভুমি ঢাকি তারা পড়ি পড়ি সৈন।
যাংস ভেদে মকর্দ্দমা বসুমতি সৈন।।
হয় হস্তি রথি বথি বসুমতি থান।
করিবনু অবয়ব মুর্দ্দায় মুসুথান।।
অবছিন্ন কতো পুটী প্রাণ লয়া রাগে।
ঐ রহিতে না পারি পালাইল মনোদিগে।।
পক জবনাদিক বেদায়া তাতপর।
জাব জাব মারথিক বোলে বীরবর।।
সমুখ না হৈব কেহো তব[১১৯] সেনাগণ।
দেখি পুজিলেক তাক গন ধুর্দ্ধ চারন।।

সন্ধ্যা হল যু করনু নৃপতিক সম্বোধিয়া।
সাত্যকীও তোমার সৈন্যের যত্ন দিয়া।।
তিনি ভ্রাতাদিক অর্জুন যথা আছে।
যুদ্ধযজ্ঞে জেন ব্যাঘ্রপোট্ট যেন গাছে।।

তমু সৈন্য যত্নত সেবেন্দ্র যুদ্ধ বরিষ।
গোযুগ যত্নত জেন যুবেষিব বৃষ।।
ধনুক কম্পাড়া সেন বিস্যত পরাস্থ।
দেখি তাক ত্রাসবে মহারথ ভয়রাস্থ।।

রাজা দুর্যোধন দুঃশাসন চিত্রসেন।
বিবিংশতি বকুনি দুস্সহ দুর্ম্মষণ।।
আরোবা কতেক বেড়ি করিল আন চুয়ান।
পর্ব্বু সমুদ্রেত জেন সাগর কল্লোল।।

সে সব সমুহ দৈন দেখি যুদ্ধুবান।
হাসি সারথিক বুলিলনু বিদ্যুবান।।
রথমোরে মনোদিগে করি আন চুয়াসিত।
বীর বর্ম্ম গজবাজি পদাতি সহিত।।

কম্পাড়া বুধিবী দিগ সাগর আকাশ।
মহরক সমুহে আসনু মোর পাশ।।
নিবারো ইহাক রথবান বাহ বীরে।
সমুদ্রক বারে বুর্ম্মিবাত জেন তীরে।।

জেন দ্রোহ বিএন্দ্র ন্যায় করিবোঁ বিএন্দ্র।
সবে করি তাপিত করুহ মৈবো ধ্বন।।
সহস্রেক সহস্রেক হয় হস্তী পদাতিক।
দেখি থাক যমো আর রবি সারথিক।।

এ বুলিতে সাত্যকীক চতুরংগ সনে।
যার বল কাট্ট বুলি বেড়িল সকলে।।
তবে সেহে সেনার যুঝার তিনিশত।
পালাইত সাত্যকী কৈল হত।।

চারিশত হস্তীর করিল সংহার।
সাত্যকীর সঙ্গে তবে সে সব সেনার।।
বিবিধ সমর সেবানুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে জেন।
সে সকল সৈন্য সাত্যকি বেড়িলেন।।
অস্ত্রিসব পরক আকর্ণ পুরি হানি।
বধিল সাত্যকী বহু তোমার বাহিনি।।
আশ্চর্য্য দেখিনি মহারাজ এক কথা।
সাত্যকীর বানিকো না হৈল পর ব্যথা।।

১১১(ক) শেষ।

১১১(খ)

আর্ত্ত হয়া ভঙ্গে তব সেনা ডুবিলেন।
বাণের তন্ত্রত ডুবে যোধুব জেহেন।।
জেহুপ অর্জুন নাহি করি জায় রণ।
সে করিল সাত্যকী [২০২]সেবিল কুরুগন[২০২]।।
সাত্যকীর সারীথক তবে সে সমর্থ।
তিনি বাজে দুর্য্যোধনে ভেদিল দুদয়।।
চারিশর ভেদিলেক যোড়াক সন্ধানে।
সাত্যকীক পুনু ভেদিলেক তিনি বানে।।
হানিল যোড়শ পর ক্রোধে দুঃশাসনে।
পক পর পকুনি হানিল কোপমনে।।
দুস্সহে দুস্সহ পক দশ পর হানি।
সাত্যকী বীরক ভেদিলনু মহাবানি।।
পর বিদ্ধ হাসি হাসি বীর যুযুধান।
সবাক ভেদিল হানি তিনি তিনি বান।
সমস্ত পক্ষক পরে ভেদ্ধ করি অতি।
সুন পক্ষী যেহ্ন জেন রনে হৈল গতি।।

গাঢ়ে ধনুবান পরে হেনি পরুমির।
তিনি শর হানি [২০৩]দুর্যোধন নৃপতির[২০৩]।।
দুসন্ত ভেদিয়া হানি একশত শর।
চিত্রসেন বীরের ভেদিল কলেবর।।
দুস্সহেক দশ দুঃশাসনক বিংশতি।
সবাক ভেদিল এ প্রকারে দুতি দুতি।।
তর[২০৪]শ্যান সৌবল তাহাত অনন্তরে।
সাত্যকিক কোপে শনু ভেদি আঠ পরে।।
পুনরপি হানিল অপর পঞ্চ শর।
বারশরে দুর্ম্মুখ ভেদিল দুহুতর।।
দুস্সহে বিংশত দুঃশাসনে দশবান।
রাজা দুর্যোধনে হয়া কোপে কম্পবান।।
তেহত্তরী শরে ভেদিলন্ত সাত্যকীক।
আরো তিনি শরে ভেদিলন্ত সারথিক।।
অতিসত্ত্ব রূপে[২০৫]তা সত্যক তাতপরে।
ভেদিল সাত্যকী পঞ্চ পঞ্চ শরে।।
তোমার পুত্রের সারথির দেবেনাত।
ভল্লবানে সাত্যকী করিল কম্পমাত।।
রথহন্তে সারথি ধরিল পড়ি ভবে।
ঘোড়াদ্বে পালায়া নিল নৃপতির তবে।।
রাজার এ রূপ তৎপ দেখিয়া তখন।
চৌদিকে ভাগিল অন্যতর[২০৬]পুত্রগণ।।
রূপ পুত্রর পরভূমি করি দেখি তাক।
দেখিল সাত্যকী রাজা তোমার সমাক।।

পার্থের বচন [২০৭]যাহে করিব প্রয়াণ।
সেহি মর্ত্তলোকে পুনঃসিন্ন ভগবান।।
সঞ্জ ভুবন ভূমণ্ডলে প্রভাষ ভূমে পুনর্ব্বার।
সাত্যকী বর্ণিয়া আছে সেনাক আধার।।
অন্ত ভূর্জ্জন মনুষ কর্ম্ম তাকো। হৈল ভবে।
কি করিব মোহোর নিষ্ঠুর ভূমি পুত্র সবে।।
পরাজিত হয়া ধৈর্য্য ধরি হৈল রণে।
সাত্যকীহো তারা জিয়া থাকিতে কেমনে।।
১১১(খ) শেষ।
১১২(ক)

অনেক এহে অতিশয় করি হৈব।
জানিল পুএকো সৈন্য বিপরিত হৈল।।
এ মোর বিপুল সৈন্য মমুদ্রুক মমুদ্রোত যিক।
রণে না টিকিবেক আজো [২০৮] এবে সাত্যকীক।।
পাণ্ডব সকলো রহন্তোক অতঃপর।
কাহো যুযু পানের না হৈব সমসর [২০৯]।।
যুদ্ধ এত দুর্ম্মদ দ্রোণ আদিক আছন্তায়ে থাকোতে।
জেন পশুপাকক জিনিব সিংহগোটে।।
কৃতবর্ম্মা আদি মহারথি যিমি তাক।
ন হৈব সকত কোনো জনে জিনিবাক।।
জে প্রকার কর্ম্ম তাকে করিলনু তথা।
মোর পুত্র সকলক জিনিব সর্ব্বথা।।
হেনরূপ কর্ম্ম অর্জুনেও আদি করে।
সঞ্জ ভুবু বদতি রাজা সুন তাতপরে।।
তোমার পুত্রের হয়া মহাত্ত ভবন।
[২১০]সমর ভুবর্ত্তিন মৎসমুকগণ।।[২১০]

দুর্যোধন আদি তিনি হাজার কুমার।
হস্তীত চড়িয়া বেদি সেন পুনর্বার।।
বাহুলীক কাম্বোজ শক যবনাদি যত।
কুকিন্দ যবন দুর্গ পার্বতিক রাজা কত।।
ধরিয়া বৈপাচ পিনা বাদ্য মাত্যকীক।
মরত মযুর জেন ডুবনু অন্বিক।।
রাজপুত্র দুঃশাষন তাত অননুর।
একাদশ শত রথ সহস্রাশ্ব সহস্র তুরঙ্গ তুরঙ্গ।।
দ্বিতীয় হাজার ঘোড়া নানাবিধ আর।
এসব সহিতে পর চৈল বারাশার।।
অনেক পদাতি যাইল তার নাহি ওর।
সিনাবুহি কতবা করিল আরো ঘোর।।
এ দুকারে সবস্তক করিল প্রেরণ[২১১]
মাত্যকীর পথ নিরোধিল দুঃশাষন।।
মাত্যকীর অদ্ভুত চরিত্র সেকালত।
নিরেখিলি সম্মুখ না হৈল সিংহবত।।
একেশুরে ডুকিল সীনাএ অনেক।
সে সকল নর রথ পদাতি[২১২]ঘোটক।।
বাহুত বাহুত অসংখ্যাত দস্যুগন।
সবস্তকে মারি নিল যমের ভবন[২১৩]।।
তবে ভগ্ন রথ ধরা যাতংগ তথাত।
মৃতক পদাতি ভগ্নভুজ অসংখ্যাত।।
বিচিত্র কবচ ধনু চর্ম্ম ধরা পাত।
রুধিরে রঞ্জিত বস্ত্র সব সেবেনাত।।

পঞ্চি পঞ্চি রণীর রৈন হস্তীগণ কতশত।
তার জন দুই সুপ্রতিক বামন কুলত।।
মহাপদ্ম ঐরাবত বামনের[২১৪]কুলে।
উপজিলে কতহস্তী সে সবো সমরে।।
পর্ব্বত পরায় পঞ্চি পঞ্চি রহিলেক।
নানা সেনোদ্ভব আরো পদাতি অনেক।।
কাম্বোজ বাহ্লীক সেনোদ্ভব বলোরথ।
পঞ্চি পঞ্চি রৈল যোদ্ধা উত্তম উত্তম।।
পতে পতে সহস্রেক সহস্রেক ধরিলনু।
রণভূমি সোভা কৈল সে সকলে মনু।।
পরত কানত জেন নির্ম্মল আকাশ।
দুরদগে মনু করিলনু পরকাশ।।

১১২(ক) শেষ।

১১২(খ)

প্রাগলয়া কত সেনা পালায় তখন।
কতেক করিক ন সেখিয়া দুঃশাসন।।
বুলিলনু সুনরে তখন অন্ত গণ।
কি যুদ্ধ করেন তোরা হৈও নিবর্ত্তন।।
তোরা সব ধরিলেক হৈবেক কোন গুণ।
তবে জে সকল বিনা যুদ্ধত নিপুন।।
থাকি মনু[২১৫] পার্থিক দন্য সকলক।
বিনাযুদ্ধ বিসারদ কৌরব বর্গক।।
বুলিলনু তোরা সেনো[২১৬] ন করিবা ভয়।
বিনা যুদ্ধ জানিবা সাত্যকী না জানয়।।
মুনি বিনাযোধি পার্থিক রাজাগণ।
হস্তি বিরথাস্ত বিনা[২১৭]ধরিয়া তখন[২১৭]।।

যারা রহিলনু তারা সাত্যকীর পাশে।
অন্যবীর ছাড়া তবু যুদ্ধের আশ্বাসে।।
স্থূল শিলা বরিষিল মহাতেজ কর।
মত্তুরে সাত্যকী তবে হানি শিলাশর।।
সেজে শিলাবৃষ্টি কাটি চূর্ণ করিলেক।
যদুসেনা মাঝি হাহাকার করালোক।।
শিলা তুলিয়াছে কতো বীর বীর্যবান।
পক্ক ফল বীরের তথা বাদুক সেখিন।।
শিলা ধারি আরো দশ পতেক বীরর।
[২১৮]শিলাসনে ভূমিত পাড়িল কাটি কর[২১৮]।।
আরো দশ হাজার বীরের বাহুদণ্ড।
শিলা মর্দনিতে সেহি পাড়িল প্রচণ্ড।।
শিলা যোগিবর্ষেক বধিল এ যুদ্ধারেx প্রকার।
ভুঞ্জা সৈন্য সৈন্যে হৈসেন আনন্দ হাহাকার।।
মুনি সারথিকে বোলে ক্রোধ সেনাপতি।
সেথ কালপ্রায় সাক্ষ কীর রণপতি।।
সৈন্যক বিদীর্ণ করি বাণে বিনাসন্ত।
যেন তিমিরক রবি কিরণে নাসন্ত।।
এতেকে যথাত সৈন্য আর্তরাব করে।
নত্তা জাও রথ মোর তথাক মত্তুরে।।
সারথি বোলনু সেজে সৈন্য ভাঙ্গে যথা।
আনিজ্ঞা আবেশে পার্থ[২১৯]থাক ন তোমাক নাশি এথা।।
সাত্যকীও তথা হন্তে দুর সেন রবি।
এতেক নির্মুক্ত[২২০] এক কর মহাবলি।।

এবাত থাকিবা কিবা আসিবা বথাক।
হেন মত মারবি কহিল ভূমি তাক।।
তবে সবে সৈন্য রাজা স্কোণ যথা আছে।
ভীত হয়া তাত পাসে হৈন আয়া পাছে।।
দেখি সেহি দুঃশাসনো সৈন সেহি ঠাই।
দেখি বুদ্ধ স্কোণে বুলিলন্থ তাক চাই।।
রাজার কুপন কহিয়োক দুঃশাসন।
কিমক পালায় এরে মহারথিগণ।।
অদ্যদুখ রাজা জিথা আছে কিবা নাই।
তুমি রাজ কুমার রাজার আগো তাই।।
মহারথ যুবরাজ পদক পাইছ।
তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদিক এমত বুলিছ।।
দাসী হৈবো তুক্তি তোক জিনিবো যুদ্ধত।
তোর পক্ষ পতি হৈল নপুংসক বত।।
নাহি হেন জানি পরিহর তা সভাঁক।
মোহোর জেষ্ঠের বস্ত্রহারী থাক।।

১১২(খ) শেষ।

১১৩(ক)

সে তুমি তখন পালাএন কিকরণে।
যুদ্ধ ছাড়া পাপ তুক পাক নিক আজি রণে।।
এমতে সাত্যকি তাহার সঙ্গে করি বৈর ভাব।
একে সাতাকীত হেনে তখন পালাব।।
পূর্ব্বে পন করি জেবা অস্ত্র আনাবেলা।
সর্ব্ব সব বান[২২১] আছে তাক না ভাবিলা[২২২]।।
করিলা কপট পারিসেন জত বাব।
কিকি তেক পাছ না চাহিছা মহাকায়।।

পাণ্ডবক অস্ত্রিত্ব বুলিবা জতবার।
বন্দিবে দ্রৌপদী আর জত [illegible] দুঃখভার।।
অবশ্যতরে দুঃশাসন তুমি সে নিদান।
এবে কথা সেব তোর[২২৩] মর্ম অভিমান।।
সে তোর গর্জন কথা সেন বৃকোদর[২২৪]।
পার্থক করাঞা কোপ কথাক পালাব[২২৫]।।
রাজা রণ করে কিনা পড়ে এহে ভয়।
আজি যুবারাজ অনুশোচ পরিচয়।।
অবিলম্বে তা সমুহ সৈন্যক সংহার।
আপনার বিদীর্ণ সৈন্যক রক্ষা কর।।
সে সকল ছাড়িয়া পড়ুক মিথ্যা দুঃখ।
সৈন্যর নায়ক হয়া আসিলা[২২৬] বিতৎখ।।
তুহ্মি জনি পালাইবো হে রহিব আর।
এতেকে[২২৭] উচিত নহে পালান তোমার।।
আজি কি কারণে বাপু একা সাত্যকীত।
পালাবার বুদ্ধি তোর হৈল উপস্থীত।।
আরো জেবা[২২৮] ভীষ অর্জুনক নিক্ষেবিবেক।
[২২৯]পর মর্গে সংশিবেক সেবা কি করিবো[২২৯]।।
হেঁ সেবিল আজি তুহ্মি সাত্যকীর স্থান।
তাঁক নহে অর্জুনের মরের সমান।।
পালাবাক বুদ্ধি তোর বুদ্ধি হৈল জবে।
অর্জুনের বানে তেন নাহি হৈতে তাবে।।
তোর সত তাই বার নাহি জায় জাবে।
পণ্ডব সহিতে সমরক সমতাক করা তাবে।।

যুধিষ্ঠির সমান করিয়া বিবর্তন।
তাঁহার পুর্ব্বে যে বুঝিবে তাঁর মরণ।।
বিতাবহ হয়া তাঁর বুঝিবে দুর্বৃত।
অন্যে পাণ্ডব পক্ষ তাই সমরত।।
এতেকে তাহার সঙ্গে [২৩০]কর সমতাক।
তবুজ্যেষ্ঠ দুর্যোধনে না বুঝিব তাক।।
যুদ্ধকে করিব যার সেজে বহাবলি।
এতেকে সাত্যকী যথা তথা জাও চলি।।
তোক না দেখিলে পুনু এজে সৈন্যচয়।
সকলে পানাইব কোন নাহিকে সংশয়।।
দ্রোণে এ বুঝিজা দুষ্ট পুত্র দুঃশাসন।
যুধিষ্ঠির ও না বুঝিব অসম্ভোষ মন।।
যথা অগ্নি বর্ত্তি[২৩১]স্নেহে পূর্ণ অবস্থিত।
যুধনু সাত্যকী তথা হৈব উপস্থিত।।
ধর্ম্মভেদ দ্রোণের বচনে পায়া লাজ।
জেন যুথরাজাক ভেটিব গজরাজ।।

১১৩(ক) শেষ।

১১৩ (খ)

স্নেহপূর্ণ মনে[২৩২]হয়া একত্র তখন।
অপযানে সনু সাত্যকীক দিল রণ।।
এথা তবে পুনু দ্রোণ সেনাপতি পায়া।
পাণ্ডব পাক ার উজ্জ্বল সৈন্যে , প্রবেশিল জায়া।।
পতে পতে সহস্রেও সহস্রেও ভুকারক।
যারি বেদাবিল জেন গিরে মুগারক।।
তবে পুনু বেলেতেক করিল বিস্তার।
পুনু পাণ্ডু পাক ার করিল সংহার।।

তবে বীরকেতু পাক ঘরের পুত্র এক।
দ্রোণক সমত পর্ব্ব পরে ভেদিলেক।।
দুজনো ভেদিল দুবারিহা একপর।
পাতমরে সারীনজা ভেদিল অপার।।
অদ ভুত দেখিনী যবারায় সেনাবত।
দ্রোণে পাকালক নাদি করে ভেদবত।।
পরে বিরি জে[২৩৩]করিল পাক ঘরে দ্রোণক।
মাথিবাক নাদি ধর্ম্মরাজের জয়ক।।
সে সব সৈন্যক দ্রোণ পরে বিনাশিল।
প্রচণ্ড পবনে জেন মেঘক খণ্ডিল।।
পাছে সুর্য্য সংকাশ প্রকাশি[২৩৪]পর এক।
বীরকেতু বীরক বিদীর্ন করিলেক।।
[২৩৫]পড়ি পরে সেন্ত্রে লোডে[২৩৫] ঘুরিয়ে দেখিত।
হৈমেন বংশন[২৩৬] জেন ভুমিত উদিত।।
রথ এড়ি বীরকেতু পড়িল তথাত।
সৈব হন্তু হৈমেন চম্পক জেন পাত।।
মরিবার দেখি তবে সে রাজপুত্রক।
পাক ঘর সকল লোপে ধাইল[২৩৭] দ্রোণক।।
ভাইর মরণে দুঃখিত বিশাল।
চিত্রকেতু চিত্রবর্ম্মা মুখন্ত্রা সেকাল।।
চিত্ররথ কুধারো দ্রোণক আবরিল।
বরমার দেখনাত পর বরষিল।।
তাক দেখি গুরুদ্রোণ সমর চতুর।
পর করি তাদার পরক করি দুর।।

সে কারণ জে সোই করিতে লাগে রণে।
যুদ্ধ হয়া তাক না জানয় কোনো জনে।।
তবে তা সমুখ হোণ সমরে প্রবীন।
পরে কৈল অস্ত্রময় সারথি বিহিন।।
পাছে ভল্লপরে শির ছেদিল তাহার।
পাড়িলন্থ বাতাসে পুষ্পক জে প্রকার।।
দুর্দ্দে জেন দৈত্যক পাড়িলে দেবতায়।
হোণে পাক জেক নিপাতিল সেহিপ্রায়।।
তবে প্রদ্যুম্নে হত দেখি পাক জেক।
ছেড়িলন্থ দুঃখে দুষ্টো চতুর লোতক।।
ক্রোধে ধনু হোণের রথক ধায়া গৈল।
পাছে সেকারণ হাথাকার সব হৈল।।

১১৩(খ)শেষ।

১১৪(ক)

বহুবিধ বাণে যুদ্ধ করিল হোণক।
ব্যাথিলেক ছেদে জেন প্রলয়ে জমদক।।
তথাপি অভংগ হোণ ন রতি ব্যাপক।
বদন প্রকাশি হাসি জুঝিলন্থ তাক।।
তাক ন সহিল প্রদ্যুম্নে বীরবর।
ছ ছেদিল সবঐমরে দুদন্থ হোণর।।
চণ্ড বাতে উঠি অগনির উর্দ্ধ জেন।
দগধিতে সৈল পাল ভুবক জেহেন।।
তবে অতিতেজ হয়া রতি বেগমাক।
রথত পড়িল হোণ পাইল মুর্চ্ছাক।।
হোণক সেরূপ দেখি প্রদ্যুম্নে বীর।
খড়্গ সৈল মস্তরে ছেদিতে তার শির।।

তবে[২৩৮] দিয়া বেগে সৈন্য দ্রোণের রক্ষক।
ব্যূহে হেন বাঁধিতে সৈন্য দুর্ভেদ্য নিশ্চয়।।
হেনমতে করিবাক চাহে তস্য ঘাত।
চেতন করিল যুদ্ধ দ্রোণ সেবেনাত।।
কাটিবাক দ্রুপদপুত্র[২৩৯] নিকটেত আছে[২৪০]।
দেখি বিতন্ডিক[২৪১] নাম বান জুড়ি পাছে।।
দ্রুপদপুত্র বীরক করিল দুতকন্ত।।
তেজি তবে আচার্য্যক কাটন মৎকন্ত।
আপনার রক্ষক আনিল আরবার।
ধনু ধরি সোহযন্ত পরে দুর্নিবার।।
আবেশে ভেদিল যুদ্ধ দ্রোণক দুর্ব্বার।
দ্রোণো দ্রুপদপুত্রক ভেদিল সে প্রকার।।
পাছে দুহো পর বরষিয়া বিষমুখ।
ব্যাপিল পৃথিবী দিশ আকাশ বিদিশ।।
হৈল দুহো নানা অস্ত্র প্রয়োগ সংহার[২৪১]।
হেন মতে দুহাসের পূর্ব্বে যুদ্ধ যে প্রকার।।
সেহে অদভুত ঘোর যুদ্ধ দেখি তবে।
মুর্ছিলো পৃথিবনু[২৪২] আতঙ্ক পাখি আছে।।[২৪২]
তবে দ্রোণ দ্রুপদপুত্র বীরের সমুহ।
সারথির শির ছেদিলনু তীব্র পরে।।
মুক্ত হন্তু পাড়িবনু হেন পক্ষ কর।
পাবাইল তবে তার ঘোটক সকল।।
পাক নি মুক্ত জন্তু হত আছিল চমাক্ত তথাতে।
সবাকে খেদাইল যুদ্ধ পরের আঘাতে।।

পণ্ড থাক নিজ রূপে জিনি হেনমত।
যজ্ঞসিংহ জেন জায়া রহিব যুবত।।
সঞ্জয় বলতি রাজা শুন পাছ কথা।
অপমানে দুঃশাসন যুহবলে তথাহর
নানা সেণী বীর সঙ্গে বরষিয়া শর।
সাত্যকীর রথ[২৪০] নিবারিল বীরবর[২৪০]।।
সাত্যকী তাহাক সবে মনু ক্ষয় কৈল।
পরেছন্ন হয়া তারা পালাইবাক লৈল।।

১১৪(ক) শেষ।

১১৪(খ)

পাছে অপমানে পালটিল দুঃশাসন।
বরূথকে তার হেন যানিঞা তখন।।
সরে সাত্যকীক পাঁড়িলেক দুরাচারি।
ঘোড়াক তাড়িল তার চারি শর মারি।।
সারথিকো পাঁড়িলেক আরো তিনি শরে।
সাত্যকীক তিনি শর মারি তাত পরে।।
ঘোর নাদ কৈল সর্প্প যেহায়া দুর্য্যোধ[২৪৪]।।
দুর্য্যোধ সাত্যকী তাক দেখি হৈল ক্রোধ।।
ঘোটক সারথি রথধ্বজ সঙ্গে তাক।
চারিসেক যুযুধানে হানিপরি বাক।।
তাক দেখি দুর্য্যোধন চুপর্ণ্ড সেনাক।
পঠাইল ভাইর সহায় করিবাক।।
কি দ্বিতীয় রাজার রথ চুপর্ণ্ডের তবে।
জিনি বা কি মরি এ নিশ্চয় করি সবে।।
জায়া বেড়িসেক সে সাত্যকী যথা আছে।
চুপর্ণ্ডের যুক্ত পত রথ আছে।।

পরে ভেদি বধিব সাত্যকী মহাবলী।
২৪৫ বাহে বুক ভেদ তারা পড়িবনু চলি।। ২৪৫
আরো বুল বাজি বিস্তরক ভেদিলেক।
সে সকল সনু রুক্মরথি রথচুর্থী পোতিলেক।।
অবশিষু দুটি পানাইল তার তনু।
পরুড়ের ভয়ে ভাগে জেন পর্পচয়।।
যথা আছে স্রোপ তথচ পেল মহারাজে।
সাত্যকী চলিল পাছে অর্জুনের পাশে।।
দুঃশাসনে দেখেলা হানিল নববান।
পুনরপি ভেদিলেক হানি পঞ্চ বান।।
হাস্যকরি হাতের কাটিল ধনুখান।
পার্থের পাসক পাছে করিল প্রস্থান।।
তবে দুঃশাসনে তার নিরোধিতে বাট।
কোপে জেপ দৈল এক উত্রপত্তিপাট।।
হানিলন্ত সাত্যকী তবে পানাইল বান।
সে পত্তি পাত্রিক কাটি দৈল দশখান।।
তবে অন্য ধনু ধরি দুঃশাসন বীর।
দশ সরে সাত্যকীর ভেদিল শরীর।।
সিংহনাদ দৈল পাছে হস্তা হরষিত।
সাত্যকীও দৈল তার পরে বিমোহিত।।
অন্নিবিষা কার তীব্র মুখ আডম্বরে।
স্তম যথা দেখক ভেদিল দুহুতরে।।
তথাপিতো দুঃশাসন তৎপ না দিলনু
বুদ্ধি পরু হয়ে হানি সাত্যকীক বিন্ধিলনু।।

তীব্র তিনি বান হানি ভেদিয়া হৃদয়।
সেন্দে দুঃশাসনের পারিল চারি হয়।।
তিনি শরে সারথির ধরিল পরান।
সেদিন হাতের ধনু ভল্লনাথ বান।।
তবে দুঃশাসন তাক ভেদি তীন শরে।
পাত শরে অপর ভেদিল মুহূতরে।।
তোমার পুত্রকে তবে বিন্ধ তুন্ধু বান।
সাত্যকিও পক্ক বান হানিল সঘনে।। ১১৪(ক) শেষ।

১১৫(ক)

পক্ক পক্ক শরে দুহো হস্তক[২৪৩] সেকান।
অস্ত্র ছুঁড়ি করিব পন যুদ্ধির জেন তান।।
দুই ভল্লবানে ধ্বজ দোটক কাটিল।
ছুটি দুহু রথক সারথিক নিপাতিল।।
বিপর্ত মহিচ্ছ দুঃশাসন তাতপরে।
গ্রাপ বড়া পানাইতে সাত্যকী সত্বরে।।
রথ বাড়া জেনেক ধরিল জায়া তাক।
মা মারিল মুখরি ভীমের প্রতিজ্ঞা ক।।
সভাত প্রতিজ্ঞা করিথাসে ভীমবীর।
বধিবা ইহার পরো তপত রুধির।।
এ যদি ন করো তবে মোহোর সংপ্রতি।
ন হইবেক পিতামহ সকলের গতি।।
সেহেতু তোমার তনয়ক ন বধিল।
অস্ত্র ছুঁড়ি জে পরে সেহে সে পরে চলিল।।
দুতরাণ্ড রাজা পুছে কহ মহাভাগ।
এবুলে সাত্যকী যদি কৈল তাক ত্যাগ।।

অন্যমুখ সৈন্য দেবের যবের নিমিত্ত বিধানে।
বহুধন্য পশিছে অর্জুন যুদ্ধ স্থানে।।
সবে বীরে বেড়ি তাক বেড়ি ভুরে সবে।
এথা থাকি আমরা কি কর্ম্ম করি তবে।।
সে দুষ্টার অভাবে কৌরব বর্গ তবে।
দৈবেক কৃতার্থ জিনিবাহা তাঁরা[১০৯] সবে।।
এহিমতে বীর বৃকোদর ভীমসেন।
রাজার সম্বন্ধে সবস্তকে পাঠিলেন।।

১১৫(ক) শেষ।

১১৫(খ)

বিজের কার্য্যত তবে বীর মত রাজ।
প্রাণক উৎসর্গ করি যুদ্ধ কামনাজ।।
যুদ্ধত বর্ণিতে আরম্ভিল কৌরবক।
তবু সৈন্য ধর্ম্ম মনু রহিল যুদ্ধক।।
উভয় সৈন্যের হৈল যুদ্ধ ভয়ানক।
সাত্যকী জিনিঞা তবে সবে কটকক।।
বেগে বাণ মৈতে কৃষ্ণ পরম সুন্দর।
যুদ্ধস্থানে তবে দুর্য্যোধন নৃপবর।।
পাণ্ডবের সৈন্যমধ্যে কোথে প্রবেশিল।
সঞ্জ জয়ক প্রতরাষ্ট্রে সে কথা পুছিল।।
৫ প্রকারে মাজি জায়া পাণ্ডু বীরগন।
তাক কেন্তে থাকি ন করিয়া রণ।।
একেশ্বরে কেন্ত হৈল যতেক প্রবিষ্ট।
একে অনেকক যুদ্ধ এ হেন বিশিষ্ট।।
বিশেষত আরো তাকে বাড়িছে দুখত।
তেহেঁ কেন্তে বিমুখ ন হৈল অনেকত।।

মঞ্চ ভূত বদতি তন্ত্র পুত্র দুর্যোধন।
করিব আকর্ষ্য অনেবের মনে রণ।।
পাণ্ডবী সেনাক একেমুরে বিমর্দিব।
নবনী বনক জেন খিরমে দলিব।।
সেনার অবস্থা দেখি সেরূপ তখন।
পাক ন সহিতে ভীম যদা আগমন।।
বেড়িলেক[২৫২] আসা দুর্যোধনক তখান।
দুর্যোধন তাক না করিয়া দৃকপাত।
প্রথমতে দশশরে ভেদিল তাহক।
তিনি তিনি শরে মহদেব নকুলক।।
সাত শর বারি যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র।
ছয় শর ভেদিল দ্রুপদ বিরাটক।।
ছয় শরে তাড়ি শিখণ্ডিক তাত পরে।
পঞ্চ বারি রথ সথে চাকিলেক শরে।।
তবে তার ধনুক আকার ধনুবান।
ভেদিলেক যুধিষ্ঠির হাতি ভল্লবান।।
কবচ ভেদিয়া ভূমিত পশিল।
পুনু প্রবেশান্য কর্ণ ভূপতি প্রবর।।
যদা বর্ষ হয়া তবে পাণ্ডব সকলে।
রথ রথেত আবরিল রাজাক সকলে।।
তোমার প্রতাপবন্ত পুত্র দেখি তাক।
বারা যেন পাণ্ডবক বুলি ধাক ধাক।।
পাক ন সকল আপ নৈল তাক দেখি।
ক্রোধে বাপ নৈল তাক বাণিক না দেখি।।

হৈব তবে উত্তম যুদ্ধ বিগহিত।
নরগজা তন্ত্র তনু হৈব মোগাকি ত।।
হৈব মোহাম্র কোনাবন মোর পব যু সেকালত।
শালে শালে কতোবা যুগতি হৈব হত।।
মঞ্চ ভুল্ল বদতি অপরাহ্ন যদি হৈব।
মোবক মহিজ স্রোগে [২৫২] মোর রণ [২৫৩]হৈব।।
মোন বর্ণে মোটক যুযুত রবে চড়ি।
পান ভবেক পাড়া মেন মত্ত মেঘ[২৫৩]করি।।

১১৫ (খ) মে
১১৬ (ক)

তোমার বিতের হেতু বাড়ি[২৫৪] তান তালে।
মোদ্ধা মবকক পুত্ত[২৫৫]মর জালে।।
বারিয়েক নাবিতে তোমার অনুকাল।
মেবি হৈকেন্দ্র রণ মধ্যে বুদ্ধে মেন্ত নামে।।
বরিমিড়া আতি[২৫৬]তাঁর তীব্র মরচন্দ্র।
আচার্য্য স্রোণক পিরিমেক অতিশয়।।
তবে তাক যুদ্ধে হয়া স্রোণ মহাজন।
মেপিমেক পিনাকীত মর পক মণ।।
একৈক মরক তার পক্ষ পক্ষ মরে।
মেদিন মন্ত্রাজ বুদ্ধেক্ত বীরবর।।[২৫৭]
অস্ত্রের নাবব স্রোজা মেন মেবিতার।
আঠগোট পর যুদ্ধি করিল প্রহার।।
মেও আট মরক মেদিন আঠ মরে।
যুদ্ধের কর্ম্মক তার মেবি তাত পরে।।
তবে স্রোণে ব্রহ্মাস্ত্রক বেপি তাক প্রতি।
বুদ্ধে মেজা ব্রহ্মাস্ত্রক হানি শীঘ্রগতি।।

অনন্তরে[২৫৮] স্রোণে ভত করিল নিক্ষেপ।
বারিজেক তাক বৃহৎক্ষের অবশেষ।।
স্রোণে তবে হৈল তাক মারাচ অন্ধ বান।
ভেদি বৃহৎ ক্ষের পুরুর মেরে বাম।।
অনুজে হৈল মর ভূমীত প্রবিষ্ট।
মুহূ ভেদ হয়া হৈল কৈকেয় আবিষ্ট।।
রোষে ভেদি শীনাপৌত মর মহত্বরী।
বৃহৎক্ষেএ স্রোণক তাড়িল মুহূ করি।।
সারথিয়ো ধর্ম্মধ্বজ তাড়ি এক মরে।
বহুবানে স্রোণক ভেদিল বহুতরে।।
কৈকেয়র মরে স্রোণ হয়া ক্রমশ প্রপিড়িত।
[২৫৯]ধুজকো পাড়িল একমরে প্রবিবীত।।[২৫৯]
চারি মরে চারিও ঘোড়াক মারি তার।
এক মনে সারথিক নিল ভবদ্বার।।
পারিল রথের যন্ত্রু সারথি ভূমিত।
ধুজকো কাটিল এক মরে কোপান্বিত।।
পাছে অল্প মারাচ এরেই মোটক প্রহারিল।
হৃদয় ভেদিয়া বৃহৎ ক্ষেএকো বাহিল।।
দেখি ধুবুকেতু নিপুণানের কুমার।
তাএে সারথিক তুলিলেক আপনার।।
কৈকেয়ক পাক মিক স্রোণে মারে যথা।
অনুজে সারথি[২৬০]মোক নয়া আব তথা।।
তুলিএা সারথি বেগপাতি[২৬১] ঘোটকক।
চাবুকে তাড়িয়া নিল স্রোণের পাশক।।

গতবলে অগ্নিক জেন ধারা সেব চলি।
তবে আঠি মরে ধ্রুবকেতু মহাবলি।।
অসুরব যুদ্ধ মহদ্বিতে অতি দুষ্ট।
ভেদিব দ্রোণক ছাড়া বিপুগার মুণ্ড।।
পুনু অন্য শর করি বিদ্ধিব দ্রোণক।
ব্যথিত করিব জেন মুখুত ব্যাদুক।।
তবে দ্রোণে ধ্রুব ও শরক এহারিয়া।
ধ বাহেতে ধনু তার দেলাম্য ভেদিয়া।।

১১৬(ক) দেব।

১১৬(খ)

তবে তাক [২৬২] অন্য ধনু ধরি তাতপর।
যুদ্ধি কও ধ্রুবের গাথাযুক্ত শর।।
ভেদিলেক বিপুল দ্রোণের কলেবর।
পাছে পুনু দ্রোণে তাক হানি চারি শর।।
মারিলেক চারিয়ো ঘোড়াক করি ভেদ।
হানিয়া করিল আরথির ধ্বজ ধনু ভেদ।।
পক্ষ শর মারি ধ্রুবকেতু তবে তাক।
ভেদিল লোহার দেবভূষিত গদাক।।
সেহি দ্রোণে অনেক মহাস্ত্র অস্ত্রশস্ত্র। শরবাঁরে।
ভেদিলেক সেহে ধ্রুবকেতুর গদাকে।।
ভূমিত পড়িয়া গদা পব ধ্রু হৈল আতি।
ধ্রুবকেতু ধরি তবে তোমার মকতি।।
আবরণে মন্ত্র বলে ভেদিল সোণক।
দ্রোণে পক্ষ শরে ভেদিলেক তোমারক।।
পতিলেল ভেদিল তবে হানি মহবান। [২৬৩]
ধনুতে সর্পাক জেন হৈল বান বান।।

তবে ধ্রুবকেতুক পেখিতে যমরাজে।
বরতর সর করিলেক তারদ্বাজে।।
কবচ ভেদিয়া[১৬৪] ভেদি ভুমিত সে বাণ।
পড়িলন্থ ভৈল ধ্রুবকেতুর নির্যান।।
তবে তার পুত্র দেখি পিতুর মরণ।
হন্তা মহাকুপিত দ্রোণক দিল রণ।।
ধনু ধে দেখি তাক যুদ্ধস্থান করি হান।
মরে মনু যমের পুরত দিল বান।।
বনে যুথ সিন্ধুক পিপুক যারিল ব্যাঘ্র যেন।
পাণ্ডব সৈন্যক দ্রোণে নাস করিলেন।।
তবে ধনুরাসন ধে পুত্র পাইল দ্রোণক।
মরবৃষ্টি মনু জেন মেঘে আদিত্যক।।
দ্রোণে তার সে বাণব[১৬৫]দেখি সতেগত।
সরবৃষ্টি করিয়া পরাণে ভৈল হত।।
[১৬৬]আরবা দ্রোণক বাণি দেন জাঁ জাঁ [১৬৭]
যমের অতিথি জায়া ভৈল তাঁ তাঁ।।
তবে দ্রোনো জেনেক বিপ্লাব করিলেক।
পুনু সতে সতে সর বৃষ্টি করিলেক।।
সেহি সরে সর নাগ হয় আরো রথ।
সতে সতে বাহি প্রবর্তাইল মরপথ।।
তাক দেখি ভেদি কাহি কোথন থাক যা।
দুঃখ ভয় সকলে পাইল দ্রোণক সেকান।।
অস্ত্র সস্ত্রে যুদ্ধক যারিতে জতন ভৈল।
তবে দ্রোণে বিনিযুথ সর তুনি ভৈল।।

তাহার দুয়ারে তেঁহি পঞ্চমপাক লাগি রত।
তেজেকে বধিব পতংগক বহিশ্বত।
উত্তকর্ণ দ্রোণের দেখিয়া সে সমর।
তীরে [illegible] বুলিব সবিস্তর[২৬৭]।।

১১৬ (খ) শেষ।

১১৭(ক)

করিবে তপস্যা কিবা এহে বিদ্যবরে।
পরাস্ত্রিএ জাতো তেঁহিযুক্ত বাহকরে।।
কম্পে থর থর এহি বুলিয়া [২৬৮] থাক যা।
মুনি ক্রোধকর্ণা ধনু করিয়া সেকায়।।
আকর্ণ পুরিয়া হানি[২৬৯] অর্দ্ধ চন্দ্র বান।
সরসনে দ্রোণের কাটিল ধনুখান।।
তবে দুরুদ্রোণে ধরি অন্য ধনুবান।
আকর্ণ পুরিয়া তাড় মুড়ি উত্তবান।।
সেহে [illegible] মুখের পুত্রের দয়া প্রাণ।
ভূমিত পশিল সর্পসম সেহে বান।।
দেখি অন্য সৈন্য তহে ভৈল কম্পমান।
তবে আয়া দ্রোণক নৃপতি চেকিতান।।
সেনাক করিয়া থর বুলি অতিশয়।
দশশরে তেঁহিসেক দ্রোণের হৃদয়।।
পঞ্চ শরে সারথিক তেঁহি চেকিতান।।
চারিশরো ঘোড়াক তেঁহিসেক চারিবান।।
দ্রোণে তবে তিনি শর করিয়া প্রহার।
বাহু বল স্বহস্তক তেঁহিল সে রাজার।।
মাতশর মারি বুল ঘোটক সবিব।
তিনি শরে সারথিক যমপুরে নিল।।

হত হৈল মারবি ঘোটকে রথবান।
পালায়া গেল রহা হৈল চেকিতান।।
কোপণ্ড পণ্ডিত হোণ আচার্য্য সেনান।
একত্র হে হৈয়ে চেদি বৃক্ষ মুঞ্চ পাক মিল।
সবাকে খেদাহ সোভা করিল উত্তম।
আকর্ণ পূরিত ন্যাবতনু যেন যম।।
সহজে বয়জবয়সে আদিতোধিক তেজো যুিজয়াহু।
যুদ্ধ এত পর্য্যন্তে সোভা সোনো বৎসরিয়া প্রায়।।
পরুষব যেবে বহু হস্ত ঘৈন দুজেয়।[২৭০]
তবে যুদ্ধ দুপদে তাহাক[২৭১] বুলিলেন।।
যুন যুবরাজ হোণ সেহিরুক হৈব হত।
বাজে বলে যারে পরুষাবক জেবত।।
তার কলে তোহোর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন।
পাবেন প্রাহু তোর তার নাহি কদাচন।।
এ বুলি দ্রুপদ রাজা অশ্বোহিনী পতি।
পার্থ সকলক আব করি মহাবতি।।
লোকে দুরবে অবধানে থাকিল হোণক।
বহুবাজে থাকিল জেনমত ঘোদেন দুক।।
সেহিবেলা কর্ণ আদি হত বীর আছে।
যুদ্ধমতে তথা অস্ত্র দুনিক প্রতি পাছে।।
অনুশা করিয়া চালিলেক এতে চাপে।
ঘোর ঘনঘটাএ সূর্য্যক জেন বাঁপে।।
পার্থক কৃষ্ণ ক মাতাকিক তবে পাছা।
অনুশা করিল সেহি অবসর পাছা।। ****

১১৭(ক) পৃ

যুন পুঁথির মধ্যে ১১৭ নং পাতাত্ব কেবল মাত্র ১১৭(ক) নং আছে-১১৭(খ) নং নাই। ঘনরাম ১২০ (ক) হইতে পুনঃ

সঞ্জ ভুজ রাজাক কহু পাণ ভবি সৈন্যক কহু
স্বোগে যদি তৈল হেন ভুগ।
দেখি তাক বিদ্যমানে সেজে রণভূমি বানে
চিন্তিলন্তু যুধিষ্ঠীর ভুগ।।
এহে অভিমান মোর কি প্রকারে নিবে মোর
যদোদিন আছি চাহিব।
গ্রন্থি কপি ধ্বজ অর্জুনর না দেখিব কুশবর
পাণ ভিবের ধ্বনি না শুনিব।।
না দেখি কৃষ্ণের মুখ হৈব বহা মনো দুঃখ
আত্মাকিক না দেখন্তু আর।
আকুলিত হৈব গায় না পাঙ্ক পাণ্ডিক যায়
নিদেতে ন দেখন্তু অন প্রকার।।
আরে অবধ্যাদি মোক বুলিবেক সর্বলোকে
যুধিষ্ঠীর অপমর[২৭২] এবত।
যুদ্ধমধ্যে একাকিক পঠাইব আত্মাকিক।
বার্তা তার ন হৈব পাহত।।
মোর আজ্ঞা পরমানে চলিবেন যুদ্ধ স্থানে
যুদ্ধ ভেদি পার্থের বার্তাক।
তার বার্তা ন পবেলে মোকবাদ মোর দিবে
এতেকে পঠাব্য এবে কাক।।
এহি ভাবি যুধিষ্ঠীর চিত্তত করিল স্থীর
ভীম বিনে গতি আন নাহি।
বুলিক্ষা পঠাঞ্চ তাক মোর যুদ্ধ ভেদিবাক
অন্বেষিতে[২৭৩] তা সমুঁর ঠাই।।[২৭৩]

অর্জুনত স্থিতি জেন সাত্যকিতো মোর তেন

মানি আছো আমি জথা বোধে।

বিশেষত তাব অতি অর্জিলে তাহাক প্রতি

লেহে তাক মিত্র অনুরোধে।।

যুদ্ধোপ বিদ্যমান মহারেজি[২৭৩]মহারাজ বলে তেহি বুদ্ধবান

শত[২৭৪]সৈন্য যদি লেব চলি।

সমুদ্রের জল জেন বিবর্দ্ধিয়া পশিলেন

বক্তত মকর মহাবলি।।

আমি জানি এহে মর্ম্ম তাঁহের অসাধ্য কর্ম্ম

কোন কিছু নাহিকে সংশয়।

এহে ধনুর্দ্ধর জত অবশ্যতে মরণত

বাহুবলে জিনিবাক পারে।।

[২৭৫]রাজভুজ প্রমাদত[২৭৫] আমি সবে থরহত

[২৭৬]থারি আন্যে[২৭৬] বিবর্দ্ধিয়া এথা।

তাহে চলি লেব তবে অর্জুন সাত্যকি তবে

হৈব দুই সনাথ সর্ব্বথা।।

তাথাক নাথিলা মোর [২৭৭]চিন্তা মরি তবে দুচে মোর

তাঁরে যদি আন্যা লৈল জাবত

এ বুলি তথাত তবে সারথিক সগৌরবে

বুলিল বাক্যিক মহাভাবে।

বিবপদ পরায়ন নৃপ মোদনারায়ন

মুখোত্তম নবিন বচন।

আকাশর ঘন্টু জেন বিদ্রাবেক নাবিজেন

বলি গড়ি পূর্ণ চন্দ্র মন।।

ব্রাহ্মণ[২৭৮] ক্ষত্রিয়গণ বন্দ্য সুদ্র যত জন
সবারে কেবলে তাঙ্ক পুণ।
তাঙ্ক বিনে না জিবয় এদেশের উদ্ভাচয়
জল বিনে যিন জে বন ধান।।
ঈশ্বরারাধন সেবে আংবা বোবে আমাক তাক সেবে
শিবক জেমন মন দিলেন।
যোগ ভুবে তাক ভক্ত জানি হৈহে অনুরক্ত
একানু বৈষ্ণব বিষ্ণু জেন।।
তার আজ্ঞা পরমাণে দ্বিজ কবিরাজ ভনে
ভোগ পর্ব্ব ভারতের পদ।

[২৭৯]মুনি সাধারিক লোক হরি হরি বুলিয়োক
গ্রন্থ পাব্যা নিত্যে পরব সম্পদ।।[২৭৯]

ঈশ্বরাজা বোলে লোক কৈলাব মে ভাই।
জথা যমদণ্ড শিংহোপর তীন ভাই।।
না দেখি নয়নে যমক দুষ্ট সাত্যকি।
বৈবাহো আওন[২৮০] মুক্তি বাতুলতোষিক।।
যদ্যপি আমনু কৃষ্ণ যুগ বিধারন।
তার বিদ্যমানে য় নাহি কিকি ত আবদ।।
তথাপি তাবাক [২৮১]আজি না জিয়ক রাখিলো তবে।[২৮১]
অবর্ষাদ বুলি লোক নিম দিবেক তবে।।
[২৮২]যেন্তে লোক যাবক যাইনা করিবাক।
তীরক পঠাঙ্ক যৈতে তাবার বার্ত্তাক[২৮২]।।
মুনিজ্ঞা আজ্ঞবি ঈশ্বরাজের মে কথা।
রবে মনু নিল তীমসেন আছে জথা।।

দুঃখে যদু রাজা তবে বুলিব তাহাক।
জে বিরে জিনিছে সেহ যম দুর্জ্জয় সভাক।।
২৮৩ তার কোনো চিহ্নক না দেখে আহে নাহি।২৮৩
পতাবহে সাত্যকি তাহো বার্ত্তাক না পাবী।।
তবে তাঁহা রাজাক বুলিব সুখ স্বামী।
দুয় এ বন গ্রাম দুঃখ নাহি দেখো আমি।।
দুর্জ্জে আহি সব বধি হৈলি দুঃখ মনা।।
কহাউক তবে তুমি দুঃখুরে কারুনা।।
সে তুমি এমন দুঃখি হৈছ কোন হেতু।
আজ্ঞা কর মোক কি করিব পুনা২৮৪ সেতু।।
কোন অকর্ত্তব্য নাহি তোহার বচনে।
যুক্তি জিনা থাকিতে এ দুঃখ কি কারণে।।
তবে অজাতশত্রু বদ গদ স্বরে কয়। গলোতক।
দুয় মুখে যুধিষ্ঠীর বুলিব তাঁহাক।।
পক্ক জন্য পক্ক ফলের সবল জথা হয়।
হেন বলে থাকো তথা সেন বনএ দুয়।।
আহার বীর্য্যক উপজিবা করি আহি।
হত হৈল গ্রাম সেজে মহাসাটি।।
না দেখি তাহার আর পুনরাবর্ত্তন।
অনুমানে থাকো২৮৫ যুগ এ করে ঘনার্দ্দন।।
এতেকে তেহোক সোনে কুচল ভ প্রভাব।
সাত্যকি অর্জ্জুন জথা তথা আহি আব।।
সিংহনাদ মহাশব্দে সে ঠাই সেনে গাহে।
জানাইবো অর্জ্জুন সাত্যকি যুতে২৮৬ আহে।।

তীব্র বোলে বলোন্মুখ ভেল ধর্মরায়।
অজয় অর্জুন মাতাকিহো দেহিত্রায়।।
নাহিক ঐ রথ হৈন মনু বহুন তুহার।
চড়ি দেহে তাহাত অর্জুন অবতার।।

১২০(খ) শেষ।

১২১(ক)

ত্রৈলোক্যত বির নাহি জিনি[২৮৭] হেন তাক।
তথাপিতো দিয়ে ধরি তোমার আজ্ঞা ক।।
যের রাজ্যর জাঞ যথা কৃষ্ণ বলরাম আছে।
তাথার অধিতে এক ঠাই হৈলে পাছে।।
সিংহনাদে মনু রাজা জিয়া আছে যেন।
জানাবেগী তোমাক বার্ত্ত সত্ত্বা ন করেন।।
এহি বুলি রাজাক নমিল বহাবোহি।
পাছে প্রদুম্নুক আদি শিরক[২৮৮] মঙ্গোঁধি।।
পুনু পুনু সবাকে বুলিল সগৌরবে।
ক্রোধ জেন বির তাক তোরা সবে।।
সেহে ক্রোধ ক্ষিপ্র দিলে[২৮৯] মর্দ্দবায় মর্দ্দবায়।[২৯০]
জিবন্তু রাজাক যুদ্ধ করিবাক চায়।।
সে ক্রোধত হন্তু মোর রথা মূরতিক।
এহিগোট যুদ্ধ কার্য্য সবাতে অধিক।।
তাত মোক রাজা পাছে[২৯১] অস্ত্র ত্যুলের ঠাই।
না দেহেও নহে মোকবাবলো এড়াই।।[২৯২]
বুঝি জাঞ এতেকে তোমরা সবে মিলি।
রাখিবা রাজাক বোলোঁ করি কৃতাঞ্জলি।।

পাছে প্রদুম্নুক বুলিল ধরি হাত।
রাজাক নিদেখি জাঞ কেবলে তোমাত।।

যুধিষ্ঠির ভীমক ডাকিল সে সময়।
মারিবো তোমার বাক্য না করিবা ভঙ্গ।।
আমি জিয়া থাকিতে রাজাক স্থানে এবা।
না পারিব করিতে করিলো সত্য কথা।।
হেন শুনি ভীমের হরিল হৈল মন।
ব্রাহ্মণক দিয়া কবাইল সুস্তায়ন।।
যাত্রার সংগম নানা[২৯২] করিল কৌতুক।
নানা অলংকার বান্ধে বিন্ধি উৎসুকে।।
করি গায়ে দিব্য বৈরাটিক বস্ত্র পান।
শেত যথা কৃষ্ণ বনঞ্জুর যুবুপান।।
সেহিবেলা হৈল পক্ক জন্য সংখনাদ।
শুনি হৈল যুধিষ্ঠীর পরম বিষাদ।।
ভীমক বলিল বাপু চলিয়ো সত্বরে।
একেশ্বরে দুর কৃষ্ণ পংক্ত বান্ধ করে।।
জানিলো অল্প হুঁস বড় হৈল আগাত।
বলিল জননী কুন্তি যুড়্যা দুঃখত।।
হেনমত জদি ধর্ম্মরাজে আসেবিল।
ভীমে পংক্ত সিংহনাদ ঘুন দুতি তাড়িল।।
আকরনি করি ধনুগুনের নিশুন।
চলিল প্রচুন্ড গন্ডুর মর্দনাসের কারণ।।
সোমক রাজ লস্কর চলিল গাহত।
দেবগণ জায় জেন হৈল ভুত্র মতত।।
তাক দেখি দুঃসহ দুর্য্যুধ বিবিংসিতি।
বিন্দ অনুবিন্দ দুয়রকো করি দুতগতি।।

কুপ্ত ভেদি বিকর্ণ মুহোল্ল ভীমসেন।
মুদর্শন আদি ভীম সেনক পাইলেন।।
ভেটিল তাবাক তবে ভীম মহাভাগ।
জেন যুগযুগের হৈলেন মিংহথাগ।।

১২১ (ক) শেষ।

১২১(খ)

তবে তারা দিব্যাস্ত্র দেখায়া দেবেলাত।
আরো নানা শস্ত্র বরষিয়া অসংখ্যাত[২৯৩]।।
ভীমক আক্রমু হৈল সেন্ত্রে পরজাসে।
[২৯৪]উদিত সূর্য্যক যাঁপে জেন মেঘরাজে।।[২৯৪]
ভনেকে তাবাক তবে ভীম অতিক্রন্দী।
য় ক্রোপের সেনাক সেল মহাজিত মুখী।।
ঘোর শস্ত্র বষীক তথাত পরধানি।
প্রতাপে তাপিত করিলন্থ মহাধানি।।
বাতুতে প্রেষিত সেন্ত্রে মতশস্ত্র সবে।
পাইল ভীমক ভয়ানক ঘোর রবে।।
তাকো ভীমসেন অতিক্রম করিশরে।
সূর্য্য জেন তিমির সংহারন করে।।
মর্ষিতে জেন মহাযোহবন শহনি[২৯৫]।
রাবনার ভুজনু অথনি আয় চনি।।
মহাবুদ্ধ আয় জেন পুরন্দক প্রতি।
দেখি ক্রোপে আদি নিবারিল দুঃশতি।।
মযুরক তিরে নিবারিলো জেন মত।
বায়ু র বেগক জেন বারিল পর্ব্বত।।
আকর্ণ পুরিয়া একশল্ল সে কাবত।
শতিশরে শতিশ্রেন বানিল শ্রেশীক ত।।

বড় চোটে তাড়িল ভীমরথ ভীমের কপালত।
ঘন ঘুরে যেন বজ্র প্রহারিল পর্বতত।।
ভীমের দুই নেত্র ঘন্যে লোহিত সে বান।
ঊর্দ্ধ মুখ বদন সূর্য্যের যে বরণ।।
ঘন্যে বানিলন্তু যুদ্ধ ক্রোধ সেকালত।
ধনঞ্জয় ভাতো যোক বুঝিবে রনত।।[২৯৬]
ভীমেহো ভেবতে বুঝিবেক যেন জানি।
হাস্য করি মধ্যেরবে বুলিলন্তু বানি।।
আমি যেন থাকুক[২৯৭] না জিনি এথে ঠাই।
এ সন্যত থাকিতে সকতি তোর নাই।।
অল্প দুর্জন জাবতে যোক করিয়া ও কতি।
নপুংসক[২৯৮]ন্যায় তোর নয়া অনুমতি।।
যে উপায় বিনে কোনে থাকিব যুদ্ধত।
ক্রোধ হেন থাকুক না জিনি সবরত।।
হেন বুলি ক্রোধে ঘন দুই হৈল ভীমসেন।
চক্ষু হৈল আরক্ত[২৯৯] রংগন যুহ যেন।।
কোপে শ্বাস ছাড়ে যেন তুরংগ তরক।
সুন ওরে দ্রুপ্ত বন দুই বুলিল ক্রোনক।।
মুরামুর নরের দুর্য্যয় ধনঞ্জয়।
পরেশ্বর সৈন্যকো জাঙ্গি ভেদিতে পারয়।।
রণে ভাঙ্গ[৩০০]ন্তু সৈন্য ভেদিবে দুস্কর।
তোরে অনুমতি দন্তু দেহে হেন কয়।।
মুরা মুরে দুর্য্যয় যে ধনঞ্জয় জানা।
ক্রোধে যুদ্ধ করি যেন দেবি রুদ্র যেনা।।[৩০১]

সে অর্জুন নহো মুঞি ভিন নাম মোর।
পঙ্কু মুঞি খানিলো পঙ্কু এ হৈলো মোর।।
দুর্বুদ্ধি আমার যেন আছিল মনত।
পাণ্ডু পিতৃতুল্য তুমি আমি পুত্রবত।।

১২১(খ) শেষ।

১২২(ক)

জ্যেন কৃষ্ণ জ্যেন যুধিষ্ঠীর বন্ধু ধর্ম্মরাজ।
তুমিহো আমার তেন পুজ্য ভারদ্বাজ।।
তুমি সে পরম বন্ধু পুত্রও আমার।
আমি সর্ব্বদায় খানিছি ক্ষমা এ প্রকার।।
প্রণত[001] পাণ্ডব সব তোত সে নিদানে।
পুত্রপুহি পঙ্কু তুঞি হৈলো কি বন খানে।।
সত্য হৌক জে মুঞি দেখিলো বিপরিত।
করো হের জে করিতে পঙ্কুক উচিত।।
এহি বুলি মোর পদা তুমি মহাকায়।
ভ্রমান্যের চক্রকারে কালচক্র প্রায়।।
দ্রোণের রথক প্রতি দেখিল প্রচণ্ড।
মনে জেন ভ্রমায়া হানিল যমদণ্ড।।[002]
দেখি দ্রোণে তাক নিবারিতে না পারিআ।
দুর হৈল রথ হন্তু কাম্বু[003] এক দিয়া।।
পুজ্য অপু সারথি অহিতে রথ তারে।
হৈল খণ্ড খণ্ড পলার দুয়ারে।।
[004]দ্রোণের দলক দহিবমু ভীমসেন[004]
বৃক সমুহক বায়ু বিমর্দ্দিল জেন।।
ব্যুহর দুয়ারত তবে দ্রোণ রহিলেক।
তুখ পুত্র সকলে ভীমক বেড়িলেক।।

তবে ভীষ্ম শ্লেষ হয়া দুষয়ে তাহাক।
সমরে হনু হানি পর আক।।
তুষ্ণ পুত্র যকলো সাজিতে বিজয়ক।
একমাথ হয়া সবে ঘুষিল[৩০৫] ভীষক।।
তাতে মুখ্যাসনে পতি[৩০৬] হানি মন ঘুনে।
ভীমে কাটি দুই খণ্ড কৈল তত্ত্বখনে।।
রৌদ্রকর্ম্মা আরো দুর্দ্ধিমোচন অতন্দ্র।
এ তিনি জনক নিল যমের নিবন্ধ।।
তবে তনু পুত্রগণ আরো যত আছে।
দৃঢ়ব্রত তেজিয়া ভীষক বেড়ি পাছে।।
চাকি পরস্পরি করিলেক অসংঘাত।
পর্ব্বত ব্যাপি জেন মেঘে বরষাত।।
ব্যাথিত না হৈল তাত বীর ভীমসেন।
বৃষ্টিসনু পর্ব্বত ব্যাপিল নহে জেন।।
বিন্দ অনুবিন্দ দুই যুবর্দ্ধাক তাত পরে।
হানি পর হানি নিল যমের নগরে।।
পরে সুদর্শনক নিলেক যমঘরে।
তাক দেখি তুষ্ণ জন্য রথিগণ ডরে।।
রণ পরিহরি পলাইল গোটে গোটে গোটে।
তবে ভীষ্ম কৈল সিংহনাদ বাহুস্ফোটে।।

১২২(ক) শেষ।

১২২ (খ)

তদপর দুষ রথি সকলক দিয়া ভঙ্গ।
চলিল যে পরে চলি যেহে পনঞ্জ তুরঙ্গ।।
যেমে যেন বড় বড় বীরক সংহারি।
ক্রোধে তবে তাক নিবারিতে হাস্য করি।।

বাণ বহু বাণ হস্তা বরিষিল বান।
সে সব পরক ভীষ্ম কৈল ক্ষেন পান।।
সঞ্জয় কহতি নৃপবর শুন কথা।
কতোখুটি তোমার পুত্রক দেখি তথা।।
পাইল তাবাক ভীষ[৩০৬]পুচণ্ড প্রতাপি।
ভীমকো চৌপাসে তারা বেড়িলেক ব্যাপি।।
তবে ভীমে সিংহনাদ পরম করি অতি।
ঘোর গদা ঘষিলেক সে সবাক প্রতি।।
[৩০৭]সে গদার পরসে বুথিবিক বুরিলেক।[৩০৭]
অশ্বহাতে ধনেকে ছাবাক ঘষিলেক।।
অনন্ত পরন্ত মুনি কতো ঘোর তবে।
গদা পরিবার দেখি পলাইল সবে।।
পক্ষিম ভুমিত কতো হস্তা রান কাল।
রথ হস্তু রথি সব পক্ষিল সেকাল[৩০৮]।।
তবে ক্রোধে সে ভীষ্মের পরক নিবারি।
পরম এক কৈল পাণ্ডবের ভয়কারি।।
পরালারে পর বরিষিল মেঘপ্রায়।
ক্রোধে ভীমে যুদ্ধ কৈল দেবাসুর ন্যায়।।
শতে শতে সহস্রে সহস্রে পরমার।
ক্রোধে বরিষিল ভীমসেনক সেকার।।
সে সব পরক নৃপনাত না করিয়া।
রথ হস্তু ভীম নাবিলন্তু খাণ্ডি দিয়া।।
বরমাত বুবে ঘোর বুধি সবে জেম।
ক্রোধ পরবুদ্ধিক মহিথা ভীমে তেন।।

বেগবে বায়ু বেগে ধায়া পাণ্ডব পুচণ্ড।
আবেগে রবেক ধরিলেক ধনুদণ্ড।।
ঘুরি বলে আছারেক দিল অদভুত।
বাণ দিয়া দুর হৈল তরঘ্বার সুত।।
অন্যরবে চড়ি দ্রোণ হৈল যুদ্ধ যুবে।
উঠিল আপন রথে তীব্র আগি আগী যুবে।।
চতুর সারথি তীব্র সেনর রবর।
বাহিল ঘোড়াক বেগ করি বরতর।।
তবে বীর[৩০৯] দুর্যোধন দেবক দমিল।
তাত পাছে কাম্বোজ দেবক বিদারিল।।
তাত পাছে সে তোমার সর্বক বর্ষিয়া।[৩১০]
বায়ু বেগে তোর সন্যে প্রবেশিল গিয়া।।
তপেকতে আসর্দন করি[৩১১] তা সমুক ৩১১।
তোর পক্ষ দুই তন্ত্র দিআ সকল সেনাক।।[৩১২]
মারুল সেনাক যথি তাত অনন্তর।
ক্রোধমন্য বন্যে প্রবেশিল বৃকোদর।।

১২২(খ) শেষ।

১২৩ (ক)

তিন বাণে তাবাক বিদ্ধয়ে আশ্বিল।
তোর রৌদ্রে অনরাশিক মুদিল।।
ঘুরু হৈল তবা তবে সাতাকিক দেখি।
বাড়িল সমুদ্র জেন চন্দ্র দুক নিরেখি।।
অতিশয় করি সবে যোদ্ধাক সংগ্রামে।
চলিলেন অর্জুনের দরশন কামে।।
অন্যত্রত্ব রথত বিশ্বয় করিআছে।
হেন অর্জুনক তাঁরা দেখিলন্তু পাছে।।

আনন্দে করিলে ঘোর পরমু[৩১৩]সিংহনাদ।
প্রলয় কালের যেন মেঘের সম্বাদ।।
ভীমের সে পরমু শুনি কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুর্য্যোধন পরমু হৈল আনন্দ হৃদয়।।
তবে কৃষ্ণ ভীম ধনঞ্জয় সাত্যকির।
পরমু মুনি দুরু তথা হৈল যুধিষ্ঠির।।
শুনিল মোহর আজ্ঞা পাণ্ডি ভীমসেন।
জিয়ে ধনঞ্জয় যেন পরমু জানালেন।।
অর্জ্জুনো পরমে মোক আনালা বিজয়।
ভীমে পরমু শুনু হৈল অতিশয়।।
মুনি পরমু হাস্য করি কর্ণ মহীপাল।
কহিব চিত্তোর কথা চিত্তত মেকার।।
ধন্য ভীমসেন তুমি দিলা মোক জান।
পাণ্ডিলা দুরুহ বাক্য উচিত বিধান।।
যে মোকের পরমু তুমি হৈলা মহাশয়।
কদাচিত যুদ্ধ হৈলে জমার নাহি জয়।।
ভাগ্য বাসুদেব ধনঞ্জয় হুরু বানে।
তাকে[৩১৪]থাকে জামিজৌ সবল পরবানে।।
যে বিরে যুদ্ধত জিনি বলে বাসবক।[৩১৫]
করাবহে ত্রিবিটি দেবতা অনলক।।[৩১৬]
যে বিরেক করি বাসুবনক আসুয়।
জিয়া থাকে আমি সব নিঃশস্তক নির্ভয়।।
নিপাত কবচ কান কুণ্ডল যুদ্ধত।।
যি বিরে জিনিহে শরx একে ধনুএ পুরুত।।

ধন ধর্ম্ম ধনক দুর্য্যোধন রক্ষা কারে।
জে বিরে জিনিঞা আছে বিষম সংগ্রামে।।
উত্তর গোগ্রহে গৌরবক যদ্য লেলে।
জে বিরে জিনিছে পূর্ব্বে বিশ্ব বিজেয়।
পুত্রগোক্ত জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা ক।
চরি লেহে দুস্কর কর্ম্মক সাধিবাক।।
করিলেক কর্ম্ম আতো তীব নিদারুন।
লেহেতু জানিলৌ জিএ লে বির অর্জ্জুন।।
লে কৃষ্ণ সারথি বনঞ্চ হুয় পুত্র তাই।
প্রতিজ্ঞা পালিবা যদি সৈন্ধবক পাই।।
দিবাভাগে লেজে যন মুতাপ জয়দ্রথ।
অর্জ্জুনের পরে যদি লেব যবপথ।।
তাক লেখি দুর্য্যোধন আবার সহিত।
সবতাক ইৎসা করিবেক রক্ষা তীত।।
তীব তার ভ্রাতৃগণ করিবেক মান।
তাকে লেখি সবতাক হৈব অভিমান।।

১২৩(ক)লেষ।

১২৩(খ)

সূর্য্য অস্ত নাহি আতো জিনিঞা সমরে।
মোর মনে সবাকর হৈব অর্জ্জুনেরে।।
সমর দুমর রাজা লেন চিন্তি আছে।
অভিমন্যু মোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিন পাছে।।
তবে সঞ্চ দুরুক দুতরাষ্ট্রে পুছিলেন।
লেথ জেন পরিচিতে নাগিব ভীমসেন।।
সমুদ্র যতেক রহ্মু বাড়বা অনল।
আদি আছে জেন দগধিতে ভুবণ মণ্ডল।।

জানা[০১৭] কোন বিরে তাক বাড়িন যুদ্ধত।
না দেখো এমত জন তিনিলোক লোকত।।
কে হৈব মযুখে আগ সে ধনাধারিক।
রথে রথ বারে আগঁ হস্তিএ হস্তিক।।
হেন বলে বালো যুদ্ধি আহন্তোক ক্রোধ।
সংগ্রামে ভীমের আগে বাগবে বা কোন।।
যে জন্ত ভন্ত ভীমত হন্তু মোর উপজন্ত।
অর্জুন মাতারি কৃষ্ণ কাহাতো সে না হন্তু।।
না হন্তু যে ভন্ত আরো জগত অস্থিত।
সে ভন্ত ভীমত হন্তু হন্তু উপস্থিত।।
চূণ প্রায় মোর পুত্র সকলক বলে।
দহিতে নারিবে সেহে ভীম যুতাশনে।।
কহ যুধোধনের হিতেসি[০১৮]কেকে জন।
[০১৯]সে ভীম বহিস্ত হন্তু কৈল নিবারণ।।[০১৯]
পঞ্চ জন বলতি যুন নৃপতি যহনু।
যুদ্ধে অভিলাষী কর্ণ আযরমে মনু।।
ভীমের পথক নিবারিল বিরথহে।
বাহুর পথক বাধি যুক্ত হেন রহে।।
ভঙ্কার করিআ রহিলন্তু সেহিপ্রায়।
যুক্ত যুক্ত[০২০] পর যুঁ হেন তুলন্ত নিবায়।।
কর্ণক অযুত[০২১]তবে দেখি ভীমসেন।
ক্রোধে বিনাশৌত বানগন হানিসেন।।
তাক মহি কর্ণেন্দ্রো হানিল পরচন্ত।
শর অকালে লোকের যহা নিলিল তুলন্ত।।

ঘোর নাদ যত ত্রাস এড়ি পড়ি ভৈল।
দেখি সবে রবির গভীর কম্প হৈল।।
ঘোরনাদ ভীমের ভুলিল্লা মুনিঞা অতিরেক।
সেনাপতি সকল এবত বানিলেক।।
এ দুনি আকাশ বুড়ি দুহালো বাণিব।
ভীম ভুপকালে আজি আমাক ত্রাসিব।।
অন্ত মন্ত সকলের তন্ত সে সবন্ত।
হাত হন্তু বলি পড়ে অশ্ব গজচন্ত।।
কতো ত্রাসে ধরিল ভাগিল কতো তাপ।
এসে মনু ভৈল কতো মনমুহ তাপ।।
পত্ত বাজি বারনের[০২২] মনতংগজ্ঞান ভৈল।
যুদ্ধ কাক কত্তু আকাশক চাহি ভৈল।।
ভীমের কর্মের যুদ্ধ ভৈল বিপরিত।
ভৈল উৎপাত যেন যত উপস্থিত।।
তবে কর্ন কুড়ি পরে ভীমক তাড়িল[০২৩]।
পক্ষ পরে সারথিক তাহার ভেদিল।।

১২৩(খ) শেষ।

১২৪(ক)

হানিয়া কৌরবী পরে তবে ভীমসেন।
বিচ্ছিনন্তু কর্নক বুকক বহিস্ত্রেন।।
তবে কর্ন আবেসে হানিল চারিশর।
তাক নাহি পাণ্ডিতে দুর্বার বুকোদর।।
হস্তের লাঘব দরশায়া পরে মনু।
বহুবিধ প্রকারে পথত মেলিলনু।।
তবে পরে ক্রুদ্ধ হয়া ভীমো হানি বান।
মুষ্টি দেশে কর্নের কাটিল ধনুবান।।

কর্ণলোকে অনেক পরে ভেদিল পাণ্ডব।
ধন্য ধন্য করি কর্ণে বাখানিল সুর।।
আকর্ণ পূরিয়া পরে ভেদিলা তীক্ষ্ণক।
পদঘাতে কোপ জেন করান্ত মর্ত্তক।।
কোপে তবে কর্ণক পাণ্ডব মহাবল।
তিনি বাণে ভেদিল বহল বক্ষস্থল।।
সে পর দুদন্ত করি কর্ণ গোড়িলেন।
তিনি দৃঢ়ন্ত যুযুধ পর্ব্বত জেন মন।।
বহুতর শরীরের দুখির দুখিল।
খিরির নৈরিক জেন বহিতে নারিল।।
বড় পীড়া পায়া প্রকম্পিত হয়া তনু।
তীবলো ভেদিল কর্ণবান তীনি ধনু।।
কর্ণশরে তীনসেন হয়া প্রখিড়িত।
কিঙ্কের কারণে জেন মর্ত্ত প্রকোপিত।।
দমনগ্রিন্থি তিড়িয়া ওষ্ঠ কর্ণের দুরিত।
কাটিল ধনুকবানে গুণ সমন্বিত।।
তন্ত্রবানে সারথিক পাড়ি ন কর্ণের।
চারিক্ষো ঘোড়াক পরে নিল জমঘর।।
সেন্তে অধুবিহিন রথক তবে ত্যাগি।
দুরসেন রথত চড়িল তন্ত ত্যাগি।।
যুদ্ধত প্রতাপি তীনে জিনিলাঁ[০২৪]কর্ণক।
মেঘ প্রায় শব্দ করিলেক তন্ত্রানক।।
দুরহন্তে তাক নিরেখিয়া পাণ্ডুসুতে।
বান শব্দ শব্দ শুনি চৈল রৎসমনে।।

সম্মুখে পবনে তা মধুক ভীমসেন।
উৎপুল্ল[০২৫] করায় কথক মুর্য্য জেন।।
তমু সৈন্য পব দু করিলেক তাক মুনি।
অর্জুনা করিলেক চণ্ড পাণ্ডিবের ধ্বনি।।
বাসুদেব কৈল পক্ষ জন্যের মহাঁদ।
সন্য মধ্যে কৈল অতি ভীষ্মের নিনাদ।।
পঞ্চ ভ্রাতৃ বদতি সন্য সৈন্যের চক্র ব।
অস্ত্র ভুন সাত্যকি কৃষ্ণ ভীম মহাবল।।
সৈন্য ধ্বনের সমীপত কৈল উপস্থিত।
দেখি দুর্য্যোধন হয়া পরম চিন্তিত।।
একে রথে মধুরে ভ্রাতৃগের জায়া পাস।
মুনির বচন রাজা ভেজিয়া নিস্বাস।।
অস্ত্র ভুন সাত্যকি ভীমে সবাকে জিনিব।
জায়া অযুদ্ধবের সমীপ উত্তরিব।
কিমক কবটে সেবা কৈল দ্বিজোত্তম।
অস্ত্র ভুন তোমাক আজো হৈয়ক কৈলো অতিশ্রম।।

১২৪(ক) শেষ।

১২৪(খ)

ধনঞ্জ ভুন জিনিল না করো তাতো বংশ[০২৬]।
ভীম সাত্যকিতো কেনে হৈলা রনভংগ[০২৭]।।
মধুর লোমন অদভুত জেন মত।
তেবত আশ্চর্য্য এহে রাখিলা লোকত।।
ভুন জন যোধে যুদ্ধ যোদ্ধ গাথন মত।
ভ্রাতৃগে সে কেবলে ধনুর্দ্ধুনত পার্থত।।
সে তুমি অর্জুন ভীমসেন সাত্যকিত।
পরাজয় হয়া এথাতি রাখিলা তুমিত।।

জে মৈল সে মৈল ঔদানিক দ্বিজবর।
সম্প্রতি জে বাদে অকপটে তাক কর।।
বানিমৌ[০২৮] অতাদি বুঝি জাইবো যমলোক।
জে তোমার চিত্তে স্ফুরে[০২৯] আজ্ঞা তাকে করমোক[০৩০]।।
তিনি জনে দেন মৈ ুবের মন্ত্রি বান।
কর তাবযতে তার রুজার বিধান।।
কার উপস্থিত মৈল এতেকে সম্প্রতি।
জে পোষ্ট কর্তব্য তাক চিন্তু মহামতি।।
ছোলে বোলে দুর্যোধন সুন মহাভাগে
বহুবিধ চিন্তা বাদু করিবাক লাগে।।
দেহে তথা তিনি মহারথ পাণ ুবের।
বোকে বান্ধ অতিশয় করিয়া সমরে।।
সবস্তকে অতিশয় করি স্নেহে চলি।
অধিক মনে[০৩১] বোল কি বুলিবো মহা বলি।।
[০৩২]আপতে আহমু জন্ম হইবা পুন ুর।[০৩২]
কৃষ্ণ যথা মায়বি অন্ত র্দ্ধানে করে বুদ ুর।।
এতেকে কহিল[০৩৩] রাজা জিমিন তাযাক।
কর্তব্য তথাদি মৈন ুবক রাখিবাক।।
শকুনির বুদ ্ধি শাখিয় দ্যুতে জয়।
সে জয়ক জয় যুদ্ধলোকে সে বোলয়।।
আজির বুদ ুত জয়লখ্মী মাবে জাঞ্চ।
তারে জয় জমদ্যা কল্যান বর তাঞ্চ।।
বুদ ুে তুমি মৈহে আছি দ্যুত মতাবান।
অস্ত মৈহে পুকাণ ্ড পাণ ্ডিব ধনুবান।।

একীভূত আছি তৈমনে অন্যদুষের নিধনে।
তাক রক্ষা কর্তব্য এতেকে প্রাণ পাবে।।
মন্ত্রনির অর্থে রাজ আকাংক্ষা করিবে।
০০৪কি চাহে সে সব তার সমস্ত পরিবে০০৪।।
অর্জুনরে বন্ধু অন্যদুষ তৈমনে ভীত।
অধম তাহাক রক্ষা করিতে উচিত।।
বুঝি দেখে এবা বন্ধু অবশে পাপ ভবে।
ত্রিবা এনঞ্চ ভূয় তথা নাশি আর্যা সবে।।
এতেকে তবাত তুমি আব কুরুরায়।
বাহি পঠাইবো তোর পাহতে০০৫সমায়।।
ব্যাঘোহ ম হব্যা পরিহর রাজা ভেদ।
পাহে হেতক তুমি ম করিব যুব ভেদ।।
দুঞ্চ ভূয় পাকান পাপ ভু মনে করি যুদ্ধ।
নিবারিথা রহ০০৬তবে পরিনামে যুদ্ধ।।
দ্রোনের সাপনে তবে রাজা দুর্যোধনে।
উত্তরকর্দে জায় তথা অনুচর সনে।।
সেহি বেলা বিলোকিল যুধর বাহিন্যা।
উভনদীজা যুধামন্যু জায় দুই বিরে।।
যুধবতে প্রবেশিতে পার্থর পাহত।
সে মুহাক কৃত কর্ম্মা রাখিবে পুর্ণত।।

১২৪(খ) শেষ।

১২৫(ক)

অন্য পথে সেনা তেহি যুদ্ধো বিরে জায়।
সেবিতাক সত্তরে পা ঈল কুরুরায়।।
দুর্যোধন মুখতিক সে মুহ পাকান।
বন্ধু তুমি আপ তৈমেন সেকান।।

সে তিন জনের যুদ্ধ হৈল তাতপরে।
জ্রমেx জ্রমে এক হস্তি দুই বাজ্ঞে যুদ্ধ করে।।
তবে দুর্যোধন্য দুর্যোধন নৃপতির।
কত্ত পরি রিংশ[১৩৭] শরে ভেদিল শরীর।
সারথির শরীরত কুড়ি শর মারি।
চারিও ঘোড়াক তাড়িলেক শরচারি।।
তবে যুধামন্যুর বুজলা দুর্যোধন।
একশরে মারি ভেদিলে দুইজন।।
ধনুক কাটিল তার হানি এক বান।
দুরন্তরি অস্ত্র এক করিয়া পন্ধান।।
রথহন্তে সারথিক তুষিত পাড়িল।
তিন্ন চারি শরে চারি ঘোড়াক তাড়িল।।
শেষতে যুধামন্যু তবে পাক্ত ল কুমার।
তিন শরে কৈল তনু পুরক প্রহার।।
অনন্তরে উত্তমোজা শেষতে মহাবানি।
সুবর্ণে তুষিত শানাশেত বান হানি।।
দুর্যোধন রাজার রথের সারথিক।
মারি নিপাতিল জেন বাতে কদলীক।।
দুর্যোধজা অস্ত্র উত্তমোজাক ভেদিল।
চারি অস্ত্র দুই পাশ্বি সারথি মারিল।।
পড়িল রাজাঐ সারথি ঘোড়া উত্তমোজা বীর।
সত্বরে রথত জাঁয়া চড়িল ভাতুর।।
তথা থাকি উত্তমোজা হানি তবে বান।
দুর্যোধন রাজার ঘোড়ার নৈল প্রাণ।।

হাতের ধনুক তার ফেলিলেন পরে[৩৩৮]।
রথমধ্যে কোপে তবে মারি নৃপবরে[৩৩৯]।।
গদা ধরি কোপে ধায় সে দুই বিরক।
তেজি দুষ্টো ভাই তবে তেজিয়া রথক।।
বাহু দিয়া বেগে ভাবি হৈল অতু বীর।
নাম পাড়া ফেলবে কুরুরাজ রথবীর।।
সুবর্ণে চিত্রিত অতু মারবি মহিত।
দারুণ গদার ঘাবে কৈল চূর্ণীকৃত।।
চড়িলন্ত তবে বহু রাজার রাজের রথত।
সিংহ জেন উঠি গোতা কৈল পর্বতত।।
সে দুই পাকায় তবে চড়ি আন রথে।
অর্জুনক প্রতি সেহ [৩৪০]চরি অন্য পথে[৩৪০]।।
সাজন্ত সঞ্জ হুয় বহতি রাজা ঘুম পাছ কথা।
ঘোর যুদ্ধ হৈল কর্ণক জিনিল তাঁরে তথা।।
সৈন্য হৈজে আকুল যুদ্ধের মিনিত্তক।
ঘুমরবি যাজি কর্ণে সৈনবু তীরক।।
যত যাতংক যত যাতংক পরায়।
পুনু যঞ্জ হুয়ক গোমে যুদ্ধে কুরুরায়।।
তীরের কর্ণের[৩৪১]অর্জুনের নিকটত[৩৪১]।
কহিয়োক মোত যুদ্ধে হৈল কেন মত[৩৪২]।।

১২৫ (ক) শেষ।

১২৫ (খ)

প্রথমতে কর্ণক জিনিল তাঁরে রণে।
কিরি সে কর্ণেয়ো তীরক যাবেলা কেবনে।।
শুনিলোঁ তীরেয়ো সে কর্ণক যাবি হৈব।
যনত কিকি ত মোর অদ্ভুত হৈল[৩৪৩]।।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মক স্তোমক।
দুর্যোধন এড়ি ভয় করি বাটে যে কর্ণক।।
তার ভয়ে তার সোন বীরে স্থির নয়।
আহার বীর্যক সদা চিন্তা করি রয়।।
যোদ্ধা যত কৌরব শ্রেষ্ঠ ধনুরে না কিরে।
যে কর্ণক কেবলে যুঝিব[৩৪৪]তীব বীরে।।
কবচ কুণ্ডল সনু যে কর্ণ জন্মিয়ে।
এতে ভবে ত্রিভুবীক যে কর্ণে জিনিয়ে।।
পুত্র দুর্যোধনে সদা কহে হেন কথা।
সবে পাণ্ডুসুত কর্ণে জিনিব সর্বথা।।
যে কর্ণ ভীমের ঘোর সমর দুর্মদ।
যে কুরুরে হৈব যার সেনে ঘোর বদ।।
সঙ্গ ছাড়ু বসতি ভুপ ক্ষীয়ন্ত ভীমক জেমত।
জিনিয়ে কর্ণেও তাক জিনিয়ে হেমত।।
তাহো যথাকালে কহো নৃপতি প্রবিন।
ভয় পরাভয় দুহ্যো দৈবের অধিন।।
যথা তৃণ কনক ভুয় তথাক নিবয়।
কর্ণক জিনিক্ষা ভীমসেন চলি যায়।।
কর্ণের সমান বির নাহি ভূমতত।
বৈরি বির বারনে পারুন সিংহমত।।
যেন জেন মর্যি কর্ণ পাইতে তাহার।
আত্মাদিব পরাভুয়ি করি বারাসার।।
চলি যায় ভীমে তাক ভূপ যেন বানি।
ক্ষমা করি তাক বুলিমনু কর্ণে বানি।।

ভীম তুল্কি হত পত্র পাঠিলো আপাক।
পত্র হেন না জানিলোঁ মৃত্যুতো তাহাক।।
তাতে[৩৪৫] তুই অর্জুনক দেখিবার কাজে।
মোক পৃষ্ঠ দেখাইয়া জাইব কোন বাজে।।
তুন্দিপুত্র আর্জ্জু তার না হয় এ কর্ম্ম।
পরুষ ম হয় ইহে অনুচিত কর্ম্ম।।
এতেকে কিরেক ভিষ করি আড়ম্বর।
মোহোর সমুখ হয়া যান তুন্দি কর।।
আমরন বারিন কর্ণের সে ভুত্তরে।
শুনিয়ে অর্জ্জুন মনতুলে কিরিন বুকোদরে।।
পানচিন মোড়া জেন চাবুকের চোটে।
অত তুলে কিরিন জেন মত হস্তি পোটে।।
ব্যাঘ্রে জেন কিরিন পুরত[৩৪৬] পাড়া টান।
কর্ণবালে তাকেল্লো কিরিন সে বন বান।।
অস্ত্রশিক্ষা সে বাইত্তে জানে জেন মত।
সরসুদ্ধি হৈল ভীম কর্ণক তেমত।
সামান্য লোকক সরসুদ্ধি হৈল অতি।
অস্ত্র বাড়া বলে কর্ম্ম তাহাক সম্প্রতি।।
আপনার অস্ত্র বিদ্যা বলে করি ত্রাস।
যুদ্ধিল ভীমক বৈকর্ত্তন করি হাস।।
ভীমো মা গমিলোঁ তার হৃদিত যুদ্ধ এক।
যুদ্ধর হানিন বৎসদশ্ত বিপাটক।।
অপর এতেক পরে তেমিলেক পুনু।
ভীমের রথের ঘোটকের তবে তনু।।

১২৫(খ) শেষ।

পক্ষ পক্ষ মরে কর্ম ভেদিল সেকাল।
নিশিত বাণকে আরো হানি পরজাল।।
যুদ্ধ রথ সারথি সহিতে সে তীবক
অল্প কৈল কর্ম যেন নিশিরে বুড়ক।।
৩৪৭আরো সে৩৪৭ চৌষট্টি শরে কবচ ভেদিল।
ধর্মভেদি বাণে ছিঃ ভিবসেনক তাড়িল।।
রাধেয়র সর্বাঙ্গময় শরে যন্ত্র তথা।
নক্ষত্রীত ন নভিল বির ভীমসেন কুক্ষা ব্যথা।।
ভেদিল বক্ষিত শরে কর্মের শরীর।
অত্যন্তানে যন্ত্র তাক সহি কর্মবির।।
নাবব পুর্ব্বকে ভেদিলেক পরমত।
অল্প অল্প যুঝিল তীবক হেনমত।।
সে ঈষিত কর্মের বুঝিয়া বুকোদর।
পুর্ব্ব বৈর স্মরি শেষব পুর্ব্বক শত্তর।।
যুঝিল বাধিত করি কর্মের সারথে।
বির গদনাতে মা গনিঞা রাধেয়তে।।
অবরন্ন অনেক শর বরষিতে লৈল।
শব দু করি পতিগণ ৩৪৮যেন উড়ি গেল।।
কর্মর রথত আরা পড়ি অবোমুখে।
বুকে বাধা লয় প্রেমীবন দুঃ যেন সুখে।।
হেথ দুংখ দুখমাত্র পর কতো খুটি।
বায়ু বেগে তীমের বন্ধুত যন্ত্র ছুটি।
কর্মক আচ্ছন্ন আরা করিল সত্বরে।
তীম সরে কর্ম বিরো তাত পরে।।

উত্তর পর্ব বরিষিব তাত পরে।[৩৪৯]
ভীমসেন নাহি আসিতে বানক মন্তরে।।[৩৫০]
বহুমন্ত্র বরষিয়া করিল সৎহার।
তবে কর্ণ পরবৃষ্টি সমু দুর্দ্ধার।।
আচ্ছাদিয়া পাণ্ডুসুত হৈংকারিয়া ধনু।
তবে সে সকল সরে ব্যাপ্ত হয়া তনু।।
যেথা হেন হৈল ভীম সেথিনমু সরে।
কর্ণের সে সব পর ধরি ভীমে তবে।।
সবর যতেক সোভা করিল অধিক।
জনিল আদিত্য যেন ধরিয়া রশ্মিক।।
সর্ব্বাংগ পরীরে হৈল রুধিরে লেপিত।
পুষ্পিত পলাস বৃক্ষ হৈল সুসোভিত।।
ক্রোধে তবে চক্ষুক ফিরায়া ভীমসেন।
রাবেয়ক পক্ষিম নারাচ হানিলেন।।
পুনরপি হুহার করিয়া ঘন পরে।
রাধাসুত কর্ণের ভেদিয়া কলেবরে।।
অষ্টাদশ সরে সর্ব্বশরীরকো ভেদিল।
হাসি অন্য বাণে ধনু খানো কাটিল।।
মূর্চ্ছা তেজ সব আরো নারাচ সকলে।
দুসমুলো কর্ণের ভেদিল বহাবলে।।
ভেদি রাবেয়ক তবে লেজে সরজাল।
ভূমিত পড়িল যেন ভুজংগের পাল।।
তবে বির বৈকর্ত্তনর কাটা গেল ধনু।
ভীম সরে আরো পুলিকিত হয়া তনু।।

ভীম মরে মনত ভেরিয়া সেনেতেক।
অন্যরথ যথা আছে তথাক সেলেক।।
আপি সেনোবার কর্ম বিবর্ম হৈলেক।
যমিন পড়িল[৩৫১] মুর্ছিলেন মুর্ছা জেন।।

১২৬ (ক) শেষ।

সঞ্জয় কহয়ক রাজা পুত্রে

সঞ্জয় কহয়ক রাজা পুত্রে কহিলো আবাত।
পুত্র সকলের জন্ম প্রতাপা আবাত।।
সে কর্মক ভীমত বিমুখ দেখি রণে।
কি বোল বুলিব মোর পুত্র দুর্যোধনে।।
জুনমু অবনি প্রায় সেন্যে কুরোদয়।
তাক দেখি কর্ম্ম কি করিল অতঃপর।।
সঞ্জয় কহয় রাজা সুন মুদ্ধ মরেশ্বর।
কর্ম্ম হৈল যাতে জেন কম্পিত আবয়।।
অন্য রথে চড়ি কুরোদয়ক পাইলেক।
দেখি তবু[৩৫২] পুত্রগণ জেন জানিলেক।।
এবে সে যমিন ভীষ্ম যমের যুবত।
ধনুক টংকার করি কর্ম্ম সেকালত।।
হাত তানি দিয়া হৈল মধুর তিমর।
পুনরপি ঘোর যুদ্ধ হৈল উতপুর।।
কোপে মনু পুত্রোজন কর্ম ভীমসেন।
যুক ঢেকা যুদ্ধো আবেসে ধরিতে চাহে জেন।।
দুই সর্পে গ্রাস যাহে জেন ধরা এসু।
বনযন্তে জেন দুই বাঘে করে যুদ্ধ।।
যুদ্ধ ধরা যুদ্ধ জেন পুদ্ধ দুই ভুব।
জলে নামি যুদ্ধে জেন দ্বিতীয় বহিব।।

দুই সিংহে ভুবে যেন পর্বত উপরে।
যেন দুই বন্য হস্তি বনে যুদ্ধ করে।।
বীর্য পাণী দুই জোন যুদ্ধে যেন মত।
তাদের কর্মের যুদ্ধ নিমিষ তদ্রুত।।
তবে দ্যুত কালে তাঁরা যে দুঃখ লভিছে।
যে সকল কষ্ট বন বাসালেত পাইছে।।
তবু যুদ্ধখনো আরো রাজা আহরিছে।
দ্রৌপদিক আরো বা অনেক কদর্থিছে।।
দুখিত কুন্তিক পক্ষ যুদ্ধ সমন্বিত।
যুদ্ধিতে চাহিলা জো যুদ্ধ অবশিতে।।
আরো কৃষ্ণ দেবীর যেবক আকর্ষন।
যে দুকার সভাত করিছে দুশ্শাসন।।
কর্ণজো কঠোর বাক্য সেকালে ভ্রমিল।
সকলে তোহোর পার্শ্বে পার্থ মরকে পড়িল।।
আনক বরেক দুক্তি ভ্রমি অতঃপরে।
কৌরব সকল আর আমার গোচরে।।
জত বোল দুনিল যুধত মানি তাক।
পাক ক্ষিক চাহিয়াছে পাণী বাটীবাক।
পার্থ সকলকো আরো যানি কৃষ্ণরায়।
বলিছে তোমার যুদ্ধখন জত রায়।।
নিযুকাল হল্লু সেজে দুঃখক সমরি।
অসন্তোষে প্রাণক উদর্গ তাকে করি।।
হেব দুষ্ঠ ধনুক দুনিঞা[৩৫৩] পাণ্ডু সুত।
কর্ণের রথক প্রতি অযুদ্ধে নিযুত।।

দুর্যোধন চাকিম বুদ্ধি করি পরজার।
তবে হাস্য করি কর্ণ বিরে তত্ত্বকার।।
সে সব সরক দুর করি মরে মনু।
সব মরে দারুণে ভীষক তেদিবনু।।

১২৬(খ) শেষ।

১২৭(ক)

তবে ভীমে তাকো ম করিয়া কোন ভয়।
কর্ণের অন্তক থাকা যেন সে সময়।।
রথে থাকা কর্ণোকো মনুষ হৈল তার।
হস্তি এ হস্তিক থাকা আর যে প্রকার।।
সংঘ নামে সকল সেনাক সেতাত হৈল।
সেহি ভীম সেনে তাক পরে মনু হৈল।।
কর্ণো সেন্তে পাণ্ডবক মনু হৈল পরে।
দুহরো রথ একএ হৈল তাত পরে।।
অন্তক বরণ কৃষ্ণ যোটক ভীমের।
হৎন সব মুক্তযোদ্ধা রাখা তনয়ের।।
বিস্মিত হৈবার সেহি তবে সেকারত।
হাহাকার পর মু হৈল তোমার সৈন্যত।।
উভয়ের রত্নচন্দ্র শোভিল তখন।
মুক্ত কৃষ্ণ সেব সোতে আকাশে যেবন।।
দেশতে রত্ন চন্দ্র সেব ভীমর কর্ণর।
কম্পহৈল তুন্দ্র মহারথি সকলর।।
পুনু যুদ্ধ আরম্ভিল কর্ণ ভীমসেন।
রনভূমি শোভিল যমের পুরি জেন।।
তবে যহা দুর্যোর যুদ্ধ হত সে মুহাজ্ঞে।
কোন জন জয় হয় কোন জন হারে।।

সে সোঠিক কোনো বিরে না পারে রক্ষিত।
লোকের প্রভু রাজা হৈল উপস্থিত।।
তবু দুর্দ্দম ক্রুদ্ধ এমত প্রভু হৈল।
পরস্পরে সবে যুদ্ধো আজ্ঞাদন হৈল
যুদ্ধোবীরে মনু বৃষ্টি মনু মেঘ প্রায়।
পরস্পরে দুক চুল[৩৫৪]দুই বধিতে ইৎসায়।।
দুইরো পর আকাশক চাকি গোডিলেন।
সরতত মারন্ত পক্ষির শ্রেণী হেন।।
দেখি কর্ণ তাঁরের একত্র হৈবার।
বানিব অস্ত্র দুন কৃষ্ণ হৈল বরাবার।।
তাঁরের কর্ণের তবে পরের আঘাতে।
বহু হস্তি মর রথীগণ অসংখ্যাতে।।
পড়ি পড়ি রণ বরনীক চাকি হৈল।
তোমার পুত্রের সেনা ভঙ্গ মাত্র হৈল।।
দুত রাজের সঙ্গ ভঙ্গক পুছিল প্রস্তুত।
তাঁরক বিএমি হেন বানিলো অদ্ভুত।।
অসুর মানুষ যত সবে দেবতাক।
সমরতে জে কর্ণ পারন্ত বরিবাক।।[৩৫৫]
[৩৫৬]অগ্নি হেন বানি[৩৫৭]আপনাকে মানে সব।
আজির যুদ্ধ এত কি মানন্ত সে নিস্কল।।
কুরুরাজ দুর্যোধন পাণ্ডা জে কর্মক।
গোবিন্দ যু সাত্যকি সবে জিনিবো[৩৫৭] পার্থক।।
জানিলোঁহো[৩৫৮]তোহোর যুদ্ধ বুদ্ধে বুদ্ধিতিত।
গৌরব সকল মন্ত হৈবেক নিশ্চিত।।

মহাধনুর্দ্ধর এহে পাণ্ডব সকাশ।
কদাচিতো কর্ণে ন পারয় জিনিবার।।
জেন্তে তাই কর্ণে পাণ্ডবক ভুঞ্জিবেক।
সেনে তাই কর্ণক পাণ্ডবে জিনিবেক।।

১২৭(ক) শেষ।

১২৭ (খ)

ইন্দ্র যমে দেবতার অজয় পাণ্ডব।
মা বুর্দ্ধে অজাসি তাক মোর পুত্র সব।।
ধরিত্রে কুবের প্রায় জে ধন ভাণ্ডার।।
তাক তারা কিরিবা দৈবেক পুনর্ব্বার।।
পুত্র স্নেহে বুদ্ধি বন্ধ হয়া তা সভার।
কহি আছো সেহে পাণ্ডু পুত্রক ন্যায় কর।।
তথাপিতো যুধিষ্ঠীর পাণ্ডুর মন মনে।
সবতাক প্রতি ইচ্ছা করে প্রাণপনে।।
স্নেহে দুরদর্শিক[৩৫৯] অন্ধক হেন জানি।
ন্যায় কার[৩৬০] করিবে পুত্র সকল অন্যানি।।
সে সব অনেক দুঃখ আছনু হৃদয়।
সে কারণে ভীমে রণে কর্ণক জিনয়।।
ভীমে কর্ণে পরস্পরে প্রাণে মারিবাক।
জে যুদ্ধ করিল মোক কহিলোক তাক।।
পঞ্চ ভ্রাতৃ বসতি রাজা কর অবধান।
ভীমের কর্ণের মোর যুদ্ধ জে বখান।।
দুর্ব্বার রাজের প্রেমতে মতি মহাসেন।
ত্রিশ পর যামিএক ভীমক কৈল ভেন।।
সুবর্ণে ভূষিত পরে জনু পুনর্ব্বার।
পাণ্ডবক ভেদিলেক রাধার কুমার।।

নানাবিধ পত্রে তবে পাণ্ডব বুঝন্ত।
রাবেয়ন্ন পরিবার কাটিল কোদণ্ড।।
নারদির শির তন্ত্রে যেনি অরিন্দমিত্র অনন্তিত।
গাড়িব রবের পরা রন পরশিত।।
তবে কর্ম মুবর্মে মন্ডিত চিত্র অতি।
ভীমক বধিতে ঘোর পরিব শকতি।।
মৃত্যু দেবী তাতে জেন করিছে বসতি।
কোপে কর্ম তাক দেখিলেক শীঘ্রগতি।।
নদ নদ করে কালানুক জেন নাদ।
অবনির ত্রিস্তা জেন জন্মে অনুভাব।।
দৈন্য দ্রে জেন নিজ বহু প্রহার করিব।
ঘোর পব দ্র করি গতিন্ত পবনে চলিব ।।
সেন্যে সব দ্র মুনি তমু পুত্রগণ যত।
বর্ষ দৈব পাণ্ডব সতিন্ত দৈব হত।।
কর্ণকুল বুত্ত গতিন্ত আসিতে পবত।
সাত পত্রে তীমে ছেদিলন্ত আকাশত।।
কাল সর্প প্রায় সেন্যে পতিন্ত ছেদিয়া।
পাছে ভীমে কর্ণের প্রানক অন্তিমা অন্বেষিয়া।।
মুর্ন পুত্র নিবারেতে অমদন ত প্রায়।
দেখিলেক পরচন্ত ভীম যমাকায়।।
কর্ণো তাক অন্য ধন ধরি তড়িতন।
অনেক মার্গন হানি কৈল নিবারণ।।
ধন ধানে ভীমক আরো প্রহারিল পর।
নবপত্রে তাকো ছেদিলেক ত্বকোদর।।

কর্ণে আরো তার অত পর দেখিলেক।
দেখি ভীমে সিংহ প্রায় গর্জন করিলেক।।
তবে দুই বীরে দুই যুদ্ধ হৈল শুরু।
অতিমত্ত রণ যুদ্ধ করিল বিস্তর।।

১২৭ (ক) ৫ পদ।
১২৮ (ক)

যাবৎ নিষিদ্ধ দুই বাহু হৈল যুদ্ধে[৩৬১]।
দেহিমতে ভীমে কর্ণে যুঝিক দুই তর্ষে।।
যুঝিক দুই বলিবাক আরম্ভিল বাণি পরস্পরে।
ঘোষে হৈল দুই যুদ্ধে লোক দুখি করে।।
হস্তিক হস্তিএ হৈল গজু ভিড়িলেক।
দেহিমতে যুদ্ধ হৈলা[৩৬২] দুই পক্ষ বাদিলেক।।
রোষতে যুদ্ধ হৈলা দুই চারি করিল তৎক্ষন।
বীর দর্পে সংহ বাদ্য[৩৬৩] হৈল দুজোজন।।
তবে ভীমে কর্ণের ধনুক ছেদিলন্তু।
পংবর্ন ঘোড়া সকলকো মরে সন্তু।।
রড়চোটে পঠালন্তু তবের মিলন্ত।
তাক দেখি রাজা দুর্যোধন্ত সে সময়ন্ত।।
দুর্যোধন্ত ভাতৃক আদেশিল তেহি স্থান।
ঘোলে দুর[৩৬৪] কর্ণক করন্ত ভীমে ত্রাণ।।
ত্রাসু ত্রাসে[৩৬৫] ত্রাণ হৈল করে অনুচরগন চল দুবাক।
এতেকে সত্বরে তাক রক্ষা করিবাক।।
সেন্তে ভুবরক তুমি ঘোষোর বচনে।
সত্বরে দুর্যোধন্ত আসা যায় এহিখনে।। [illegible]
তবে সে দুর্যোধন্ত দুর্যোধনের আজ্ঞা হয়।
আসা পর বুদ্ধি বিপরিত যেন প্রায়।।

দশ শরে ভেদিলেক দুর্যোধন ।
আট শরে ভেদিলেক চারি ঘোটকক।।
সারথিক ভেদিলেক হানি শর চারি।
দুজনো ভেদিল তার চারি শর বারি।।
যত যত তীর তবে হন্তা দুর্যোধিত।
তবু[৩৬৬] দুর্যোধন অতু সারথি সহিত।।
তপেকেতে যমলোকে গেল[৩৬৭] শরচোটে।
ঘোটা দুটি করিলেক কাটা কাটু ঘোটে।।
দেখি দুঃখি হন্তা কর্ন করিয়ু প্রবিন।
কান্দি কান্দি তাহাক করিল প্রদক্ষিণ।।
তবে অতি বৈরি রাধেয়ক ভীমসেন।
বিরথ করিয়া শরবৃষ্টি করিলেন।।
সেহো শরে ভেদ হন্তা কর্ন মহাতাপ।
সেউ[৩৬৮] ধনু এ ভীমক ম কৈল পরিত্যাগ।।
নিপতি সঙ্গ ভুজ মুণ্ডতি মুন কথা।
এ প্রকারে বিরথ কর্নক ভীম তথা।।
পুনর্বার জিনিল বিপক্ষে সেহি রণে।
অন্যরথে চড়ি কর্ন আসি সেহিক্ষনে।।
ভেদিল ভীমক করি শরের প্রহার প্রহার।
ধনু ধরি ভীমেও মযুর কৈল তার।।
বারিবার পরস্পরে ভেদিলেক শর।
ধনু যুদ্ধ কৈল জেন[৩৬৯] দ্বিতীয় রুদ্র রুদ্র।।
তাত পাছে কর্নে ভীমসেনক মেকার।
শরে ভেদি শর মুক কৈল কালে নাথে তার।।

ভীমের হৃদয় পুনর্বার ভেদিলেন।
দশো পরে কর্ণোপরে ভেদিল ভীমসেন।।
অপর মস্তক পড়ি বিংবটি মাঝারে।
পুনরপি কোপে ভীম ভেদিল কর্ণকে।।

১২৮(ক) শেষ।
১২৮ (খ)

কর্ণোদর পরে ভেদি ভীমের হৃদয়।
মুনু এক নানাবিধ পরে সে মরয়।।
ভীমের রবের ধ্বজপাটক ভেদিল।
তথাপি চিত্তের ক্রোধ দূর না হইল।।
সহিতে না পারি তাক ভীম বরাবির।
তাড়িল দ্বিপৃষ্ঠী পরে কর্ণের শরীর।।
তস্তে বদ্ধ হস্তিক চাপুরে [৩৭০] তাড়ে ক্রোধে।
মুকোদরে কর্ণক তেবতে বিচ্ছিলেন।।
তবে ভীম পরে তেদ হয়া অতিরেক।
ক্রোধে কর্ণ তস্তের প্রানুক চাটিলেক।।
[৩৭১]ক্রোধে শত[৩৭১] হয়া রক্ত লয় চক্ষু দুটি তৈল।
মর্দ্দিবারু বিদারক পক্ষ এক তৈল।।
ভেদিল ভীমক করি প্রহার নিশ্চয়।
ঘন ঘন ক্রোধ বহ্নে বিদারিল বানাসুর।।
দেহে চিত্র পুংখ দিগিমুখ বেগধীর।
ভীমলো ভেদিয়া বুধিবীক বিদারি।।
তবে ভীমে আরকত আধি হয়া কোপে।
ঘোর গদা প্রহারিল কর্ণক আটোপে।।
সে গদায়ু ঘোড়া দুটি সকল[৩৭২]কর্ণর।
মুহূর্তেটে তবে সেব[৩৭৩]যমের নগর।

অনু ধনু ধরি আরো দুই দুর সরে
কাটিয়া পাড়িল ভূতলোপরি তাত পরে।।
সরে সনু সারথিক বারিসেক বধি।
তবে কর্ম হয়া হত ভূমাপৃ সারথি।।
তথাপিতো কোপে কর্ম কম্পয়া ধনুক।
রথিন নির্ভয় হয়া নিবারি পড়ুক।।
দেখিনি অদ্ভুত এক কর্মের কর্মক।
রথহিন হয়া আতো বারিন তীমক।।
বিরথ দেখিয়া তাক তবে দুর্যোধন।
দুর্মুখ ডাকুক রাজা বুলিন তখন।।
দেব তীমে করিথাছে বিরথ কর্মক।
রথক যোগাব আয়া তুমি মহাদুক।।
রাজার সে বানি শুনি দুর্মুখ কুমার।
মহাদুক বেগে গেল রথ যোগাবার।।
০৭৪রথিবার কর্মক তীমক বারিসেক০৭৪।
কোপে তীক্ষ্ণ শরের প্রানুক চাটিসেক।।
তবে শরে কর্মক নিবারি শীঘ্রগতি।
হরিসে বাহিন রথ দুর্মুখক প্রতি।।
অনেক সন্তত পরু পরে তাত পরে।
দুর্মুখক মারি তীমে নিল রথবরে।।
তদুপুত্র দুর্মুখ কুমার হৈল হত।
চড়িলনু কর্মে তবে তাহার রথত।।
যুতিসে দুর্মুখ রঙে হয়া রঙ বর্ণ।
দেখি সভোতকে মুহুর্তেক রহি কর্ম।।

তবত[৩৭৫] নিশ্চিন্ত ভেজি হয়া স্ফুর্ত্তিবান।[৩৭৫]
ধরা [illegible] যুদ্ধুবক করিলনু প্রবিন।।
তাতে সে কর্দক ভীমসেন বহাদম।
ধরিলেন মারাচ তিবান চতুর্দ্দন।।
১২৮(খ)শেষ।
১২৯(ক)
মুহু কবচক ভেদি স্ফুটিয়া দুবয়।
স্ত্রিবিবীত পড়িয়া সে সব পরচয়।।
পর্ব্ব জেন বাধিলনু গতি করিবাক।
কর্ণো তবে পরিলনু সে পর বাবাক।।
প্রহারিথা চতুর্দ্দশ মারাচ বিপুল।
ভেদিথা তাদের পুরু বাণ ভুজমুল।।
পাছে সেন্তে পর স্ত্রিবিবিত পড়ি রৈল।
প্রেশক পর্ব্বতক ভেদি পড়ি জেন সৈল।।
ভেদ হয়া পুবে তবে তাদের রুধির।
পর্ব্বতত যন্তে জেন বহি জায় নীর।।
তবে তীব সেজা কোপে হয়া কম্পবান।
যুদ্ধ করি কর্দক ভেদিল তিনি বান।।
সারথিকো সাত পরে ভেদিল [৩৭৭]প্রভাবে।
[৩৭৮]তবে কর্ণ বিপুল সৈবেন পরধাবে।।
[৩৭৯]বৈবমানি অন্তে মনু রহিতে না পারি।[৩৭৯]
যুদ্ধ ছাড়ি আসিল তীবত হয়া হারি।।
কোদণ্ড বণ তুক তবে বাণ তবে কম্পাই।
জনমু অবনি জেন রহিল সে ঠাই।।
প্রতরাষ্ট্রের সঙ্গ জুয়ক পুত্রে পুনর্ব্বার।
সৈবেসে অধিক পুরুষার্থের বিচার।।

কৃষ্ণ মনে পাণ্ডবক জিনিতে উৎসাহ।
জে কর্মক বহুা দুর্য্যোধন করে বহু।।
না দেখো কর্মের মন বীর সংসারত।
সে কর্মে তরিতে [৩৮০]না পারিল পাণ্ডবত।।
এমত ভীষক কেন মতে দুর্য্যোধনে।
একে দুর্দ্ধুষক কেনে পঠাইল রণে।।
দুর্য্যোধনে দুর্বুদ্ধে করিছে দুর্দ্দে মোর।
মহাবলবন্তু কর্ম্ম জিতদুষী মোর।।
সে মোর মহাস্ত্র দৈব দেবতাহো রণে।
সমর্থ না হয় যুঝিবাক মোর সনে।।
তার আগে পাণ্ডুপুত্রগণ তুণ সমান।
সে কর্মক জিনিব নির্দ্বিধ সর্ব্ব প্রাণ।।
তেও[৩৮১]দুর্দ্ধুষক পঠাইল তার স্থানে।
ভাল মতে যুদ্ধ জাঙ্গ করিতে না জানে।।
ক্ষত্রনু অস্ত্রিত জেন পতংগ পক্ষিন।
তাক দেখি মন মু দুর্য্যোধন কি বুলিন।।
কৃপ দ্রৌনি শল্য যিমি সকল যুদ্ধত।[৩৮২]
জে ভীষের আগে রহিবাক অসকত।
বনবীর্য্য পরাক্রম যিমা তার জেন।
[৩৮৩]দেখিআনু সেন্তে কুবিতক যুক্তিলেন।।[৩৮৩]
পার্থের অন্তেসে হৈছে জে বির আবিষু।
দ্রোনক মথিআ হৈছে সৈন্যত প্রবিষু।।
জেন দৈত্য সেনাক জিনিল পুরন্দর মুরে।
তার আগে রহিতে উৎসাহ কোনে করে।।

ফিরিবাক পারয়ু জনের আপ জাই।
তাঁনের আগক সেন নিবর্ত্তন নাই।।
আরো যা জে বিরে তাঁর সেনক বাহন।
০৮৪তাকো অগনিত০৮৪জেন পতংগ পড়িন।।
ভাতুমনে ভয়ত আপিন দুঃসাসন।
সেহি সে দুর্যুদ্ধি কি বুলিন দুর্যোধন।।
জানিলো তাবার০৮৫হৈব জীবন কঠিন।
সঙ্ক ভয় বদতি মুন মৃগতি দুর্বীন।।

১২৯(ক) শেষ।

১২৯(খ)

মহাভয় উপস্থিত হৈথাছে মরন।
তাক নিরর্থক দুঃখ কর কি কারণ।।
তুমি মুর অনর্থ জগত বিনাসের।
০৮৬দুর্যুত বাক কৃত থাকি পুত্র সকলের।।০৮৬
বৈর তাব কৈল না মনিঞা হিতবানি।
পথক না যায় জেন মহাবুত্র পানি।।
মদ উশ্বরেপ সেনা না কৈল দুহন।
সে কর্ম্মের কব প্রভু রতেন মরন।।
তবু তত যোদ্ধাগণ পরাভব পাই।
জে রুপে করিতে যুদ্ধ নাশিছে সে ঠাই।।
০৮৭ত্রেথা দুঃখ ছাড় কহো মুন সে কথাক।০৮৭
কর্নক জিনিব তাঁরে সেবিথা তাহাক।।
পক্ষ মহা ধনুর্দ্ধর তোমার সমান।
বিচিত্র কবচ অংগে করি পরিধান।।
অন্য যুদ্ধির আরো দুর্দ্ধর দুস্সহ।
দুর্দ্ধরগণ এহি পক্ষ তাহে করি গহ।।

ভীমের আগত উপগত হৈল জান্যা।
হাসি হৈল মধুর তাযাক ভীমে গান্যা।।
মনোমিলে[৩৮৮] ভীমের বেড়িয়া তারাগবে।
কর্ণেতাক দেখি তথা যাইল উৎসবে।।
বন্ধিমিল তিন্ন নিবাদৌত মরজাব।
দেখি ভীমসেনে জেন হৈল যমকাল।।[৩৮৯]
তবু পরাপণ তাক নিবারণ করে।
কর্নক যাইল তেও [৩৯০]বিষম সমরে।।
কৌরব সকল তবে আবরি ভীমক।
পর বরিষিয়া ছন্ন কৈল বাণ ডমক।।
তা সবুাক পক্কি ম মাত্রকে তবে ভীমে।
জমের পুরক[৩৯১] পঠাইল পরাক্রমে।।
মারথি ঘোটক সবে ভুমিত পড়িল।
প্রচণ্ড বাতাসে জেন বৃক্ষ ভাংগিল।।
অদ্ভুত বিক্রম তথা দেখিনি ভীমের।
রাগেন্দ্রক নিবারিয়া ভাঙ্গে একেশ্বর।।
বধিল তোমার পক্ষ পুরক যুদ্ধতে।
কর্নকো হানিল পুনু তীক্ষ্ণ পরমতে।।
তেও কর্ন কোপ দৃষ্টি করি তাক দেখ।
ক্রোধে রক্ত নেত্রে তীব্র দৃষ্টি করি চৈল।।
সঙ্গ ছন্ন যদতি রাজা তবু পুরচন্দ্র।
পড়িআছে কর্ণে তাক দেখি সে সমন্ত্র।।
পানকো তিতিলা হৈল মহাক্রোধে মনু।
আপনাক অপরাধী হৈলো মানিবনু।।

ভীম সেনা দেখে তবে কর্ণক রাজেক।
দেখি কর্ণে যাদি পক্ষ মন্ত্রে ভেদিলেক।।
পুনু দুর্ণ দুংব যাত মন্ত্রে সমাইত।
ভীমকো ভেদিয়া কর্ণে করিল ব্যাথিত।।
তবে ক্রোধে কর্ণের মরক[৩১২] ভীমসেন।
দুইকোষ্ট গায়া মর হেন মানিলেন।।
এক মত মন্ত্রে ভেদিলেক দতি বেদ।
পক্ষ পক্ষ মন্ত্রে মর্ম্মস্থল হৈল ভেদ।।

১২১(খ) শেষ।

১৩০(ক)

এক ভল্ল[৩১৩] ধনুবান মেলি যাতর[৩১৪]।
অন্য ধনু ধরি কর্ণ যাত অনন্তর।।
মন্ত্রে মনু সেবেনা ভীমক যাহিল।
কাণ্ডচয় মনু জেন অগ্নিত চালিল।।
তবে তার রথের ঘোড়াক ভীমসেন।
যারিলেক আবেশে যুবক যাহে জেন।।
আর মন্ত্রে সারথির হৈল মহাযার।
গাহে মহাঘাত্য হৈল পাপ ভব কুমার।।
হেনমত কর্ণক করিয়া প্রতিকার।
পুনুমন্ত্রে ধনুবান কাটিলনু তার।।
তেজি তবে যাত যন্ত্রু দুর্ণ কুম্ঠ ধনু।
রথ যন্ত্রু নামি গোপে কম্পমান তনু।।
হেথিন যোদ্ধেক বধা কর্ণে পাপ ভবক।
আমিতে পরেতে মেন্তে বধা ভয়ানক।।
দেখি ভীমে সমস্ত সেনার বিদ্যমানে।
নিবারণ করিল হানিঞা ঘোর বানে।।

আকাংক্ষা করিআ তবে কর্ণের বধক।
মহস্তেক শর বরিষিল ভয়ানক।।
ক্রুদ্ধ তবে কর্ণে অনা ধনু ধরি সেকালত।
শরে নিবারিল সে সকল শরজাত।।
পুনু প্রহারিআ সে সকল[৩১৫]শরজাল।
ভীমের কবচ কাটি কৈলান্ত ফালফাল।।
পঞ্চ দণ্ড গাত্রক আর ভীমের শরীরে।
অগ্নিসেক রশ্মি জেন শোভিল রবিরে।।
দেখিলেক ভীমেহ্নো মারাত ভয়ানক।
সে সরে কর্ণের রেখি মহিল বায়ুক।।
তুলিত বড়িল জেম সর্প ভয়ত্কর।
শরে ছন্ন হয়া কর্ণ ভাত অনমুর।।
তৈখেব ভীমত হন্তে সংগ্রাম বিষুজ্ঞ।
দেখি দুর্যোধনে বুলিবাক লৈল মুহবে।।
কর্ণের রথক বুড়ি চলি জাহ[৩১৬] সবে।
ভ্রাতৃবাক্য শুনি তবু পুত্রগণ তবে।।
শর বরষিআ গাত্রা বেড়িল তিমক।
ভীম সেনে সেহ্নে তবু পুত্র সকলক।।
একেক জনাক বানি শর এক এক।
বাহে ভত্র বুক জেন কাটি পাড়িলেক।।
দেখি অনু পূর্ব দুখ হয়া রাধা[৩১৭]সুতে।
পুনরপি অন্যরথে চড়ি অতি দুতে।।
বাহিল ভীমক জেন বুধতক বুধে।
ভীমো বাত্রা দেহ যমিযক জে বধিবে।।

পরে সনু দুই ভুরু দুই ভেদিয়া আবেশে।
পরস্পরে লোভটৈল জেন দুই মেষে।।
সে বেলা বড়িল পরে বীর বৃকোদরে।
শরীরের কবচক কাটিল কর্ণের।।
তীবক তেদিল কর্ণ পক্ষ সত পরে।
দুই বাহু জেন দনুপতি যুদ্ধ করে।।
তবে যুদ্ধো অন্যো অন্যো বান বরিসনে।
ঘোর যুদ্ধ হৈল জেন ইন্দ্র বিরোচনে।।
ধনুক কম্পায়া তবে তীম মহাবাহু।
লোভ কৈল বিদ্যুত যুদ্ধত মেঘ প্রায়।।
ধারা মার পর কৈল জল ধারা প্রায়।
কর্ণ পর্বতক বিন্ধাবিল মনুপায়।।

১০০(ক) শেষ।

১০০(খ)

কর্ণো কও ক্ষণ পরে হৈল আচম্বিত।
দেখি দুঃখি হৈলেন তোমার পুত্রগণ।।
তবে বাসুদেব বলঞ্চ ভুরু মাতাক্ষিক।
এ সবাক তুমি তীম বোলিল অধিক।।
সঞ্চ জয় কহয় ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে।
তন পর্ব যুদ্ধ বর্ণুন পর্ব যুদ্ধি কানে।।
বাইল কর্ণ তীবক যে করিআ আন্দোহাট।
জেন বৃষ্টি আবেসে পরকে পর্ব পোট।।
তীমে তবু পুত্র সকলক পাড়ি আছে।
দেখি দীর্ঘ নিস্বাস তেজিআ কর্ণ পাছে।।
বান বৃষ্টি করিতে লোভিল[৩৯৮] বিরবর।
জেন রশ্মি পঞ্চ কু তেজিল রশ্মিকর।।

তবে সেন্ন কর্ম দেখিবার পরমত।
তারা বাণা সৈনন্ত তাঁদের দুরন্তত।।
বাণা বন্ত জেন পক্ষিকর বৃন্দত।
যুদ্ধ হয় যদ্যু ও[৩৯৯]কর্ণের সে কারত।।
আকাশ পুরিন শর সব নিস্পরিথা।
যহা পরাক্রম তীম কর্ণের দেখিথা।।
সেন্ন সব বৃষ্টি এ ব্যাথিত না হইয়া।
অনয্য কর্ণের বেগে[৪০০]প্রাণলো ত্যাগিয়া।।
সে তার সরক পরে সন্তু কৈল দুর।
তেখিন বার্থিত পরে কর্ণোক নিস্ঠুর।।
আরো অন্য সিনা সৌত বিংসতি বাহুকে।
যহা সমর্থিমন্ত অবর্ষন তীম তেখিন কর্মকে।।
জেবতে আজ্জন্ত কর্ম করিছে তীমক।
পরে হন্ত তীমো কৈল তেবতে কর্মক।।
হেনবত তীমের বিক্রম দেখি তবে।
পরিস্তবে চারণ[৪০১] তোমার সন্য সবে।।
কৃপ অস্তুৎথামা আরো সাত্যকি[৪০২] সৈন্ত এব।
ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তমোজা যুধামন্য অর্জুন কেশব।।
আরো কুন্তু পাণ্ডবর মহারথ দল।
যুদিষ্ঠন্তু সাধু সাধু তীম মহাবল।।
রন রংগে সিংহনাদ কৈল জয়োৎসবে।
সেন্ন রোধ হর্ষণ পরম যুদি তবে।।
রাজা রাজপুত্র আরো ভ্রাতৃগণ জত।
সবাকে যুদিন যুর্য্যোধন সেকালত।।

আগতে কর্ণক বারে দেব তীব্র শর।
এতেকে তোমরা সব মহাধনুর্দ্ধর।।
রক্ষা করিবাক তাক নানে যত্নে রাখি।
তাহার আগেতে যাত সহোদর ভাই।।
বাল্য পর বুদ্ধি করি নাকিব তাবক।
দেবে জন বারে জেন তাকে পর্ব্বতেক।।
বুদ্ধ হেন তীবসেন তাবাক [৪০০]বানিঞা।।
[৪০৪]হাসি বায় হাতে ধনুবানক টানিঞা।।[৪০৪]
পূর্ব্ব বৈর তাবক স্মরিতে মহাভাগী।
দেহ হৈতে প্রাণ তার কাড়ি নৈতে বাঞ্ছি।।
দেখিলেক তাবাক সন ধ্যানে যাত বান।
তা সভার দে সরে লোনিত কৈল পান।।

১৩০(খ) শেষ।

২৩১(ক)

শরীর বিদার হয়া নিখিল ভুমিরে।
আকাশক দেব দেখিলন্থ সব বিরে।।
পুত্র সকলের তুমি নাসের কারণ।
জেন তুমি পিতা তেন পুত্র[৪০৫]দুর্য্যোধন।।
ভুল এ দীর্ঘ দর্শি হয়া সুদ্রুদ সবারে।
বাক্য ন ধরিল জেন কলে যমু তারে।।
চিত্র সেন বিকর্ণাদি[৪০৬] ক্ষুদ্র পুত্র জত।
তমু পুত্র সকলক তীমে কৈল হত।।
সঞ্জ [illegible] হতরাষ্ট্রে পুছিবাক লৈল।
এথোট মোহোর অনিতিত যমু হৈল।।
জানিলোঁ এরূপে জতরাষ্ট্র বিরলোক।
মোর দুর্নিতিত দেন জবের লোকক।।

জে হৈব সে হৈব কি কর্ত্তব্য বৈদানিক।
যজ্ঞ ভূত্য করহ তবে ভূপ নৃপতিক।।
কর্ম্মে তাঁরে যেন গ্রাহ্য হৈল মহাবুদ্ধি।
মিথিল[৪০৭]পুরহু জেন মন্ত্রী হয় বুদ্ধি।।
ভিষকুদি তাঁরবান তাঁর আরাধ্যক্রিয়া নাথাত কিত।
[৪০৮]কর্ম্মের মর্ম্মরি তেদি শিবহু বুধির।।[৪০৮]
কর্ম্ম নামে যত কিত কর্ম্মের ঘোর পন্থ।
পরীবক তেদি নিল তাঁরের বুধির।।
বিপুল তোবার মন্য মাথর আথ্যাত।
স্তোত্র হৈল সেবিয়া দুধার পরপাত।।
জে তুথ সেবার তাঁর বাসে হৈবে প্রাণ।
হয় হস্তি পদাতি সকল হত যান।
রন ভূমি ভাকিল সে সব অমংগাত।
বহু দুক ভাঙ্গিয়া[৪০৯] পারিবে জেন বাতে।।
আরোবা কতেক সেনা ঘোদ্ধা কতসব।
তাঁর কর্ম্ম মরে মবে হয়া হত প্রব।।
[৪১০]গৌরব গৌরব দিন দু সৌবিরাদি জত। [৪১০]
গজ বাজি পদাতি পটল[৪১১] হয়া হত।।
গ্রাপ নয়া তাঁরক কর্ম্মক পরিত্যাগি।
মহিতে না পারি মরোদিবে জেন তাগি।।
মনে যানিজেক পাপ তুবেক মিথিতাক।
দেবতা বুধিল আবস্থা মকলক।।
এ বুলি ছাড়ি পর বৃদ্ধি করিবাক।
পানাইল ইৎসা তেজি যুদ্ধ দেবিবাক।।

৪১২তথা তবে শিব সকলের ঈশ্বর।
তত্ত্ব বিবরণি তাঁরে জন সকল।।৪১২
ত্রিবিরের নদি এক বহিল তথাত।
বালুক ভূতক পত্র বারি তাসে তাত।।
ভয়রূপ তত্ত্ব দণ্ড হস্তে আবেষ্টিত।
যেন ভয়ানক নদি দেখি লাগে ভিত।।
বাংশ ভল্লুক যেমে কর্দ্দম পোনিতে তার জল।
চিকুরে মৈবল্ল যেন পাণ্ডুরি পটল।।
পতাকা গ্রন্থা বলাকা বুজ রাজহংস যেন।
লোমণ ভূ ঘণ ভূল উর্দ্মি প্রায় প্রকাশেন।।
ভুজে মৈন ভুজংগ বক্ষতে জিবলা তার।
মুণ্ড মালা বিনা চর্ম্ম কল্পণ আকার।।
পড়ি আছে বস্ত্রচয় পুলিন আকার।
লোকের নবর মৈছে প্রবাহ তাহাত।।
কর্ম্মে ভিন্নে হিংসু আরো করিছে বিস্তর।
পক্তি প্রায় পরস্থ তোমর মুখপর।।
ধনুবান অস্ত্র নানা শস্ত্র শস্ত্র চয়।
পড়ি পড়ি সে সবো ভূমিত প্রকাশয়।।
নানা অলংকার পড়ি লোভিত ভূমিত।
তবে সে মুহার কর্ম্ম দেখি বিপরিত।।

১০১(ক) শেষ।

১০১(খ)

বানিম আকর্ষা শিব চারণ সকল।
তবু দুর্শ্বন মুনার কে বোল এরে কল।।
জেন দুই গজের যুদ্ধ হত নবনব।
তাংদি সেন ভেবতে তোমার সেনাগন।।

ভীমের কর্ণের ঘোর যুদ্ধ হত তথাত।
যত রাত্রি বঞ্চাতি পড়িল অসংখ্যাত।।
সন্ধ্যা সময় জ্ঞান বদতি রাজা তবে কর্ণবির।
তিনি পরে ভেদি ভীমসেনের শরির।
বারাপারে পরস্পরি হৈল বিপরিত।
ভেদ হয়া ভীমসেন হৈলেন বাধিত।।
সেইবেলা ভীমসেন করিয়া সন্ধান।
বাণকর্ণে কর্ণের হানিল কর্ণিবান।।
নিস্পরিল সে শর সহিত কর্ণ সিয়া।
কেবাল্য কর্ণের তবে কুণ্ডল কাটিয়া।।
পড়ি সে কুণ্ডল ভুবণ ভলে গোতা হৈল।
আকাসের সুর্য্য জেন ধসি পাত হৈল।।
কর্ণের হৃদয় আরো ভেদি অস্ত্র পরে।
পুনরপি দশ বান হানিল সত্বরে।।
কর্ণের ললাট কুটি পসিল সে শর।
তিমু ভেদি বাহা জেন হৈল বিষধর।।
তাক ধরি কর্ণে গোতা হৈল সুবন্ধান।
জেন নিসোচরপলের সিন ছিল বাহাথান।।
ভেদ হয়া বিবে[৪১৩] চক্ষু মুদিআ তখন।
হৈল রণ এ বরক[৪১৪] করি আলমুন।।
[৪১৫]মুহুর্ত্তেক অনমুরে রহিয়া চেতন।
সন্ধান্ধসর্পাংবে বুধির নিপু হয়া কোপমন।।[৪১৫]
ভীমের রথক প্রতি হয়া ধরতর।
বেগে পিড়িবাক প্রতি চলিল সত্বর।।

তবে ভীমে কর্ণক ছেদিল শরসত।
আরো উগ্র শরে বরিষিল বৃষ্টিবত।।
কর্ণে তবে সে সব শরক অনাদরে।
ভেদিল ভীমের কায় চর্ম্ম ভেদ করে।।
তবে দুষ্টো শরবৃষ্টি করি অতিশয়।
তন শর ছেদ মনু মুক্ত কৈল দুষ্টো দিন তয়।।
তবে ভীম ক্রুদ্ধ শরক হানি বাটি।
৪১৬কর্ণে বরিবাক ধনু কেবাদ্ধেন কাটি।।৪১৬
দেখ ছেদ ভীম সেন ধোর শর দুই কৈল।
ছিন্ন ধনু তেজি কর্ণে অন্য ধনু লৈল।।
দুই দিন এ যৌবিরাদি সেনা পড়ি আছে।
হস্ত হস্তি পড়িছে তাহাক দেখি পাছে।।
ধনুক কাম্পায়া কর্ণে নিরেখি ভিষক।
সূর্য্য প্রায় দিপ্তি করি ধরিল শরক।।
তবে কর্ণ কোন বেলা ধনুবান টানে।
কোন বেলা শর ছোড়ে কোন বেলা হানে।।
তাক কোন জনে ধরিবাক না পারয়।
অগ্নিচক্র প্রায় বাম দক্ষিনে ভ্রময়।।
যেন ঘুরে শরে চাকিলেক দিগবাস।
রশ্মিবৃন্দময় পুঞ্জ ভেদ সূর্য্য যেন আছাদে আকাশ।।
যৌঞ্চ চু পক্ষি ন্যায় শর দুই করি সেজে শর।
ভীমের রথেত আসা পড়িল বিস্তর।।
বলবীর্য্য পরাক্রমে মনে৪১৭সে মনয়।
না দেখিল ক্ষীনক ভীমেক তোমার পুত্রয়।।

তাক দেখি তীর কোনো না করি বিচার।
বাইন কর্ণক মেঘরে প্রেশ করি অনিবার।।
যত তন আকার ধনু হস্তু পরচয়।
নিস্পত্তিয়া আকাশ ব্যাপিল সে সময়।।

১৩১(ঘ) শেষ।

১৩২(ক)

তবে দুইয়ো পরে যেন করিল আকাশ।
বৃষ্টির বায়ুর যতি সূর্য্যের প্রকাশ।।
অন্যোন্যের শরের বর্ষনে আকাশত।
উঠিল অগনি জেন মহিতে[৪১৮]রপত।।
আগাংসা করিয়া তবে তীরের বরক।
কর্ণে বরিষিল বহু মার্জিত পরক।।
তীর তবে এটেক পরক একোসরে।
সিকা বলে ছেদিলেক রাবা তনয়েরে।।[৪১৯]
রথ রহ কর্ণক বুলিআ তুনবীর।
উত্তমর আরো বরষিল বারাসার।।
এবে দুইয়ো ধনুর্দ্ধর হস্তু সোধাবাত।[৪২০]
চট চট পর দু উঠিলন্তু অসংখাত।।
তন পর দু সিংহনাদ করি যুদ্ধো আতি।
পরস্পরে দুইকো দুই বধিবাক প্রতি।।
দুইয়ো পরাএম দেখি অস্ত্রপাত চয়।
রহিল অসুর হস্তা যত[৪২১]যোদ্ধ রাচয়।।[৪২২]
তবে ঋষি আরো জিজ্ঞাসি সিদ্ধ পদ্ধতি অতেক।
সাধু সাধু বুলিআ দুইকো বুজিলেক।।
তুষ্ট হস্তা বিদ্যাধরগন সেবেলাত।
করিল কুসুম বিষ্টি দুইয়ো মাথাত।।[৪২৩]

তবে ভীষ্ম অস্ত্রে ধনু কর্ম্মের অন্তক।
নিবারণ করিলা ভেদিল শরীরক।।
কর্ম্মো তবে ভীষ্মের শরক নিবারিল।
সর্ব্বাঙ্গময় আরো মারাচ নব ভেদিলম।।
তবে[৪২৪] সেন্যে নব মারাচক ভীষসেন।
আকাশতে[৪২৫] ছেদি হয় রথ যুদিসেন।।
ধনু জ্যাসহ ভূজ সব শর অন্তক।
সোদশ ভূজ বণ ভূজে ভুষ্টি ভেষির কর্ম্মক।।
তবে ধনুর্দ্ধর কর্ম হাস্য করি জেন।
সে সব শরক তিনি পরে ভেদিলেন।।
পাঞ্চে ভীষ বরিষিল আরো উত্তমর।
হানিলা মিউ[৪২৬] কর্ম তাত অনমুর।।
সে সব শরক আরো ধনু ধনুর্দ্ধুন।
[৪২৭]গজ বাজি রোধ বাজি সৌমকো নিদারুন।।[৪২৭]
আরো তার চারিয়ো ঘোড়ার সৈন প্রাণ।
সারথিক ভেদিলেক হানি শক্ত বান।।
প্রাণ হরা তবে সে সারথি মহাবলি।
কাম্পে যু রামন্যর রথক শেন চলি।।
হাস্য করি কর্ম্মে জেন তাত অনমুর।
ছেদিল পতাকা ধ্বজ ঘোটকো ভীষর।।[৪২৮]
বিরথি বি ধনু বিকবচ হয়া তবে।
গতি এক তুলি সৈন পাণ্ডের পরবে।।
মুষ্টি সুবর্ণে ভূষিত চৈল্কা প্রায় জ্যোস্না[৪২৯]তার।
ভেদিল কর্ম্মক ভীষ মহাবলি আর।।

তাকো ছেদিলেক কর্ম হানি নবধান।
তুরিত পড়িল শঙ্কিত হয়া মনধান।।
তবে জিজ্ঞ কি বা মরো আজ্ঞি খানিক। মনর।
বড় বড় চর্ম্ম জৈন তীব তুলিআ হাতর।।

১৩২(ক) শেষ।

১৩২(খ)

তাক দেখি কর্ম্মে হানি উগ্র একবান।
কাটিল তীনের কুর্ম্মকার চর্ম্মবান।।
তবে যদা গোপাবিবু পাণ্ডব প্রচণ্ড।
কর্ম্মের রবক দেখিলন্ত বড় বড় বণ্ড।।
সে বড় বে কর্ম্মের বনুর্গুন সবন্বিত।
দুই বণ্ড করি কাটি পাড়িল তুরিত।।
তবে কর্ম অন্য বনুবান ধরি হাতে।
সহস্রে সহস্রে শর বরিষে তথাতে।।
৪৩০ অঙ্গ ক্ষতিত করিল তীবের কলেবর।
কুলিল কদম্বু জেন বরষা কালর[৪৩০]।।
কর্ম শরে হয়া তবে পাণ্ডব বাধিত।
আকাশক নাশি তেব দিল বিপরীত।।
তবে কর্ণে কর্ম পাণ্ডবর চরিত্র নিরেখি।
রথের উপরে আকাশক তাক রখি।।
তীনের বিজয় বাকি তার্থক কি চিন্তা[৪৩১]।
অন্য যথো তুবেশি রহিব মুকি বিন্তা।।
তবে তার রথের[৪৩২] উপরে তীবসেন।
অবলম্ব করি রাবেন্তক না দেবেন।।
বলের বৈরাগে তবে পাণ্ডব প্রচণ্ড।
তাংখিন যুদ্ধকো জেন পক্ষে বৈদুদণ্ড।।

রথ হস্তে কর্ণক অনুচর হইবার।
দেখি তুরু সকল চারণগণ আর।।
বলত ভীষক পূজা কৈল সগৌরবে।
ধনুর্দ্ধর্ক পাণি ছিল ধনু ধরি[৪০০] তবে।।
আপনার পাণি রথখান পৃষ্ঠ করি।
রহিলন্থ জেন মত্ত প্রবত কেশরী।।
তবে কর্ণ রথে উঠি ভীষক বাক্যেক।
যাগিআ ঈশ্বরে করি চরণ কোমল ভক্ত।।
দুষ্টো পাছে দেখ প্রাণ পর্ত্তে হয়া শেষব।
দুই নরসিংহে আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ।।
নিরন্ধ ভীষক কর্ণে হানে অস্ত্রঘাত।
সহিতে না পারি তবে তার বেদনাত।।
পর্ব্বত পরায় শুদ্ধ কুঞ্জ তুরঙ্গ[৪০৪] পটল।
অর্জ্জুনে মারিছে পড়িআছে ভূমে[৪০৫] সকল।।
আবি ভীষ বোলে তথা থাকো[৪০৬] যুদ্ধি আই।
তবে সে কর্ণের রথ না জাবা সে ঠাই।।
এহি বুলি সেন্তে ধরা হস্তির ধাত।
প্রাণ রক্ষা কারে জায়া দৈব উপস্থিত।।
মুক্তুক হস্তির লোঠ করি ভীমসেন।
পোটেক হস্তিক হস্তে তুলি ধরিলেন।।
পর্ব্বতক তুলি জেন ঈশ্বরি সহিত।
আসি বীর হনুমনু হৈল উপস্থিত।।
কর্ণেতবে কোপণ্ড খণ্ডিত ভ্রুকুটিবান।
সেন্তে গজ যুবক কাটি কৈল খান খান।।
তবে খণ্ড খণ্ড সেন্তে কাটা হস্তি তুলি।
পাবঠান[৪০৭] হানিল কর্ণক দুরুবুলি।।
কথিলেক তবে তুলি রথচক্রচয়।
তাকো ছেদিলেক পরে মুতের তনয়।।

পাণ্ডব আর সব রাজ্য যুড়ক মোটক।
তুমি তুমি তাকো ভীমে বধিব কর্মক।।
হেদি হেদি কর্মে তাক পাছিলেক[৪৩৮] বানে।
তবে ভীম যেন যেবে মত্ত হে হে স্থানে।।
তাকে তাকে তুমি কর্মক প্রহারে।
অগনিক হেন বহ্নিকার বান মারে।।
হাদি হাদি কর্মে তাক পরে মনু কাটে।
মর্ম্মাংশ ভীমক ভেদে অনেক বিপাটে।।
১৩২ (খ) শেষ।
১৩৩(ক)
তবে বিন্ধিবের বিধে ভীম মহাকোপে।
বজ্রমুষ্ঠি নিদারুণ ধরিল আটোপে।।
গজপতি চলিল কর্মক বধিবাক।
তাতে হৈল স্বরূপ পার্থের প্রতিজ্ঞাক।।
তাবি বোলে পাণ্ডিযুক বুঝি মারো তবে।
অর্জুনের অংশিকার পুত্র[৪৩৯]হয় তবে।।
প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় হৈল অনর্থ দুর্ঘোর।
এতেকে হে নাবে আজি সেহি হৌকবোর।।
যদ্যপি সমর্থ ভীম বধিতে কর্মক।
তথাপিতো না বধিল স্বরি এ মোটক[৪৪০]।।
রহিবনু সহিআ কর্মের পরভাব।
বিধে হয়া ব্যাকুল কম্পিত মর্ম্মভাব।।
এ প্রকারে ভীমক রাখেন্থ মহাবানি।
মুর্চ্ছিত করিল বারম্বার পর হানি।।
সদা মোদ নরেন্দ্রের হৌক মহোৎসব।
ভারত ভাঙ্গ গাণ্ড কুরুবের কুমুদ বান্ধব।।

কীরণ অমৃত চাকি[৪৪১] বুজা পাবন্তোক।
শিব বিষ্ণুবের জেন মুখ না দেখোক।।
সো ব্রাহ্ম লক করি থাউক উদ্ভাসিত।।
সুর্য্যে জেন করে কমলক প্রফুল্লিত।।
সে হউক অবন্নারায়ন নাম দেবে।
এহি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবে বোলে সেহে।।
মোদ তুণ্ড তার উপাপান্ত হয়া চুম্বি।
বদনু কারত জেন চন্দ্রের দিপিতি।।
দ্বিজ কবিরত্নে তার আজ্ঞা পরমানে।
মহাভারবের পদ শুনে যথা জ্ঞানে[৪৪২]।।
তুপার সকল জেন হয় চিরজীব।
এহি কামনায় মনু বোল সদাশিব।।

যথা ছন্দ ঃ-

কেশব কমলাকান্তু [illegible] মুকুন্দ মুরারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র চারি অস্ত্রধারি।।

কুম্বির বচন করিআ স্মরণ।
ভীমকো কর্ণে না মারি।
রথ পরিহরি জেন ধনু ধরি
পাণ্ডবের অবকারি।।
পড়ি আছে ভীম নাহি স্থির ধির[৪৪৩]
বুঝিয়ে দিশিব কাহু।
বিষে বিষিবের জীব শরীরের
চলিজাত্যে জেন চাহু।।
কর্ণে সে বেলাত্তে জায়া চিবুকত
ধনুর নাগায়া আগে।
করি কদর্থন দুস্সহ বচন
বুলিল জতেক নাগেনর

১০০(ক)শেষ।

মুনরে শিবর[৪৪৪] সংগ্রাম কাতর।
ঔদারিক বিস্তারব।
অস্ত্র না জানিম তথাপি যুঝিম।
বালক তুঞ্জি পরব।।
কর্ম থাকে যথা যেনে আস্য তথা
যুর্ব করিবাক বাদি।
ভোক ভোজ্য যথা তুঞ্জি যোজ্ঞ তথা
রহিতে থাইবা বাদি।।
নাহিক পৌরষ ওরে অমানুষ
যুদ্ধ হৈ তুঞ্জি কি করিষ।
ধরি যুনি ভূত আছো যা অরণ্যত
ফলমূল আহরিষ।।
যুদ্ধে[৪৪৫] লোক যত চুতক জেবত।
মারিথা কর্ম্ম করায়।
যুদ্ধ না জানিম থাকিতে পারিম
তুঞ্জোঁ জোষ্য নেত্রিয়ায়।।
অশ্ব গজচয় বিরক সোভয়
কি বার থাইষ[৪৪৬] তুঞ্জি।
আনক যুঝিষ তথা না জাইষ
তথা যুদ্ধ করো যুঞ্জি।।
ঘোর সমুদক ভুঞ্জিলে বালক
মিলয় এহি সে গতি।
অধিকো অবশ্যা আছন্তু সর্ব্বথা
না জানিম যুদ্ধমতি।।

কৃষ্ণ বনক হু জে শহনে আহয়
সে শহনক চলিয়োক।
সেজে দুইজনে স্নেহে সনুরনে
রক্ষা করিবেক তোক।।
বালক কালত হলে হৈবে জত
পরম মাএর মোর।
তাক সুধরিবা ভীবক পাইবা
বুজিন বাক্য কঠোর।।
অথবা বনত জাহা অসকত
কল পুষ্প আহরিবা।
বুজি অতিথিক থাক ইদানিক
সুনিশ্চিত আচরিবা।।
অন্যথা অথন পরিহর রণ
ত ঘরকে যাবিবা চল।
তুক্ষ জ অন্নপান পাইম জন যান
যুদ্ধত তোর কি ফল।।
মেদিনি রমন মোদনারায়ন
থাউক চিরঞ্জিব হয়া।
প্রজা সকলত আর পুত্রবত
পিতৃপ্রায় সদা দয়া।।

১৩৩(খ) শেষ

১৩৪(ক)

বয়স নবিন বুদ্ধিত প্রবিন
নিস্কলঙ্ক মুদ্ধ মুর্ত্তি।
বিবিত শাস্ত্রত ভুবন খ্যাত
হৈ জায় সকল স্ফুর্ত্তি।।

তাহার আজ্ঞায় অন্ন প্রত্যাশায়
দ্বিজ কবিরাজ নাম।
পদবন্ধ হয় ভূমে শুনিব আনন ভূমে
শুনি বোলা রায় নাম।।
তার অনুরাগে গাএ মহাভাগে
শ্রীমনু কুমার আতি।
বির নৃপতির তনয় ঠাকুর
বন্দি নরেন ভূমির নাতি।।
জগত রঞ্জ ভূম জগন্নারায়ণ
নিপুন রাজসেবাত।
সপ্তেষ তজিত হৈছে মহাপুত
মোদ মহিপতি জাত।।
দয়ায়[৪৪৭]সকল ভকত বৎসল
তার আজ্ঞা পরমানে।
পদ বন্ধ হয় ভূ শ্রবন আনন ভূ
দ্বিজ কবিরাজ ভণে।।

পদ

তাক দেখি বাসুদেব ভকত বৎসল।
অর্জুনক বোলে হুর দেব মহাবল।।
কদর্থিতে নারিলে ভীষক এহ্র[৪৪৮]কর্ম।
দেখি বনঞ্জ ভূমু হৈল প্রেমে কালবর্ণ।।
তীব্র শিলাবৌত খানাখৈত মাত সরে।
বৃক্ষদ্বারে কর্মবুলে তেখিল কর্মরে।।
মাত কায় সর্প্প জেন পশিল বিবর।
রহিতে না পারি বিসে মনিপে ভীবর।।

তাপি যেন কর্ণ তবে উঠি তীব্র বীর।
ধরা যেন রথত চড়িব সাত্যকির।।
তীরের সে দুঃখ দেখি বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণের উদ্দেশে পরে যুড়ি জ্যোতির্ময়।।
দেখিব নারাচ ধরা আতায়[৪৪৯]লোচন।
পঠায়া দিলেক জমে মৃত্যুক জেবন।।
সেহি শরে কর্ণ হত হেন জানি।
হেনিকালে অশ্বত্থামা দিব্যাস্ত্র হানি।।
আসিতে পরুড়ে জেন দিনির সর্পক।
কুপিত অর্জুনে তবে ধুনুর প্রস্তুক।।
সম ধানে চৌদ্দশী শরে শরির ভেদিআ।
আর না আসম রহ বুলিল সম্বিধিআ।।
অর্জুনের শরে তবে[৪৫০] পিড়া পায়া অতি।
হস্তিসাথে ভৈল ধুনুর সমুতি।।
ধনুর সব্দ তবে সমস্ত বীরের।
গাণ্ডিবের সবদে ঢাকিল অর্জুনের।।

১০৪(ক) শেষ।

১০৪(খ)

বাজে বিনাশিল নর রথ ধজবাজি।
দেখি দ্রোণি পাছতে আসিল ধুনু সাজি।।
[illegible]
দুতরাশ্ত দুঃখে দীর্ঘ তেজিয়া নিশ্বাস।
বোলে দেব কেমত কালের বিপর্যাস।।
দ্রোণ দ্রৌণি কর্নাদিগে রক্ষা করে যবে।
দেবতাগো প্রবেশিতে না পারয় তবে।।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আসি সে মোর সেনাত।
পশিব সাত্যকি তীব্র সবে সেবেনাত।।

সেনা হন্তু লোকানলে যোক দাহ করে।
যুদ্ধ কাণ্ঠ দাহ জেন করে বৈশ্বানরে।।
জয়দ্রথ মনে রাজা সকরক রণে।
ব্যাস করিবেক হেন নহু মোর মনে।।
সৈন্য এব অন্যত্র হেন করি অর্জুনেরে।
কেবতে স্থিবেক তার চতুর গোচরে।।
অনুমানে জানিলোঁ সৈন্য এব নাহি আর।
কহিমোক যুদ্ধ পাছে হৈব কি প্রকার।।
সঞ্জ দ্রুত কহন্তু যুদ্ধ কৌরব রাজাক।
কর্ণে তীব সেনক নিরেখি পিড়িবাক[৪৫১]।।
ঘোর পব দে তন্তু পুত্রগণক কম্পাই।
সূর্য্য জেন প্রকাশি সাত্যকি যেন ধাই।।
সেবেবাত তাহাক তোমার পুত্রগণ।
ন হৈব সকতি কারো[৪৫২] করিতে বারণ।।
তবে দ্রুত কবচ পিন্ধি ত্বিথা করেবরে।
নিবারিব তাক অলম্ভুস নরেশ্বরে।।
ক্রোদ্ধে সমর নাহি করে কোন বীর।
সে যুদ্ধে হৈবেন অলম্ভুস সাত্যকীর।।
সমরে করিব দুষ্টো গরব মোচাক।
তুক মন্যে অন্য সত্তে নিরেখিল তাক।।
তবে অলম্ভুস ধনুশর প্রহারিব।
আশিতে সাত্যকি তাক খণ্ডতে কাটিব।।
সে সরে কবচ ভেদি শরীর পশিব।
তিনি শর সেঞ্জে রাজা পুনু প্রহারিবক।

চন্দ্র প্রভ সুন্দর চারি ঘোড়া সাত্যকির।
চারি শরে ভেদিলেক অলম্বুষ বির।।
এথত প্রভাব অলম্বুষের নিরেখি।
বেগপানি সাত্যকিএ বানিলো না দেখি।।
চারিয়ো ঘোড়ার তার শরে লৈল প্রান।
ভল্লবানে সারথিক করিল নিজ জ্ঞান।।
চন্দ্র প্রভ ক্ষুদ্র কুণ্ড ভরে বণ ক্ষিত যুগ ভারে।
পাড়ি সাত্যকি কাটি শরেরপ্রহারে।।
তাক মারি তবে তুর সেনাক ধরিয়া।
অর্জুনের পাদ বির উত্তরিল গিয়া।।
তবে তন্থ পুত্রধন মোদ্রা পন আর।
এক ঠাই ধরা সাত্যকিক জুজিবার।।
বীর দুঃশাসনক করিয়া সবে আগ।
সাত্যকিক মরন্থি করি লৈল নাগ।।
তবে সে সবাক সাত্যকিএ ততকালে।
একেকতে নিবারণ কৈল শরজালেহ।

১৩৪(খ) শেষ।

১৩৫(ক)

গাণ্ডেক্ষুত্রেস্থ দুশাসনের ঘোটক সকলক।
প্রস্তুনিত শরে নিল জমের পুরক।।
তাক দেখি অর্জুনের কৃষ্ণ ক নিরেখিয়া।।
হরষিত হৈল সাত্যকিক প্রসংসিয়া।।
সঞ্চ ভদ্র বদতি দুঃশাসনের রথক।
সাত্যকি রাখিল তবে উদ্যম পূর্ব্বক।।
দেখিয়া শিখণ্ডিধন রণে অনিবার।
বহুরথে আবরিল চতুর্দ্দিগে তার।।

আচ্ছাদন কৈল হানি পরিপূর্ণবাণ।
সাত্যকি তাহাক ন করিয়া ভূনজ্ঞান।।
দেখি দেখি এ কারণে[৪৫৩] রাজার পুত্রক।
জিনিলন্থ দেখিমি অদ্ভুত বিএম্বক।।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চৌদিগে।
বিদিগতো মৃত্যুপতি কৈল বিমর্দ্দনে।।
দেখি তবে তার সে চরিত্র বিলক্ষন।
না পারি ফিরর্ত্তন কৈল নিবর্ত্তন।।
তবে মুর সেনাগন আরো অনর্পন।
পর জাবে সাত্যকিক কৈল নিবারণ।।
হস্তিক বান ধিব জেন অত্ত মন ধানে।
মুহুর্ত্তকে তাহাক দুর্য্যন্থ মুমু ধানে।।
হেদে ভেদে মন্থ কবিন্দের ব্যবহারে।
বণ ভিন দেখক জেন সূর্য্য অস্তাচারে।।
কলিংগের সংগে যুদ্ধ করি অতিমন্থ।
তাকে অতিএশি জেন যথা বনঞ্জ হন্থ।।
জন্ত তরি স্তবে জেন দুনি হয়া আন্য।
বর্ত্তমক নিরেখিয়া ঘুম জেন পাইল।।
পার্থক বুলিল তবে কৃষ্ণ কৃপাময়।
এহে বীর সাত্যকি তোমার বিদ্য হয়।।
[৪৫৪]ভুজ পাশ আস্যে জিনি যোদ্ধা সকলক। [৪৫৪]
চূর্ণ গ্রায় [৪৫৫] করিআ সকল গৌরবক।
ক্রোধ কৃত ভুজ্ঞাক করিয়া কদর্থন।
ধর্ম্মরাজ হিতক করিয়া অন্বেষন।।

যারি বড় বড় বহু [৪৫৬]বিরক মন [৪৫৬]।
আইসে তবে দুস্কর[৪৫৭]কর্ম্ম করি রণে।।
মুবাহুর মন্যক বিদির্ন করি রণে।
জিনি মুর্য্যোধনক সকল ভ্রাতৃগনে।।
ভুরুসনা হল্লু মুও[৪৫৮] হয়া আন্য চরি।
ঘোর ঘোর হল্লু জেন সিংহ মহাবলি।।
বলে[৪৫৮]বলিকে জনমন [৪] মুদর্শন।
সম্প্রতি হরিন অনন্তরের জীবন।।
অঙ্গে অঙ্গে রক্তে[৪] রক্ত[৪] তনু[৪৫৯]হৈয়ে তার[৪৫৯]।
বসন্তে শোভিত জেন পুষ্পিত বন দার[৪৬০]।।
অর্জুনে বোলন্ত সুন নাথ[৪৬১] মায়াধর।
সাত্যকি আমমু মোর আই জিনি রণ।।
ক্ষিতি মোর হরাত নাহিকে কিকি তেক।
কে রাখিব রাজাক সাত্যকি ব্যাতিরেক।।
তাহার কর্ত্তব্য নাকি রাখিতে রাজাক।
সে না করি দ্রোপত উৎসর্গ করি তাক।।
মুহুর্হু মুহুক তেনি আন্যে মুহু আনে।
জিএ কি না জিএ ধর্ম্মরাজ তথা জানে।।
আপনেও হানু জিনি হৈয়ে জিনি সে সবাক।
সারথিহো হানু হৈয়ে রথ বাহিবাক।।
অস্ত্র সব পরিহানু হৈয়ে পরিপুর।
তাত তাক পাহা আন্য তুরিহুবা দুর।।
হরাক রথ সুপতিক অন্নেমন।
দিবাভাবে আরো অমুহুর্তের নিধন।।

এত্তে তিনি যবাতার মোহোর মিলিব।
সূর্য্য তাত উদ্ ্ হন্তু অবত নামিব।।
এ যুদ্ধ হুব কুথর নাহি কাহার সর্ত্তুবা।
আতো[৪৬২] কর্ণরাজে বাঁতি কর্ণ[৪৬৩]কৈল তথা।।
দ্রোণে তাক রক্ষিবাক বাকিতে থাকেন।
যাৎমক হুহন করিবাক জেন মোন।।
তথাপিতো তাক করি পরিহার।
পঠাইল সাত্যকিক অন্নেসে আমার।।
সঞ্জ হুয় বদতি পার্থে কহিতে এ কথা।
যাহা তুমিহুবা সাত্যকিক তবে তথা।।
মোলেহে সাত্যকি কি মুতাহ্য মোর আজি।
আতো[৪৬৪]তুহ্মি চতুত[৪৬৫]পড়িলো আসি আজি।।[৪৬৫]
চিরকাল অভিলাস[৪৬৬] হে মোর মোহোর।
দুর্য্যু ধৈন তাকেঁ আত বাণ পাহ্য তোর।।
আজি জদি তুহ্মি ওরে না হাড়িস রণ।
আবে জিম তাবে তোর নাহি নিবর্ত্তন[৪৬৭]।
তোক যুহ্মি [৪৬৮]বধি দুর্য্যোধন মুপতিক।
নাহিক সংশয় হর্ষ দিবো বৈধানিক।।
তুমিত পাড়িবো তোক হত করি রণে।
তাক কৃষ্ণ অর্জুনে দেখোক বিদ্যমানে।।
ব্যুহমধ্যে হে তোক পঠাইছে কর্ণরাজ।
তোর মৃত্যু মুনি[৪৬৯]হেন তাকেঁ পাহ্য লাজ।।
বলি সবে যুদ্ধ হুব হে বিপক্ষে বলি হয়ন্ত হহু।
করিআছে সে বিপক্ষ করিবো নিশ্চয়।।

বহুদিনে বধিবে কৃষ্ণ দুষ্টিত ক্রোধত।
তোহ্মো সভে সংহারিবো যুক্তি সেহিমত।।
তুক্তি আক আক বধিবিস দুরাচার।
তোক বধি ত্রিভুবনক হর্ষ দিবো তার।।

১০৫(খ) শেষ।

১০৬(ক)

তোত হন্তু নিরুৎসাহ হয়া আতিরেক।
কৃষ্ণ অর্জুন কর্ণরাজো যুদ্ধে তেজিবেক।।
সাত্যকি উত্তর দিল করি তবে হাস।
আততায়ী হয়া মোক মা করাস্য ত্রাস।।
কেবলে বচন্তে মোক ভয় করাবেক।
সংসারত না দেখো এযত পুরুষেক।।
যে মোক যুদ্ধত পারে নিরস্ত্র করিতে।
সে বিরে সে পারে ওরে মোহোর বধিতে।।
মোক সে করিব হেন নাহি ত্রিভুবনে।
বৃদ্ধেরো অসাধ্য তোক সেবে কোন জনে।।
ব্যর্থ বাক্য বিস্তর[৪৭০]বুলিজা কি হৈবেক।
যে কর্ত্তব্য তাক কর্ম্মে মনু করিবেক।।
তথাপি চর্ব্বিত পরতের জেন ধন।
হাসি উঠে মুনি মোর তোহোর জন্ম ম।।
বহুদিন হন্তু তুয়িস্তুবা তোর মনে।
যুঝিবাক যুতি বাক্য করিথাহো মনে।।
সে [৪৭১]তোর মোহোর প্রবর্ত্তাক মোর রণ।
তোক আজি মা মারি মা হবো নিবর্ত্তন।।
এ প্রকারে পরস্পরে দুইক দুইজন।
বধিবাক যেন জেন করিল পর্যন্ত।।

বীর যুগকেতু আরো বীর যুযুধান।
দুই হস্ত হস্তি জেন হয়া এক স্থান।।
দুজো বীর পর বরিষিল ধারাসার।
তবে ভুরিশ্রবা সোমদত্তের কুমার।।
সাত্যকির আজ্ঞন্ন করিল পূর্ণ শরে।
কতো তাপ বাণে ভেদিলেক কলেবরে।।
পুনু আরো দশশরে ভেদিল সেকায়।
হানিলেক আরো নানাঞ্জিত পরজায়।।
তবে বীর যুযুধান পর লে ধনুতে।
ত্রাস করিলেক নিজ অশ্বধারা[৪৭২] বলে।।
আবরণে তবে দুজো ভুবে সরে সনু।
সবে সনু দুই বাহু জেমত যুঝনু।।
দন্তু সনু যুদ্ধ জেন করনু তুঞ্জ ভয়।
সেহিমতে দুজোবীর করনু সমর।।
দুইর দুই শরে রথ শক্তিক কাটিল।
তিনবার স্থান নাহি শরীর কুটিলত।
রুধির প্রবিথা মু ও করিল প্রকাশ।
বমনু করত জেন কুটিল পলাশ।।
এ প্রকারে কৌরবগণের বিদ্যমানে।
যুক্ত হো দুই তর্জিল যন্ন গর্জিল জতমানে।।
ত্রাসঃমনে দুইক দুই স্তম্ভীত করিথা।
দুইর ঘোড়াক দুই দেলাইল মারিথা।।
দুজো ভুঞ্জলোক জাইতে ইশ্যাসনে।
দেশবে বত্ত চর্ম্মক করিথা যুদ্ধোজনে[৪৭৩]।।

১০৬ (ক) শেষ।

আবিদ্ধ উদ্ভান্ত ভ্রান্ত আপ্লুত বিপ্লুত।
এবমাদি চিত্রগতি করিয়া অদ্ভুত।।
অপর নানান গতি করি বহু বন্ধ।
দুহার ছিদ্রক যুদ্ধে নিরেবে প্রবন্ধ।।
দুহকো যুদ্ধে নিভার মাধব সরস্বতী।
বারম্বারে বড় দুর্গর প্রহার করে গাঢ়া।।
এ প্রকারে বড় দুর্গ যুদ্ধে করি বিপরিত।
প্রনু হন্তা প্রদ্যো বির বলিব ভূমিত।।
মুহূর্তেক অননুরে উঠিল পুনর্বার।।
বড় দুর্গ চর্ম্ম তুলি যুদ্ধো বিদ্যুত সকার।।
দুহকো দুই করি ভিন্ন বড় দুর্গর সন্ধান।
দুহার ছেদিল দুই চর্ম্ম দুই খান।।
বড় দুর্গ হাড়ি তবে যুদ্ধো নিদারুন রণ।
৪৭৪বাহুযুদ্ধ যে আরম্ভিল নি যুদ্ধে নিপুন৪৭৪।।
লোহার পরিঘকার বাহুদণ্ডে ধনু।
দুহকো যুদ্ধো বলে বিভিষাক নাশিলনু।।
সকল যোদ্ধার বিদ্যাবান্তে সে দুহার।
বিপ্লব৪৭৫নিপুন হৈল অনেক প্রকার।।
কতবা হৈবেন আর ভুজের আলাত আঘাত।
পর্ব্বত উপরে জেন বহু বজ্রপাত।।
ধনু ধনু ধনু জেন যুদ্ধনু বাতংগ।
ধমধম্ভ বুদ্ধে জেন ভুজে ভুজে যুদ্ধ।।
সেহি মতে দুই বীর ভুজে ভুজে যুদ্ধে।
বাথায় বাথায় ধমাধমি করি বান্ধে।।৪৭৬

পাবে প্রাবে জড়া জড়ি জঠরে জঠরে।
বুধিবিত পড়ি আরো জড়াজড়ি করে।।
কত উঠে কত পড়ে কত পাক ভূমে।
মর্ম্ম ঘায় শ্বাস জেন ছাড়ে পরিশ্রমে।।
পড়ে ভূতাপত আরো আক্ষেপ পাতন।
উৎখানক আকুতক ঘুন[৪৭৭] বিতক্ষ ভূষন।।
প্রমাথ উন্মাথ সন্নিপাত অবভূত।
এবমাদি বন্ধ করে যোদ্ধায় অদ্ভুত।।
দরপায়া বর্ত্তিস বিধান এ প্রকার।
ভুরিশ্রেক মুক ভেদ দুই প্রাণে মারিবার।।
বিরথ সাত্যকি এ প্রকার যুদ্ধ করে।
দেখি অর্জ্জুনক চুলিলন্থ যাযোদরে।।
দেখিয়োক মধি অস্ত্রহীন সাত্যকীক।
ভেদি জায় দুর্যোর ভারথ বাহিনিক।।
ব্যূহত প্রবেশ হৈছে তোমার গাহত।
প্রানু হৈছে বল যাত্র নাহি শরীরত।।
এ সবস্থ মোহোর সমান হেন[৪৭৮] জানি।
নাথ হৈল তাক ভুরিশ্রবা মবামানি।।
এহি কথা কৃষ্ণ দেবে কহিল পার্থত।
ভুরিশ্রবা তবে কোপে তোমার[৪৭৯] পার্থত[৪৮০]।।
অতিশয় দেখে বলহীন সাত্যকিক।
ধায়া গেল জেন মত হস্তি এ হস্তিক।।
বধিত উদ্যত হয়া করিল প্রহার।
অভয় সাত্যকী হৈল সে প্রকার।।

তবে তুমিহুবা সাত্যকীক বলে তুমি।
আছাড়িআ পাড়িল ধরিত দুহু বুলি।।
বলে ধনু পাড়িল হাথিক জেন হাথি।
দুদণ্ডত দিল পলে দুহু এক বাথি।।
বাম হস্তে ধরি তার চুড়াবন্ধ চুল।
কাটিবাক লাগি খড়্গ ধরিলা বিপুল।।
দেখি বাসুদেব খুনু খুসির পার্থক।
৪৮১করিআ সাত্যকী দুর দুস্কর কর্ম্মক৪৮১।।
গ্লানু হয়া বুলিবিত পড়ি মহারাজ।
দেখ তুমি মুবার হয়াছে দুর বল।।
স্ত্রিদু দিয়া বধয়ন্ত কুটুম্ব বিসেসত।
হৈছোহে পরুর বল তোমার কার্য্যত।।
এতেকে এপোট তুমি সত্বরে করেন।
সাত্যকি না হয় বল ৪৮২দেহার জেহেন।।
কৃষ্ণক অর্জুনে বুলিলন্তু তাত পরে।
এশীড়া করে জেন যত কঞ্চ ভরে কুঞ্চ ভরে।
সাত্যকি সহিতে লেহিবতে জুঝেতু।
রণএশীড়া করিতে লাগিছে জয়হেতু।
পাড়িয়া ভুমিত বলে করিআ বিক্রম৪৮৩
সিংহ প্রায় ৪৮৪দীপ্তিক করন্তু অসোরি মহাবল।

১৩৬(খ) শেষ।

১৩৭(ক)

বুকে লাথি দিয়া হাতে ধরি কেশ পাসে।
তুলিছে তাবের খড়্গ কাটিবার আসে।।
তথাপি সাত্যকি তার হস্তে সমস্থিতে।
কিরায় বস্তক কণ্ঠ না পারে লভিতে।।

চন্দ্রকারে ফিরে যেন দুবারের চাক।
দুরিদ্রুবা সন দিক না পায় কাটিবাক।।
ফিরে ফিরে সমর করয় যবানায়।
কহ প্রভু সাত্যকিক রাখোঁ কি উপায়।।
তাক দুনি দেখি আরো সাত্যকির ক্রোধ।
দুনু অর্জুনক বুলিলন্থ অবিলেম্ব।।
স্থির দিবা তোমার সাত্যকি নির্ব্বিশেষ[৪৮৫]।
তাত করি [৪৮৬]দুরিদ্রুবা হৈলেন বিশেষ।।
এতেকে তোমার দিব্য ধনুর বিলম্ব।
দুনি যুধকেতুক অর্জ্জুন নরোত্তম।।
অনেক প্রকারে পূজা করিল যতত।
সাত্যকিক হৈল জাতো বিকুক[৪৮৭]এমত।।
যতত হস্তিক যতদিংহে জেন করে।
গাহে কেশবক বুলিলেন্থ স্নিগ্ধস্বরে।।
[৪৮৮]আসকত দুষ্টি হৈলো সৈন্য এব যত।
না দেখিলো এবা তাতে হৈল হেনমত।।[৪৮৮]
তোমার আজ্ঞায় সাত্যকির রক্ষা কাযে।
করো হের অবানুষি কর্ম্মক সংগ্রামে।।
এ বুলি দুরন্থ ধর ধাপ ভিবে যুড়িল।
অগনির উল্কা জেন জলিতে লাগিল।।
বড় বীর যুক্ত অবংকৃত বাহুক সমরে।
বির দুরিদ্রুবার হেদিল সেহিপরে।।
যজ্ঞ জয় বলতি মহারাজা কথা পুরি শুন।
সেজে বড় বীর যুক্ত বাহু দপ ভক অর্জুন।।

পর দুহা রিখা হেদিনেক পাছ পাকে।
মহাবীর ভুরিশ্রুবা নাহি দেখে তাকে।।
তাতে সে বাদুক পরে কাটিআ পাড়িল।
পক্ষ সিরা সর্ব্বসেন ভুমিত পড়িল।।
তবে ভুরিশ্রুবা বুলিজান দেখি মোকে।
নিরর্থক অর্জুন এযত কৈল [৪৮৯]মোক।।
মাত্যকিক তেজি হয়া অসম্ভাব মনা।
অর্জুনক দেখবে করিবমু পরিহনা।।
অন্য[৪৯০]মনে যুদ্ধ এত হৈবাহো অনরত[৪৯১]।
নাহি দেবোঁ পার্থ বুলি মোক মুহূপত।।
তাত মোর বাদুক হেদিনো করি চোট।
মহা পাতকের কর্ম্ম করিলোঁ এ মোট।।
পুত্র যুধিষ্ঠীরকে বা কি বুলিবোঁ আর।
তুমি হেন পরম পাতক ভ্রাতৃ জার।।
অন্য জে সকল আরো বোলে হেনমত।
অস্ত্র ছুঁনে পারিল ভুরিশ্রুবা হৈল হত।।
এ সবস্ত্র যুদ্ধি তা সভাক কি বুলিব।
ক কথা বুলিলে যমে কি উত্তর দিব।।
এহি উপদেশ তোক দিছে ব্রহ্মন পুত্র।
এহি অস্ত্র তোক দিকি দিছে মহেশ্বর।।

১০৭(ক) শেষ।

১০৭(খ)

দণ্ড দিবপাল তোক এহি অস্ত্র দিছে।
কৃপগুরু স্রোণে তোক এ অস্ত্র শিখাইছে।।
তোক যুদ্ধি না যুজো আনক করো রণ।
অস্ত্র কর্ম্ম জানি হয়া তাত কি কারণ।।

কে মতে দুরার মোক কৈলৌ পরিহিত।
জে[৪৯২]মহাপুরুষ তার এমিকি উচিত।।
অনুগত জেলোক জেলোক হয় ভিত।
বিরত জেলোক আরো জেলোক দুঃখিত।।
জে লোক অভয় বাংগে দুগের কাতরে।
অন্যবিদে এ সবাক দুরাস্ত না করে।।
আজি মোক দুতি তুক্কি কৈলা জে অকর্ম্ম।
কাপুরুষ নিচ জাঞি তাবে সে একর্ম্ম।।
দুস্কর পাতক তুক্কি করিলি কেমত।
অসাধু লোকে সে সুখ পায় এ কর্ম্মত।।
সাধু জাঞি তাঞি এ কর্ম্মত পায় দুঃখ।
এ কর্ম্মে অসাধু লোকে সে পায় সুখ।।
[৪৯৩]এতেকে জে সব জে সবার বসে থাকে।[৪৯৩]
তাবে তার সুভাবে সে পায় তাকে তাকে।।
এ মোট তোহোঁত বুক্কি দেখিলোঁ প্রত্যেক।
কৃষ্ণে র সংগত তোর এ বুদ্ধি হৈলেক।।
এজে মুরুমুদনের বস হয় জাঞি।
নানা কুট কথটে বশ হিত হয় তাঞি।।
সাত্যকির মিথিত্য কৃষ্ণে র মন ভুলা।
কে মতে [৪৯৪]করিলৌ তোর[৪৯৪] না বাখিব ভুলা।।
চল মু বংশ ভরত কুলত জন মিহিন।
আমার গৌরব বংশি কেমতে আমরি যানিব।।
দুঃখ দিশ অন্য সনে করিতে সংগ্রাম।
কৃষ্ণ সবি বিনে নাহি আনের এ কাম।।

অর্জুনক তুরিদ্রুবা এ বোল বুঁলিয়া।
বাম হাতে পর মস্তক জড়াইয়া।।
যোগাসন করি তার উপরে বসিল।
সূর্য্যক নিরেখি ধ্যান তত্ত্বক করিল॥
পক্ষ স্থানে পক্ষ ধ্যান করি নিয়োজিল।
[৪৯৫]ভরত মনত যার[৪৯৫] নিমগ্ন করিল।।
তাক দেখি সেনামধ্যে ভত রাজ জনা।
কৃষ্ণ বিনে কুরুক করিব পরিহসা।।
সাধুবাদ বীর তুরিদ্রুবাক করিল।
মুনি কৃষ্ণ অর্জুনে অতিশয় না বুলিল।।
সেহে যুগকেতুক বর্ণনা না করিল।
এ তোমারে তুরক যাক্ষ নিল দিতে বুলিল।।
সর্ব্বৌথি বুলিল তুরিদ্রুবাক অর্জুন।
সবে রাজা জানে মোর এহে[৪৯৬] বীর্য্যগুন।।
[৪৯৭]দুষ্টির সোচ্চয় রহে[৪৯৭] যে জন আমার।
রাখিবোঁ তাহাক যুঝি করিহে স্বিকার।।
সকতি কাহার নাহি বধিতে তাহাক।
এতেকে না পার পরিহসা করিবাক।।
ধর্ম্ম জানি আপনে করহ পরিহিত।
পরক পরিহা করে এ নহে উচিত।।

১০৭ (ব) শেষ।

১০৮(ক)

অষ্টাদিন সাত্যকির তুরিদ্রুবা যারে।
তাত ধ্যান রাখিলোঁ বাসুক হেদি তারে।।
এহে কর্ম্মদোষ পরিহিত হেন মানি।
কিনুতোরা কি করিনা হয়া ধর্ম্মজানি।

বিরব বিধনু বিকবচ অশ্বহিন।
অসহায় বানক দুর্দ্দিত অনুবান।।
হেন অভিমন্যক পেলিলা অন্তে জয়লোক।
এহে মোর দর্প তার নিষ্ফি করিয়োক।।
হেন বানি সুনি কর্ণপুটে কিরিটির।
অর্জুনক বাব করি তুরিদ্রুবা বির।।
নিজ শিরে সনু দুখিবিক পরশিয়া।
সুনি রহা রহিল মুখক কিরাইয়া।।
অর্জুনে বুলিল দুঃখে তাক সেকানত।
ছাড়ু সকলত মোর স্থিতি জেনমত।।
সে স্থিতি তোমাত মোর করিলোঁ সুরুপ।
এবেসে জানিলোঁ তুমি পুরুষ জেরুপ।।
কৃষ্ণে ও জানিল তুমি হেন মুদ্ধমতি।
এতেকে মোহোর বরে তোমার সম্ভুতি।।
জে লোকক যৈয়াহে শিবি ওশিনর।
সে পুন্য লোকক তুমি চলিয়ো সত্তর।।
তবে বাসুদেবে তুরিদ্রুবাক বুলিল।
তুমি বহাপুরুষ সর্ব্বদা জানিশীল।।
জে স্থবর বিষন ব্রহ্মাদিয়ো বাক্য করে।
সে মোর লোকক চল শুরুষ তুবরে।।
পক্ষুর বাহন চতুর্ভুজ তেজোময়।
মোর তুল্য হৌক তোর শরীর অব্যয়।।
মঞ্জু বদতি সুন রাজা বহাভাগ।
তবে তুরিদ্রুবা সাত্যকিক করি তাগ।।

ছিন্ন হস্ত হস্তীনায় হৈছে ভুগকেতু।
উঠিআ সাত্যকি তার কাটিবার হেতু।।
তুমি বড় দুর আয়া অপমান মোর।
দেখিআ করিল কৃষ্ণ অর্জুনে নিষেধ।।
তীম যুধামন্য উত্তমোজা সোনিকৃপ।
কর্ন বৃষ সেন সৈন্য দুবাদি অন্য নৃপ।।
সকলে নিষেধ করিলেক কাটিবাক।
তথাপিতো না মানিঞা সে সবাক হাঁক।।
ব্রতধরি তুমিত বলিছে ভুগকেতু।
হেদিন সাত্যকি তার শির কোপহেতু।।
সে কর্ম্মক দেখি সবে মনিয়া বিষাদ।
সাত্যকিক কেনহা না করিল সাধুবাদ।।
দিন দুই সবে দিন দুই দেব চারণ মানব।
বীর তুরিদ্রুবাক পুজিল এহে সব।।
তুমু সৈন্য সাত্যকিক দিন দিল তথাত।
কত[৪৯৮]মনোমতিয়ে করিয়া পরপাত।।
সাত্যকির অপরাধ না হয় ইহাত।
ভবিতব্য আছে তুরিদ্রুবার এমত।।
এতেকে কর্ত্তব্য নহে দুঃখক তোমার।
এমত মোর দুঃখমুল মনুষ্য সবার।।

১৩৮(ক) শেষ।

১৩৮ (খ)

শেশবে অন দুই হৈআছে এতেকে ভুদুবালে।
বধিবাক পায় তুরিদ্রুবাক পরাজে।।
ভুদ এত ইহার মৃত্যু হন্তু সাত্যকিত।
হৈতে নাবে হেন আছে বিধির লিখিত।।

পরস্পরে এহি যুদ্ধি মোন হয়া রৈব।
তা সভাক সাত্যকি বুলিতে তবে লৈল।।
শুন ওরে কৌরবের অধার্ম্মিক লোক।
আপনার ধর্ম্মক দেখায়া দিন দু লোক।।
অনর্থ করিবা পরিনামক না চাই।
পাছে ধর্ম্ম দেখায়া পাবিতে কিকি পাই।।
যারিবাক ইহাক না পাই একান্ত।
হেন বাক্য তোরা সব বোল কেনমত।।
অল্পহিন বালক বুদ্ধিত বিশেষত।
হেন সৌভদ্রক বেড়ি সবে কৈল হত।।
তখন এ ধর্ম্ম কথা আছিল তোমার।
আমি তো করিছি ক্ষত্রিয়ের অংধিকার।।
যে লোক জীবন্তে বলে ছেলে কেন আকর্ষনু।
বুঝিবিত পারি আরো পাবে যে তারনু।।
সেজে মোর সম্বু যদি দুনি হয়া থাকে।
তথাপি অবশ্যে যুদ্ধি করিবো তাহাকে।।
আরো এজে তুরিমুখা লোক যারিবাক।
বড় দু তুমি ধরিবে দেখিছ সবে তাক।।
তার হস্তে ধনু আছে মস্তক পাকায়।
শিরচ্ছেদ করিতে আছিল ছিদ্র চায়।।
তাতে পার্থ আপনার প্রতিজ্ঞা পালিতে।
ছেদিল ইহার বাহু বড় দু অবস্থিতে।।
ইহাতে ইহাক নিকি না পাড়ো বধিতে।
অল্প বুদ্ধি তোরা মুখ্য না পার বুঝিতে।।

জে হৈবাক নাপয় দৈবেও সে করেন।
কি মোর অধর্ম্ম তাত তোমরা দেখেন।।
সুন জে কহিআছে বান ঢৌকি মুনি রাজ।
"এলোকক কদাচিতো বধিতে না পাজ।।
মনু সকলক জে করিলে পিড়া হয়।
তাক করিবেক কোন হিকে সংসয়।।
সঞ্জ ভুজ বলতি এ মুনিরে জুজুবান।
কৌন হৈল কুরুগণ [৫০১] মুনি সে বচন।। [৫০১]
মনত পূজিল ভুপকেতুক বহুত।
তবে বহারণ যজ্ঞে হয়া মন ভূপুত।।
মুনির বরণে তুরিভুবা যরি সৈল।
তবাধিতো কোন জনে আনন্দ না হৈল।।
অদ্ভুত হয়া উদ্ ভলতি মনু বলী।
আকাশ নংহিয়া তেজ রুপে জেন চলি।।
ভূত রাজ্ঞ রাজা পুছে কিসো [৫০২] অদভুত।
আজি যুধিষ্ঠিরত করিআ ভুতিভুত।।
এমোর মযুদ্রপ্রায় সেনাক বিবারি।
নর রব গজবাজি অসংখ্যাত মারি।।
আসেতে আহাক দ্রোণ কর্ণ কৃতবর্ম্মা।
না পারিল রাখিতে এসব উত্তকর্ম্মা।।
হেন মাতাকিক কি উপায়ে বুধিবিত।
বলে পাড়ি তুরিভুবা করিল ভুলত।।
সঞ্জ ভুজ বলতি রাজা সুন কথা মাত্রি সার।
হৈছে তুরিভুবার উৎপত্তি জে প্রকার।।

যাত্যাতির যে প্রকার জন্ম কর্ম ৫০০আদি।
যে কর্মত সব দেব তোমার হৈছে খ্যাতি।।
পুরুত অত্রির পুত্র জন্ম যিল চন্দ্র দেবা।
তার পুত্র হৈল বুধত্বর খ্যাত ৫০৪।।
পরোরবা রাজা হৈল বুধের তনয়।
তার পুত্র হৈল আয়ু রাজা মহাশয়।।
নহুষ নৃপতি হৈল আয়ুর সন্ততি।
নহুষের পুত্র হৈল জয়াতি নৃপতি।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু জয়াতির জন্ম যিলেন।
সেহে জয়াতির পুত্র হৈল সুরসেন।।
দুইপুত্র সুরের জন্ম যিল তাত পরে।
বসুদেব আর যিনি নামত অপর।।
দেবকের পুত্রী দৈবকী তাত পাছে।
সুরুৎসুরে সকল কন্যার আসিবাছে।।
তবে বসুদেবের নিবিতে দৈবকীক।
বলে যিনি জিনিবে সকল নৃপতিক।।
দৈবকিক আপনার রথত তুলিল।
দেখি সোমদত্তে সহিবাক না পারিল।।
তবে সোমদত্ত আরো যিনি বলবন্ত।
চিএ দুন্দুভি হৈল দুই প্রহর পর্যন্ত।।
তবে যিনি সোমদত্ত হয়া মহাক্রুদ্ধ।
কোবে পরস্পরে আরম্ভিল বাহুযুদ্ধ।।
পাছে যিনি পাড়ি সোমদত্তক ভূমিত।
বুকে বাখি মারি হাতে ধরিল চুলিত।।

হত রাজা আসিআছে সবাকে সাথ্যাতে।
কাটিবাক বড় ধুবান তুমি সৈন হাতে।।
পাছে কৃপা উপজিআ সিনির তাহাক।
ছাড়িসিন না কাটি বুলিন[৫০৫] থাক থাক।।
তবে সোমদত্ত এহি অবধানে মনু।
তপস্যাতে শিবক প্রসন্ন করিলনু।।
বর লব সোমদত্ত বুলিন শঙ্কর।
সোমদত্ত বলে প্রভু দিহো এহিবর।।
হেন এক পুত্র প্রভু জন দুষাক মোহোর।
রাজা সহস্রেক ৫০৬ যজ্ঞে সংগ্রাম বুলোর।।
সিনির বুএক থারি ধরিআ হেলত।
বুকে নাব খি মারিবাক পারে সবরত।।
এহি হৌক বুলি অনুগ্যান হৈল হরে।
সাত্যকিক ভুরিশ্রবা জিনি সেহি বরে।।
থাড়ি হুনত থারি চরণ[৫০৭] দুহার।
ছুলে ধরি বড় ধুবি তুমি সৈন কাটিবার।।

১০৯ (ক) শেষ।

১০৯(খ)

কহিলেন মহারাজা কহিলো সেহেতু।
সাত্যকিক এহেতুএতেকে জিনিন ভুপকেতু।।
সাত্যকিক অন্যথা না পারে ত্রিজগতে।
কাহারো শকতি নাহি কহিলো ভারতে।।
দানব মানব দেব[৫০৮] যদু বৃষ্ণি সবাকে।
সাত্যকি সবাকে পারে রণে জিনিবাকে।।
মহাবল বির্য্য বিরূপের মধ্যতে।
সাত্যকির সম কেহো না দেখি জগতে।।

উরধ রাকস জত সব আসিতেও।
বুকি বির আত্যকীত না পারয় তেও।।
মেরুক বহিতে পারে সঙ্ক তরয় সাগরে।
সে সব একত্র হয়া জদ্যপি সবরে।।
নাস হৈব সে সবো তথাপি সত্যকির।
নাস মাহি তোমাক কহিলো কুরুবির।।
জাত আছে তোমার সংসয় মহারাজ।
তুয় অনিতিত হৈছে সে সব অকাজ।।
পুনরপি তুতরাস্ত্র পুছে সঞ্জয়ত।
এহিরূপে তুমিস্ত্র বচরণে হৈল হত।।
কহ পুনর্বার যুদ্ধ হৈল কি বন প্রান।
সঞ্জয় বলতি রাজা কর অবধান।।
তুমিস্ত্রবা জদি পরলোকক চলিল।
শুনঞ্জয় তবে বাসুদেবক বুলিল।।
যথা শুনঞ্জয় ৫০৯ তথা তাকিয়ো মোচাক।
আজি প্রভু পাকন করায়ো প্রতিজ্ঞা ক।।
সুর্য্য অস্ত নাহি জাইতে রবি সৈন্ধবক।
করো সত্য জেয়তে প্রতিজ্ঞা বচনক।।
মহারথ সকল সহিতে কুরুগন।
হৈ আছে বাবক মোর নাস মারায়ণ।।
সুর্য্য তাত ডুবায় অস্তক যাবি জায়।
হেন সুনি ভকত বৎসল যদুরায়।।
যথা জয়দ্রথ তথা জগত নিবাস।
বাহিল পার্থের রথ রজত সংকাস।।

সমিধক পার্থ আসিবার দেখি তবে।
কর্ণ দুর্যোধন সৈন্য বৃষসেন সবে।।
অনুৎসাহা কৃপ জয়দ্রথ সেল পাড়া।
তবে সৈন্য রক্ষক ধনঞ্জয় নাশ পাড়া।।
ক্রোধে রোষ দুষ্টি চাহিল যেন ভস্ম করিবার।
দেখি দুর্যোধনে তাক রক্ষা করিবার।।
ত্বরা করি কর্ণক বুলিল বহীবার।
উপস্থিত হৈল হের ঘোর যুদ্ধকাল।।
এড়ে ধনঞ্জয় জয়দ্রথক ছেদনে।
না পারে বারিতে তাক কর ব্রাহ্মণে।।
আজি বলবীর্য্য পরাক্রম দরশাব।
দিবস অন্ত বার আছে তাক চাব।।
এতেকে পড়ুক পীড়া কহ তুমি রণে।
এহি অবধিযু দিবাখানি অবসানে[৫১০]।।
অবশ্যে আমার অস্ত হৈব দিবা দুষ্যে।
সূর্য্য অস্ত নাহি জানিতে[৫১১] দিবাত হৈবুনো[৫১২]।।

১০১(খ) শেষ।
১৪০(ক)

না পারিল যদি জয়দ্রথক বারিতে।
প্রতিজ্ঞা বিফল হৈলে অগ্নি প্রবিশিতে।।
প্রবেশিয়া যখন হৈবেক ধনঞ্জয়।
অগ্নি প্রবিশিব হৈলে তার ভাগ্নেচয়।।
মুহূর্ত্তেক প্রাণ ধরিবাক না পারিব।
প্রাণ তব সকল এহি প্রকারে ধরিব।।
সমাপত্তা বসুমতি সকলে আমারে।
ক্রোধ হৈব যদি জয়দ্রথক না মারে।।

জাতো তাকে না বুঝিয়া কার্যের তত্ত্ব।
প্রতিজ্ঞা করিল বিনাশের নিমিত্তক।।
তুমি কর্ম জিতে আরো আমি দ্রোণ কৃপ।
বৃষসেন দুঃশাসন সৈন্য[৫১২] অন্য নৃপ।।
জুঝিবাকে লাগিছে দুর্যোও মাগে তাত।
কেমতে সৈন্য সব রক্ষ করিব দিবতে।।
তবে তন্তু পুরুক বলিল কর্মবীর।
তীব্র সরে অজ্জুনিত হৈ আছো সন্নির।।
রহিবাক মাগে বাদে রহিছো রনত।
কিকিতো শাবর্ষ নাহি মোর সন্নিরত।।
যথা শক্তি জুদ্ধ তাতো করিন কেবলে।
মোহ্যা প্রাণ অর্থ জাতো তোমারে সকলে।।
অজ্জুনে মা যায় অন্যত্রুবক জেবতে।
সে কর্তব্য কিন তু অন্য সৈবের হাততে।।
তোমার প্রিতিয়ে[৫১৩] রক্ষাকারে সৈন্য ব্যবর।
মোর অজ্জুনের সেহক দেবোক সমর।।
কর্ম দুর্যোধন এহি সম্ভাসা করিতে।
অজ্জুনে লাগিল তুন্ত সমক ধরিতে।।
ছেদে ভেদে সানাত্রিত সরসাহ্ন ধারা সারে।
রবি রশ্মি পুঞ্জ জে জেন তিমির সংহারে।।
কতেকের হস্তি মুন্ডোধর ভুজদণ্ড।
ভুকাণ্ড কাণ্ডের চোটে কৈল খন্ড খণ্ড।।
কারো গণ্ড মুণ্ড মুখণ্ডিত অকুণ্ডলে।
নিপাতিল গ্রীবাদণ্ড হন্তু ভুখণ্ডলে।।

কাটি মহোদ্‌দণ্ড[৫১৪]হস্তি তুরংগ প্রচণ্ড।
ব্রহ্মরন্ধ্র পতাকাকো তৈল নাম ভণ্ড।।
প্রকাণ্ড খাণ্ডিব কোদণ্ডের চণ্ড কাণ্ড।
ছেদিব চামর ইণাদণ্ড পরকাণ্ড।।[৫১৫]
ধণ্ডিল রথক বিধণ্ডিল পদাতিক।
করিল রুধির নদ্ধ মহীমণ্ডল ক্ষিতিক।।
তমু বহু মোদ্‌গাক্ষ এহুবে করি নদ্ধ।
আম্বা সৈন্‌যবের নাম তৈল এমঞ্চ ছদ্ধ।।
ভীমসেন মাত্যকি রথক হৈহে তার।
সেহি দুর্যোধন দুতে তমহু তোমার।।
কর্ণ বৃষসেন সল্য অশ্বত্থামা কৃপ।
সমস্যে মবাত আমে অন্যদ্রুথ নৃপ।।
তার পৃষ্ঠ করি হৈল পার্থের সমুখ।
যব জেন বেগে সেহি মেলিমুখ।।
আর কত হৈব তবে আদিত্য মণ্ডল।
তবে কৃষ্ণ অর্জুনক প্রতি সে সকল।।

১৪০ (ক) সেষ।

১৪০ (খ)

বৃষ্ণির সমুখ বীর বরীমিব বসুবান[৫১৭]।
অন্ন দুঃখে সে সব পরক করিয়া নির্যান[৫১৮]।।
অনেক প্রকারে তেহিসেক তা সমুক।
তবে আপনার বলবির্য্য সে বাইবাক।।
অশ্বত্থামা আচ্ছাদিল পার্থের দসোদিস।
দসসরে পুনু তেহিসেক অমদুস।।
সানাবিত মাতসর কৃষ্ণ কো হানিল।
জেন পুষ্পমালা গালস্থাবত অর্পিল।।

পার্থের রথের গতক করিআ নিরোধ।
রহিবমু যুদ্ধর দুবার বরাবোধ।।
আরো কৌরবের যতা যতা[৫১৯] বীরগন।
ধনুক কম্পায়া তৈল বান বরিষন।।
অর্জুনের চারিপ্যো দিসক আবরিয়া।
রহিবমু সবে দিন দু রাজাক রাখিয়া।।
তবে পার্থে দুই পোট সৌন্যের অবসু।
পাণ্ডব দল চুরের আরো দেখাইতে অবসু।।
দেখাইতে বাহুবলক[৫২০] আপনার।
অস্ত্রচয় কৃপ অনুৎপাথা হানিবার।।
আপনার অস্ত্রে সমু করিআ নির্যান।
পাছে একৈকক হানি দশ দশ বান।।
সকল লোকের অরিয়ত দুতি দুতি।
সেরুপে অর্থিব সব অতি দু তগতি।।
তবে তাক দেখি যুদ্ধুপুত্র মহাভাগী।
হানিব পক্ষি ন মর অর্জুনক রাখি।।
বির বুষসেন মাত মর বারিসেন।
তেহওরি মর দুর্যোধনে হানিসেন।।
মহাকোপে দশ সরে কর্নেও তেহিন।
পাছে পুনু পুনু ধনু কাম্পায়া ন গর্জিন।।
আদিত্য অস্তক হৈসা করিছে তখন।
এ প্রকারে বরসাইল অস্ত্ররষি বণ।।
তোমার সৈন্যত তবে অনেক যোদ্ধ থাক।
বধিসেন পার্থ সন একক বধিবাক।।

তবে ভীমসেন ভুজবান বনঞ্জয়।
একে কর্ণে তিনিকো বারির[৫২১] সে সময়।।
পাছে সেজে রাধেয়ক দুর্যোধ্য অর্জুনে।
অতি কোপে দম সরে ভেদিব দারুনে[৫২২]।।
সাজ্ঞা কিও তিনি বানে ভেদিলেক তনু
ভীমে তিনি বানে ভেদিলেক টানি ধনু।।
দুর্জয় অর্জুনে পুনরপি সাত সরে।
ভেদিলেক দারুনে কর্ণের কলেবরে।।
মহা ধনুদ্ধর কর্ণে তাত অননুরে।
ভেদিল তিনি কো কোপে সাতি সাতি সরে।।
দেখিনি কর্ণের সরে পৌরুষ অদ্ভুত।
একাকি তিনিকো জাতো জুঝীব প্রস্তুত।।
তবে সর সতে ধনঞ্জয় মহাবল।
ভেদিলেক কর্ণের সকল বর্ম্মস্থল।।
সর্ব্বংগ রুধিরে ব্যাপ্ত হৈল তবে কর্ণ।
অস্তকালে আদিত্য জেমত রক্তবর্ণ[৫২৩]।।

৪৪০ (খ)শেষ
১৪১(ক)

পকাসত সরে কর্ণো অর্জুনক তবে।
ভেদিল[৫২৪]অর্জুন পাছে [৫২৪]হস্তের লাঘবে।।
সরে বৈকর্ত্তনের [৫২৫]কোদণ্ড খণ্ড ছেদি।
স্তন মধ্যে তুরাসে [৫২৬]বৃদত্ত তার ভেদি।।
কর্নক বধিতে তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সুর্য্য প্রায় প্রকাশ হানিল এক সর।।
বেগে জায়া সে সর কর্নক বধিবাক। [illegible]
হেন দেখি অস্তব্যস্তে অধুৎবাসা তাক।।

অব্ ঁচিন ঁু বানে আকাশতে ছেদ[৫২৭]হৈল।
পড়িল[৫২৮]ভূতলে জেন উল্কাপাত হৈল।।
সেহি বেলা কর্ণে অন্য ধনু ধরি করে।
আৎমাদিল অর্জুনক অমংঘাত শরে।।
সে সব সরক পার্থ শরে নিবারিল।
বায়ু জেন মলত রাশিক উড়াইল।।
মহন্ত যোদ্ধার বিদ্ধমানে তাতপরে।
রাখবক পরমাত্মা উত্তর হস্তেতরে।।
আৎমাদিল কর্ণক অর্জুন ধনুদ্ধর।
কর্ণো তার প্রতিকার করিতে সত্বর।।
অনেক মহাস্ত্র শরে ব্যাপিল পার্থক।
কুহাম্বে ঢাকিল জেন উদিত ভানুক।।
দুই বিরে জেন দুই ব্যাঘ্রে করে জুদ্ধ।
দুই সিংহে জুঝে জেন হস্তী মহামুদ্ধ।।
দুহ্মো আকাশক শরে ছন্ন করিলেক।
দুইরো শরজালে দুহ্মো অদৃশ্য হৈলেক।।
পরস্পরে শরে দুহ্মো দুহাঁক ভেদিল।
কর্ণক অর্জুনে তবে ডাকিয়া বুলিল।।
দুর্জ্জি ধনঞ্জ ক্ষত্র মোর আগে তোর গর।
ম প্রাণে পলাইল কর্ণ জনেতেক রহ রহ।।
বীরদর্পে কর্ণেও বুলিল তবে তাক।
দুর্জ্জি কর্ণ গর্বে জনেতেক[৫২৯] [illegible] থাক থাক।।
এ প্রকারে দুইক দুই বাক্ জনর হানি।।
তর্জিল গর্জিল দুইকো দুই মহামানি।।

অশ্বত্থামাকে নাগবেষ্টনির সুযোজন।
দুইকো দুমংশির সিদ্ধ ধন বধু চারম।।
তবে দুর্যোধন রাজা সকল মোদ্ধাক।।
সম্বোধিয়া সগৌরবে বুলিল সবাক।।
মোর আগে সেহে কর্ণ বুলিয়া এমন।
অর্জুনক না পারি ন হৈবো নিবর্ত্তন।।
এতেকে এবেলা যানি অনুমতে মোক।
কর্ণক সকলে যিনি রক্ষা করিবোক।।
কর্ণে বিএহে তবে পাণ্ড পুচণ্ড।
হুংকার করিয়া চণ্ড পাণ্ডব কোদণ্ড।।
আকর্ণ পুরিয়া পুরান্নি পরচারি।
চারিয়ো মোড়াক পারি নিল যমপুরি।।
পুনরপি ভল্লবান করিআ প্রহার।
পারিল রথের পরা[৫০০] সারথিক তার।।
কর্ণকো তোমার তনয়র বিদ্যমানে।
অর্জুনে করিল বহু পরিপুর্ন বানে।।

১৪১(ক) শেষ।

১৪১(খ)

হত হৈল সারথি মোটকো হৈল হত।
কর্ণেন্দ্রো সহিত পরে হৈল সেকালত।।
কি মোট কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কোন মোট।
উপস্থিত কর্ণের না হৈল বুদ্ধ চোট।।
তবে জবশ্যব দেখি বিরথী কর্ণক।
অনুৎপাদা জায়া যুদ্ধ দিল অর্জুনক।।
তেদিন পার্থক জিপ পর সৈন্যরায়।
কৃষ্ণক বিংশতি শরে কৃপ উবাচায়।।

ভেদিয়া দ্বাদশ শরে প্রহারিয়া ধনু।
ত্রিদশ বিদ্ধ অর্জুনের ভেদিলেক তনু।।
জয়দ্রথ চারি সাত শর বরষেন।
কৃষ্ণ অর্জুনক তিন তিন্নে তিন্নে হানিলেন।।
তবে তারা প্রহার করিল যে প্রকার।
অর্জুনো ভেবতে করিলন্তু প্রতিকার।।
প্রবলে কৌরবী শরে ভেদিল ক্ষোনিক।
ভেদিল সতেক শরে সৈন্য নৃপতিক।।
সৈন্যের রাজাক বপশরে ভেদিলেন।
অবিলাম বধের করিল তার জেন।।
তিনি বান হানি বৃষসেনক ভেদিল
বিংশতি সাত্বেক কৃপাচার্য্যক মানিল।।
অর্জুনে গর্জ্জিয়া তবে ঘোর শব্দ কৈল।
সবে সেনাপতি সে শবদে স্তব্ধ হৈল।।
সঞ্জয় বদতি সুন নৃপ নিরোবনি।
সেহে চণ্ড পাণ্ডবের পাণ্ডিবের ধ্বনি।।
সুনিঞা তোমার সৈন্য আকুলিত।
প্রলয় পবনে জেন সাগর কম্পিত।।
তবে চতুর্দ্দিসে শর দেবাবতে সম্পুতি।
যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী পার্থ কৈর হেন গতি।।
কোন কালে অশ্ব তোলে কোন কালে রথ।
কোন কালে কোদণ্ড রথুতলে নিক্ষেপয়।।
কোন কালে টানে কোন কালে হানে শর।
৫০১না পারিল লখিতে লাঘব অর্জুনের৫০১।।

এ প্রকারে অনেক[৫০৩] সৈন্যক করি নাশ।
[illegible]
আরব সৈন্যক তবে করাইতে ত্রাস।।
দুবাদশ ঐন দ্রাম্ভক করিল প্রহার।
তাতে যন্ত্রু সহে, সতে হাজার হাজার।।
অগ্নিমুখ পর পর সব প্রাদুর্ভাব হৈল।
ঊন ভানলে জেন আকাশক ঘন্ন হৈল।।
কৌরবের বড় বড় বীরে দিব্যাস্ত্রক।
প্রহারিল সন্ত্রম করাইতে অর্জুনক।।
অন প্রকার করিলেক নাদিক প্রকাশ।
দিব্যাস্ত্রে অর্জুনে তাক [৫০৩] করিল বিনাশ।।
জেন রজনীর তিমিরক প্রাতঃকালে[৫০৪]।
নিবারিল সূর্য্যে পরতর রশ্মিজালেন।।
পার্শে পাশে তোমার সৈন্যক মুদিলেন।
নিবারেন্ত সূর্য্যে প্রীবনক সোসে জেন।।
পন্থু সৈন্য যারিতে বেশিল পরজান।
রবি জেন নিক্ষেপ করিল রশ্মিজাল।।
সে সব দুরাত্মে[৫০৫] প্রতিকারের কারণে।
[৫০৬]একে রণে সেন[৫০৬] অর্জুনক বান্ধা রণে।।
সেন্তে পার্থ রাস্ত্রক করাইতে ত্রাস তবে।
অর্জুনে জেখিল দীব্য অস্ত্র মহোৎসবে।।

১৪১(খ) সেষ।

১৪২ (ক)

ঘোর শব্দ করিতে লাগিল হাহাকার।
মুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণে পার্থেক বুলিল পুনর্ব্বার।।
ততঃপর কি চাহিস মনি মনত্ত দৃঢ়।
সূর্য্য অস্ত নাহি জাইতে শত্রু পাছে ন এমমত্ত।।

বেদ বেদ পিতৃ বিনয়ের কথা নাহি।
কিন্তু যে কর্তব্য তাহা শুন মোর ঠাই।।
পূর্বেত থাকার শিষ্য বৃদ্ধ ঘরে নামে।
জপযজ্ঞ করিল অনেক পুণ্য কামে।।
থাকে চিরকালে অনমুত্রে মহোৎসবে।
এজে জন্মুদ্বীপ পাইল পুত্র তবে।।
দেবেনা আকাশি বানি শুনিল নৃপতি।।
শুন বৃদ্ধ ঘর এসে তোমার সন্ততি।।
হৈবেক কুশলী কুলকীর্তি সমধবে।
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হৈব ধরণ বিজয়ে।।
এবমাদি অনেক প্রকারে শুনে মনু।
উত্তম কুলের হৈব সমুদ্ধ বহমু।।
কিন্তু তু পুনু জুদ্ধকালে সঙ্গুর সহিতে।
সমুদ্রে বন্ধক হেদিবেক অনহিতে।।
মুনি চিরকাল উপায়ক করি ধ্যান।
পুত্র স্নেহে শুনিল জ্ঞাতির বিদ্যমান।।
অতিতার বহিতে জুদ্ধত জে সকলে।
পুত্রমির কাটি জাঙ্গ পারে তুপণ তলে।।
তারো বুদ্ধি সতপথ ভ হয়া হৈল পাত।
মাহিক কদাপি কোন মন দেহ হৈহাত।।
এহি বুলি শহাপি জন্মুদ্বীপক রাজ্যত।
তপস্যাক বৃদ্ধ ঘর জেন মেহে অরণ্যত।।
এতেকে দিব্যাস্ত্র কর্ম্ম করিতে অদ্ভুত।
সকুণ তলে হৈহার বন্ধক হেদি দুত।।

তুষিত না পাড়ি সখি দিব্যাস্ত্রের ঘাতে।
কেনাড়োক নিঞা। বুদ্ধ দেবের কোলাতে।।
অন্যথা ইহার মুণ্ড পড়িলে তুষিত।
তারো মুণ্ড শত খণ্ড হৈবেক নিশ্চিত।।
তারো মুণ্ড শত খণ্ড হৈবেক নিশ্চিত।।
বুদ্ধ এতেকে তপস্যা করে যথা।
তাঙ্ক নাহি জানিতে ইহার বাধা তথা।।
দিব্যাস্ত্রে কেনাড়ো নিকী তাহার কোলাত।
জাতো তোর অকর্ত্তব্য নাহি নিশ্চয়ত।।
যে কর্ম্ম করিছে তাঙ্ক পাউক তার লেক।
মুনি পার্শ্বে ওস্তের গ্রানুক চাটিবেক।।
পন্ধাদি বুজিত যে অস্ত্র মুড়ি আছে।
পাছে সৈন্যবের বরে প্রহারিন পাছে।।
শুন সখি গ্রাম্য জেন জায়া সেজে পর।
তুমিন উদ্ধক শির ছেদি সৈন্যবর।।
মাল হন্তু পদ্ম জেন ভাংগিয়া বাতাসে।
আহরিআ উড়ি জেন যৈবেন আকাসে।।
দেখিবি আশ্চর্য্য কার্য্য সেজে অর্জ্জুনের।
অন্যন্য যতারথিক তুমিন একেশ্বর।।
মন ধ্যা করে বুদ্ধ দেব স্মরন তি তোহার।
কেনাল্য তাহার শির শেপড়ত তাহার।।

১৪৪(ক) শেষ।

১৪৪(খ)

তবে বুদ্ধদেব উঠিলন্তু হয়া চিত।
তার শেপড় হন্তু মুণ্ড পড়িল ভুমিত।।
তারো শির শতখণ্ড হৈল সেহিক্ষণে।
আপনার পাপে রাজা মরিল আপনে।।

সবে সৈন্য দেখি সবে হৈল অবভুত।
হৈল কৃষ্ণে অর্জুনক প্রশংসা বহুত।।
পার্থে তবে সৈন্য প্রবর করিল সংহার।
বাসুদেব সংহারিল সেন্যে অন্ধকার।।
তবু ভদ্রের তবে অনুজ নিশ্চেষ্টে।
বাসুদেবি যাত্রা হেন বুলিল তবে সে।।
অহু অক্ষৌহিনি সেনা বধি এ প্রকার।
তবু জাযাতাক পার্থে করিল সংহার।।
নিরেখিয়া তবে জয়দ্রথের বধক।
দুঃখে দুর্য্যোধনে তেজি সেন্যের লোতক।।
জয়তো নিরাসা হয়া রহিবহু বুলি।
পাছে কৃষ্ণে হৈল পক্ষ জন্য সংখ্যুনি।।
দেবদত্ত পঞ্চ বোবাদ্য হৈল ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শংখবাদ্য ভীমে হৈল অতিসয়।।
উত্তমৌজা যুধামন্যু সাত্যকিযো তবে।
পৃথকে পৃথকে শংখ বাদ্য হৈল সবে।।
তাক শুনি রাজা যুধিষ্ঠীর সকলুন।
জানিল সৈন্য সব বধ করিল অর্জুন।।
বাদ্যবাদ্য সকল বাদ্যক বাজাইবাক।
আদেশিল যোদ্ধার আনন্দ বাঢ়াইবাক।।
সন্তোষ সাগরে মগ্ন হয়া নৃপবর।
ভ্রোণের সহিতে রণ করিতে সত্বর।।
অস্ত্র রণ আদিত্য তথাপি সে রাত্রিত।
ভ্রোণ লোধকের যুদ্ধ হৈল রোমাঞ্চিত।।

পাণ্ডব সকল জয়দ্রথের বরণে।
জন্মে উনমত হয়া গুরু দ্রোণ সনে।।
প্রবর্ত্তি দুষ্ট মত পঞ্চ পাণ্ডু সংহারণ।
অনুচর পিন্না[৫৩৭] দেয়ে দৈত্য বধে জেন।।
অর্জুন সৈন্য এব বধি বহু সৈন্য বারে।
উদিত আদিত্য জেন তিমির সংহারে।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে পার্থে বধিল সৈন্য এব।
এব পাছে কি করিল মোর মোদ্যা[৫৩৮] সব।।
সঞ্জয় কহ বদতি কুরুবদ্য সুন কথা।
সৈন্য এবক বধিবার দেখি দুষে তথা।।
আমরণে পরস্পরি করিল অনেক।
আবেশে পার্থক অনুংবামাও বাক্যেক।।
দুই পার্শে দুইচক্র পরস্পরি কৈল।
অর্জুনে কিছি ত তাত বাধিত না হৈল।।
গুরু আর গুরুর পুত্রক মহাতাপি।
দুহলো ইৎসা না করিব বধিবাক বাপি।।
দুজেরো[৫৩৯]অস্ত্র নিবারিয়া করি অন্ত্র সনু।
অনুচরে সমুবেগে পর ঠেলিলনু।।
সে দুই ব্রাহ্মন তথাপিতো পার্থ পরে।
দুঃখি হৈল অতি ভেদ হয়া কলেবরে।।
পড়িলনু ভূমে পীড়া নড়িয়া মুর্চ্ছাক।
তবে তার সারথি বিকুল[৫৪০] দেখি তাক।।
হত হৈল হেন বানি অনুর করিল।
কৃপতংপ হৈল অনুংবামাও তাবীজ।।

১৪৪(খ) শেষ।

অর্জুনে মুর্চ্ছিত তবে দেখিয়া কৃপক।
করিল অনেক দুঃখ হয়া মনোতক।।
জয় মোদনারায়ন নৃপতি আখ্যাত[৫৪১]।
কলি কর্ম্মবাত্র কিছি তেকো নাহি জাত।।
পরদারা পরনিন্দা পর সম্পত্তিক।
মুত্র অবস্থাতো যানে বিস্তাতো অধিক।।
কবিরাজ দ্বিজে ভনে তাহার আজ্ঞা দু।
ছোপ পর্ব্ব পদ[৫৪২]রাব বোল সমুদায়।।[৫৪২]

নতি মহা মনোদুঃখ হয়া অতি পূর্ণ মুখ
বুলিলন্তু বীর ধনঞ্জয়।
এহে মুহু দুর্য্যোধন উপজিলে সেহিক্ষন
বুলিছে বিদুর মহাশয়।।
এ পুত্র জন্ম দিন তোর কুলের পাতক ঘোর
কেনাইয়ো করিয়া নির্য্যান।
না রাব কেনায়া তবে কৌরব কুলের তবে
মহাতত্ত্ব দেবো বিদ্যমান।।
তাত হন্তু[৫৪৩]নররায় হস্ত হৈব অত রায়।
হে কহিলোঁ ন হৈব অন্যথা।
দীর্ঘবর্ষি মহারাজ বুলিছে এমত বানি
তেহো[৫৪৪]তার না রাখিল কথা।।
সেহে দুর্য্যোধন মুল ঈদানিক কুরুকুল
হরি হরি হয় হের নষ্ট।
সবাতে অধিক মোর এহে অনুতাপ মোর
দেখি মুহু কুলের এ কষ্ট।।

কি মুঞি পাপিষ্ঠ হৈলোঁ গুরুক এমত কৈলোঁ
ধিক জাতি ধিক আচার।
অন্ধ মন্দ বিদ্যা বল সকলে দেবোঁ নিষ্ফল
গুরুসঙ্গে গুরুমার্গে মোহোর ধিক ধার।।
ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট যতি ঋষিপুত্র বৃদ্ধ অতি
আরো হয় আচার্য্য আমার।
আবিনে কুল নষ্টে ঈশাক বিদ্রোহ করে
হেন জন না দেবোঁ সংসারে।।
মোর পিতৃ বাপ ভূপ তারো অধি হয়া কূপ
মোক জাঞ্চ পুত্র হেন মানে।
সে মোর অহিতে রণে রণে আছে অচেতনে
৫৪৫পাড়া পায়া পড়ি আছে বানে।।৫৪৫
জাঞ্চ অন্ধ নিবারিল তাহাকে করিলোঁ হেন
দুর তাঞ্চ ৫৪৬দেবতক জায়।৫৪৬
এজে দুঃখ বেদানিক পুত্রের মোকতাক
হৈল মোর প্রভু জদুরায়।।
অন্ধ নিবারিয়া গাছে উপদেশ দিয়া আছে
মোক কৃপ গুরু সকলুন।
অন্ধ মন্দ পরুষত বাপু তুমি সবরত
না বারিব গুরুক অর্জুন।।
গুরুর সে বাক্য স্মরি প্রহারিল অস্ত্র করি
তাতে গুরু হেন বড় হৈল।
এ বুলি কৃষ্ণের আগে আচার্য্যক অনুরাগে
বিলাপ করিতে পার্থ গৈল।।

এ বুলি তুক্কে র পাবে তুলিঞা ভক্তিভাবে
আপনাক করিয়া থির কার।
হৈব মোর প্রত্যবায় হেন বানি মহাকায়
৫৪৭আছে পার্থ পাশ ভুর কুমার।৫৪৮
এ রূপে অর্জুন পাছে সে সময় তাক পাছে
দেখি জয়দ্রথের মরণ।
সুবর্ণের বর্ন কর্ন কোপে হয়া অগ্নিবর্ন
বাহির করি গর্জেন দু নয়ন।
১৪৫(ক) শেষ।
১৪৫(খ)
তাক দেখি ভুজু বান উগমৌজা বলবান
আরো ভুবামন্য তার ভাই।
এজে তিনি মহাবীজ্ঞ সমুহক জেন তিরে
নিবারিল রাবেয়ক৫৪৯বাই।।
মুত পুএ তা সমুরে বীরদর্পে চমৎকারে
সমুখ হৈবনু রথ পায়া।
দেখি হাসি বনঞ্জ ভুজু সোবিন দুক সে সময়
বুলিল ভকতি করমায়া।।
সুন তুমি নাথ কথা মোড়া বাহি দিয়ো তথা
যথা আছে রাধার কুমার।
তুরিস্রুবা সাত্যকিক যে করিল বদামিক
সে জেন না হয় পুনর্বার।।
বনারে কামতা দেশ করিআ তপস্যা ক্লেশ
স্বামি পাইছে মোর নরেন ভুক।
আজি চিত্ত সরোবরে ধরি থাকে নিরন্তরে
নিবের চরণ কমলক।।

বিদ্যাবাক্য কার কয় মনেতে না জানয়
মত্যবাদি শিখুকান হয়ে।
করে গুরু জে আজ্ঞা হব কদাপি না এর চুত তার
রহে চন্দ্র আদিত্য পর্যন্ত।।
কায়[৫৫০]বাক্য মনে দৃঢ় জগন্নারায়ণে
[৫৫১]সেবে তাক ভজিয়েন।[৫৫১]
জেন বিক্রুত বৈক্ত বে [৫৫২]নিবে সৈবে সেবে[৫৫২]
[৫৫৩]মস্তিস্ত মাত্র জেহেন।।[৫৫৩]
সেজে যোদ মহিপতি সে সে স্নেহে তাক প্রতি
হেন মত মানিছয় হৃদয়।
ইহার সমান আর দ্বিতু জন আন আমার
আছে মোকে হৈবার নয়।।
তার আজ্ঞা পরমানে পদ কবিরাজ ভনে
অপর দরিদ্র দামোদর।
দীন বন্ধু মোর সেব [৫৫৪]সে বিনে নীহিকে কেব[৫৫৪]
নিতাইব অধনি জঠর।।

অর্জুনে কৃষ্ণ ক বুলিবনু যদি হেন।
কৃপায়ে কৃষ্ণে ও অর্জুনক বুলিলেন।।
সুন বীর সুন মু নিরোহির[৫৫৫]নেক ভয়।
এহে ভুভুগান বীর সবর নির্ভয়।।
কর্ন সহোদরি একাকি হৈবাকেঁ পারে রনে।
তাতে আরো পাকান দ্বিতয় আছে মনে।।
ক্ষমা কর এতেকে কর্মক ভুক্তিবাক।
সরবারে জেবেনা মরিবা তুমি তাক।।

সে কারক বুঝি জানো ন জানো আপনে।
অবন ভুবোক কর্ম সাত্যকির সনে।।
৫৫৬অন্যথা অন্যকে বা ভুবোক রাখা যুত।
হত রাজ্য যুদ্ধে কহ সঞ্জ দ্রুত প্রস্থুত৫৫৬।।
সৈন্য এথের যবে ভুরিশ্রবা হৈল হত।
অর্জুন কর্মের সবাযব কেন মত।।
রথহিন হৈয়ে জে সাত্যকি বিরবর।
আরোহিল তাকেঁ কোন রথের উপর।।
রথচক্র রক্ষক পাকাল৫৫৭ দুই জনে।
তাথারাক্ষো কোন রথে চড়িল তখন।।
তাক মোক কহিক্ষোক করিয়া বিস্তর।
সঞ্জ দ্রুত বদতি যুক্তরিত্র ত৫৫৮তোমার।।

১৪৫ (খ) শেষ।

১৪৬ (ক)

ভুদ্র এত জতেক হৈয়ে অনর্থ অশেষ।
স্থির হয়া সুন তাক কহো সাবসেস।।
সাত্যকিক ভুরিশ্রবা জিনিব ভুদ্র এত।
ইহাক মর্ম কৃষ্ণে জানায় পুর্বত।।
জে হৈল জে হৈব জেবা বহু৫৫৯বিদ্যমনে।
সবে জনার্দনে জানে ন জানয় আনে।।
দারুক আদেশিহে রথ সাজিবাক।
বুলি আহে প্রাতঃকালে এথা আনিবাক।।
উরথ পন্থর্বী দেব রাক্ষস দানব৫৬০।
কৃষ্ণ অর্জুনক নাহে জিনিতে এসব।।
পিতামহ প্রভুবে দেবতা সিদ্ধ গন।
জানিলন্থ জেহেতু সে রথের গমন।।

ধনুর্দ্ধর ধনুর্দ্ধর কর্ম্ম মহাবল।
কোপণ ও চৈকারি কম্পায়তে পরবল।।
যুদ্ধ এত উদ্যত তাক দেখিয়া গোপাল।
রথহিন সাত্যকিক নিয়েযি সেকাল।।
গও শুনি সও কেতে কহিল বারুক।
যোগাইয়ো সাত্যকিক সত্বরে রথক।।
দারুক সারথি তবে মুনিঞা তাহাক।
গরুড় ধ্বজত রথ সৈবেন তথাক।।
সে সব্য সুগ্রিব মেঘ পুষ্প বলাহক।
এচারি ঘোটকে যুক্ত সে চারি[৫৬১] রথক।।
সে কৃষ্ণ বসুদেবর অনুমতি মনু।
বীর সিংহ সাত্যকি আবেসে চলিনু।।
সেঘনাদ্রথমংঘাত বরিষিয়া বান।
কর্ম্মক বাহল রণে বির যুদ্ধজয় যুদ্ধমান।।
তবে উগ্রযোদ্ধা ভুরাবন্যুও সে ঠাবে।
বাহল অস্ত্রদ্রুথ রবে চড়ি যুদ্ধো তাবে।।
তবে বীর কর্ম্মো করি বিবিধ বৃষ্ণিক।
মহা সেগবে মনু হন্তা সেল সাত্যকিক।।
পাছে মোর যুদ্ধক্ষে যুদ্ধ আরম্ভিল বিপরিত।
যে সবরে কেহো নাহি করে বুধিবিত।।
যেন মত যুদ্ধ নাহি হয় দুর্গপুরে।
যে প্রকারে যুদ্ধ নাহি করে দৈবাসুরে।।
যম বরুণ রাক্ষসে বা যেরূপ সবর।
[৫৬২]নাহি করে সে যুদ্ধ বিনিব অদ্ভুত কর।।[৫৬২]

নাহি দেখি নাহি শুনি হেন বড় রণ।
হত হৈল হয় হস্তি রথি রথগণ।।
অনু নাহি জতেক পদাতি সেন যার।
যুদ্ধ দেখি তবে মন্ত্রশ্রেষ্ঠ সে দুহার।।
বাহুকের অবানুষি কর্ম্ম বুধিষ্ঠির।
দেখিয়া আকাশে রহি[৫৬৩] সকলে বিস্মিত।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব দানব জতেক।
চিত্রের পুতলি প্রায় চাহি রহিলেক।।
বিত্রের বিতের হেতু দুহো মহাবীর।
পর বরিষিল হেন বরিষার নির।।
দুইকো দুহো পরস্পরে যুদ্ধ হুত যুদ্ধ করি।
তবে তুরিতুরা সৈন্য রাবের বধ স্মরি।।
স্মরি জনমন্ত্র সুদর্শনোরো বরক।
কোপে কর্ম মর্ম্মগ্রাহ্য তেজি নিস্বাসক।।
ধনু ধনু মাত্যকির বাহির মহাযোধ।
মাত্যকিহো না করি যন্ত্রুবোধ।।
পক্ষে হেন পক্ষক বাসব কোপ দৃষ্টি।
দুইকো দুই বারযুদ্ধে হৈল পরবৃষ্টি।।
দুইকো দুই জিনিবাক যুদ্ধ হত যুদ্ধ রাহু।
প্রলয় একএ হৈলেন হেন[৫৬৪] ব্যাঘ্রে দুইটাহু।।
তবে বাসুঁরে [৫৬৫]দুহারিহা বহুবান।
সর্ব্বগাত্রে কর্ণের তেহিন যুদ্ধ বান।।
মারথিক রথ হন্তু পাড়ি ভূতলে।
চারিহো ঘোড়াক চারি পরের যম ঘরে।।

মহাবির সাত্যকিক[৫৬৬] ধরিব দোটে দোটে।
ব্রহ্মদোটে কাটি পারিলেক মর চোটে।।
তন্থু পুএ রাজা দুর্যোধনের অগ্রত।
কর্ণক বিরথি করিলেক হেন মত।।
তবে সেন্তে কর্ণমন সৈন্য কুহসেন।
অন্থ্যবাধা কৃপাদিত্যো বিষনা হৈসেন।।
তাত অননুয়ে সে সকল মহারির।
আবরিল সরে চতুদ্দি দিসে সাত্যকির।।
কর্ণক বিরথি দেখি সেনাত তোমার।
সেবেনা হৈসেন মহারাজা হাহাকার।।
তবে সেন্তে কর্ণাদি বিরক হয়া প্রেসন্ত।
ভুন্থুযান বীর না করিব চুণ[৫৬৭] বোর।।
কর্ণে তবে নিশ্বাস তেজিয়া সেকানত।
আরোহিল রাজা দুর্যোধনের রথত।।
তবে সেন্তে কুরুরাজ সাত্যকি কর্ণক।
দুঃশাসন আদি তুন্থ পুএ সকলক।।
মাস্ত মস্ত করি দুর সেন অভিযান।
পারিতেও মারিতে না সৈল তার প্রাণ।।
সুমরিয়া তীর[৫৬৮] অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ক।
জিবমাএ রাখি ত্যাগ হৈল তা সমুঁক।।
বিরথ বিবনু করিলনু ভুন্থুযান।
হৈলনু বিবর্ন কর্ণ পায়া অপমান।।
নিপুকান হল্লু মৈত্রি[৫৬৯] দুর্যোধন তার।
ব্রহ্ম ব্রাহ্য নহ্যা দিবো করিআছে অংগিকার।।

সে আরোক যুদ্ধ করি সাত্যকির সংগে।
বীরগণ সবে রথভংগ হয়া বংগে।।
সাত্যকি রথিবর করিল জতন।
তেহো [৫৭০]তাক সকত ন হৈল কোন জন।।
অন্য মহারথ অনুৎথাযা কৃতবর্ম্মা।
সুসেন দু সোমন সৈন্য উদ্যুকর্ম্মা।।
কুরু রাজ দুর্য্যোধন আরো কৃপাচার্য্য।
সবস্তরে সাত্যকি হৈলেক অনিবার্য্য।।
হস্যকরি সাত্যকি ধরিয়া এক চাপে।
সবে যুদ্ধ করিয়ক জিনিল প্রতাপে।।
বলবীর্য্য সনু কৃষ্ণ অর্জুনের সম।
আপনাক জানাইল করি পরাক্রম।।
আরো জানাইল বার্দ সাত্যকি মুরারি।
তিনি বিশে যুদ্ধ অর্জুনের নাহি চারি।।
[৫৭১]ভুরিশ্রিবর রাজা [৫৭২]আর স্রিতি সাহিসেক।
পাছে চতরাস্তে সঞ্জ জয়ক পুছিলেক।।
সেজে দেবাসুরের দুর্যয়ি রথযান।
বাহুকে সারিছে তাতে চড়ি যুদ্ধ বান।।
কর্ণক বিরথ কৈল শুনিলো তাহাক।
পুনর্ব্বার করো কহিয়ো আমাক।।

১৪৬(ক) শেষ।

১৪৭ (ক)

সঞ্জ জয় বদতি যম কর কুরুবর।
সুনু সেজে থেহু রথযান জে মুরুখ।।
অনেক প্রকারে চিত্র করে বিশ্বকর্ম্ম বিরচিত।
পট্ট সূত্রে বন্ধ তারা সহস্রেএ বচিত।।

বায়ু বেগধানি চারি ঘোটকে ভুরুত।
জাত অশ্ব মশ্ব ভুর্ ধাবত্রী বহুত।।
জে ভুপে বাহুবে দেবে কৃষ্ণ সন্নিধান।
তাত চড়ি জেভুপে বাহন যুযুধান।।
শত ধুর্ ধুর্ ধ্বায় অশ্ব ভুও রথবানে।
চড়ি কর্ণেকো সাত্যকি বাহন জে বন্ধানে।।
বাহে সে মুহার হৈব সংগ্রাম জেমনে।
কহিন তাহাক তুমি মুনিবা আপনে।।[৫৭২]
কিমু অকুশব এ সকল জতবান।
তুহ্ম অনিতিত বল্লু হৈহে[৫৭৩] হেন জান[৫৭৩]।।
দুর্শবাদি এক ত্রিংশ[৫৭৪] পুত্রক তোমার।
তুহ্ম অনিতিত তাঁমে করিল সংহার।।
ভীশ্ম ভগদত্ত আদি বীর সতে সত।
[৫৭৫]সাত্যকি অর্জুন ভিমে করিলমু হত[৫৭৫]।।
তভু দুর্শন ভুমা জন্য আরো কিবা হয়।
রাজা বোলে তাঁর যুযুধান বধঞ্চ ভুহ্ম।।
কি কর্ম্ম করিল তাক কহিযোক মোক।
সঞ্চ ভুহ্ম বদতি কথা কহোঁ মুনিস্রোক।।
কর্ণে কটুবাক্য পর হানিহে অতেক।
সেজে দহবে আমরনে তাঁমে বৈনিসেক।।
মুনিস্রোক বধঞ্চ ভুহ্ম ধনুর্দ্ধর সার।
এহি কর্ণে মোক আজি আপতে তোমার।।
বারম্বারে কটুবাক্য মুনির দুর্বোর।
ভুহ্ম বর বাদক অশ্বজ্ঞান নাহি তোর।।

সংগ্রামে কাতর যুদ্ধ ঔদারিক আতি।
যুদ্ধ না করিম মোক বুলিছে কুমতি।।
যুদ্ধ তোক এ কথা কহিলো যে কার্যত।
তুমি সমে আমি করিআছি হেন চুক্ত।।[৫৭৬]
এ সব দুষ্ট দুর্বাদ আর বোলন্ত প্রয়োজ আমাক।
সে সকল বচা মোর বধিবো তাবাক।।[৫৭৭]
তুমিও এমত বুলিআছ সেবেবাচ্চ।
নাহিক সংশয় ধনঞ্জ তুন্ত এ কথাত।।
এতেকে মোহোর যুবরিয়া এত্তে যাক।
যে গোট উচিত হয় করিত্তোক তাক।।
অর্জুনে ভীমের হেন বানি শুনি দুঃখে।
বুলিল বানিক আই কর্মক সমুবে।।
কর্ম কর্ম মুঞ্জ তুমি সুবুদ্ধি[৫৭৮]অপার।
এহি গোট স্তব বানিছিম আপনার।।
যুক্তি তাক যে বোলো বিচারি তার মর্ম্ম।
জয় পরাজয় দুই বিয়েরে সমর্ম্ম।।
আনের কি কথা জদি যুদ্ধে হরিহর।
এ দুই ধর্ম্মের ভেদো[৫৭৯]নাহিক নিশ্চয়।।
এতেকে বিবেক আজি হয় বীর জনা।
জয়ক পাবিনে সে ন করয় কদর্থনা।।

১৪৭(ক) শেষ।

১৪৭(খ)

সেহ তাক[৫৮০] মোর বচ্য জানি ভুভুধানে।
বারিবাক পারিতেন্তো না বারিল যুদ্ধে।।
বিরথ করিয়া তোক হৈল মৃত্যু ঘনা[৫৮১]।
[৫৮২]তেনেকি তোহোক আজ তাকে হৈল কদর্থনা।।[৫৮২]

ভীমে তোক ভুদ্ধ্রত করিছে জে বন্ধান।
মরে তাক জানে তার[৫৮৩]আৎমা ও ভুবান[৫৮৩]।।
পাছে দৈব বসে সেজে বীর ভীমসেন।
বিরব বিকবচ নিরম্ভর হৈলেন।।
তাক তোক ম বধিন মোর বধ্য জানি।
তুক্কি তাক বুজিজা কঠোর কষ্টবানি।।
এমোট অবশ্যি তোর হৈব অভিমন্যু।।
সাধু জাক্কি তার এন্তে চরিত্র না হয়।।
সাধুলোকে ভুদ্ধ হৈ জদি সন্তুক জিমন্ত।
ম কদর্জে না মিন হৈ দুর্ব্বোধ না বোলন্ত।।
এন্তে কর্ম্ম তাকে করে জাকে যুদ্ধ লোক।
চক্ষ ন ভুতাব তোর কি বুলিবো তোক।।
মোহোর কুক্কে র আরো অকর সেনার।
বিদ্যমানে এহি ভীমে তোক বারম্বার।।
বিরব বিকুব[৫৮৪]হৈব তথাপি সৌভুব।[৫৮৫]
না বুজিন জাতো তাকি বহনু পুভুব।।
আরো তোরা সবে মিলি মোর পরক্রম।
সৌভদুক বধি কৈবী আপনাকে হত।।
তুক্কি জে হাতের তার ধনু ছেদিছিম।
ভূত্য ভুত বন্ধু সমে বধ্য[৫৮৬]হয়াছিম।।
যহাভন্ত হৈছে তাতে না দেব পাপর।
ইদানিকো তোর জে কর্ত্তব্য তা কর।।
এন্তে ভুবসেন নাম তোহোর অন্ত।
তাহাক তোহোর আগে বধিবোঁ নিশ্চন্ত।।

তাক রাখিবাক মোক আজ্ঞা আজ্ঞা যায়।
তাবাকো বারিবোঁ তোর আগে মরুবায়।।
হেন অশ্ব ধরি নৈলোঁ সত্য প্রতিজ্ঞা ক।
তোক আরো তোহোর পুত্রক এ দুবাক।।
সবরত বারি রাজা দুর্যোধনেক মরুবা।
অনুতাপ দিবো নাহি ইহাত অন্যথা।।
পার্থে এ বুলিতে মহারথি সকলর।
খিলিল চুহুত্র মহাসব দু ভয়ংকর।।
ঘোর ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভিল সবে।
মন দু স্থির আদিত্য অস্তক পাইল তবে।।
এনন ভরে অর্জুনক আনিংখিয়া ধরি।
বুলিলন্থ ভকত বাসল দেব হরি।।
ভাগ্যে আজি এন্তে প্রতিজ্ঞাক পালিলা।
ভাগ্য সুপুত্রকে যুদ্ধ ভঙ্গক করিলা।।
দেবের অমাত্য এন্তে কৌরবি সেনাক।
তুমি বিনে কে পারে ইবাক জুঝীবাক।।
হৈআতে অনেক রাজা একত্র যুদ্ধ ত।
তোতদিক কাহাকো মা দেবো মহমারত।।
ইন চুহুত্র প্রায় বলবির্য্য পরাক্রম।
জে চুপ করিলা তোনে সভ তোর সম।।

১৩৭(খ) শেষ।

১৪৮ (ক)

সবান্ধবে কর্ম হত হৈজ[৫৮৭]এ তুহার।
তোমাক বরন করাইব পুনর্বার।।
সুনি দিল উত্তর অর্জুন অবতার।
মাগিজা প্রতিজ্ঞা এন্তে পুরাদে তোমার।।

নাথ নারায়ণ তুমি দৈবা ত্রে সবার।
ভক্ত দোষ না হয় আশ্চর্য্য সে সবার।।
তোমার প্রসাদে সমাগরা বসুমতি।
পাইব প্রভু যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নরপতি।।
এ বিজয়ে তোমার তোমার সবে ভার।
৫৮৮পাণ্ডিবার পার আমি সকলে তোমার৫৮৮।।
৫৮৯এ বুলিজ অর্জুনে৫৮৯ করিআ অন প্রবাস।
রাঘবে বাহিল ঘোড়া জগত নিবাস।।
তবে অর্জুনক দেবাবিষ্টা ভগবান।
বুলিলন্তু হুর দেব বিদ্যমান।।
ভক্ত জনস্যাক প্রতি বীরগণ জত।
প্রার্থনা করিতে তোর সরে হয়া হত।।
তেজি অস্ত্র সস্ত্র অস্ত্র সারথিক।
করি পরিহার কতো পদাতি হস্তিক।।
পড়ি পড়ি সয়ন করিছে বৃষিবীত।
দেব বৃষিবাক্যে দৈবে কেবত তসিত।।
মুকুট কণ্ডল কণ্ডবালা আরো হার।
পথুড়ি পইল নানাবিধ অলংকার।।
কিরিট অংগদ অন্য নানা আভরন।
পড়িআ পতাকা ধ্বজ ধসাধনুগন।।
তন্ত্র রথচক্র আরো রথের ভুবর৫৯০।
সতিক্ষ্ণ মুল পরশু পট্টিস মুদগল।।
ভুসণ্ডি সতঘ্নি যষ্টি ত্রিশুল তোমর।
ভিন্দি পাল মুসল গুষ্টাংগ ধনুসর।।

অও কুল পরিব পদাত্রাণ অন্যজন।
পড়ি আরো নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র।।
এ সকলে রনভূমি করিছে প্রকাশ।
বৃহবনে যনু যেন সরত আকাশ।।
দেখিয়োক তুমিকো তুপতিগন যত।
অতি ত্বেবে যনু স্থির পংক্তিক যেবত।।
চারি চারি পড়িআছে করি আরিংগন।
দেব আরো তোর বামে অন্য প্রানিগন।।
রচ হয়া পড়ি আছে তুরংগ মাতংগ।
ছিন্ন ভিন্ন হৈছে রথ সারথিক সংগ।।
[৫৯১]অনু নাহি[৫৯১] ছিন্নমুন্ড বুজ পতাকার।
পড়ি আছে সতে সতে হাজার হাজার।।
বাহুকি ধনুকি পদাতির নাহি ওর।
কুরু কুল পিচাস কুরু রাক্ষস দুর্যোর।।
এ সব প্রানির হর্ষকর অতীমত।
তোত হন্তে উচপন্ন হৈল পনঞ্জয়।।
তুদ্ধ তুমি এহুংগ দেবাত্মা অর্জুনক।
নয়া দেন পাছে যুধিস্ঠীরের পাসক।।
জয়দ্রুথ হত হৈল হেন নিবেদন।
করিন রাজাত পনঞ্জয় জনাদ্দর্ন।।

১৪৮(ক) শেষ।

১৪৮(খ)

সঞ্জয় বদতি কথা[৫৯২]নুন ইদানিক।
কৃষ্ণে বুলিলনু তবে বর্ম্ম নৃপতিক।।
দৈব হত সন্তু হৈবা বুদ্ধ[৫৯৩] হয়া থাক।।
তরিন অর্জুন দৈবে সনু প্রতিজ্ঞাক।।

মুনি হর্ষ হয়া রাজা রথ হন্তু নাবি।
গোপালক আবিৎখি বুলিবা বন্য মুনি।।
আনন্দ হুতে বন্ধু হয়া কোল [৫৯৪]কিছুবাক।
মুহূর্ত্তেক যান না পারিব বুলিবা ক।।
পরিপূর্ণ স্নেহ হয়া আনন্দ দু লোডকে।
বুলিবনু পরম আনন্দ হুঁ সোবিন হুকে।।
হর্ষবার্ত্তা মুনিঞ্চা তোষাত হন্তু আমি।
আনন্দ হুঁদের পারক না পার[৫৯৫]মান মুনি।।
এহে অদভুত কর্ম্ম কৈল বনঞ্চ ভুত্ত।
কি[৫৯৬]তুমি পরমেশ্বর আমার আগুত্ত।।
কৃপায় আমার জন্মদুব পাপিষ্ঠক।
মুখুতে বলিলা তুমি কে পায় অনুক।।
সর্ব্বতত্ত্বে আৎমা তুমি সর্ব্বতত্তে রহ।
তাতে জাঞ্চ তত্তিশ্বনু তাকে অনুগ্রহ।।
আমি সব কি তোমার করিমি ভকতি।
তেহোঁ হেনমত কৃপা কর লক্ষ্মীপতি[৫৯৭]।।
এহে কর্ম্ম দেবোতারো অসাধ্য নিশ্চয়।
তন্তু বনবুদ হিংসে সাধিল বনঞ্চ ভুত্ত।।
ভবনে আমাক তুন্তু হৈছে অনুরাগ।
তবনে আমার রাজ্য হৈছে মহাভাগ।।
নিমুকাল হন্তু তুন্তু অধানুযি কর্ম্ম।
যাক ঁপ ভেন্তু মুনিন্তে কহিযাছে ধর্ম্ম।।
অমিত নারদ পিতামহ বাঁশদেব[৫৯৮]।
তুমি তেন্তোবন্তু হেন[৫৯৯] কহিছে এসব।।

তুমি পরংব্রহ্ম সত্য তুমি সে তপস্যা।
কল্যান স্বরূপ তুমি সে জগন্যা।।
তুমি সে অজ অজর তুমি সে মৃত্যুঞ্জয়।
তুমি প্রজাপতি তুমি অনন্ত অচ্যুত।।
তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি পরমাৎমা সনাতন।
তুমি সে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানগম্য নিরঞ্জন।।
জগত ব্যাপক তুমি জগত নিদান।
তুমি সে অব্যক্ত তুমি পুরুষ পুরান।।
স্থাবর জংগম রূপ জত চরাচর।
তুমি ব্রহ্ম তুমি পাল তুমি সে সংহার।।
সপ্ত পুঁলোকে হৌকা অথবা এ স্থলত।
জে হয় জে হৈল সেজে হৈবেক এ লোকত।।
তাতে মোর অভিলাসি রাজা জে সকল।
তা সভাঁর গতি তুমি সে একলাং কেবল।।
এবমাদি স্তুত্য পুনপনক পোসাক্তি।
সংখ্যা করি কহিবেক হেন জন নাক্তি।।
হেন নারায়ণ তুমি সর্ব্বগুনান্বিত।
বিপ্র রূপী হয়া আমার হয়াহ উপস্থিত।।
এর্থ নৃপতির হেন সুনিঞা বচন।
অনুরূপ উত্তর দিলন্ত জনার্দ্দন।
উত্ত তপধারে সনু এজে মহাভুজ।
পরম পুরুষ শ্রেষ্ঠ তো মার অনুজ।।
পাপি জন্তুগণক বিএন্দে হৈব হত।
ইহার সমান বীর নাহি মৎপারত।।

জাতো এজে অর্জুন তোমার অনুগত।
বধিব অনেক যোদ্ধা আরো মহত্রাসত।।
স্নেহে তবে রাজা অর্জুনক আলিংগিয়া।
শিরস্থান তৈল তবে বদন বাজ জিয়া।।
বুলিলা জে কর্ম্ম তুমি করিবা দুর্ব্বার।
হেন নু সবে অন্যায় সে কর্ম্ম দেবতার[১০৪]।।
ভাগ্য এজে মোর কর্ম্ম হল্যে নিস্তারিবা।
ভাগ্যে পত্নু বধি প্রতিজ্ঞাক পালিবা।।
এহি বুলি অর্জুনের চুম্ভে কর্ম্মরায়।
হস্ত মেলি পরশি বদন বন্ধায়।।
পাছে কৃষ্ণ অর্জুনে বুলিল নুপতিত।
অনুমতি কর তৈল তবু প্রেশবাহিত।।
আমি কিছু না হবে তোমার প্রেশবানলে।
ভস্ম তৈল দ্রুতরাষ্ট্র[১০৫]সেনাক সকলে।।
মরিল কৌরব ভীষ্ম তজ প্রেশবানলে।।
বগ্ন হয়া পড়ি তৈল শরসজ্যা তলে।।
জাক প্রতি তুমি কোর তৈলা মহাশয়।
নমু হৈব তার ব বন রাখ্য পুরচয়।।
সেবেলা সাত্যকি আর ভীম মহাবীর।
যুদ্ধো আনি হয়া তত বিস্তত শরির।।
রাজাক পুনামি হয়া পাকালে আবৃত।
রহিলনু জে শরনত রহন উচিত।।
করি কৃতাঞ্জ জুনি আগে সেজে যুদ্ধোষির।
দেখি অনুরাগে বুলিলনু জুধিষ্ঠির।।

মনু নাম সাগর তরিয়া আস্য চলি।
যে সাগরে প্রব মুনু লোপ মহাবলী।।
কৃতব্রহ্ম রাজাএ মন্ত্রর হৈয়ে জাত।
আস্য জনজনু হৈয়ে রাজা অসংখ্যাত।।
মোর বোলে জিনি নিস্তরিয়া আস্য তাক।
কি ভাগ্য মোহোর আছে দেখিলো তোমাক।।
দ্রাণ কর্ম কৃতব্রহ্ম আদি জত রাজ।
জিনি আজ্ঞা ভাগ্যে আইলা তোরা মোর স্থান পাঞ্জ।।
এহি বুলি দুহাক হরিষে যুধিষ্ঠিরে।
ভুবাইল আনিংবি বামন দু লোক নিরে।।
সঙ্গে জন্তুবতি হৈয়ে সৈন্য সব বিনাস।
তনু পুত্র দুর্যোধনে তেজিয়া নিশ্বাস।।
দুঃখে অশ্রু পূর্ণ মুখে বানিঞা মনত।
অর্জুন সমান বির নাহি জগতত।।
শেষর হৈয়ে মহাক কাহাঞি বিদ্যমান।
[৬০৬]দ্রোণ কর্ম কৃতমন্ত্রা বহ্ন আদি জত রাজ।।[৬০৬]
মনমুখে রহিবাক না পারে এসব।
জাতো এ সবার আগে বধিল সৈন্য সব।।
জানিলো অর্জুন অস্ত্র দুহারন্ত জাক।
দিন দেহো না পারে জান করিবাক তাক।।
করি আমি জে কর্নর বলক আসুন্ত।
পাণ্ডবক অপমান করিলো নির্ভয়।।
জে কর্ম হংসিত করি বলিয়া সভাত।
পাণ্ডবক যুনিহে কঠোর[৬০৭]বজ্রাঘাত।।

সে কর্ণের বলবির্দ্ধ বীরত্বের ভয়।
সবতা বাংশির আদি দৈবকী তনয়।।
সে কর্ম অর্জুন ভীমসেন সাত্যকিত।
তিনিতো দৈবনু পরাজয় বিপরিত।।
হত দৈল জয়দ্রথ নিবেদিয়া তাক।
নিবেদিতে গেলনু দ্রোণক দেখিবাক।।
দ্রোণের স্থানক আয়া তবে কুরুভুপ।
দৈন্যে আপনার পরাজয় জেনভুপ।।
জেনুপ বিজয় আরো দৈথাছে পজুর।
কহিল দোণক রণে কুরুরাজ এহ্ন।।
শুন গুরু তীশ্ব আদি ব্রত ক্ষিণন।
সবে সর্বনাশ দৈল কর নিশিতন।
নিবপ ্ডি তীশ্বক যদি বাদ্বি আজি।
সবে পাকালের আগ হয়া আগে সাজি।।
তন্তু পুন ্বরিল নিশা পার্থ মহারথ।
সাত অক্ষোহিনি তেদি জয়দ্রথ।।
এতেকে আমার উপকারের কারণ।
জয় বাক্তি বরিল জে সব রাজাগন।।
তাহার বদক ১০৮বুক্তি মুক্তো১০৯কি প্রকারে প্রকার।
মোর সব কাপুরুষ কে দৈবেক আর।।
জাক্ ্বুধিবির সংগ্রামের ঐশ্বর্যক।
পরিহার করি বরে মোর নিশিতক।।
না পারো তাহার১১০গুণ বুজিবাক জবে।
মহদ্দেক অনুমেও করিলেন্তো তবে।।

পবিত্র হৈবাক ন্যূন ন পারোহো নিস্তু নিস্তু।
মরিবাহোঁ বুঝি পাপি অবাপ্তির পাপিষ্ঠ।।
বিবর্ত্তিয়া ৰ বুধিবিক কাহাকো না দিব।
মর্ত্তলোকে আশা করি তোমতে আছিল।।
নিজদোষি এহিমত পতিত[৬১১]আমি মোর।
মরি জাবো কেবতে বুধিবি হৈব মোর।।
বুধিরে লেখিত হয়া মর্ত্তাৎপ শরীর।
পড়ি আছে পিতামহ ভীষ্ম মহাবীর।।
অন্য ধনুদ্ধরগন মোর নিমিত্তক।
পড়িছে মুরিদবর্গ উপেখি প্রানক।।
সুদর্শন জয়দ্রথ রাজা অলম্ভুষ।
ভুরিশ্রুবা আদি নানা যদনু পুরুষ।।
প্রান এড়ি পড়ি আছে নিরেখি তাযাক।
এতেকে ইযার বুঝি জন মুক্তিবাক।।
করিবো জমুনা জলে তর্পন ইযার।
তোমারে আগতে আরো করো অংগীকার।।
পাকার[৬১২]সহিতে পাপ ভবক সংহারিবো।
না পারিলে সমরত আপনে মরিবো।।
কর্ম বিনে মোর সহায় নাহি আন।
তুমি পাপ ভবের বাক সর্ব্বদা কল্যান।।
ভীষ্ম আপনার মৃত্যু আপনে বিধান।
করিলন্তু তাহাক দেখিলো বিদ্যমান।।
স্নেহে অর্জুনক তুমি না ভুলেন মনে।
মযু হৈব হেতু মোস্তি মোর এ কারনে।।

সুরসেন শিবি আরো বসতি মকর।
মোর অনিচিত হত হৈল যে মকর।।
মোর হেতু গাণ্ডবক তুমি তারা যথা।
চলি গেহে যে স্থানক মুক্তি আম্রা জাবো তথা।।
১৪৯(খ) শেষ।

১৫০(ক)

কুরু পাণ্ডবের তুমি দুহার আচার্য্য।
তোমার উচিত নহে পক্ষপাত কার্য্য।।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা পুত্রে অর্জ্জনে তুল্য মত।
জদি দুরিদ্রুবা সৈন্য মোর হৈল হত।।
তাহার চিত্তত তবে কি গোচ[৬১৩] হইল।
দুঃখে দুর্য্যোধনে জদি এমত বুলিল।।
দ্রোণে তাতে কি বুলিব করিবোক মোর।
সঞ্জ কুরু বসতি কথা সুনিত্রোক।।
থির দুরিদ্রুবা জন্মুদ্বিপ হৈলে হত।
অমন্ত্রোবে সেবেনা তোমার সৈন্য জত।।
[৬১৪]তোমার পুত্রের মন এনাত কোন জন।
তান না বানিল কেহ হৈলেন বিমন।।[৬১৪]
তবে দুর্য্যোধন দুর্য্যোধনের সুনিক্রী।
দ্রোণে মুহূর্ত্তেক বান আছিল সুনিক্রী।।
মহামুনি হয়া তবে তোমার পুত্রক।
বুলিলন্তু বাদু তুমি কেনে নিরর্থক।।
দুর্ব্বাক্য করিতে মোর নহিল চিরিম।
অজয় অর্জ্জুন তুক্তি তাক না জানিম।।
হেহার বির্য্যক রাজা আজে জানমে না আন্ত।
বিশেষ তি ভীষ্মক বধে জাহার মহান্ত।।

জে ভীষ্ম অবধ্য দেবাসুরের যুদ্ধত।
তবলে জানিলো জেনো তাঙ্ক দৈব হত।।
ন রহে তারব সেনা সকলে অসংখ্য।
এ জে যুদ্ধ নহে বাপু পকুনিক অক।।
জে সকল হিতবাক্য বিদুরে বুলিল।
অভাগ্যের কলে তুমি তাক না শুনিলা।।
না শুনিলা জাতো সে ইয়ের বাক্য হিত।
সে হেতু এ ঘোর দুঃখ হৈল উপস্থিত।।
উপকারি সুহৃদের বাক্য জে না ধরে।
[৬১৫]তকালে সোকলতে সেজে মুহুমরে[৬১৫]।।
আরো বাপু উত্তম কুলত হৈছে জাত।
সকল ধর্ম্মের আছে আচার জাহাত।।
হেন সোপদিক রাজসভাক আনিবা।
তারে কলে[illegible] অপমান[৬১৬]এলোক লভিবা।।
বিষ ব্যতত তুমি জিনি পাণ্ডবক।
যুগচর্ম্ম বিন বিদ্যা[৬১৭]পঠাবেনা অরণ্যক।।
পুরবত ধর্ম্মযোত আচরে পাণ্ডবে।
হেতো[৬১৮]তোর হেতু বুঝি তামাক আহবে।।
অপমান করিলোঁ পারিলোঁ জত মানে।
কোন দ্বিজে এমত করয় বুঝি বিনে।।
বিদুর সম্পত্তে তুমি সকুনি সহ সহিত।
দুস্শাসন সংগে হয়া রাজের রক্ষিত।।
একএ হইয়া সর্ব্বদীর সহস্রিতে সমস্থিতে।
করিবা জতন অর্জ্জুনক নিবারিতে।।

না পারিলা বান্ধিতে তাহাকো কথাচিতে।
মোকে যার দোষ তুক্তি দিস কি আজ্ঞাতে[৬১৯]।।

তুমি জিতে কর্ন জিতে দুশ্শাসন জিতে।
সকুনি দ্রুমুবে[৬২০]ইশ্ট জিবন্তে থাকিতে।।

১৪০ (ক) শেষ।
১৪০(খ)

সবার যথাত সৈন্য এবক বধে প্রাণে।
তথাপিতো মোকে দোষ দিস কি অজ্ঞানে।।
রাজাগণ সবে অর্জুনক হন্তে এন।
মোত হন্তে হইতে চাহিস কি বন বান।।
আজি[৬২১] দ্রুমু ব্যুহত নিবন্ত যৈবো বুক্তি।
মোক এন কে করিব কহো দেখি তুক্তি।।
অনুতপ্ত হয়া বুক্তি থাকি নিরন্তরে।
তাত মোক কতেক কাটিস বাক্যসরে।।
দেবেরো অজয় তীশ্ব তাক করে হত।
সৈন্য এবক বধ করে সবারে আগত।।
যারে আরো দুরিদ্রুবা দ্রুমুবে সবাক।
তেহোঁ[৬২২]অবশেষ হয়া বাক্কি ন জিবাক।।
জখনে দেখিলো বুক্তি তীশ্ব দেব বার।
তখনে জানিলোঁ বসুমতি নাহি আর।।
বুক্তি আজি জে করিবো মুন দুর্যোধন।
পাণ্ডবক মোরক মুক্ত দ্রুমের সেনাগণ।।
একমাব হয়া জদি থাকো আসে এথা।
সবে থাক্ক নক তবে বধিব সর্ব্বথা।।
শরীরের কবচ তোহার হিত কাজে।
ন বধাবেয়া নিজে নিবু মুন কুরুরাজে।।

অনুৎপাদ্য পুরুষ করিবা[৬২৩] তুমি আর[৬২৩]।
তানকে করিব তাক স্নেহে পরিহার।।
তথাপিতো না ছাড়িব যোধক সেনাক।
বিদ্ধ[৬৩০]হৈলে মোর পালিবা এ বাক।।
তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম সবাতে কুশল।
নহো যুদ্ধি ঘাতক পুরুষ মহাবল[৬২৪]।।
মৃত্যু কালে কহি জাম উপদেশ হিত।
[৬১৫]মুনিযোক বাক তুহ্মি [৬২৫] স্থির হয়া চিত।।
ধর্ম্মর্থ জেবত পীড়া না হয় তুহ্মার।
তেবতে করিবা তেসে পরিনাম ভার।।
কার্য্য সকলের পুনু ধর্ম্মে সে প্রধান।
ধর্ম্মত অধিক বাপু বস্তু নাহি আন।।
কহু বাক্য মনে মনু মতি[৬২৬] অনুসারে।
পুজা করিবাক লাগে বিপ্রক সবারে।।
বিপ্রের অসজ্য [৬২৬] কার্য্য করিতে না যায়।
জাতো বিপ্রবর্য বাপু অগ্নি শিব প্রায়।।
তুহ্ম মাত্র বাক্যে[৬২৭]প্রপীড়িত যুদ্ধি হয়া আতি।
মোর আগে সেনা মধ্যে তুবেসো সম্প্রতি।।
অতঃপর তুমি[৬২৮]দুর্য্যোধন মহীপাল।
আপনার সেনাক করিয়ো প্রতিপাল।।
আজি রজনীত কুরু পাণ্ডবী সমর।
হৈবেক বুলিয়া দুঃখে স্রোণ দ্বিজবর।।
বায়া চলি গেল গাঙ্গায়ক পাণ্ডবক।।
মঞ্চ ভুমু কহমু অন্ধ বুদ্ধ নরেন্দ্র।
পুত্র স্নেহে এ বোল[৬২৯]বুলিলে দুর্য্যোধন।।

দুই দ্রোণে এ বোল[৬২৯] বুলিলে দুর্য্যোধন।
আবরণ দিয়া সবরত দিল ধন।।
সেহিদেবা কর্ণক বুলিল দুর্য্যোধন।
তুমে ত মহারু দেব অর্জুন কেমন।।

১৫০(খ)শেষ।

১৫১(ক)

দ্রোণে রচিবার যুধ দুরুহ বহনু[৬৩০]।
[৬৩১]আক দেবতাহো ভেদিবাক ন পারনু[৬৩১]।।
দ্রোণের সাক্ষাতে ভেদি সেন্ধে যুঁহবান।
আরো সরে রাজা সকলের বিদ্যমান।।
দ্রোনে রচিবার যুধ দুরুহ বহনু।
আক দেবতাহো ভেদিবাক ন পারনু।।
দ্রোণের সাক্ষাতে ভেদি সেন্ধে যুঁহবান।
আরো সরে রাজা সকলের বিদ্যমান।।
এতে বনঞ্চ ভয়ে সমস্তকে জিনিলেক।
সিংহ জেন দুখ সকলেক পাড়িলেক।।
জয়দ্রথ নৃপতিক বধিলেক পাছে।
মোর সৈন্য অবশিষ্ট অল প্রবাস আছে।।
বচনে যদি ভুলে দ্রোন ভুল ব্রত নিগুন।
তবে নিকি যুধ ভেদি[৬৩২] যাব তব অর্জুন।।
প্রতিজ্ঞা সাঙ্গরি সৈন ধরেক সংহরন্ত।
এতেকে [৬৩৩] দ্রোণের স্থিরপাত্র বনঞ্চ ভয়।।

সে নিমিত্তে দ্রোণে ছাড়ি দিব যুঁহদ্বার।
দেব ভূদ্র বিপ্রের এনিকি ব্যবহার।।
জয়দ্রথ রাজাক অভয় দিয়া দান।
অর্জুনত করে পরপাত এত দান।।

ঘর জাইতে তাহাক অনুজ্ঞা দেই তবে।
এতথা ন জনত্ব হবনিকি তবে।।
বড়িয়া দ্রোণত হন্তু অত্যন্ত পথক।
ঘর জাইতে যুঝে বাবা সৈন্যসেন এবক।।
আমিত মাধুর চিএসেন আদি ভাই।
আগতে ভীমত হন্তু হত হৈব জাই।।
কর্ণে বোলে যুদ্ধরাজ আচার্য্য দ্রোণক।
স্থরি হব না বোল পরিহা বচনক।।
যবাপতি[৬০৪] প্রান পনে যুঝিব ব্রাহ্মণে।
পার্থ তেহো তাক অতিশয় কৈল রণে।।
নাহি আচার্য্যের দোষ কিকি তেহো যান[৬০৪]।
যুধাযুর অর্জুন সকল অস্ত্র জানে।।
দিব্যাস্ত্র যুকুত কপিধ্বজ চিহ্ন রথ।
কৃষ্ণে বাহে অনন্তিতে জায় সুরপথ।।
নাহি যান দৃষ্টি করিয়া বানবৃষ্টি করি যায়।
অতিশয় দ্রোণক করিতে ভাঙ্গ যায়।।
জাতিত ব্রাহ্মন বৃদ্ধ দ্রোণ পরিনত।
শীঘ্র গতি করিবাক না পারে তেবত।।
গহিবাক[৬০৫] না পারে তেবত পরিশ্রম।
এতেকে অর্জুন তাক কৈল অতিশয়।।
আমিতো গুরুর দোষ না দেখি কিকি ত।
দৈবে জে হবাক লাগে সে হয়ন নিশ্চিত।।
জাতো আমি সব যুদ্ধ কৈলো প্রাণ:পনে।
তথাপিতো সৈন্যক বধিনু রণে।।

দৈবে সে অধিক আর অত রাজ্য[৬৩৬] দিয়া।
পাণ্ডা পরাক্রমক করিল যত ইচ্ছা।।
সমস্তক দৈবে পাছ কৈল বুদ্ধগতি।
দেব পাণ্ডবর ন হৈল কোন গতি।।
রাজ্য ভোগ করিবি বেনায়া কুট পাশ।
বুলিবাক অনুচরে বাপাবেলী বুতাস।।
বিষ তুল্য জানিবি বনবাস যিনি আর।
বুচিব সকলে জাতো দুর্দ্দিন তাহার।।
১৫১ (ঙ) শেষ।

১৫১(ঘ)

এতেকে পরব জৎনে সবে বুদ্ধ করি।
যুদ্ধ কর নিজ কেত্রিয়র ধর্ম্মস্মরি।।
তোমারে বা তাহারে অবশ্যে মোটৈক[৬৩৭]।
জে গোট হৈবার লাগে সে গোট হৈবেক।।
যুদ্ধ জন্ম কৃত পাপ পুন্য অতিসয়।
মা দেখি এতেকে নাহি কর্ত্তোর নির্ণয়।[৬৩৮]
কিন্তু তার মন্দ্র মানুষের দৈবে এক।
তার হৌক মন্দ্র হৌক মোটৈক[৬৩৯] হৈবেক।।
তোমার জেবত সেনা জেবত কুমার।
এবত মা দেখি নাহি পাণ্ডব সমার।।
অব্র চুপ অনেকক মন্ত্র করে তেহো[৬৪০] রমে।
যমে মনু অত কা যোক্তি করো এ কারমে।।
দৈবে মনু করে পুরুষার্থক আধার।
সে কারত সন্তাপা করিতে এ বুকার।।
পাণ্ডবি সেনাক যুদ্ধ তুষিত দেখিল।
বহু হস্তি রথসৈন্য আমারো মাজিল।।

শত্রু সৈন্য সনে যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল ঘোর।
সঞ্জয় বলতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র কথা শুন ঘোর।।
তবু গজ বাজি সৈন্য সব পরাএশমি।
যুদ্ধ কৈল পাণ্ডবী সেনাক অতিএশমি।।
কৌরব পাকাল পরলোকের কারণ।
যুদ্ধো সৈন্য অন্যো অন্যে কৈল ঘোর রন।।
বীর সকলক বাণ পাড়া বীরগনে।
করিল তোমার পর নামা[৩৪১]বরিষনে।।
পরস্পরে মরা[৩৪২] সেল যবের পুরিক।
মারিলেক অসংখ্যাত হস্তিএ হস্তিক।।
ঘোড়াক ঘোড়াক পদাতিএ পদাতিক।
রথিএ রথিক সারথিএ সারথিক।।
আপনা আপুনি অস্ত্রএরি বিমমুখ।
সরে ক্ষত্র কৈল অন্যে অন্যে সংঘোদিপ।।
নাহিক প্রকাস দিসপাস হৈলো ম্লান।
সূর্য্য অস্ত গেলে[৩৪৩]দিগ্বি নাহি জে বন ভান।।
প্রাজ্ঞ পাণ্ডব নির্ভয় হয়া করে ঘোর রণ।
সেহি সৈন্য ভবর বধু দুহি দুর্য্যোধন।।
বরিষাক বারেকলাগয় যানি রোসে।
দুহিদি কম্পায়া সেল অসন্তোসে।।
পাছে শত্রু সৈন্য মধ্যে পসি নরেশ্বর।
পাণ্ডু সৈন্য সনে কৈল তুমুল সমর।।
সরজালে সবাকে তাপিত করিলেন।
রশ্মি পুঞ্জ হুয়া[৩৪৪]মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য জেন।।

পাণ্ডবের বীরে চাহিবারে না পারিল।
উৎসাহক পরিহরি পালাতে লাগিল।।
তোমার পুত্রের বুদ্ধি দুঃখ সরজানে।
পিড়া গালা বলা হেন হৈলমু পাকাত্রে।।

১৫১(খ)শেষ।

১৫২(ক)

রহিতে না পারি প্রাণ লয়া পালাইল।
মলিনী বনক জেন দ্বিরদে দলিল।।
হে কর্ণ সমরে নাহি করে কোন জন।
সে কর্ণ করিল তহু পুত্র দুর্যোধন।।
বারম্বার[৬৪৫]দেখি তবে পাণ্ডবি সেনাক।
ভীম আদি পাকালে লাগিল তবে তাক।।
পাছে দুর্যোধন রাজা হানি বজসর।
দুষবতে ভীমের ভেদিল কলেবর।
মাদ্রিপুত্র সহদেব মকুলক তবে।
ভেদিল তিতিনি সরে দুহাকো মাখবে।।
দু পদক বিরাটক তাত অনুক্রমে।
দুরিকো হানিল ভেদি দহু দহু সরে।।
দ্রুপদ্যুম্ন বিরকো হানিল সহস্তরি।
পাছে শিখণ্ডিক মত সরে ভেদ করি।।
ধৃষ্টি যুধিষ্ঠির রাজাক ভেদিল সাত সরে।
ভেদি চৈ কেতুক ভেদিবেক তাত সরে।।
ভেদিল পঞ্চাল[৬৪৬]সরে সাত্যকির বাহু।
দ্রৌপদির পক্ষ কুমারলো কুহু রাহু।। ঠিঁ
তিনি তিনি বান হানি ভেদি সমস্তক।
ভেদিলেক পাছে ঘটোৎকচ রাক্ষক।।

বহু হস্তি মনে যোদ্ধা সকলক আর।
উত্তরে ভেদিলেক তনু তোমার।।
দুর্যোধন বাজে যুত কম্বুপ হয়া সবে।
[৬৪৭]ভাগিবাক নারিল[৬৪৮]পাণ্ডবি সেনা তবে।।
চরিবাক[৬৪৯]কেহো তাক ন হৈল সকত।
না যায় চাহন আদিত্যক জেন মত।।
পাছে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনক বোলোক।
উত্তর মুখতি তবে পক্ষ হৈলেক।।
পরাঙ্মুখ কৈল তবে[৬৫০]আপনার কাজে।।
ক্ষুণ্ণ হয়া তবে দুর্যোধন যুদ্ধরাজে।।
সত্বরে মন্ত্রতপর্ব্বু হানি দশশর।
যুধিষ্ঠির রাজার ভেদিল কলেবর।।
একশরে কাটি পারিলেক ধনুদণ্ড।
আরশরে কাটিলন্তু হাতের লোহাস্ত্র কোদণ্ড।।
ঈশ মুসেন নাম সারথির মরাটক।
কোপে ভেদিলেক তাক ত্রিতন্তু শায়ক।।
চারিয়ো ঘোড়াক ভেদিলেক চারিবান।
পাছে যুধিষ্ঠির হয়া কোপে কম্পমান।।
নিমিসেকে অন্যধনু ধরি চৈকাড়িয়া।
সূর্য্য রশ্মিপ্রায় কোপে[৬৫০]বান বরিষিয়া।।
[৬৫১]হত হৈলো হের যুধিষ্ঠির জে বুলিল[৬৫১]।
আকর্ণ পুরিয়া সরপোটেক হানিল।
সেহি চোটে দুর্যোধন হয়া অচেতন।
ধরা হেন রথ পার্শ্বে করিল সয়ন।।

১৫২(ক) শেষ।

দেখি পাকালের সৈন্য নড়িয়া হরিষ।
ঘোর সব্দ করি পুরিজেক বসোদিষ।।
৬৫২আরো তবা সরের সব্দ সুনি আতি৬৫২।
রাজা বত সৈন হেন বানি সেনাপতি।।
সে স্থানত দ্রোন সৈন উপস্থিত।
উঠি দুর্যোধনে দেখি হয়া হরসিত।।
দুহু এক বনু ধরি হয়া বিরবর।
বানা দুষিস্তিরক করিয়া রহ রহ৬৫৩।।
পাক বি সকল দেখি ধায়া গেল তাক।
দ্রোন সেনাপতি তবে বাহিল সে সবাক।।
ঘোর যুদ্ধ সৈন তবে তোমার তাহার।
সঞ্জ দুহুক দুতরাস্ট্রে পুত্রে পুনর্বার।।
পসিল কোপিত দ্রোণে পাণ্ডবি সৈন্যত।
পাণ্ডবেরা তাক নিবারি। কেন মত।।
সে বেলাত আচার্য্য দ্রোণের কোন জন।
রথের পসিণ চক্র করিল রক্ষন।।
উত্তর চক্রক তার রাখিলেক কোনে।
অনেকেক বন্ধু করে সেন্ন যুদ্ধ দ্রোণে।।
কেমতে যুদ্ধুক তাক৬৫৪ধায়া কহযোক।
সঞ্জ দুহু বদতি তাক৬৫৫কহো সুনিয়োক৬৫৫।।
বদি সম ব্যাকালে সৈন ব্যবক তাতপরে।
দেবা নিয়া রাজাক অর্জুন বীরবরে।।
বনু ধরি দ্রোণক বাধিব রনরংগে।
চলিবেন ধায়া সাত্যকিও তার সংগে।।

যুধিষ্ঠিরো ভীমো অন্য সৈন্য সমন্বিত।
বাম্য দ্বিজরাজ[৬৫৬] যুদ্ধ দ্রোণক দুরিত।।
দ্রুপদপুত্র সহদেব নকুল কুমার।
[৬৫৭]বিরাট দ্রুপদ শাল্য কৈকেয় দুর্ব্বার[৬৫৭]।।
ঘটোৎকচ দ্রোণক বাধিব সেহিক্ষণে।
বাধিল রাজার ছয় প্রভদ্রক গণে[৬৫৮]।।
পাণ্ডবের যুক যুক আরো জত রায়।
সমরণে দ্রোণক বাধিব সমুদায়।।[৬৫৯]
তবে ভীষ্ম সকলের ভয় বিষম শুনি।
সে বেলা যিনিব ঘোর[৬৬০] দুর্যোর রজনি[৬৬১]।।
বির সকলক ভয় দিবাক সেকাল।
সব্য করিবাক সৈন্য পৃথানের পাল।।
ভয় সরমাত্যে জেন বীর সকলক।
উঠি উঠি পালে পালে আসিল সেচক।।
কৌরবেক বিসেসত সরমাত্যে ভীত[৬৬২]।
উভক্ষের কলকল সৈন্য উপস্থিত।।
তবে সৈন্য ব্যুহত যিনিব মহারোল।
ভেরি পণ্ড মৃদংগ ডমর ঢ্রাক ঢোল।।
ঘোড়ার হেষন আরো গজের গর্য্যানে।
চতুর্দ্দিগে ব্যাপিলেক তুমুল নিস্বনে।।

১৫২ (ঘ) শেষ।

১৫৩(ক)

অননুরে দ্রোণ যুদ্ধ জয়ের সে সময়।
যিনিব পাণ্ডুন ঘোর যুদ্ধ অতিসয়।।
সে যুদ্ধ চরিত ঘোর অন্ধকারের কারণ।
চিনিবারে কাহাকো ন পারে কোন জন।।

আমি সবে ব্যাধু হয়া যুবাএ সেকাল।
নখিবাক কোনো ন পারিলাম বহীবার।।
অস্ত্রের সবদ যাএ মুমিনি উৎকট।
বনদাহে বংশ জেন ফুটে চট চট।।
দুদংগ কাহাল ঢোল বোকের চিৎকারে।
আকুল হৈ গেল সৈন্য সেজে অন্ধকারে।।
সে রাত্রিত লোর হরষম মবরত।
নিরেবিনি সেনা সকলক হেনমত[৬৬৩]।।
অংগদ কুণ্ডল আতি বস্ত্র অনংকার।
সোতিল বিদ্যুত যুত মেঘ জে তুকার।।
ভুশ্টি গতি গদাঘাত পট টিশ মুষলে।
জলনু অনল সব জলে এ সকলে।।
তবে ক্রোধ পাণ্ডবের হৈলেন মেঘদুয়।
মেঘধ্বনি হৈল নানাবিধ বাদ্যচয়।।
বড় বড় গজি গদাঘাত হৈল বজ্রাঘাত।
কোদণ্ড মণ্ডল হৈল বিদ্যুত তাহাত।।
সে রাত্রি যুবত তবে ক্রোধক সেকাল।
একে বাহন লেপবে[৬৬৪] দুঃক ভয় পাকাল।।
জাকেঁ জাকেঁ বাহা আন্য ক্রোধে ডাক ডাক।
বিমুখ করিল[৬৬৫] ক্রোধে রণে সে সবাক[৬৬৫]।।
কতেক খানি ঘ্রানে নিলা যমঘর।
কৈই[৬] সহস্রেক রথি আরো খানিল তাবার।।
অযুতেক রথক সংহার করিলেক[৬৬৬]।
গিপাতিল গদাতি[৬৬৭] অযুতে অর্বুদেক[৬৬৭]।।

একেশ্বরে দ্রোণ সেহি রজনি যুঝত।
বরতর মারাতে তেহিয়া হৈব হত।।
ধৃতরাষ্ট্র পুছে সেঞ্জে দ্রুপ দ্রুহ সেনাত।
দ্রোনাচার্য্যে জায়া পুবেষিলা সে বেনাত।।
তোহার চিত্তত তবে কি মোর[৬৬৬] হৈলেক।
অর্জুনের অর্জুনর তাতে কোন বুদ্ধি জন্ম গিলেক।।
কিন্তু তুহিন্থবা আরো সৈন্য বহু ধরিল।
পাকার সেনাত দ্রোণে প্রেশবে পুবেষিল।।
তোরা সব সেবেনা কি মোর[৬৬৬] থানিলেন।
যন্ত্র দুর্য্যোধন কিবা কর্ম্ম করিলেন।।
দ্রোণের পাছত কে সকল চলিলেন।
দ্রোণে শস্ত্র বধিতে কে তার আগ হৈল।।
হেন বলে বানো দ্রোণবানে বিসহুব।
পাণ্ডব বিদ্রিত হয়া ত্রাসে হয়া[৬৭০] কৃষ।।
লোমুখ বিশির সমস্থত ত্রে বন্ধান।
ভীম হয়া বিতে সন্তু হয়া কম্পমান।।

১৫৩(ক) শেষ।

১৫৩(খ)

সেঞ্জে দ্রোণ পুবেষিয়া পাকার সৈন্যত[৬৭১]।
অজয় পুরুষ কি পুকারে হৈল হত।।
সে রাত্রিত একত্র হৈবেন সেনা জত।
বুদ্ধি বন্ধু কে হৈল কে হৈল বুদ্ধি হত।।
সারথি বিরথি রথি সকলক জবে।
সে বেনাত আলোড়ন করিল পাণ্ডবে।।
অন্ধকারে আবৃত হৈআছে দিসপাস।
কেবতে তাহার [৬৭২]মধ্যে হৈবেন কুপাস।।

সপ্ত ভ্রাতৃ কহন্ত নিবারুন সে রাতৃত।
দ্রোণক পাণ্ডব সব সোধক সহিত।।
যাহা যদি যৈন তবে দ্রোণ কৈকেয়ক।
আরো দুর্যোধনের তনয় সকলক।।
যত যৈন একেতে দ্রোণ মহাতাপ।
যে যে মহারথি আরো যৈন তার আপ।।
সে সবক যারি যিতুলোক পঠাবন।
[৬৭৩]মহারব সবাক যথিন জত পাবন।।[৬৭৩]
তবে সে দ্রোণক সেবেলাএ শিবিরাজে।
সে ঘোর যুদ্ধ এত প্রেশবে বাদ্য রণমাজে।।
তবে শিবি আসিবার দেখিয়া সত্বরে।
তেদিনেক দ্রোণে সানাইত দশ[৬৭৪]শরে।।
শিবিরো দ্রোণক প্রতি [৬৭৫]নতি মহাবেদ।
সানাইত ত্রিশ শরে করিল মু ভেদ।।
বাসিয়া গুরুকো সারথিক তুরবানে।
রথ যন্ত্রে পারিল দ্রোণের বিদ্যমানে।।
তাক দেখি কোপে গুরু দ্রোণ মহারাজি মহাবির।
পারিলেক শরে অস্ত্র সারথি শিবির।।
শিবিরো শিরকো মুকুট সহিত।
পরিরনু পারিলনু পৃথিবীত।।
রথ বাহিবার নাহি সারথি দ্রোণর।
দেখি দুতগতি দুর্যোধ নৃপবর।।
দিল দিব্য সারথি সৌটক[৬৭৬] মহোৎসবে।
পাইল সঙ্কট দ্রোণ পুনর্বার তবে।।

কলিংগ রাজের পুত্র তবে সেবেনাত।
রথত[৬৭৭] কলিংগ সেনা লয়া অগংখ্যাত।।
দুর্জ্জয় বিক্রম বধিবারে নিমিত্তক।
অতিমত্ত প্রেমদে মনু পর্ব্বীয়[৬৭৮] ভীষক।।
তবে সে কলিংগ পুত্র ভীষক অমরে।
যুদ্ধ করি ভেদিলেক[৬৭৯] তিমক মহুরে[৬৭৯]।।
পুনরপি মাত মরে ভেদিল তিমক।
ত্রিশ মরে ভেদিলেক মারষি বিশোক।।
একমরে ধ্বজাকো ছেদিল ৷৷ গণ্ডবর।
গাত্রে লেজে কলিংগ পুত্রক বুকোদর।।
রথ হন্তু রথের উপরে লাম্প উঠি।
কোপে প্রহারিল বৃকদর্ত বজ্রমুষ্টি।।

১৫৩(খ) শেষ।

১৫৪(ক)

বৃথকে বৃথকে হৈল তাংবি অস্তিচর্ম্ম।
ভূমিত পড়িল চলি কলিংগ তনয়।।
তবে তার দুই ভাই আরো কর্মবীর।
সহিতে না পারি হয়া কোপিত শরির।।
নারাচে তিনিয়ো বীরে ভেদিল ভীষক।
তবে ভীমে ভেজি লেজে মস্তুর রথক।।
ধনুর রথত পরিবনু লাম্প দিয়া।
মুষ্টির প্রহারে তার বিদারিল হিয়া।।
পারিয়া বৃকক মুষ্টিচোটে করি হত।
লাম্প দিয়া লেল যবরাজের রথত।।
সিংহ প্রায় গর্জ্জে তাক আকেশ[৬৮০] করিয়া।
প্রান কাড়ি লৈল দুই চাপরেক দিয়া।।

কর্ম আগে বৈরি জেন মত্ত হস্তি ঘোর।
ন মরিয়া কর্মে তবে তাহার আক্কোর।।
হেনমন্ত পতি এক তুমি হানিজেন।
বাণ দিয়া তাহাক করিল ভীমসেন।।
কর্মক করিল শেষ সে ঘোর শকতি।
আগিতে আকাশ পথে তাক শীঘ্রগতি।।
শকুনি মেদিল হানি[৬৮১] মানাবিত শরে।
তবে অদভুত কর্ম্ম করি বৃকোদরে।।
আপনার রথে আসি চড়ি পুনর্ব্বার ।
বাহিল দারুন ঙ ভীম সেনক তোমার।।
দেখে ভীমসেনক তোমার পুত্রগন।
শর বরষিয়া করিলন্থ নিবারণ।।
তোমার পুর্ম্মদ তনয়ের তাতপরে।
হাস্যকরি মারবি অম্বুক বৃকোদরে।।
বরতর শরে চলাইল যমপথে।
পুর্ম্মদ চড়িল গাহে দুস্কর্মের রথে।।
একে রথে চড়িল দুয়ো তবে তবে কোপে।
সংগ্রামে বাহিল ভীমসেনক আটোপে।।
দেখিয়াছে তাক দুর্য্যোধন কর্ম কৃপ।
পুত্রপুত্র অনুংখাসা সোমদত্ত নৃপ।।
বাহ্লিক প্রমুখে চারি আছে বিদ্যমান।
বাণে ভীমে চড়ি সে দুহার রথখান।।
পুর্ম্মদ দুস্কর্ম দুয়ো রথে দিয়া নাথি।
ভুবিত পারিল পানও কুক জেন হাতি।।

তবে তন্ত্র দুয়ো তনয়ক যুঝিবাতে।
বর্ষিয়া করিল শর দু জেন বজ্রাঘাতে।।
সৈন্য সকলক করায়ল হাহাকার।
ভীমক বুলিতে লাগে সৈন এ প্রকার।।
যুদ্ধে ভীমরূপে দুতরাষ্ট্রর সেনাক।
[৬৮২]সংহারে বুলিয়া পলায়ন্ত রাজা বাক।।
সে পালান দেখি যুদ্ধ যুদ্ধ রাজাগণ।
সকলে বুলিল ভীমসেনক তখন।।
যুধিষ্ঠির রাজা আরো জরদ্ধ কুমার।
বিরাট দ্রুপদে হর্ষ নভিয়া অপার[৬৮৩]।।
সবে ভীম সেনরে সেনক সাগরে বুলিলেন।
অন একক বধিলে বিবক দেবে জেন।।

১৫৪(ক) শেষ।

১৫৪(খ)

তন্তি তবে তন্তু পুত্রগণ কোপ হয়া আতি।
গুরুমনে নয়া রথ কুঞ্জ তুরঙ্গ পদাতি।।
সবে ভীমসেনক বারিল সে রাত্রিত।
দিন পাদ হৈব ঘোর তিমিরে[৬৮৪]আবৃত।।
তাতে যুদ্ধ আরম্ভিল মহাভয়ানক।
যুক ক্ষুদ্র নৃপালের আনন্দ দায়ক।।
সঞ্জ তুল্য বধতি দুতরাষ্ট্র নৃপতিক।
তবে সোমদত্তে যুঝবাতি সাত্যকিক।।
শেষতে বধিবাক্ত নিশিওক বাড়া গেল।
নাথ বাড়া পাছে তাক বুলিবাক লৈল।।
দৈবেরি নির্ম্মিত বেরিয়র জেটা [৬৮৫]ধর্ম্ম।
তাক তেজি কেনে অচরিনা দস্যুকর্ম্ম।।

ক্রোধিত্বক কর্ম্মত নিরত হয়া আর্ক্ক।
পরাৎমুখ মুঃখিতক না মারয় তার্ক্ক।।
তোর্কে কাবদেব দুষ্টি বিরের ব্যত।
যথারথি হেন তাতি সকল লোকত।।
সে মোর্ক বিহা কেনে করিলে যাতক।
অর্জুনে হেদিহে দুরিত্বরায় বাদুক।।
তাতে তার্কে হয়া বিমত্ত বিরকত।
যাড়ি বিহা তোক করিবেক মুনিত্বত।।
সে কারত বিরহেদ করিবা তাহার।
সে কর্ম্মের ফলভোগ কর মুরাচার।।
আজি যদি অর্জুনে না রাখে তোর এথা।
সরচোটে শির তবে [৬৮৩]কাটিবো মর্ত্তথা।।
তোর দুর পুত্র মিত্রগন সমস্তিত।
পার্থে রক্ষা না করিলে বধিবো বাদুত[৬৮৭]।।
এত্তে রাত্রি আজি নাহি হৈতে সুপ্রভাত।
না পারিলে যাহিতে মরন্ত নরকে হৈবো পাত।।
এহি বুলি ক্রোধে পত্ত দিংহমান হৈল।
সাত্যকিহো ক্রোধে তাক বুলিবাক লৈল।।
বচনে চৌরবে[৬৮৮]এস করাইল মোক।
সাত্যকি কদাপি নহে ভয়াতুর লোক।।
সকল সৈন্যক তুমি করিয়া সহায়।
মোহোক যুঝিস আসি সোবদত্ত রায়।।
তথাপি মোহোক ভয় করাবয়াক যুতি।
কিকি তেক না হৈবেক তোহোর সকতি।।

ব্রহ্ম যদি তোক্ষি দেহিয় বর্ষিত হৈল স্থিত।
যুঝিবাক ইচ্ছা আছে মোহোর সহিত।।
তবে মানাইত বাম প্রহারের মোক।
তবে[৬৮৯]বাহে প্রহার করবোঁ যুক্তি তোক।।
তোর পুত্র দুরিদুবা[৬৯০] আরো ভ্রাতৃগন।
[৬৯১]সবাকে বধিবো যাহা আন্য মে কারণ[৬৯২]।।
তোকো আজি সবুএ বান ধরে করো হত।
না তাবি ফি রহিম যাএ জদি সবরত।।
কিন্তু যুধিষ্ঠির রাজা বিদুর হিংসাত।
দেবা দৈবর্ষি নত্না দান নত্না আছে জাত।।
সে রাজা কবির তেজে পুর্ণত তোমার।
বধিতে সৌবল কর্ম সহিতে তোমাক[৬৯৩]।।
১৫৪(খ)শেষ।

১৫৫(ক)

[৬৯৩]বিনাসক ব্রহ্ম পারে যাএ অবন সর্বথা[৬৯৩]।।
সুন সোবলত আরো কবো নিজু কথা।।
আজি সবুএকে তোক মা সংহারো জবে।
তিনদিন হবোঁ হরি চরণত তবে।।
তাত যদি তোকোঁ মোক ছাড়ি পলাবস।
আতি আতভাই তোক্ষি তবে সে মারিম[৬৯৪]।।
এরুপে সম্ভাষ দুহো করি পরস্পর।
দুইকো দুই আ.স্তিল[৬৯৫]বরিষিতে সর[৬৯৫]।।
সে সময় রাজা দুর্যোধন মহাতাপ।
সংগে নত্না হাজারেক মদমত্ত নাগ।।
আরো অযুতেক রথ সংগে চলি যেন।
পাছে সোবলের সহায় তজি হৈল।।

সেবেনা তোমার স্যান সৌবল যান ধার।
পুত্র পৌত্র ভ্রাতৃ সবন্ধুজ্ঞ আপনার।।
তায় [৬৬৬]সোমদত্তের রথার নিমিত্তক।
মহাযুদ্ধ ভঞ্জিল আসুরা নরক মোটক।।
সৌবলে রক্ষিত সোমদত্ত তাতপরে।
সেজে যুযুধানক আবর্ন[৬৬৬]হৈল সরে।।
সাত্যকিক সরে ছন্ন দেখি মহাবংশে।
প্রেশবে ধায়া যুযুধান সেন সেনা সংশে।।
উভয় সেনার তবে মিলিল আজ দোল।
যুচপ ড পবনে জেন সাগর কল্লোল।।
দ্বিতয় সেনার প্রজ্ঞেয় পরমনে[৬৬৬]হৈল আতি।
সাত্যকিক তবে সোমদত্ত নরপতি।।
নবসর প্রহারিয়া ভেদিল শরীর।
তবে সোমদত্তক সাত্যকি মহাবীর।।
নবসর প্রহারি বিদির্ন হৈল কায়।
বিগিবের বিসে তবে সোমদত্ত রায়।।
হয়া অচেতন রথ পার্শে হয়া পাত।
সারথিএ দেখি তাক মৃতক সাব্যাত[৬৬৬]।।
যুদ্ধ ভুমি হন্তে রথ আনি হৈল দুর।
তাক দেখি গুরু দ্রোন সবর চতুর।।
ধান্য প্রেশবে সাত্যকির বধক ইচ্ছায়।
আসিবার দেখি তাক তবে ধর্মরায়।।
সবসনে দ্রোনক করিল নিবারণ।
বরুতে বারিষে পুর্ণে যায়ুক জেমন।।

পাণ্ডব সহিতে তবে দ্রোণ উপাখ্যান।
যুদ্ধ হৈল যদি সনে জেন দেবতায়[৭০০]।।

তবে দ্রোণে রণে ভেদি পাণ্ডব সবাক।
ভেদিলন্থ যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক রাজাক।।
দশবানে ভেদি যুযুধানক সত্বরে।
বীর বৃহদ্যুম্নক ভেদিল কুড়ি শরে।।
ভীমক ভেদিল নিদারুন দশবানে[৭০১]।
নকুলক ছয় শরে ভেদিল সন্ধানে।।
সহদেব কুমারেক আঠ শর হানি।
শিখিণ্ডিক সতশরে ভেদি মহাজ্ঞানি।।
[৭০২]দ্রুপদ পুত্র সকলক[৭০২] তাতপরে।
প্রতি প্রতি ভেদিলন্থ পঞ্চ পঞ্চ শরে।।
বি রাটক আঠ যুধামন্যক তিতন্থ।
উত্তমোজা বীর কো ভেদিল শর ছয়।।
অন্য সেনাপতি সকলকো ভেদি তথা।
দ্রুতে যাইব রাজা যুধিষ্ঠির আছে যথা।।

১৫৫(ক) শেষ।

১৫৫(খ)

পাণ্ডবের সেনাপতি দ্রোণ সব দ্রোণ শরে।
বৃতকল্প হয়া পালাইল আর্ত্তস্বরে[৭০৩]।।
দ্রোণ শরে দেখি তবে তাহাক বিভুল[৭০৪]।
ধন্য যুদ্ধ দ্রোণক অর্জুন মহাবল।।
তাক দেখি পাণ্ডবের সেনা পালাবার[৭০৫]।
পালটিয়া দ্রোণক পাবল পুনর্ব্বার।।
তবে তন্থ পুত্র সবে দ্রোণ দ্বিজরাজে।
চতুর্দ্দিমে পাণ্ডবক বেড়ি রণ মাঝে।।

পাণ্ডবি সৈন্যক তবে কৈল বুধিষ্ঠির।
বহিন্ জেন করে তুনরাশিক তাপিত।।
তুলনু আদিত্য ব্যাপ্ত ক্রোধ মহাতাপ।
সপ্তজালে জেন রশ্মি পুঞ্জ তুকৈল ত্যাগ।।
কেহ তাক চাহিবাক না পারিল রণে।
জিবক উৎপন্ন দৃষ্টি রহিলনু জেন্তে মনে।।
তুষিত পাড়িল কাটি তার তার শির।
[৭০৬]সর করি মাধব এ সব ক্রোধ বীর[৭০৬]।।
মৃতকল্প হয়া পাণ্ডবের সেনা জত।
পুনু পালাইল বনক তুয়র অন্তত।।
তাক দেখি কৃষ্ণ ক বুলিল পার্থ পাহে।
নিস্তোমোক মহাত[৭০৭]দ্রোণের রব আছে।।[৭০৭]
তবে ইন তু তুন তু মুখ হু রজত সংকাস।
বাহিন বোড়াক ধরি জগত নিবাস।।
হেন কালে অর্জুনক দেখি আসিবার।
ডিমে বুলিলেক মারষিক আপনার।।
দ্রোণের সেনাক নাশি বয়া জাব মোক।
তাক শুনি অর্জুনের পাহতে বিমোক।।
ডিবের রথক তথা বেগে বাহিলেক।
[৭০৮]বায়ু বিতাবমু[৭০৮] জেন একএ হৈলেক।।
ডিম বনক তুয় আসিবার দেখি তবে।
চলিল পাকান মৎস কৈকেয়াদি সবে।।
পাহে মোর সবর মিলিল বিপত্তিত।
আক দেখি হৈজায় মরির সোমাক্তি ত।।

অর্জুন দক্ষিনে বাম ভাগে ভীমসেন।
মহারথ সব সবন্ধিতে অগ্রিজেন।।
আবরিয়া রহিলেক তোমার সেনাক।
যুযুধান সাত্যকিও গেল দেখি[৭০৯]তাক[৭০৯]।।
তবে তুম সৈন্য অন্যো অন্যে প্রহারত।
সব দুই সৈন্য চণ্ডবাত সমুদ্রে জেবত।।
মুখরিয়া তবে তুরিদ্রুবার বরণ।
সাত্যকিক বধিতে নিশ্চয় করি মন।।
কোপে গুরুগুএ[৭১০]অনুৎবামা মহাবলি।
বির যুযুধানের রথক গেল চলি।।
তাক দেখি ঘটোৎকচ হিড়িম্বার সুত।
রক্ত হস্তি নহে যেন বাহনে যুযুত।।
ঘোর রবে আরোহিয়া নিশ্চয় সাব্যাত।
রবে জলে রক্তবর্ন পতাকা জাহাত।।
পাবা চক্ষু চরণ মেলিয়া নিরন্তরে।
যুদ্ধ যুদ্ধ গোট্ট অনুক্রম পর দু করে।।

১৫৫(ব) শেষ।

১৫৬(ক)

দেবা দিহে জাতনাশা[৭১১]গিরিগুহা প্রায়।
অনুচএ যুক্তরথ অনুক্রম কায়[৭১২]।।
ভয়ানক অঘোহিনি রাক্ষস সৈন্যক।
নষ্টা নিবারিল জাহা দ্রোনের বুএক।।
তাক দেখি রাজারথ অনুধাবা বলে।
যুধানু যবক দেখি ভয় হয় জেনে।।
দুঃশ্রবা দুঃসহ আর সৈন্য সহ অনু।
দুঃখপ্রাস্থ দন্ত তার সৈন্য সব তনু।
উদ্ধ বক্র বিবুধাদ অনুক্রম হনু।।

তবে ঘটোৎকচে করিলেক সিংহনাদ।
তনু গজ মুখ সুনি সে ঘোর সমুদ।।
পর্ব্বতাস বাসি তেজিলেক বৃক্ষবন।
ব্যাপিত হইল আসি পদাতি সকল।।

বালি পেট দুর দেরা জর জেন আসে।
তুজ পুজ সৈন্য দেখি ক্রোত [৭১৩]হৈল ত্রাসে।।
সেন্তে ঘটোৎকচের রাক্ষসগণ তবে।
রণ ভুমি চারি দিগ বৃষ্টি কৈল সবে।।
বরসিল আরো নানা অস্ত্র সস্ত্র জাল।
লোহবন্ধ চক্রশতিঘ্ন প্রাস তিন দিপাল।।
তুসণ্ডি শতঘ্নি পুল তোমর পট টিস।
পড়িবাক লাগিল ব্যাপিয়া মনোদিস।।
ভয়ানক যুদ্ধ দেখি তুন্ত পুত্রবন।
কর্ন আদি বিরেও ব্যাপিত [৭১৪]হয়া মন।
পালাইবাক লাগিল বিবর্ন [৭১৫]হয়া সবে।।
অতিবানি একে অপ্রোৎথাহা বাঙ্গ তবে।।
ন তৈল ব্যাপিত তাঙ্ক রহিল তথাত।
পিরী জেন সহি রহে বৃস্টি অনৎপাত।।
পুত্র উপদেশ এস্মে হানি বরজাঁক।
নস্ট কৈল সেন্তে ঘটোৎকচের মায়াক।।
তবে ঘটোৎকচের মায়া সেল দুর।
ঘোর সরজাল বরিসিল পরিপুর।।
অপ্রোৎথাহা বাঙ্গের পরাহে সেন্তে পর।
প্রবেসিল জেন বন ভীকত বিসবর।।

ব্রাহ্মণ তনুক তবে ভেটি সেজে যান।
ভূষিত পরিল গায়ে কতো দুরযান।।
তবে ধুম্র হয়া অসুৎথাবা মহাবীর।
অতি কোপাবিষ্ট ঘটোৎকচের শরীর।।
ভেটিলেক ঘোর বরতর দশবান।
জলিল রাক্ষস তেজ হয়া মর্ম্মহান।।
হাজারেক আর যুত চক্রধরি এক।
বীর অসু থাবাক আবেশে চলিলেক।।
সে চক্র আসিতে আকাসতে বেগে সনু।
সরে অসুৎথাবা নিবারন করিলনু।।
রাক্ষসের চক্র ব্যর্থ হয়া পরিলেন।
অভাগির মনোরথ নিরর্থক জেন।।
চক্র নষ্ট দেখি ঘটোৎকচ তাত পরে।
বনুক টংকার করি বারসার সরে।।
আজ্ঞন্ন করিল অসুৎথাবাক যুদ্ধত।
সূর্য্যক আচ্ছাদে বাহুত্বরে জেনমত।।

১৫৬(ক) শেষ।

১৫৬(খ)

দেখি সন্নদ্ধে সমরেত ঘটোৎকচের কুমার।
আর ঘোর কলেবর অতি ভীম আকার।।
তাকে আসা দ্রোণক করিল নিবারণ।
বাহুক নিবারে যহা পর্ব্বত জেমন।।
তবে সে তাহের নাতি অতি ভীম পরাক্রম।
সরে সনু সোতিনন্দু গুরুর কুমার।।
দেবথাবা সনু সোতে সুমেরু জেমত।
ইন সুরুরু প্রায় অসুৎথাবা সে কানত।।

অঞ্জন পর্ব্বত মুক্ত ঘোটক উদ্ভব।
এক শত বারি কাটি পাড়িল তুরিত।।
মুহূর্ত্তে সারথি নিল রথবর।
তিনি পরে ত্রিবেনুক বন্দিল রাবক [৭১৭]।।
একপরে ছেদিল হাতের ধনুবান।
চারিশরে চারি ঘোটকের লৈল প্রান।।
তবে সে বিরথি হয়া সারথি[৭১৮]বুচণ ড।
তুলি লৈল হেরবিন দু ব্যাপু বড়ন বণ ড।।
অসুৎধারা তাকো দুই বণ ড লৈল পরে।
হেথাও গদ গদাক ড়ধারা তাত পরে।।
দেখিল গ্রেনিক দু ডগতি নিপাচরে।
নষ্ট লৈল সে গদাদণ ড়ক চণ ডশরে।।
সে বেলা অঞ্জন পর্ব্বা সে বতে[৭১৯]রাক্ষস।
ভেব দিয়া আকাশক লৈল মহাক্ষস।।
করিয়া তামাদি মায়া ঘটোৎকচ মুত।
[৭২০]বমুবিধ মুতমুর্ত্তি করিল প্রস্তুত[৭২০]।।
তবে তাক অসুৎধারা দিব্যাস্ত্রের বলে।
নিবারিয়া তার মুক মুর্ত্তিক সকলে।।
তবে সে [৭২১]ভেদিল শর করিয়া প্রহার।
রবি রশ্মি ভেদে জনমক জে প্রকার।।
তবে পুনু নাশিল রাক্ষস মহাবাহু।
বলি জেন পড়িল আকাশ হন্তে রাহু।।
কাক ন ভুবন রথে চড়িল সত্বরে।
দেখি অসুৎধারা হানি নিবারুন পরে।।

সেজে রাক্ষস বাহি নিজ জয়বর।
অন্য এক দৈত্যক জেন বধিন পঙ্কর।।
পুত্রক বধিন ক্রোধে দেবি কোপবনে।
রহ রহ ঘটোৎকচ বুলিন বচনে।।
আজিরে[৭২২] ভেদিয়া তোক [৭২৩]বারিব পরানে।
ভেদিআছে কুবাক্য জোহ্ন জেপক ক জে বন বানে।।
অস্ত্যবাবা বোলে বাপু তাঁমের নন্দন।
মোক ভেজি আনের সহিত করারণ।।
পুএবধ দেবি তুঞি [৭২৪]রুহু হৈব মোক।
মোর মন কদাপি না হয় রুহু[৭২৫]তোক।।
আমি পিতৃ মোর তুঞি পুএ পরানুরে।
পিতৃতুল্য জনে কি পুত্রক কোপ করে।।
সঞ্জয় কহয় বদতি রাজা কথা সুনিয়োক।
জেপর হৈল ঘটোৎকচ পায়া পুএশোক।।
উভয় হৈল হৈবেন চিত্ত আতায় লোচন।
আবেসে বুলিন অস্ত্যবাবাক বচন।।

১৫৬(খ) শেষ।

১৫৭(ক)

সাধারণ জন মোক মানিঞা যুদ্ধত।
বচনে করায় এাদ[৭২৬]জাতো হেন মত।।[৭২৬]
জে বোল বুলিলো তোঞি সে নহে উত্তম।
ভীম হন্তু হৈছো কুরুকুলত জনম।।
না ফিরে পাণ্ডব সব না ফিরে [৭২৭]সমরে।
তার পুএ আমি অধিপতি রাক্ষসরে।
বলে আমি দশগ্রীব রাবণ সমান।
আজি তোঞি মোত হন্তু[৭২৮]না জিবোহো জান।।
~~আমি পুনি রহ রহ বুলিয়া ধৌনিত~~ ।

এহি বুলি রহ রহ বুলিয়া দ্রৌনিক।
বাঘ যত সিংহ জেন প্রবত হস্তিক।।
বীর অনুথাবাক করিয়া কোপ দৃষ্টি।
মেঘ জেন বারে করিলন্তু সরবৃষ্টি।।
সেজে সরবৃষ্টি আগি মাহি নৈতে অন্ত নাঞ।
সরে নিবারিল অনুৎথাবা মহাতাপ।।
সরের সরের বরষনা সেবেলাত।
অন্ধনিত্র কুনিৎব উঠিল অসৎব্যাত[৭২৯]।।
সে সকল সরে পোতিলন্তু দিশপাল।
বলোত পটলে জেন চিত্রিত আকাশ।।
দ্রৌনিএ করিল যদি মায়াক নির্য্যান।
বুঝি ঘটোৎকচ তবে হৈল অন্তর্ধ্যান।।
পাছে পুরন্দরি মায়া সৃষ্টি করিলেক।
হৈল দৃৎব তরুগুল্ম পর্ব্বত গোটেক।।
বিপুল কুসম গ্রাস বহুত্র ঋ বহি বহি।
এ সকল অস্ত্র পর্ব্বতেব[১] হৈল বুঝি।।
দেখি তবে অস্ত্র জনের আকার পর্ব্বত।
সে সব অনেক অস্ত্রে মন্তু সেকালত।।
অনুৎথাবা বির ভাত ব্যাথিত না হৈল।
হোমা করি বিস্যাস্ত্র প্রয়োগ তবে কৈল।।
দিব্য অস্ত্রে পর্ব্বতক কৈলা খণ্ড খণ্ড।
তবে বীর ঘটোৎকচ ক্রোধে প্রচণ্ড।।
কাল রেবটি ম[৭৩০] বন্ধু এনুএ যুগুত।
অস্ত্র সস্ত্র বুষ্টি করিলন্তু অদভুত।।

আজ্ঞা করিব যুদ্ধ ক্রোধের ভুজক।
অনুৎপাদা হানি তবে বাড়বা অগ্নিক।।
সে মেঘ বায়াক করি তাপিত আকাশে।
মরে সহু ব্যাপিল সকল বিশ্বপাশে।।
বজৌৎকচে করিবার বায়াক সংহারি।
একদন্ত ব্রহ্ম দেখিল তার বারি।।
অপর রাক্ষস সৈন্য কতেক তাহার[৭০১]।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তি গ্রাহ্য বিএশি অপার।।
তা সভার শির গ্রীবা বদন বিরূপ।
অঙ্গ এন বরণ গন্ধ ভীনত মেঘরূপ।।
কেহো রূপে কেহো গন্ধে কেহো বোটকত।
নানা চিত্র কবচ খিন বিহে পরীরত।।
নানা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে সবাহারে আছে।
সে সব সহিতে বজৌৎকচ বধ্য পাছে।।
হেনরূপ দেখি বজৌৎকচক অবন।
বিবিধ্ন হৈমবতু সবাতক্ত সেনাগন।।

১৫৭(ক) শেষ।

১৫৭(খ)

তাক দেখি বুলিলন্তু ক্রোধের তনয়।
রাজা দুর্যোধন না ফিরিবা নাহি ভয়।।
খন দুর্ব্ব বরাএশি তাহুবল মনে আজি।
সেনাক আজ্ঞাদি স্থিতর হয়া রহ আজি।।
মোক্ষি এথে পঞ্চক করিবোঁ যারি ভয়।
আমি জিতে তুমি যা পাইবা পরাজয়।।
তোর আজি হৈতোক হৈতো আজি সত্য প্রতিজ্ঞা চ।
শুনি রাজা দুর্যোধনে বুলিলন্তু বাক্য।।

এমত উৎসাহ হয়া তোমার প্রস্তুত।
এতেকে তোমাক যোগ্য না বানো অদ্ভুত।।
উচিত আমাক প্রতি এমতে তোমার।
পরম ভকতি আছো তোমাত আমার।।
সঞ্জয় বচন বদতি রাজা তবে দুর্যোধন।
সৌবলক সগৌরবে বুলিল বচন।।
হৈল্লো হৈল্লো পতমহন্তে যোটকে আবেষ্টিত।
হৈল্লোক হাজার পাঠি রথেত আবৃত।।
পাছে অর্জুনক প্রতি জাইল্লো বাতুল।
আরো বির সকলক গ্র পঠাবো বিপুল।।
কর্ণ বুষসেন কৃপ মাদ্র দুঃশাসন।
কৃতবর্ম্মা সঞ্জয় বিজয় দুঃস্সাসন।।
দণ্ড ভেরি দুন্দুভি রব সৈন্য বন্ধু রায়।
তোমার পাছত এবধানি জত রায়।।

জাইব অগর ছয় অদ্ভুত পদাতি।
তুমি তীব অর্জুনক যার এহিরাতি।।
যুধিষ্ঠির সহদেব নকুলক যার।
অসুরক বাসবে[৭৩২] বধিবে জে প্রকার।।
বিদির্ণ হৈ আছে তারা হৌনির সরত।
যারিয়ো বাতুল তুমি এহি সমস্ত।।
তমু পুত্রে এ বুলিল গান্ধার রাজাক।
তোমার পুত্রক তবে প্রীতি করাবাক।।
পাণ্ডব সবাক নহিবাক[৭৩৩] ইহা বলে।
বৈলনু সকুনি চতুরংগ দল সনে।।

তবে ঘটোৎকচ অশ্বত্থামা সে রাতি।
বিনু যুদ্ধ প্রহারের জ্ঞান যুদ্ধ হৈল আতি।।
৭৩৪পাছে অগ্নি বিনু সব পর দগ্ধ গেছে৭৩৪।
ঘটোৎকচ রৌদ্রিক তেহিন যুদ্ধ চোটে।।
সবে রাক্ষসের যুদ্ধ ভেদ হয়া আতি।
কিছিলেক বর ধরি যুদ্ধের সন্ততি।।
৭৩৫যদা রাতে কল্পে যুদ্ধকোট জে বন্ধান৭৩৫।
পুনু সে বেলাত রাশি অক্ষ ক্ষয়িক বান।।
সত্বরে কোদণ্ড খণ্ড হেনির হস্তর।
তবে অশ্বত্থামা ধরি অন্য ধনুসর।।
«মেঘ ব্রাহ্ম ধারা মারে» সর বৃষ্টি করিলেক।
সেহি সরে সবে রাক্ষক পীড়িলেক।।
রথের বাহন হস্তি সারথি সহিত।
করিল রাক্ষস সৈন্য সহিতে তাপিত।।
পাছে অশ্বত্থামা সবরত লোভিলেন।
প্রলয়ে প্রানিক যহি অগ্নি লোভে জেন।।

১৫৭(খ) শেষ।

১৫৮(ক)

তবে ঘটোৎকচ ক্রোধ হয়াজ্বলায়ক সেকারত।
তীব্র কর্ম্মা রাক্ষসের বহাসৈন্য হত।।
তা সবুক আদেশিল কি চাহিস আর।
এত্তে অশ্বত্থামাক সত্বরে সবে মার।।
তবে ঘটোৎকচের আজ্ঞা হু সেবেলাত।
ধাইল অশ্বত্থামাক রাক্ষস অসংখ্যাত।।
ঘোর রূপ উল্কামুখ জিহ্বা তা সবার।
বিকট দশন তনু পর্ব্বত আকার।।

ভয়ানক যুদ্ধ অতি ঘোর দর্শে[৭০৬]-দুর।
ধরিয়া পরিঘ শক্তি মহাবীর বিদুর।।
পরশু পট্টিশ ভাস মুষল মুদ্গর।
গদা ভিন্দি পাশ বজ্র ভুষুণ্ডি তোমর।।
হেন নানাবিধ অস্ত্র সর্ব্ব সেনাগত।
শতে শতে সহস্রে সহস্রে অবিরত।।
অযুৎধারা বীরের যুদ্ধ তীর উপরত।
বেষ্টিল রাক্ষসগণ বারি আকারত।।
অযুৎধারা দেবে যাবে অর্ব্ব পড়িবার।
গৌরব সৈন্যক দেখি ব্যাথিত হৈবার।।
নিস্তার নাহবে বিধিবতে মরজনে।
দেহে অর্ব্ব বৃষ্টিক নিবারিল[৭০৭]তৎকালে।।
আরো অভিবন ত্রিত দিব্যাস্ত্র অর্ব্ব হানি।
বারিলেক বিদুর[৭০৮]রাক্ষস বাহিনি।।
তবে সে ভৌমির সরে বড় বিদ্ধা পাড়া।
বারিবার প্রতি পুনরপি দেন ধারা।।
অদ ভুত বিস্ময় তবে দেখিলি ভৌমির।
এ বিস্ময় করিতে না পারে কোন বীর।।
একাকীএ অনেক রাক্ষস সৈন্য যত।
রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ বীরের অগ্রত।।
প্রজ্বলিত বানে দগধিয়া অতিসয়।
রাক্ষস সৈন্যক করি প্রতাপে প্রলয়।।
সমুর্ত্তক মেঘপ্রায় দোতা হৈল বড়ে।
কানে তালি দিব্য দোদণ্ড ভের হরহরে।।

পাণ্ডবের পক্ষে রাজাগণ আছে যত।
চাহিবারে তাকো কেহো ন হৈল সক্ত।।
বিষম দেখিয়া ভয় হৈলেন বিকল।
বিনু রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ বরাবল।।
তবে রাক্ষসেন্দ্র ক্রোধে ফিরিয়া চঞ্চল[৭৩৯]।
দশন কামুড়ি তাড়ি[৭৪০]বাহুএ বাহুক।।
সারথিক বুলিলেক নিও রোক তথা।
দ্রোণের তন্য অশ্বত্থামা আছে যথা।।
বুলিঞা সারথি রথ দ্রৌনির[৭৪১]নিকট।
বহুত সেন বাহু বেগ করিয়া উৎকট।।
তবে দুহুদুন্দ্রে অশ্বত্থামার সহিত।
নিমিল হৈরথ যুদ্ধ বিপরীত।।
তবে সিংহ গ্রায় বরাদর দু অদভুত।
দেবতা নিশ্চিত অশ্বত্থন হৈব যুদ্ধত।।
ঘোর বজ্র যেহ্নি দ্রৌনিক রত করি।
সেহি অশ্বত্থামা ধনুবানি পরিহরি।।
ঝাম্প দিয়া সেহ্নে বজ্র পরিল তাহার।
করিলন্তু তাকে ঘটোৎকচের প্রহার।।
তাক দেখি ঘটোৎকচ রাক্ষস প্রবর।
ভেব দিয়া রথ হন্তু হৈলন্তু অন্তর।।

১৫৮ (ক) শেষ।

১৫৮(খ)

সেহ্নে বজ্র জায়া তবে রথে হৈল পাত।
যুদ্ধ অশ্ব সারথিক করি ভস্মসাত।।
ত্রিবিধিক বিদারিয়া হৈলন্তু প্রবেশ।
দেখিয়া দ্রৌনিক লোকে পুজিব নিঃশেষ।।

তবে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেকালত।
জায়া চলিলন্ত দ্রুপদপুত্রের রথত।।
তবে ভীমসুত[৭৪২]ধানাবৈত মরজালে।
দেখিল শ্রৌনির রক্ষণবত সেকালে।।
দ্রুপদপুত্র সুরথুৎব মর্শমথ বান।
দুদন্তে করিল অশ্বত্থামার সন্ধান।।
সে দুই বিরকো অশ্বত্থামা বীর তবে।
দেখিল মারাচ চন্দ্র ধনুর বাবরে।।
তবে অগ্নিশিখা প্রায় শরে দুয়ো[৭৪৩]বীর।
মধু কৈল সেন্তে মরজালক শ্রৌনির।।
পাছে ঘটোৎকচ দ্রুপদপুত্র বীরবর।
অন্য জত যোধ্বা সকলর বৃতিকর।।
অশ্বত্থামা সঙ্গে তিন্ত যুদ্ধ করিলেন।
তবে সে শহলক নাশি বীর ভীমসেন।।
তিনিসত হস্তি আরো রথ হাজারেক।
ষোটক হাজার ছয় সঙ্গে আশিলেক।।
তবে দ্রুপদপুত্র ঘটোৎকচ বীর্যবান।
অনুচর সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিল।।
অশ্বত্থামা অল্প ভুত বিশ্বয় কৈল তবে।
[৭৪৪]কাহারো সকতি করিতেও ন সম্ভবে।।[৭৪৪]
রাক্ষসের অযোহিনি সেনাক সমরে।
ভীম দ্রুপদপুত্র সহদেব নকুলেরে।।
যুধিষ্ঠির ধনঞ্জ ভ্রাতৃ বৃক্ষের অগ্রত।
এক নিবিসতে মারি করিল নিহত।।

কুম্ভত সমস্থিতে[৭৪৫] হস্তিগন হয়া হত।
দৃংগমনে পড়ি হৈল পর্ব্বত জেমত।।
ছিন্ন ধনু সব পড়ি পড়ি রহিজেন।
ব্যাপিল সভ ক্ষিতি সর্পে তুথিক জেমন।।
পড়িল কনকদন্ত শ্বেত বজ্র চয়।
চন্দ্র সূর্য্য জেন হৈল তুথিত উদয়।।
সোভিল সবর তুথি এ সকল ধনু।
ধ্বজগণ জেমতে আকাসে তুকাধনু।।
ভয়ানক নদি এক বহান্য তথাত।
কাথা যুদ্ধ সকল যথ তুক হৈল তাত।।
তেহি সব [৭৪৬]পড়ি জেন কচ্ছপ সোভয়।
গতাকাএ তুক হৈল হএে ছ হংসচয়।।
কত কুম্ভস্থ সকল হৈল গ্রাহ তার।
শুন্ড সিনা হৈল হস্তি সকলে অপার।।
তুতক মোটক হৈল মহাকয় পরাস্থ।
চামর নিকর জেন ফেন তাসি জায়[৭৪৭]।।
সরে বৎস হৈল বাত সু বর্ষাএ কদ দুর্দ্দিন।
[৭৪৮]সে বান [৭৪৮]সকল জেন ধনু উদ্ভিদসব।।
জল হৈল সোনিতে দেখিতে লাগে ভয়।
হেন নদি তুবর্ত্তান্য জোনের তনয়।।
রাক্ষসগনক এ তুকারে বারিজেক।
এতৌৎকচ রাক্ষস রাজাক পিড়িজেক।।
একেস্বরে সবাকে মারাচে সমু তেহি।
বধিল দ্রৌপদ পুত্র সুরথক বেহি।।

সেজে যুদ্ধের কলিযুক তাত পরে।
পঞ্চক ভূত্য নামকো সেনিল জবঘরে।।
তবে বনানিক জয়ানিক জয়াযুক।
এ সবাক বারি নিল [৭৪৯]যব মদনক[৭৪৯]।।
[৭৫০]পাদে চন দু বুদ্ধ এক শ্রেণবে বাই[৭৫০]।
ইবাকো [৭৫১]যবের মজরত দিল ঠাই।।
তবে কুন্তি ভোজের তনয় দশজন।
দশশর বারি নিল যবের ভবন[৭৫২]।।
শ্রুতাযুধ[৭৫৩]বীরকো নিজেক জধানত্ব।
তাঁর তিনি পরে আরো যুদ্ধর তনয়।।
পঞ্চক ভূত্য আরো যুক যুধানির[৭৫৪]পরাণ।।
সংহারিথা যুদ্ধের যুদ্ধত দিল স্থান।।
পাদে অনুৎবামা শ্রেণবে আর্জন পুরিথা।
অতি উত্তমর এক [৭৫৫]সন যুদ্ধ করিথা[৭৫৫]।।
দেখিলেক বীর ঘটোৎকচের উদ্দোগে।
যুদ্ধক তেনি সেজে পর বিনযুগে।।
যুধিষ্ঠীক বিদারিথা যৈনন্য প্রবেশ।
যুর্জ্জা যৈল ঘটোৎকচ পায়া মহাক্লেশ।।
অজ্ঞানে পড়িল ভীমসুত মহাবানি।
দেখি যুদ্ধযুদ্ধ হত যৈল তার জানি।।
ক্রৌনির মধিপ বন্ধু তবে তাত পর।
সত্বরে করিল রথবানক অনুর।।
তবে যুধিষ্ঠির ক্ষ যুগতির মনাজত।
পরাৎমুখ যৈন্যের সকলে সেকারত।।

পরাৎপর হৈল মহারব তার সবে।
দেখি অশ্বত্থামা ঘোর পর দূর হৈল তবে।।
তাক দেখি দ্রৌপদীক তোমার পঞ্চসুত।
পূজা করিলেক হয়া আনন্দ দূ দুখদূত।।
গিরি দৃঢ়ে প্রায় পাড়ি রাক্ষস সকল।
দুর্দম হৈলেন রূদ্র বরদী বপুভল।।
তবে অশ্বত্থামাক পন দুর্বু দ্ধি দ্বে নাগ।
দেব বিদ্ধ প্রভুবে পুজিল মহাভাগ।।
সঙ্গ ভূত বর্ত্তি দুতরাশ্ত্র নৃপতিক।
দ্রৌনি কৃপি ভোজ দুপদের সমুতিক।।
হত হৈল সতে সত রাক্ষস সেনাক।
যুধিষ্ঠির ভীম দুযুদ্যুম্ন দেখি তাক।।
সাত্যকি প্রভুবে তবে একত্র হইল।
সাবধান হয়া সমরত মন দিল।।
তবে সোমদত্ত রাজা দেখবে পুন যুদ্ধি।
ধারাসারে সরবৃষ্টি করিল অপার।।
পুত্র সোকে আচ্ছন্ন করিল সাত্যকিক।
তোমার পুত্রের তবে জন ঘাতে তিতিক।।
ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল মহাতপ্ত কর।।
তবে সাত্যকির নিধিত্যক কৃকোদর।।
ভেদিলেক সোমদত্ত নাগত রাজাক।
সোমদত্ত সরে মন্যু ভেদিল তাহাক।।
তবে তিব্রতরে দসসরে যুযুধানে।
সেজে পুত্রসোকাবিষ্ট রাজাক সন ধানে।।

ভেদ করি পুনরপি হানি সাত শর।
সোমদত্ত মূর্ছিত ভেদিল বক্ষস্থল।।
সাত্যকির সহায় করিতে সেনাগণ।
মহাবীর ভিমে সোমদত্তের যুদ্ধ রাত।।
দেখিয়া পরিঘ এক করিল প্রহার।
সাত্যকিত্যে সেকালত মূর্ছিত তার।।
অস্ত্রিত্রাণ শর প্রহারিল সেহি ক্ষণে।
পরিল পরিঘ শর দুবো এক রণে।।
ধরা হেন সোমদত্ত হৈলন্তু মূর্চ্ছিত।
বাহ্লিক পুত্রক তবে দেখি বিমোহিত।।
প্রলয়ের মেঘ জেন বরিষিয়া শর।
সাত্যকিক বান্ধিল বাহ্লিক নৃপবর।।
তবে ভীমসেন সাত্যকির নিমিত্তক।
নবশরে ভেদিল সে বৃদ্ধ বাহ্লীক।।
[১৫৬]শেষে বৃদ্ধ বাহ্লীকেও ভীমের মূর্চ্ছা[১৫৬]।
বল দুই বন্ধু প্রায় পড়িল ধরনির নিদ্রা।।
তবে পড়িম্বাতে ভীম মহাকম্প হৈল।
রথের উপরে জেন হেতে মোহ[১৫৭]গেল।।
পাছে সচেতন হয়া ধরিয়া গদাক।
ভীমসেন প্রহারিল বাহ্লীক রাজাক।।
আহরিলা শির তার সেন্তে গদাঘাতে।
পড়িল পর্ব্বত জেনমতে বজ্রপাতে।।
দেখি তবে সেন্তে বাহ্লিক পরিবার।
বিড়িল ভীমক দশ তনয় তোমার।।

ভীমে তবে তা সমুাক বারি দশ শরে।
কর্ণের পুরুক বৃষসেনক সমরে।।
শর মারি মুতকন ু করিল সে ঠাই।
কর্ণের বুলিদ ু তবে বৃষরথ তাই।।

১৫৯(ক) শেষ।

১৫৯ (খ)

নারাচ সকল তাকেঁ তীমক মারিল।
শ্রেশ্বে মহোদ ু ত তীম তাহাকো বধিল।।
আরো তুম সাতরথি হন্ত তুম প্যান।
বধিলেক তীমে শ্রেশ্বে তাহাকো[৭৫৮] সেকান।।
আরো সতচন্দ্র নামো বিরকো সে স্হানে।
সে সমস্ত তীমসেন মারিল পরাণে।।
দেখি সতচন্দ্র ভ্রের ধরন সেহি ঠাই।
বাত্রা চিত্রসরে পকুনির পক্ষ তাই।।
বির বুকোদরক সমরে তাড়িলেন।
তবে সর ব্যথায় দুর্জ্জয় তীমসেন।।
সে পক্ষ রথিক সংহারিল সরঘায়।
দেখি গানাবর্ণাক সৈন রাজা জতরাত্ন।।
কর্ণরাজ যুধিস্ঠির কোপে সে বেনাত।
তোমার সৈন্যক গুরু দ্রোপের সাঘাত।।
আরো তনুপুত্র দুর্য্যোধনের অনুত।
বিনাশিল অনুযু বালব সৈন্য তত।।
সিরি সৈন্য সমন্বিত্ত বিপর্ত্ত সৈন্যক।।
শ্রেশ্বে বধি পঠাইল মৃত্যুর লোকক।।
বসাতি বাদ লিক সব আরো মুরসেন।
কাটি যুধিষ্ঠিক সকল দুঁবা করিলেন।।

যদুক অবশ্য আরো ধান্য জত রাজ।
মৃত্যুর পাবক পতাবিলনু ধর্ম্মরাজ।।
তাত অননুরে যারবর কাট বান।
করিয়া তদুঁর ঘোর সবদু এ বন ধান।।
যাত্রা যুধিষ্ঠিরের রবক সেন সবে।
তোমার পুত্রের আদেসত সেনা তবে।।
সেনাক সংহার করিবাহে যুধিষ্ঠির।
সরবুদ্ধি করি তাক ধান্য দ্রোণ বির।।
যুধিষ্ঠিরে সর বরসিয়া[৭৫৯] তবে তাক।
বাহুব্য অস্ত্রক দ্রোণে হানিল রাজাক।।
দেবি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির পাণ্ডব কুমার।
দিব্যাস্ত্রকে দিব্য অস্ত্রে করিল সংহার।।
বাসব বরুণ যম অস্ত্র অবনির।
গ্রাজ্ঞ পাণ্ডবক দেখবে বধিবাক দ্রোনবির।।
পত্যেক করিল একবারি অস্ত্রচয়।
প্রতিকার অস্ত্রে ধর্ম্ম পুত্রে কৈল লয়।।
তবে দ্রোণ আপনার প্রতিজ্ঞা পালিছে।
তোমার পুত্রের হিত অনর্থ[৭৬০] সাধিতে।।
যন দু প্রজাবত্য দুর দিব্যাস্ত্র দুর্জ্জয়।
দেখিলেক ধর্ম্ম তনয়ক বারিবার।।
দ্রোণে তবে জেই জেই অস্ত্র প্রহারিল।
সেই সেই অস্ত্রে ধর্ম্মপুত্রে বিনাশিল।।
তবে অস্ত্র নয় বলে দ্রোন দেখ বলে।
দেখিব ব্রহ্মাস্ত্র পাণ্ডবক আবরসে।।

সে অস্ত্র আজ্ঞন্ত করিলনু বিসর্জন।
অন্য প্রকারেলোক কোন না দেখয় ত্রাণ।।
তাক দেখি যুধিষ্ঠির যুধীষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্রক হানি।
সে অস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্রক নিবারিল মহাবানি।।

১৫৯(খ) দেব।

১৬০(ক)

তবে [৭৬১]সে সেনার ভত[৭৬২]ভগবান ভগবান।সেহ
সে দুইজনক ভগবন্তিল ভগবান।।
গাহে ধ্রেহণে উপেক্ষিয়া পাণ্ডব রাজাক।
দেখিয়া বাহুল্য অস্ত্র দুর্যোধন সেনাক।।
করিলনু তাবিত পাক্ষ বির ভত আছে।
ভূত কল্প হয়া তবে[৭৬৪]পালাবিল পাছে।।
৫তবে ভীমসেন নেঞ্চ ভূয় দুইজন ১।
দ্রোণ দ্বিজরাজক করিল নিবারন।।
মহা মহা রথিসব মর্দিতে রনত।
অর্জুন দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার সৈন্যত।।
উত্তর পার্শ্বত রহি বীর বৃকোদর।
দুর্যোধন আচার্য্যক বুদ্ধি দৈল নর।।
সেবেলা পাকাল কঞ্চয় যৎস্যে সাত্যকি মর্দিতে।
সে দুই জনার সেন মহাযুদ্ধ ভর্জিতে।।
যুদ্ধ দ্রোণ তুল্য যুএ অন্য বির আরো।
নিবারিত তাবাক সকতি সৈন কারো।।
সঞ্জয় ভূয় বলতি রাজা সুন মন দিয়া।
পাণ্ডবের সৈন্য সেবি অমন্ত্য হইয়া।।
দ্রোণ তুল্য কর্ণক বুলিল দুর্যোধন।
সুন যিএ বাসল মোহোর নিবেদন।।

মিত্রের জেমত হিত করন উচিত।
সেকাল সম্প্রতি হের হৈল উপস্থিত।।
শ্রেষ্ঠে যৎমত কৈকয় থাকান পাণ্ডুবনে।
মোর সৈন্য সকলক আবরিল রনে।।
পাণ্ডুবগনের বিজয়ের প্রত্যাসায়।
করিতে বাধিছে নাদ বীর জত রায়।।
মোর যোদ্ধা সকলক পরিত্রান কর।
কর্ণো কহে কুরুরাজ সংগ্রাম পরিহর।।
জন যুদ্ধে যদি আসে পাণ্ডুবক রাধিবাক।
পরাজয় করিআ বান্ধিবো তেও[৭৬৫]তাক।।
করিলো প্রতিজ্ঞা যুক্তি তোর ঠাই এথা।
অবিলম্বে পাণ্ডুবক বান্ধিবোঁ সর্ব্বথা।।
আসিছে থাক যে সব তাহাকো বান্ধিম।
তোর[৭৬৮]বিজয়ক যুক্তি অবস্যে সাধিব।।
যে মোট তোহোর প্রীতি তাহাকে করিব।
দুষিবিক অকণ ইকা করি তোক দিব।।
তোর হেতু অকর্ত্তব্য নাহি কোন জান।
পাণ্ডুব সবতে জান অর্জ্জুন সমান।।
এতেকে তাহাক যুক্তি করি অবলেবে।
বরো জন দুদিবার অমোঘ শক্তিসের শক্তিসেবে।।
হত হৈল সেহে ধনুদ্ধর মহারথ।
ভাতৃগণ আবনে তোমার হৈব বদ।।
অথবা বনকে চলিজাব্য সে সকল।
যুক্তি নিতে বিষাদ ন করো মহাবল।।

পাণ্ডব পাঞ্চাল বৃষ্ণি কেহ আসিব সবাকে।
সরজালে বেদি দিব বুঝিবি তোমাকে।।
জয় মোহনারায়ণ ভুপ শিরোমনি।
তাঙ্কে মোর ধন্য ধন্য প্রকারের তরণি।।
জগন্নারায়ণ দেব বুড়া সমন ব্রত।
অনুক্ষন ভুবে সতচন্দ্র কুরুদ জেমত।।
সেঙ্কে রাজা রাজকুমারের যবাক্ষ হয়।
পদ তলে করিল সুদেশ তাবায়।।

১৬০(ক) শেষ।

১৬০(খ)

শুক্র জয় রাজাক কয় হেন উদ্ধবাক্যচয়
কর্ণে কুরু রাজাক কহিতে
ভূপ উপাখ্যান তাক হাস্য করি বুলিবাক
বাখিলনু না পারি সহিতে।।
বড় বড় বির মনে কুরুরাজ দুর্যোধনে
সনাথ সর্বুবা হেন জান।
কে বলে তোহোঙ্কি সমু জদি তাঙ্কে নাথ হনু
তবে কদর্থেক এ বন যান।।
তোহোর বিএশ্ব যানে নাহি দেখি কোন স্থানে
নাহি দেখি বিএশ্বের কয়।
তবাশিতো কদর্থন বাক্য বোল মনে মন
কারো নিকি সহ্য এ সকল।।
পাণ্ডব সকল মনে না পারি পালাবো রনে
ধৃতরাস্ত্র পুএক ঘাড়িয়া।
সে বেলা রাজাক ধরি বড়া জাদু বন পি করি
কহ কোন আনিব কিরিয়া।।

একলে কৌরব সবে বিরাট নগরে জবে
সেন গোধনক হরিবার।
জিনিবেক সে কারত একেশ্বরে সবরত
ধনঞ্জ কুন্তু প্রসূতক পাণ্ডব কুমার।।
তোহোক অনুজ সনে অর্জুনে জিনিব রনে
সাধ্যাতে দেখিবো তাক যুক্তি।
গোবিন্দ যু সহিতে তাক একেশ্বরে জিনিবাক
কেবতে উৎসাহ কর তোক্তি।।
একথা জে অর্জুনত যুদ্ধ হুবে তোক্তে অসকত
সবে পাণ্ডবক কি বুকার।
কৃষ্ণ সনে জিনিবাক ইচ্ছা কর ধরিবাক
[৭৬৯]কোন মা বুলিম কর্ম আর[৭৬৯]।।
যুদ্ধ কর পারবানে পরাক্রম জতবানে
দরসাব ন কর বল খুন।
কোন কিছু না বলয় [৭৭০]বিশ্বক জে করয়[৭৭০]
তাক বুলি সাধুর লক্ষণ।।
তোহোর গর্ব্বনি চয় কুরুরাজ ন বুজয়
পরিনামে সকলে নিস্কল।
সরতত জেন মত মেঘগণ গগনত
গর্জ্যে গাজ্ন ন করিসে জল।।
নিচু করি কহো যোক্তি ভাবতে গর্ব্বক তোক্তি
অর্জুনক মা দেব জাবতে।
তাহাক দেখিন্না জবে এ তোর গর্ব্বনি সবে
মুহুর্ত্তে বৈরেক সুরুপত।।

পার্থের বাণের হান [৭৭১]না পায় [৭৭২]তেনেক যান

পর্বতে নাশিল এতদূর।

তার বাণে হৈলে ভেদ পড়িবেক পরিচ্ছেদ

[৭৭৩]পর্যন্ত তোহোর হৈব দূর।।

দেখিয়ু সকল জত বাহুবলে জগতত

[৭৭৪]বির বোলা কহু আপনাক। [৭৭৩]

বালো সনু বিপ্রচন্দ্র [৭৭৪] বীর কর্ণ [৭৭৫] মুকালন্দ্র

চরাচরে দেবন্দ্র ইহাক [৭৭৬]।।

১৬০ (খ) শেষ।

১৬১(ক)

অর্জুনে ধনুএ সনু মহাবীর বলবনু

যানে তাক সবে মহারথে।

জান যাএ পানাইবাক তবু [৭৭৭]কর্ম আপনাক

বীর হেন যান মহারথে [৭৭৮]।।

সুজন মুখুবানন্দ্র হৈ আছে উদিত চন্দ্র

বোদ নারায়ণ মহীপতি।

জাত জগন্নারায়ন অনুগত অনুক্ষন

[৭৭৯]দিবে জেন নন্দিত ভকতি [৭৭৯]।।

তার আজ্ঞা পরমানে দ্বিজ কবিরাজ ভনে

ভোগ পর্ব্ব ভারতস্য পদ।

সুনে সুজ সুদ্ধে মনে জ ানে অমন সমুন পানে

রামকৃষ্ণ বোল অভামদ।।

কৃপে এ মুকারে কোপ করালে কর্ণক।

কার বর্ম হন্তা কর্ম বুলিল কৃপক।।

সুনরে ব্রাহ্মণ বীর পুরুষ জাহাক্তে।

বরণা কালের যেবপ্রায় পর্যে তাক্তে।।

কর দিতে সমস্ত দেবনু ত্বরিত।
কার পাবলে বিজ্ঞ জেন হয় অত ত্বরিত।।
জত বীর সবে গর্ব্বো সমর যুদ্ধাত[৭৮০]।
গুন বিনে দোস বুঝি না দেবো বহাত।।
করে জাকেঁ জে তার বহিতে ব্যবসায়।
নিশ্চয় দৈবত তাক করনু সহায়।।
কাহাকো সহায় না করিয়া এ কারণে।
উদ্যমক সহায় করিয়া বুঝি মনে।।
গর্ব্বো আপনার বল বিশ্বক জানি।
বহাত ব্রাহ্মণ[৭৮১]তোর হয় কোন হানি।।
বীর হৈলে বরমা কালের সেমবত।
[৭৮২]বিখ্যাত না[৭৮২]গর্ব্বো তোক জানিবা কেবত।।
পণ্ডিত জে হয় তাক জানিকা[৭৮৩]সামর্থ।
পর্যান করয় সে না হয় পুনু ব্যর্থ।।
আজি বুঝি এ কারণে পাণ ডব সবাক।
উৎসাহ করোহো কৃষ্ণ সনে জিনিবাক।।
পর্যালের কল মোর দেখিবে লোচনে।
পাণ্ডু কৃষ্ণ আত্যকিক অনুচর সনে।।
বধি অকণ টীকা করি সবে ধনিনি ধনিবীক।
দেখি থাক সেব[৭৮৪]দুর্য্যোধন মুবতিক।।
কৃপে বোল মুতপুএ ন কর কল দুন।
মনোরথে প্রনাপ তোহোর এ সকল।।
[৭৮৫]এ কথাক সুনিতে না পার কদাচন[৭৮৫]।
কৃষ্ণ কন্দর্পরাজ অর্জুনক জে কারণ।।

আপনার যুবে তেজি [৭৮৬] আদেশ করিল।
যুদ্ধে বিশারদ তারা তোকে না জানিল।।
উরগ রাক্ষস যত দেব যম দুর্জ্জয়।
অজয় পাণ্ডব সব নাগ [৭৮৭] মনুষ্যর।।
যথাতে থাকয় তারা তথাতে বিজয়।
[৭৮৮]সত্যবাদি সকলে ব্রাহ্মন্য যুদ্ধেময়।।[৭৮৮]
দেবগুরু পুজক ধর্ম্মত সদা রত।
তার সম নাহি অন্য পিতাত পার্থত।।
বুদ্ধিবন্ত ধর্ম্মপুত্র [৭৮৯]রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃগনো সবে বলবন্ত মহাবীর।।
অস্ত্রত করিছে গুরুতর পরিশ্রম।
সবে ধর্ম্মশীল সবে পণ্ডিত পরম।।
তাহার সমুন কি আরো বীরগন যত।
বীর্য্যবন্ত ইন দ্রুপ্তায় কেবা প্রহারত।।
রঘুনন্দন সিবগ তি প্রভুবে দু পদর [৭৯০]।
ভ্রাতৃ পুত্রগন যত মহাবীর বর। [৭৯১] xxx
তাহিবর্ষ সমে আরো বিরাট নৃপতি।
একত্র এসবে আছে যুদ্ধক সম্প্রতি।।
কদাচিতো তাহার নাহিকে কর্ম্মভয়।
অস্ত্র বীর্য্যে সমু ভীমসেন যেন জয়।।
মানুষ রাক্ষস নাগ সহিতে সবাক।
সমরত শ্রম পারয় নিঃশেষ করিবাক।।
কৃষ্ণ জন্মে তা সমুাক জিনিবাক নাহি।
দেখতে উৎসাহ ওরে কর মন মুতাহি।।

এ বড় অনিতি তোর মুড়ের তনয়।
উতরাএ নৃপতিত বলতি সভা ভয়।।
হাস্য করি কোপে[৭৯৩] তবে রাধেয় বর্ষায়[৭৯৪]।
কৃপক বুলিলা তে কহিলো[৭৯৫] সত্যে হয়।।
এ সকল বহুগুন অন্যগুন চয়।
পাণ্ডবত আছে যুক্তি জানোহো নিশ্চয়।।
দেবাসুরে যন যুদ্ধেও যুদ্ধ হে তা সম্ভাক।
জিনিবাক সক্য নহে মোঞ জানো তাক।।
তথাপি অমোঘ শক্তি বাসব দিবারে[৭৯৬]।
সংহারিবো অর্জুনক কে রাখিতে পারে।।
অমোঘ শকতি মোক দিছে আবণ্ড তর।
তোক বিনু কি জানিল মোর অন্যবল।।
হত হৈল অর্জুন তাহার জত ভাই।
কৃষ্ণ সমে রাখি[৭৯৭] তুক জিবার সক্য নাই।।
আপনে বলক আইব্য হৈব কিবা ধরা।
কৌরবের হৈব সমাপরা বসুন ধরা।।
নিতি সনু গর্জ্যো অভীযুক মারিবাক।
নিকৃষ্ট কৌতবে কেন বল বধিবাক।।
যুদ্ধ এত অমঙ্গ বুদ্ধ আতিত ব্রাহ্মন।
মোহে পাণ্ডবত স্নেহবন্ধ হৈছে বন।।
শুনু জদি এমত অযুক্ত বোল বাক।
বজ্রে দুর্ম্মতি তোর ছেদিবো জিহ্বাক।।
[৭৯৮]ভয় করাইতে তোঞ কৌরব সৈন্যক[৭৯৯]।
স্তব করি ছি রহিম পাণ্ডব সকলক।।

সুন স্তোণ দুর্যোধন দুঃশাসন নর।
সৈন্য সোমদত্ত বৃষসেন মহাবল।।
অশ্বত্থামা অজয় দুর্মুখ বিবিংশতি।
শকুনি প্রমুখে আরো অন্য নরপতি।।
সবে সুর সম তুল্য সিংহসম বিক্রমি দুর্মদ।
৭৯৯যথা থাকে৭৯৯এ সকল যুদ্ধে বিশারদ।।
(কোথা কোন নরে পারে জিনিতে) হেথাক।
৮০০সকত এসব যারিতেও দেবতাক৮০০।।
নিপুন ধনুর্জ্জ ৮০১অস্ত্রবেত্তা বলবন্ত।
একত্র হৈআছে (সর্ব কামনায় মন্ত) ।।
(পাণ্ডবের যবে কৌরবের বিজয়েত)।
কিনু জয়লোভ তেহো৮০২দৈবের হাতত।।
জাতো মহাবাহু ভীষ্ম জন্ম হয়া মরে।
মরন করিছে সরসজ্যার উপরে।।
চিরসেন চিত্রি বিকর্ন বাহ্লিক সুদক্ষিন।
বড় বড় রাজা আরো কুবিন কুবিন।।

১৬১(খ)শেষ।

১৬২(ক)

৮০৩চুরিস্তুবা ভবদত্ত জন্ত জয়দ্রথ৮০৩।
দুর্মুখ দুর্যাস্ত জনমন্ত্র মহারথ।।
সুদর্শন আদি রাজা সে বরো৮০৪দুর্যায়।
এ সবাকে পাণ্ডবে করিন জাতো জন্ত ক্ষয়।।
দুর্যোধন নৃপতির পক্ষরো রণত।
সতে সতে সমরে মরণ মোর মরণ মোর বীর ব্রত৮০৫।।
(যদি সেন তারা হেনে) না যাইন তাক।
নিরন্তরে স্তব তুষ্টি করি থাক জাক।।

কৌরবের পাণ্ডবের সহিতে ঘোর রণে।
ভয় হয় উভয় সৈন্যর বীরগণে।।
না দেখো ইহাত পাণ্ডবের প্রভাবক।
সুনরে ব্রাহ্মনাধম মোহোর বাক্যক।।
বলবন্ত বড় তোহ্মি মানিম্ব আহাক।
যথা শক্তি যুদ্ধ মোহ্মি করিবো তাহাক।।
দুর্য্যোধন কৌরব রাজার হিতার্থত।
জয়গোট[৮০৬] দ্বিজাধম দৈবের হাতত।।
সঞ্জ ভয় বদতি তবে ক্রোধের দুয়ার।
দেখি বাতুলক অপজ্ঞান[৮০৭] করিবার।।
বড়ও তুমি মহাবেগে যাইম আস্কোটে।
মত্ত মাতংগক জেন মত্ত সিংহ গোটে।।
কুরু নৃপতির আগে প্রেমবে মনু আতি।
বোলয়ে মনুষ্যাধম মৃত্যের অনুতী।।
অর্জুনের অনুচিত গুন সকলক।
কহিতে ভর্চ্ছিম কেনে মোর বাতুলক।।
জবন অর্জুন তোক জিনিঞা যুদ্ধ ব্রত।
অস্ত্রশস্ত্র বর কৈল তোহোরে অস্তত।।
সেনা তোর বলবীর্য্য যেন কোন শতর।
কহ কথা সেবেনা আহিল অশ্বত্থবন।।
শিবক ছুটিল জে অর্জুন মহারথ।
তাক জিনিবাক ওরে করি বলোরথ।।
অসুর সকল দেব সমে সচিপতি।
জাহাক জিনিতে নাহি কাহারো সকতি।।

[illegible] তাক ওরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজাধন মনে।
কি করিব মৃতপুত্র নিকৃষ্ট বচনে।।
দেখ তোর শরীরত বহু পীরগোষ্ঠে।
উদ্ধারিয়া রবি দিয়া বড়বের চোট।।
সঞ্জয় বদতি এ বুলিয়া দ্রৌপি রায়।
দেখি কৃপাচার্য্য হে অধর কুরুরায়।।
নিবারণ কৈল আহা এহি দুষ্ট তাক।
তাক দেখি কর্ণে বুলিবন্ত বর্ব্বাক।।
ছাড়ি দিয়ো কুরুরাজ করো নিবেদন।
দেবো কেন বিপ্র এহে অধম ব্রাহ্মণ[illegible] ব্রাহ্মণ।।
যুদ্ধ এত কেবত ব্রাহ্মা দেখিবো ইহার।
বিত পাউক আজি রণ[৮০৮]ভূতাবে আমার।।
অশ্বত্থামা বোলে তথা কৈলো আজি তোক।
কৃপ কুরু[৮০৯]নৃপতি নিবারে জাতো মোক।।
মৃত পুত্র তোর এহে দর্পী অতিমন্দ।
চাহি থাক অর্জুনে করিব তোক বন্ধ।।

১৬২(ক) শেষ।

১৬২(খ)

রাজা বোলে সুন অশ্বত্থামা মহাভাগে।
[৮১০]কুবল্প হইলো[৮১০] তথা করিবাক যাবে।।
ন কর কর্দক আরো কোপ অতিশয়।
জাতো গুরুপুত্র তুমি গুরু সমদয়।।
সম্প্রতি তোমার আর কর্দত কুপত।
গুরুপ্রোণ মদ্ররাজ সৈন্য সৌবলত।।
দ্বিজরাজ মহাকার্য্য হৈয়ে উপস্থিত।।
পাণ্ডবে সমুখ হয়া কর্দের সহিত।।

বাহিরে যুদ্ধ এক বাকি করিতে আহ্বান।
সঞ্জ ভূয় বলতি রাজা কর অবধান।।
রাজাএ শুনন্ত করাইল এ শুকার।
লোপ উপসব হৈল পুরুর কুমার।।
শুনি সানু হৈল সানু[৮৯১] মুভাব নিমিত্তি[৮৯২]।
সানু হয়া কৃপে বুলিলন্ত খুদ্র চিত্তে।।
দুর্ম্মতি তোহোর কথা করিলো মর্ত্তুয়া।
অতিমন্ত দর্প পার্থে সংহারিব এথা।।
সঞ্জ ভূয় বলতি তবে পাণ্ডব পাকাল।
সবে একমাথ[৮৯৩]হয়া কর্ণক সেকাল।।
তর্জন করিয়া আসি হৈল উপস্থিত।
রথি শ্রেষ্ঠ কর্ণ হয়া কৌরবে আবৃত।।
ধনু তুলি করি বাহুবলক আস্ফুর।
সমরত প্রবর্ত্তিল জেন হরি হর।।
মহাবাহু কর্ণক নিরেখি তাত পরে।
জলস্থি পাকাল আরো পাণ্ডব সমরে।।
উচ্চ ঘোর রবে বোলে করি বিরগহ।
হের কর্ণ কথা কর্ণ আস্য ওরে রহ।।
দেখি রাধেয়ক শেশবে আস্য মোদ্ গাদন।
আরকত নেত্র হয়া বুলিল বচন।।
এজে মহা দুষ্ট দুর্য্যোধনের মীতিত।
রহি হেথা বৈরি হৈহ পাণ্ডব সহিত।।
কোন কাম এত্রে অহংত কালির জীবাক।
বেড়ি যার[৮৯৪]যিনি সবে রাজাএ দেহাক।।

এ বুলি কর্ণক প্রাগ জ্যোতির প্রেরনাত।
আৎপাদিনে সরঝুয়ি করি সেবেলাত।।
এ রূপে কেহিয়ু সবে বেহিব চৌপাশ।
ন হৈল বাধিত কর্ম ন হৈলনু এাম।।
সেজে সৈন্য সাগরক বান্ধিতে সম্প্রতি।
তোমার ঝুটির কর্তা কর্মে পাঠ্যমতি।।
(সরঝুয়ি আরম্ভিল) করিতে অন্ধ্র।
রাজাগণে মতে মতে মহন্তে মহন্তে।।
সরঝুয়ি করি তবে ঝুঝিব কর্ণক।
পূর্ব্বত যম যুক্ত সৈন্য ঝুঝিব প্রেমত।।
(কর্ণে তবে সরঝুয়ি করি) অতিমন্ত্র।
প্রাগ জ্যোতি সৈন্যের সরঝুয়ি হৈল বন্ধ।।
দেখিলি কর্ণের অদভুত মহিমাক।
জাতো একবাক[৮১৪]রাজা সকলে তাহাক।।
কোনো করিবাক না পারিল কদু দুষ্টি।[৮১৫]
ইহাতে [৮১৬]সে[৮১৭]তাহার বন্ধিল সরঝুয়ি।।

১৬২(খ) শেষ।

১৬৩(ক)

ঝুলহস্ত ইসাদণ্ড যোৎপানি অন্ধক[৮১৮]।
প্রহারিয়া নাবাও কিত সর সকলক।।
কর্ম বানে ঝুপিড়িত হয়া রাজাগণ।
ঝুমিলা আকুল চিতে মোমুখ জেবন।।
সরে ভেদ হয়া বীরগন[৮১৯]পরি হৈল।
তার বাহুনিরে xxx যহী আচ্ছাদিত হৈল।।
(পরি তবে মরা বীর মরা বাহনেক)।
যমপুর প্রায় ভূমি হৈল ভয়ানক।।

দুর্য্যোধনে কর্ণের বিজয়[৮২০] দেখি পাছে।
রাজা বুলিলেক অনুসরন্ত অনুংবাবা যথা আছে।।
দেখ কর্ণে পরুষন্তে সবাকে বিড়িল।
অসুর সেনাকে জেন কুবাজ্ঞে বর্ষিল।।
পরাভবে[৮২১] পলাতো বাখিছে সৈন্যচয়।
দেখ আসে কর্ণক বধিতে ধনঞ্জয়।।
এতেকে তোমার আগে জেবতে পাণ্ডবে।
না যারে কর্ণক সে উপায় কর আবে[৮২২]।।
দ্রৌনি সৈন্য কৃতবর্ম্মা কৃপ উপাধ্যায়।
এ সকল মুনি[৮২৩] মুক্ত যুদ্ধের রথায়।।
[৮২৪]এক সাথ হয়া সবে বাবন পার্থক।
কর্ণো বাল্য আসিবার দেখি অর্জুনক।।[৮২৪]
পায়া সেন বুত্রাসুরো জেন বাসবক।
প্রতরাস্ত্র রাজা পাছে পুছে সঞ্জয়ক।।
সে কানানুক যব প্রায় ধনঞ্জয়।
কর্ণে কি উত্তর তাক দিল সে সময়।।
সদা অর্জুনক স্বপ্ন কৃি রহে[৮২৫] তাক[৮২৫]।
জিনিবো পার্থক হেতো বুলিআছে জাক[৮২৬]।।
সেহে ঘোর বৈরি অর্জুনের পায়া নাশ।
কি বুলিল কহিয়ো সঞ্জয় মহাভাষ।।
সঞ্জয় বদতি রাজা আসিতে অর্জুন।
সম্ভ্রম ন হয়া হৈল সমুখ দারুন।।
বেগে গজ জেহ্নে ঘোটে বাবন গজক জেমন।
আসিতে অর্জুন তাক হৈল নিবারণ।।

সরে তবে পার্থক আচ্ছাদি কর্ম বীর।
শেষবে তিনি সরে আরো তেদিল শরীর।।
না সহিয়া সে সেজে বাণবক তার তবে।
বিনাশৌত ত্রিদ সরে হানিব কৌরবে[৮২৭]।।
এক সর ভেদ আরো কৈল সরিরত।
হানি আরো তার বাণহস্তের অদ্ভুত।।
তেদিল মারাচএক করিয়া প্রহার।
দুইচোটে হাত হন্তু ধনুবান তার।।
পড়ি গুবিবিত সোতা করিল অদ্ভুত।
আকাসত হন্তু জেন বদিল বিদ্যুত।।
পুনু সেহি ধনু কর্ন অদ্ধ নিমিসত।
ধরি পরজান করিলিল সতে সত।।
সরবৃষ্টি করি কৈল সকলে বিনাস।
তিমির যারিল [৮২৮]জেন রবির প্রকাস।।
অর্জুনক আচ্ছাদিল সুতের তনয়।
সে সর বৃষ্টিক তবে হানি ধনঞ্জয়।।
তবে দুইক বাণ পায়া দুই মহাবীর।
সরবৃষ্টি আচ্ছাদিল[৮২৯]দুহার সরির।।
গাহে সে দুহার যুদ্ধ কৈল অতিসয়।
করিনির কাজে[৮৩০]জেন বন্য গজদ্বয়।।
এদ্ধ এ হয়া যুদ্ধ আতি কৈল অদ্ভুত।
কর্নের বিক্রম তবে দেখি পাণ্ডু সুত।।
পাণ্ডুর সব পুত্রের চণ্ড বাণব বিসেষ।
কর্নের কোনও ত বণ তিনেক মুষ্টিদেখ।।

আরো চারি তুল্য হানি চারিয়ো ঘোড়াক।
পঞ্চমত পাণ্ডু নৃপরাজের ম্ল বাণক[৮৩১]।।
পুনু আরো শর করি সারথির শির।
শরীরত হন্তু নিপাতিব মহাবীর।।
হৈল ছিন্ন ধনুরথ ঘোটক সারথি।
তথাপিতো কর্ণ অর্জুনক মহারথি।।
চারিশরে ভেদিলেক ধনুর বাণবে।
হতাশু রথের পর নাথি কর্ণ তবে।।
কৃপের রথত আছা কৈল আরোহন।
তদ্রূপনু বিনহিল তুরংগ জেমন।।
কর্ণক জিনিল দেখি তুল সৈন্যচয়।
অর্জুনের শরে আরো ব্যথিত হৃদয়।।
দণ্ডেদিনে এসে বাখিলনু ধনাধবাক।
দেখি দুর্যোধন রাজা নিবর্ত্তাতে তাক।।
বোলে বীরসব তোরা ব্রেথাতে ধনাব।
পার্থের বধার্থে আজো রহি তাক চাব।।
থাক্ল সোমক সবে পার্থে[৮৩২]সকলক।
আপনে বিএম্থে ম্ল নিবো যম সদনক।।
আপনে নিএম্থে নিবো
আজি অর্জুনের সনে যুদ্ধ হত মোহোর।
দেখা পরাএম্থ করো[৮৩৩]কৈবত দুর্যোর।।
যুগানু কালত কাল পুরুষ জেবত।
জে বিএম্থ করো বুদ্ধি করিবো তদ্ বত।।
সতে সতে সহস্রেএ সহস্রেএ দরজান।
থাকে বরসিবো জেন মলতের পাল।।

মোহের বিষর্ক আজি অর্জুনে মর্জুবা।
সহিবাক [৮০৪]না পারিব চাহি থাক এথা।।
এহি বুলিঞা। আরও[৮০৫]নেত্র হয়া অষ্টি।
দুর্য্যোধন রাজা থান্য অর্জুনক প্রতি।।
রাজা জাইবার তবে দেখি কৃপাচার্য্য।
দ্রোনিক বুলিল বাপু যিমিন অকার্য্য।।
(শেষত হয়া অজ্ঞানি নৃপতি দুর্য্যোধনে)।
(যায় অর্জুনক দুর) জুঝিবাক মনে।।
মহাবংশে জায় জেন গজরাজ মতঙ্গে বহিস্ক।
কেমতে ঈহাক দেখিথাবে[৮০৬] (ঈদানিক)।।
(আমার পরানে পার্থ না যারে) জাবত।
এজে কৌরবক ধরি রাখিও তাবত।।
জাবত পার্থের নহে বানের গোচর।
তাবত ঈহাক জাথা দিয়ে রক্ষা কর।।
পার্থের কুরুচ ছাড়া সর্পমন মরে।
জাবত ঈহাক বাপু ভস্ম নাহি করে।।

১৬৩ (ব) শেষ।

১৬৪(ক)

অর্জুন সহিতে হৈল ঈহার সংগ্রাম।
জিবনে দুর্লভ হৈব জন্মের কি কাম।।
আমি সব থাকিতে যুদ্ধক রাজা যায়।
এ মোর[৮০৭]অযুযুত হয় মর্জুবায়।।
দুরুদুরে মাতুলের শুনি সে বচন।
সিন্ধু সম্ভাসিতে গেল যথা দুর্য্যোধন।।
(বলিল যুযুত এজে নহে মহারাজ)।
আমি সব জিতে যুদ্ধতে তোমার কোন কাজ।।

যুক্তি তন্তু হিতৈষি মোহোক অবহেলি।
অর্জুনক জিনিতে আপনে আতো পেলি।।
রহ তুমি যুদ্ধত নাহিকে প্রয়োজন।
যুক্তি অর্জুনক রনে করো নিবারণ।।
দুর্যোধন বোলে শুন আচার্য্য তনয়।
তোরা কি করিলে যুদ্ধ পাণ্ডু পুত্রচয়।।
সমর বর্ণত রহা পড়ে সে সকল।
এতেকে জানিলো মোর অভাগ্যের ফল।।
সমুখ বিশ্ব তোরা না করেন তাক।
সেজে যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা সাধিবাক।।
দ্রৌপদীর অথবা প্রীতির প্রয়োজন।
যুক্তি মোতাবিয়ু মোর শিষ্ক বিফল জীবন।।
আর নিমিত্তক দুঃখি এত রাজাগণ।
তাক্ষে জদি জিআ[৮৩৮] তবে মরা[৮৩৯] কোন জন।।
সস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ মহাদণ্ড[৮৪০] সমরত।
তথাপি পঞ্চক করে উপেক্ষা রণত।।
যেন ২ নাহি পৌতবি পুত্রত ব্যতিরেক।
ইহ্মো হৈয়ো অনুৎথাবা তুমি প্রসন্ন এতেকে।।
এ সকল পঞ্চক সমুরে কর হত।
দেবতা সকলে তোর অস্ত্রের অনুত।।
রহিবাক না পারে কহাক আমি জানি।
সংহর মোমক আরো পাকাল বাহিনি।।
জে বুটি রহিছি প্রাণ রহা অবশিষ্ট।
(রক্ষা কর ব্রহ্মণ জবে) জীবো নিশ্চে নিষ্ট।।

সকল পাকার মোরক সৈন্য জত ।
মোর সৈন্য মধ্যে গতি করে বহিস্বত।।
কৈকেয়ক এ সবাক রাখে ধনঞ্জ কুন্তু।।
হেন জন না দেখো ঈষাক করে হন্তু।।
এত্তে কর্ণ তোমার সে পুত্রর কুমার।
পাক ঘোর বধে তুমি হৈছ অবতার।।
সংগারত অপাকার বরিও মোরক সেহেতু[৮৩৩]।
তোর আগে দেবতা সহিতা সতএন্ত[৮৩৪]।।
রহিবোর না হয়ক সর্বুনাস্তুXXXXXXXX
রহিবাক সমর্থ না হয় সর্বুথায়।
পাকার সহিতে[৮৩৫]পার্থ বর্ণ কত রায়।[৮৩৫]
সঞ্জ ভুয় বলতি এহি বুলিল যাওকে।
বুলিল পুত্রর পুত্র তোমার পুওকে।।
সবে সত্য এ কথা কহিলা কুরুপতি।
পাণ্ডব সকল মোর বুদ্ধতম আতি।।
আতি বুদ্ধতম তারা পিতৃর আমার।
আমি পিতাপুএ স্ত্রিপাত্রে তা সমার।।
তামার আমার রাজা এহিমতে প্রীত।
কিন্তু যুদ্ধকালে এহি দোষ[৮৩৬] বিপরিত।।
যথাশক্তি যুদ্ধি করি ত্যান পরিত্যাগ।
অজয় পাণ্ডব রাজা[৮৩৭] জান মহাভাগ।।

১৬৪(ক) শেষ।

১৬৪(খ)

আমি কর্ণ কৃপ কৃতবর্ম্মা আরো সৈন্য ।
তামার সৈন্যক কেনেকেতে জয় হৈব।।
আমাকো পাণ্ডব সব তবে নিখিসতে।
এহিরূপে বিনাস করিব সমরতে।।

তোমার আমার হত জন মহীয়ান।
উপনয় সকলে হৈবেক তৎকাল।।
৮৪৫এতেকে পারাবে৮৪৫বাণে যুদ্ধ করিবাক।
কে জিনে পাণ্ডব জিতে পাণ্ডবি সেনাক।।
আমি সব অসকত্ত্রে সকলে কহু।
মিথ্যা নহে সে সকল সবে সত্য হয়।।
পার্থ সবে সমর্থী সমর্থ কার্য্যত আপনার।
পারিতে না পারে তভো সমাক সংহার।।
তুমি যুদ্ধ এতেকে আমাত সত্তা কর।
যুক্তি পুনু তুম হেতু জৎম পুরন্দর ।।
ত্রাস তেজি যুদ্ধো তভো ন কর প্রত্যয়।
বৌদ্ধ হৈ জেন বেদত বিশ্বাস ন করয়।।
সেব হের তোমোর স্তিতির প্রয়োজন।
পন্থ সৈন্য প্রবেশ৮৪৬করিতে মোর রণ।।
পাণ্ডব পাকান যৎস দ্রুপ্ত দ্রুম্ন সোমক।
৮৪৭তাসাক জিনিএী৮৪৭নিবো যমের লোকক।।
অবনির ঈন কাত্রায় মোর মরজান।
দবধি বিড়িবো আজি সোমক পাকান।।
বিংহে জেন বাণ পায়া বিন্ধে সোমুখক।
(করিব তেমত সে ম্র পাকান) সোমকক।।
আজি রাজা যুধিষ্ঠির সোমক সহিত।
দেখি মোর পরাক্রম হয়া চমিন্তিত।।
সোমক পাকানের নিরেখিয়া বল।
জগতত দেখিবেক অনুৎপামা বল।।

সকল পাকাল সোমক সৈন্য জত ।
মোর সৈন্য মধ্যে গতি করে বহিস্বত।।
কৈকেয়ক এ সবাক রাখে ধনঞ্জ ভুয়।।
হেন জন না দেখো ঈষাক করে জয়।।
এহে কর্ণ তোমার সে পুত্রর কুমার।
পাক ঢালের বধে তুমি হৈছ অবতার।।
সংসারত অপাকাল বরিও সেহো সেহেতু[৮৪০]।
তোর আগে দেবতা সহিতা সতএস্ত[৮৪১]।।
রহিবোর না হয় সর্বুথায়XXXXXXXX
রহিবাক সমর্থ না হয় সর্বুথায়।
পাকাল সহিতে[৮৪২]যার বর্ষ কত রায়।[৮৪২]
সঞ্জ ভুয় বদতি এহি বুলিব যাএকে।
বুলিব পুত্রর পুত্র তোমার পুএকে।।
সবে সত্য হে কথা কহিলা কুরুপতি।
পাণ্ডব সকল মোর বন্ধুতর আতি।।
আতি বন্ধুতর তারা পিতৃর আমার।
আমি পিতাপুএ স্নিগ্ধপাত্রে তা সম্বার।।
তাহার আমার রাজা এহিবতে প্রীত।
কিন্তু যুদ্ধকালে এহি মোর[৮৪৩] বিপরিত।।
যথাশক্তি যুদ্ধি করি প্রান পরিত্যাগ।
অজয় পাণ্ডব রাজা[৮৪৪] জান মহাভাগ।।

১৬৪(ক) শেষ।

১৬৪(খ)

আমি কর্ণ কৃপ কৃতবর্ম্মা আরো সৈন্য ।
তাহার সৈন্যক জেনেকেতে জয় কৈব।।
আমাকো পাণ্ডব সব তবে নিমিসতে।
এহিরূপে বিনাস করিব সমরতে।।

তোমার আমার হত জন মহীপাল।
উপনয় সকলে হৈবেক ততকাল।।
[৮৪৫]একেকে বারাবে[৮৪৫]নাগে যুদ্ধ করিবাক।
কে জিনে পাণ্ডব জিতে পাণ্ডবি সেনাক।।
আমি সব অসকত্ত্রে সকলে কহু।
মিথ্যা নহে সে সকল সবে সত্য হয়।।
পার্থ সবে সমর্থ সবর্থ কার্য্যত আপনার।
পারিতে না পারে তভো সম্যক সংহার।।
তুমি যুদ্ধ একেকে আমাত সত্তা কর।
যুক্তি শুনু তুম হেতু জন্ম পুরুষস্ত্র ।।
ত্যজি যুদ্ধো তভো ন কর প্রত্যয়।
বৌদ্ধ হৈ জেন বেদত বিশ্বাস ন করয়।।
সেব হের তোহোর স্তিতির প্রয়োজন।
পঞ্চ সৈন্য প্রবেশ[৮৪৬]করিতে ঘোর রণ।।
পাণ্ডব পাকান মৎস্য দ্রুপ্ত জন্ম সোমক।
[৮৪৭]তাবাক জিনিএা[৮৪৭]নিবো যবের লোকক।।
অবনির উন কাত্রান্ত ঘোর মরজান।
মবধি বিড়িবো আজি সোমক পাকান।।
নিশ্চয়ে জেন নাশ পাণ্ডা বিড়ে সোমুখক।
(করিব তেমত সে স্ত্র পাকান) সোমকক।।
আজি রাজা যুধিষ্ঠির সোমক সহিত।
দেখি ঘোর পরাক্রম হয়া বুধিষ্ঠিত।।
সোমক পাকালের নিরেখিয়া বল।
জগতত দেখিবেক অপুৎপাবা বল।।

মহাযুদ্ধ বাধি জাক জাক বা পড়ায়।
বধিবো তাহাক নিশ্চেষিবা কুরুরায়।।
যুদ্ধযুগে তোমার এক এ বুলিআ।
প্রীতি সাধিবাক যুদ্ধে প্রবর্ত্তিল পিআ।
কৈকেয় সহিতে থাকানক তাতঘর।
বুলিননু অশ্বৎথামা মহাধনুর্দ্ধর।।
হস্তের লাঘব দরশাহা হয়া স্থির।
মোর শরীরত প্রহারিহো সবে বীর।।
শ্রৌনি এ বুলিলে বেষ্টি থাক ল কৈকেয়।
অস্ত্র বৃষ্টি হৈলে চতুর্দ্দিসে অতিময়[৮৪৮]।।
মেঘ জেন ধারে বরিষিল পর্ব্বতত।
পাণ্ডবের আরো যুযুৎসুর আগত।।
সে সবাক তবে গুরু দ্রোণের তনয়।
[৮৪৯]দশ শরে পাড়িলেক তেদিহু চতুদয়[৮৪৯]।।
শ্রৌনির সে শরে মৃত্যুকল্প হয়া তবে।
শরণ পালান্য থাকান এক ক্ষত্রাদি সেনা সবে।।
তবে সে মোযক সবে থাক ল সকল।
পালাবাক দেখি যুযুৎসু অস্ত্ররক্ষা মহাবল।।
ধায়া অশ্বৎথামাকে বলিল> সেহি যুদ্ধে।
বীরগনে আবেষ্টিত হয়া মহাক্রুদ্ধে।।
সুন ওরে আচার্য্যের তনয় দুর্ব্বুদ্ধি।
আমাক[৮৫০]ধারিবে তোর হৈব কোন সিদ্ধি।।
(এমত মাবর্ষে যদি হৈল সবস্তেত >।
ওরে[৮৫১]তবে যুদ্ধ কর মোহোর সহত।।

যুক্তি তোক অবনে পেশিবো যবরাজে।
এ বুলি ভৌনিক প্রদুম্নর যুবরাজে।।
বহুতর যুদ্ধতেমি তীব্র সর হানি।
বীর অসুৎখাবাক ভেদিব বহামানি।।

১৬৪(খ)শেষ।

১৬৫(ক)

শ্রেনিবন চুবে লেজে পাক মেরু সরচন্দ্র।
(পদি বুদুবুদের) সরীর প্রকাসন্ত ।।
বুজে পড়ি পদি পদি (জেম পোতিল) বহুত।
তবে এম্ব ব হয়া বুলিলন্তু ভোগ মুত ।।
মুহূর্তেক যান প্রদুম্নর হৈয়ো স্তিত্র ।
জবেতে না পেলো (তোক যমের যন দির)।।
(এ বুলি চারিয়ো আর্ই পার্শেক) পাক মেরে।
বীর অসুৎখাবাএ অজেন্তু কৈল সরে।।
প্রদুম্নর বানে সমস্তত ব্যাপ্ত হয়া অতিরেক।
মেঘ জেন মুদুর পুএক গর্জিলেক ।।
যুক্তি পুর্বে জেরুপ করিয়ো প্রতিজ্ঞা তক।
ভোন পুএ তোক্তি না জানিম নিকি তাক।।
জে বুলিয়ো তাত বিঘ্ন ন হৈব [৮৫২]সম্পুতি।
তোহোর বাপক আগে যাইব দুর্গতি।।
পাছে তোক যাই যোক্তি নিব যমস্তানে।
ব্যাতিএস্তো না যারো এতেকে জীন প্রানে।।
আজি রাত্রি প্রভাতে বিতুক তোর যাত্রি।
[৮৫৩]জিনিবো মুক্তুক পাছে তোহোক সংহারি[৮৫৩]।।
কৌরবত জেরুপ তোমার অভিপ্রাব ।
পারমানে আজি স্থির হয়া মরমাব মরমাব।।

ঘোর হাতহন্তে জিয়া না জাবে নিশ্চয়।
মুনরে ব্রাহ্মনাথম সাপেও জেন কয়।।
বিপ্রধর্ম্ম এড়ি[৮৫৪]ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্মরত।
সে জন সবারে বধ্য জান মুরুখত।।
এরূপ কঠোর বাক্য বুলিলন্থ তবে।
ক্রোধে অরুণখানা ক্রোধ মূর্ত্তি মনু তবে।।
দহিবাক থাক জিক চাহিতে সেকালে।
(ক্রমি রহবুনি) আজ্ঞন্থ করিল সত্বজালে।।
দ্রৌনির সরত তবে হয়া আচ্ছাদিত।
বুদুমুদ্র বহাবীর থাক জে সহিত।।
ধৈর্য্য ধরি বীর্য্যক আপুন্থ আপনার।
(মা হইলেন) কম্পিত পর্ব্বত জে প্রকার।।
জেমিজে ক্ষেমিল দ্রৌনিক তবে নানাবিধ সরে।
ব্যাধিলেক পর্ব্বতক জেন জল ধারে।।
[৮৫৫]বানেক তেজিয়া[৮৫৫]মুদ্রোজনে তাতপর।
ক্রোধ > ধনু টংকার করিয়া বানি সর।।
মুদ্রো সমরিজক বিরে আবেসে মুখার চতুর্দ্দিসে।
ধারাসারে সর বেধ মহুখ করিষে।।
ঘোর যুদ্ধ হুয় মুদ্রো বীরে [৮৫৬]যতি করিলেক[৮৫৬]।
দুইজো দুই জেবা না করিলন্থি কিছি তেক।।
তবে মুদ্রো জনার [৮৫৭]নিবেধি ঘোর রন।
খুজিন দেবতা বিদ্ধ পন বর্ষি চারণ।।
ঈং ও কারে বক্ষ যণ জলাকার করি জোমণ ডক।
সরে ব্যাধিলেক দিপধাম আকামক।।

গরব করে [৮৫৮] দুর্য্যো দুই [৮৫৮] ববিবার বনে।
সংগ্রামত মৃত্য জেন করে দুর্য্যোজনে।।
নখু হস্তে চিএ যুদ্ধ দুর্য্যো আরম্ভিছে।
বড় বড় যোদ্ধাগন যুঝাক যুজিছে।।

১৬৫(ক) শেষ।

১৬৫(খ)

বনা গজ ন্যায় দুর্য্যোজনে করে রণ।
দেখিয়া উভয় দল ব্যস্ত তখন।।
মিলিল তুমুল বর্ষ সিংহনাদ আতি।
গণ্ডবাদ্য অন্যো অন্য [৮৫৯] বাজিল্যে সম্প্রতি।।
তবে বেজে ঘোর যুদ্ধ ঘোট দেবেলাত।
দেলেতেক উপমাব হইল অবাত [৮৬০]।।
বাজে অশ্বখুরাঘা দুদুদুদুম হাতর।
ধনুকাটি হএখানো তেথিল মতুর।।
দুইখাণ্ডি সারথিক ঘোটক চতুদ্দ।
সারথিক খাণ্ডি মিল যমের নিলয়।।
খণ্ডি কৈল রনে বেন্নি [৮৬১] খাণ্ডি এ মবাক।
অপর সমুত পর্ব্ব হানি সরবাঁক।।
[৮৬২] খাণ্ডি বেবাইল পাক্ষ রনের জত সৈন্য [৮৬২]।
ব্রচণ্ড পবনে জেন মর্দ্দিল অরন্য।।
বন দুতুন্য হৌনির অদ্ভুত কর্ম্ম [৮৬৩] তবে।
দেখি হৈল ব্যথিত পাণ্ডবি সৈন্য সব।।
মত মরে পাক্ষ রনের সত মহারথ।
দুদুদুএ অশ্বখুরাঘা দেখি মমথব।।
আরো সামাথিত তীব্র তিনি বান হানি।
তিনি মহারথিক মারিল [৮৬৪] পরে হানি [৮৬৪]।।

আরো বহুতর শত্রু সমরে সাজিল।
কৈল অসংখ্যাত গণ ভবের[৮৬৫]কথন এথাত।।
মুঞ্জ ভল্ল সহিতে গাছে[৮৬৬]সকল পাষাণ।
মুতকল্প হয়া ভেজি শ্রোনিক সেকান।।
পালাইল সিংহভয়ে মৃগযুথ প্রায়।
তবে শ্রোনি বরষাকালের মেঘন্যায়।।
ঘোর শব্দ করিল শত্রুক দিয়া[৮৬৭]ভয়।
সংগ্রাম করাত গোলা কৈল অতিশয়।।
প্রলয় কালের বহ্নি গোতিল জেমত।
শত্রু ভল্ল শরয় অন্ত্র বৃদ্ধ নরেন মুত।।
তাত পাছে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন।
জায়া দুষ্টা শ্রোণক আবরি রহিলেন।।
শ্রোন সনে তবে দুর্যোধন মহাবলি।
গাণ্ডবক (এনব) জুঝিতে মেন চলি।।
তবে ভীমুভয় বিষদ ভূমি ভয়ত করা।
ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল দেখি নাগে ভয়ং ভরা।।
মানব শিখণ্ডি বৎশ আদি যত বীর।
মারি যমলোক (পঠাইল) যুধিষ্ঠির।।
যুদ্ধ এত দুর্ম্মদ করিয়েক ভীমবীরে।
বিমর্দ্দ সমরে মারি তাবার বুহিরে।।
সকর্দ্দমা করিল সমর ভূমিথান।
(দুর্জ্জয় অর্জ্জুন হাতি পালাইত বান)।।
(যতেক মানব আদি করিল বর্ষেক)।
পঠাল্য সমরে মারি মৃত্যুর লোকক।।

নারাচে তাড়িত [৮৬৮]হয়া হস্তি অশ্বংগাত।
(দুই দন্ত) ভুকট করিআ যেন [illegible] পাত।।
ধরি ধরি [illegible] যেন পঙ্গপটা[৮৬৯] পোড়িলেন।
দুই দৃংগ যুগুত পর্বত জেন মন।।
কাটা জায়া হস্তি হস্ত দশন[৮৭০] বিশীর্ন।
সে সকল হয়া রন ধরনি আকীর্ন।।
ধরি ধরি (পড়িল) মুখতি কত মত।
সুবর্নে চিত্রিত তার মুত হয় কত [৮৭১]।।
সে সকলো সমে তুমি করিল প্রকাশ।
চন্দ্র সুর্য্য গ্রহ জেন সোভিত আকাশ।।
(তবে সোনবর্ন অনুযুক্ত রথবানে)।
যুদ্ধ জোন সেনাপতি আছন্ত সে স্থানে[৮৭২]।।
তাহাক অন্তর হয়া পাণ্ডব সকল।
যার ধর কাট করি পর্বত কোলাহল।।
যায়া যেন দেখি ভরদ্বাজের কুমার।
বাহুবা অস্ত্রক বানি[৮৭৩] করিল প্রচার।।
সে অস্ত্রে সকলে অস্ত্র করিল বিনাস।
ধরি খণ্ড তিলেক জেন মনখটাক বাতাস।।
থানাযা থাক ন মুতকল পুর বাসে।
প্রান হয়া ভীম অর্জুনের বিদ্যমানে।।
দেখি দেখিতলে ভীমসেন বলও দুত।
বহুরথে আবেষ্টিত হয়া সে অদ্ভুত।।
তোমার[৮৭৪]সৈন্যক রাজা থানাযার দেখি।
দুই পার্শ্ব হয়া রাজা[৮৭৫] ফিরাইল আখি।।

দক্ষিনে ধ্রু অর্জুন উত্তরত ভীমসেন।
দ্রোনক অনেক পরযুগ্মি করিলেন।।
তাবারে থাওত[৮৭৬] অৎস্য বৃহ্ন অন্ত থাকার।
সোবক সহিতে সেন বেদিয়া সেকার।।
তোমার পুত্রের অত সবারবি অত।
মহাসন্য সকলেতো[৮৭৭] সেহি সেকারত।।
দ্রোনের রবক প্রতি সেন সহায়ক।
তবে সে তারবি সেনা পার্থের মারুকে।।
দ্রুত কর্ম্ম বৈর পরিরত নাহি বোর।
তিমিরে করিবে তাত বুদ্ধিক্রমি নিরোর।।
দুরাত্মে নিদুস্ত আরো হবেহে বিশির্ন্ন।
পালাবিল থাটোআর হৈবেন বিদার্ন।।
নিবারন্ত রাজা আরো দ্রোণ সেনাপতি।
তথাপি পালায় নাহি রহিতে সকতি।।
সঞ্জ জয় কর্ম্ম প্রতরাস্ত্রক উৎসুকে।
সেহিবেনা সোমদত্ত আবেস পুর্ব্বকে।।
দুর লোকে নাশিবে ধনুক [illegible] দুনিবাক।
মারবিক মাত্যকি বুলিল দেবি তাক।।
আস্যে সোমদত্ত কুরু কৌরব অবমে।
হৈবাক সংগ্রামে আজি বধিবো বিশ্বমে।।
সতো আজি হৈবাক না যারি নিবর্ত্তন।
না হইলা কদাচিতো বুলিল বচন।।
মুনি শতবর্ন যমপবন সক্ত রথি।
বাহি দিল সত্বরে[৮৭৮] রবের ঘোড়া চারি।।

দুর্বৃত্ত উপদ্রবে জেন বধত দৈত্যের ।
যাউনি সারথি মোরা বাহিরে ঘন দুরে।।
সোমদত্ত তবে তাক দেখি আসিবাক।
আবরিল ঘাঁকে[৮৭৯]বরষিয়া সরজাঁক।।

১৬৬ (ক) শেষ।

১৬৬(খ)

মেঘে চাকিলেক জেন সুর্য্যক আকাসে।
সরে ছন্ন হয়া তবে সাত্যকি আবেসে।।
বানে ছন্ন কৈল সোমদত্ত নৃপতিক।
তবে বক্ষস্থলে সোমদত্তো সাত্যকীক।।
সাঠি সর যারি দুহু ভেদে ভেদিলনু।
সাত্যকিও তাক সানাবিত সরে হনু।
ভেদিলেক বিপে তবে ব্যাপিলেক কায়।
দেহা ভেজি জিব জায়া[৮৮০] করিবাক চায়।।
সোভিলনু দুহো ভেদ হয়া পরস্পর।
বিকাস পলাস জেন বসনু কালর[৮৮১]।।
কুরু বংশুদি বৃষ্নি বংশুদি দুহো মহাবির।
রুধিরে আবৃত দৈল দুহরো সরীর।।
বিসব সমরে পরস্পরে যুঝেন্তে দুইলো দুই।
দুহি সনু বধিবাক চাহে কোপ যুই।।
দুইরো রথক দুহো ঘোটক সস্তুতি।
করিবাক লাগিল বধ ভয়াকার গতি।।
ঘোর ভয়ানক যুদ্ধোজনে দেবেসাত।
[৮৮২]রহিলনু বৃষ্নি বনু জনব সাবযাত।।[৮৮২]
ভেদ হয়া সুর্ন পুঙ্খ সরে সর্বকায়।
সোভিলনু বদেযাত আবৃত রুধে গ্রায়।।

তবে সোমদত্ত হানি অর্দ্ধচন্দ্র বান।
ভেদিল সাত্যকি ধরিবার[৮৮৩] ধনুখান।।
বরত্র অপর পঞ্চম শর হানি।
সাত্যকির তনুত্র অর্পিল বরাবানি।।
পুনরপি দশশরে সোমদত্ত রায়।
সত্বরে ভেদিল বীর সাত্যকির কায়।।
সেহি ক্ষণে সাত্যকিও ধরি অন্য ধনু।
দ্রুতগতি সোমদত্ত নৃপতির তনু।।
ভেদিল মর্ম্মস্থানে পঞ্চ বাণে বরত্রয়।
কাটিল সুবর্ণ ধ্বজ তন্ত্রনাথ শরে।।
ধ্বজপাত হৈল সোমদত্ত বরাবানি।
সাত্যকিক ভেদিল পঞ্চাশ্ব পঞ্চাশ শর হানি।।
তবে সোমদত্তের হাতের ধনুখান।
ভেদিল ধ্বজত্র শরে ক্রোশর[৮৮৪] ক্রোশে যুযুখান।।
আরো তাক দুই দুই এক শত শরে।
অনেক প্রকারে ভেদিলেক কলেবরে।।
তবে সোমদত্ত রথি[৮৮৫] অন্য ধনু লৈল।
শরবৃষ্টি করি সাত্যকিক (পানু লৈল)।।
(সাত্যকিহো ক্রোশে তাক শরে) ভেদিলেক।
সাত্যকিক শরে সোমদত্তে বিন্ধিলেক।।
পাছে সাত্যকির নিমিত্তক[৮৮৬] বুঝোদর।
আসি পাছে সোমদত্তক বান্ধিল সমর।।
(তথাপিত সোমদত্ত রাজা) অসম্ভ্রমে।
সিনির ঠ সাত্যকি ভেদিবেক পরাক্রমে।।

সাত্যকির মহারথ তবে সে সময়।
পরিঘ বোটেক ধরি ভিমের তনয়।।
সোমদত্ত রাজা রাজার বক্ষ রথ করি।
দেখিলেক বিপক্ষ সেন অনুসরি।।

১৬৬(খ) শেষ।

১৬৭ (ক)

সে ঘোর পরিঘ আসিবার দেখি বেগি।
সোমদত্ত রাজা তবে দুই শরে ছেদি।।
দুইখান(করি ভুব ভুমিত পাড়িল)।
পর্ব্বতের শৃংগ যেন বজ্রে নিপাতিল।।
তবে যুযুধান সোমদত্তের হাতর।
কাটিল কর্ম্মুক ধনু ভ (সাথবে শরের)।।
(চারি শরে চারি বোটকে মারি বির)।
কাষ্ঠ হন্তু পাড়িলেক সারথির শির।।
তবে ভুভুস্থিত র শীলাপৌজস্থিসব।
দেখিলেক সর এক কাষ সর্পোসব[৮৮৬]।।
(বায়ু) বেগে জায়া সেন্তে সর সাত্যকির।
(চুদন্তে) পড়িল সোমদত্ত নৃপতির[৮৮৭]।।
তবে সোমদত্ত তেন হয়া অতিসয়।
দুখিবিত পড়ি যেন যমালয়।।
পড়িবার দেখি সোমদত্ত নৃপতির।
মহাসন্য মংগে ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠির[৮৮৮]।।
শ্রেশবে সন্তু বেগি সেন ভো সের সেনাক।
সরে সন্তু গুরুর সাথ্যাতে তা সমুক।।
বেদাইল দ্রোনি[৮৮৯]দ্বিজরাজে দেখি তাক।
বিপক্ত হন্তু সুপক্ত রাখিবাক।।

এসবে আরকত সেন্ন হয়া তকখন।
ধান্য সাতশ্চিক[৮৯০] বরীষিয়া মরজান।।
সেনাক আজ্ঞন্ন মনে করি যুধিষ্ঠির।
সাতসরে দ্রোণে তার ভেদিল শরীর।।
ক্রুদ্ধ হয়া রাজা যুধিষ্ঠিরা তাত পরে।
পঞ্চ সরে দ্রোণের ভেদিল কলেবরে।।
ভেদ হয়া তবে দ্রোণবির ভয়ানক।
আবেসে দেহিল যুদ্ধো ওস্তের প্রমুক।।
বড় বীর কার্ম্মুক যুধিষ্ঠির নৃপতির।
দুইকো কাটিল সর করি দ্রোন বীর।।
তবে ধিন্ন ধনু হয়া ধর্ম্ম নরপতি।
মহাবেগে অন্য ধনু গাণ্ডীপতি।।
দ্রোনক সমরে বারি সর সহস্রেক।
ধ্বজারি তুরাসু সারথি রথমধে ভেদিলেক।।
পোটেক অদ ভুত তবে হৈল সেকালত।
সরের ব্যথায় হয়া ব্যথিত রথত।।
সয়ন করিল দ্রোন মুহুর্ত্তেক যান।
[৮৯১]অননুরে গুরু উঠি বলিলন্থ জ্ঞান[৮৯১]।।
মহাকোপাবিষ্ট হয়া বাহুয় অস্ত্রকে।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দেখিল যাহকে।।
তবে ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধনক আকর্ষি।
সে অস্ত্রক অস্ত্রে নিবারিল মহাতমি।।
দেহিয়েনা বাসুদেব তকত বৎসলে।
বুলিলন্থ যুধিষ্ঠির রাজাক কৌসলে।।

সর্ব্বদা চাহয়[৮৯২] দ্রোণ তোমাক রক্ষিতে।
এতে কে তেজিয়া যুদ্ধ ইহার সহিতে।।
তাঞ্চ দুষ্ট বুদ্ধি আরো মহাবীর ঘোর।
ইহার সহিতে যুদ্ধ[৮৯৩] তান নহে[৮৯৩] তোর।।

১৬৭(ক) শেষ।

১৬৭(খ)

ইহার বিনাশে বৃদ্ধি করিথাহে তাক।
শুন মহারাজ তান বধিব ইহাক।।
ইহার সহিতে তে কারণে তেজে রণ।
যুক্ত জায়া তথা যথা আছে দুর্য্যোধন।।
রাজা হৈলে রাজার সহিতে যুদ্ধ রণে।
হে রাজা না হয় তাক না জুজয় রনে।।
মহারথ ভীমসেন কৌরব সহিতে।
যুঝিতে রাখিছে চিন্তা[৮৯৪] না লাগে করিতে[৮৯৪]।।
কৃষ্ণ র বচনে রাজা চিন্তি মুহূর্ত্তেক।
দ্রোণ সনে রণে তান নহে জানিলেক।।
পাছে কৌরবর সৎসে জুঝি ভিমসেন।
যথাত রহিছে যুধ মেনা যমজেন।।
রথঘোষে আন দিগন্তিত করি বসুমতি।
বরমার মেঘ গ্রায় গ্র পব দু আরো আতি।।
দিগদাহ আকাসক ব্যাপিআছে ঘির।
জায়া তার পার্শ্বে পার্শ্বে রহিলন্ত যুধিষ্ঠির।।
দ্রোণ সবে পাণ্ডু পাবক সক সে রাহুত।
সরাগ্নি অতিসয় করিল তাপিত।।
সঞ্চ জন্তু বদতি ভয়ানক যেনরূপ।
সে রাহুত ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল চুপ।।

অন্ধকারে আবরিল সকলে সংসারে।
দুজায় দুজাএ চাকিল মহীমণ্ডলিকো আরে।
মোদ্ধাগণে কাকো কেহ নদিতে না পারে।
অনুমানে জানে যার নাম গোএদুরে।।
হয় হস্তি নর রথ যখন সমরে।
মিলিল সকলে সোআকি ত হয়া ভরে।।
শ্রোণ কর্ণ কৃপ ভীমসেন যদুরায়।
দ্রুপদপুত্র সাত্যকি অপর[৮৯৫]ভত আর রায়।।
এবমাদি মহারথি সব পরস্পরে।
উত্তর সেনাক সোভ[৮৯৬]করিল সমরে।।
দুনি অন্ধকারে আরো অতি ঘোরতর।
চতুর্দ্দিগে সব সৈন্য পাই পারাপারক নৈব।।
সহস্রেএ সহস্রেএ আরো মহারথিগন।
তোমার পুত্রের দুর্দ্দম ক্রমাত রাজন।।
ঘোর অন্ধকারে যুদ্ধ হয়া অন্যে অন্যো।
(মরি সেন দশ দিগে) হৈসেন অরন্য।।
সেনাপতি সব মহা ঘোর হয়া সৈল।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ পুনু রাজা (পুছিবাক সৈল।।
(অন্ধকারে যুদ্ধ হয়া সেনা অসংখ্যাত)।
(পাণ্ডবে করিল আরো তেত্র হানি তাত)।।
কোন মোটে বুলি বুদ্ধি তবে হৈল তা সমুহার।
দুকাণে বা কেমনে (হৈসেন অন্ধকার)।।
(কহিয়োক সঞ্জ ক্রুদ্ধ সত্বরে তাক মোক)।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি প্রভু কহো মুনিয়োক।।

তার তার যে সব সেনাত[৮৯৭]সেহে যোদ্ধা যার।
সেনাপতি(সকল উদ্যমে সে সবার ।।
(করিল কর পুনা ব্যূহবান পুনর্বার ।।
যুদ্ধ ক্ষেত্রে রহিলনু দুর্যুত তাহার।।

১৬৭(খ) শেষ।

১৬৮(ক)

অন্যো[৮৯৮]অন্যে জতেক[৮৯৮] রহিল স্তাজ স্তান।
(দক্ষিনে পার্শতে অদ্ভুৎবাযা বলবান)।।
(বামেত পান ার রাজা বহিল শকুনি।)
দুর্যোধন সৈন্য রক্ষা করিতে আপুনী।।
সানু বাজে সেনাক বুলিল কুরুনুপ ।
ধরিয়োক তোরা (উন ক্রান্তুরুপ প্রদীপ)।।
(হর্ষ হয়া সেনা তবে রাজার আদেশে)।
উন ক্রান্তুপ প্রদিপ ধরিল সাবসেসে।।
দিগপাস আকাসক প্রকাসে ব্যাপিল ।
যেন মণ্ডলিক জেন(বিদ্যুতে বেড়িল)।।
(সে সময় অতিশয় প্রকাসে বহ্নির)।
ব্যাও[৯] হৈল সবে বীর বর্গের সরীর।।
নানাবিধ বস্ত্রে অস্ত্রে সস্ত্রে শোভা হৈল।
যেন বুচি জেন তারাগন ব্যাও[৯] হৈল।।
(তবে অস্ত্রিকন্দ্র) হয়া অদ্ভুৎবাযা[৯০০] বীরে।
(দিন ছিয়া সুবর্নযন্ত্র) কক্ষক সরীরে।।
তাপিত করিল সব্যাসেশ্র সুর্য্যপ্রায় ।
তবে নানা অস্ত্রে সকলত[৯০০]কুরুরায়।।
সেন্তে অগনির প্রভা হৈল উদ্দিত।
তবে বহ্নি আরো অস্ত্রপস্ত্রের কান্তিত।।

উভয় প্রকারে[১০১]প্রকাশিত হয়া তবে।
প্রজ্বলিত হৈলন্ত আমার সৈন্য সবে।।
আমার সৈন্যত দেখি এমত উদ্যম।
আপন সৈন্যক তবে বাপ্‌ড়ব সকল।।
উন ক্রান্তর দুদিগ ধরিতে আদেশিল।
জাক যত ধরিব নিজ ঘ করি দিল।।
সাত সাত গোট দ্বিগ একৈক বলত।
দ্বাদশ[১০২]প্রকীর্ণ জে আরো একৈক রথত।।
একৈক অশ্বের স্কন্ধে দ্বিতিয়া দ্বিতিয় দ্বিতয়।
জনব্যাক প্রতি আদেশিল পার্থচয়।।
পার্থে জে বুলিল তাক করিল সত্বর।
কতবা নাথান্য দ্বিগ ধ্বজের উপর।।
আগে পাছে পার্শ্বে স্কন্ধে নাথান্ত উন ক্রাক।
ধরিয়া নাশিব জোকে[১০৩]গতি করিবাক।।
তবে হয় হস্তি রথি পদাতি পটসে।
করিল মিস্ত্রিত হয়া মিশিতিক সকলে।।
সূর্য্যের প্রভাবে অগ্নি জলে জেন মত।
ত্রিবিধী বিশিগ দিগ আকাশো তদ্রুত।।
উভয় সেনাক তবে [১০৪]প্রভাবে ব্যাপিল।
বীরের মিশিতি ছায়া সুখ র্পকো মত দিল।।
তবে দেব যক্ষ স্কিং সিদ্ধ গন ধর্ব্ব অসুর।
আসিল সুখরা[১০৫]অখসরা পরিপুর[১০৬]।।
ধরি ধরি জে সকল স্বর্গ লেহে চলি।
সে সবো এসব সমে আসিল সে স্বহরি।।

আকাশে আসিয়া সবে চাহি রহিলনু।
তবে হস্ত হস্তি রবি পশ্চাতিএ মনু।।
বিদ্যু বনু বোদ্ধ এ পড়িলনু অসংখ্যাত।
তবে অস্ত্রিগ্রাম বিদ্ধ স্রোণ সেবেনাত।।

১১৮(ক) শেষ।

১১৮ (খ)

তাকে[১০৭] পাণ্ডু সৈন্যক তাপিত করি আতি।
অশ্ব সশ্ব মধ্যে শোভা করিল সম্প্রতি।।
বরষা অনুরে[১০৮] জেন পরত কালত।
শোভিল আদিত্য রশ্মি বুঞ্জ ভেদ মধ্যেত।।
[illegible]
শঙ্খ দুন্দু বদতি সুন দুন্দুভি সুবন্য।
অন্ধকার দুনাএ আবৃত দুটি সৈন্য।।
প্রকাশিত হৈব জেন নক্ষত্র নিকর।
তবে পরস্পরের বধক পরস্পর।।
নানা অশ্ব সশ্ব অসিবাস পত্তিস্থারি।
অন্যোন্যের অন্যে অন্যে অপরাধ করি।।
অন্যোন্যের বধে অন্যে[১০৯] সে বীর সকল।
দীপের প্রকাশে যাহে ত্রিবিধী মণ্ডল।।
দিবিধনু ধরা আতি করিল প্রকাশ।
গ্রহগনে মনু জেন নির্ম্মিত ৯১০ আকাশ।।
গন্ধ্যা সমস্তত দুরগন জেন মত।
মধ্যেত আবৃত হয়া গোতে অরন্যত।।
তবে তত্ত্ব যুদ্ধের আদেশে মহারাজ।
[১১১]দুটি বাটি[১১২] যুদ্ধ করিবাক তৈল সাজ।
রথে রথে গজে গজে ঘোড়ায় ঘোড়ায়।
সে রাত্রিত যুদ্ধ আরম্ভিল কুরু রায়।।

রাজা সকলক তবে কহু করিবাক।
সত্বরে অর্জুনে আদি কোরবী সেনাক।।
তাপিত করিল তিন্ন পর বরিষনে।
জীবনক লোসে জেন রবির কিরণে।।
পুনরপি সঞ্জ জুন্থেক খুছিল নরেশ।
সে মোর সৈন্যত হৈল অর্জুন প্রবেস।।
কি লোট হইল তবে তোমার মনত।
সৈন্য সকলে বা কি করিল সেকালত।।
দুর্য্যোধন সে সব মু কোন কর্ম্ম কৈল।
অর্জুনের সমুবে বা কোন বীর রৈল[৯১২]।।
সেনাপতি আমার দুর্জ্জয় যুদ্ধ জোগ।
দক্ষিনত তাহার রহিল বীর কোন।।
কে রহিল বামত পাছত কে রহিল।
কোন কোন বীর তার অগ্রত চলিল।।
বৃদ্ধ[৯১৩] হস্তা জে জোগে বহিতে পারএক।
রথের উপরে জেন করেন নৃত্যক।।
বিপক্ষের জেন যুগান্তের অবতার।
হেন দ্বিজরাজে কি প্রকারে দেন বার।।
(কি মতে ঘুচিল ব্যাঘ্র ধনু) সকলর।
(হর্ষ হৈল কি মতে বা আমার) সৈন্যর।।
সেবেলা কোন বা বীর বানে[৯১৪] হৈল হত।
কোন বীর পলাইল(সে মোর যুদ্ধত)।।
কে হৈল বিরথি কেবা রহিল রথত।
সকলে সঞ্জ জয় মোক কহ যুদ্ধত।।

মঞ্চ ভদ্র বলতি রাজা বুঝিবাক যুক্তি।
ইংহা করি আমোর আগে (গুরু দ্রোণ মহামতি)।।
(অভিপ্রায় বুঝি তার রাজা দুর্যোধন)।
তাঢ় মকজক ডাকি বুলিল বচন।।
সুন মহাবাহু দীর্ঘবাহু বুদ্ধিমন্ত।
(সুনিয়ো বিকর্ন চিত্রসেন মহাজন)।।
(দ্রোনের গাহেক) রক্ষা করি[১১৫] রহ সবে[১১৫]।
[১১৬]অনুগত রাজাক বুলিল রাজা তবে[১১৬]।।

১৬৮(খ) শেষ।

১৬৯(ক)

বৃদ্ধ রক্ষা করিবা তোহ্মাও হয়া সাজ।
দক্ষিণ চক্রক (রাখীবোক) তোজরাজ।।
(আপনার আত্মীয় সে) বীর সকলেক।
বুলিল রাখিবা তোহ্মা উত্তর চক্রক।।
ত্রিগর্তের প্রতি অবন্তিযু[১১৭]বিরগন জত।
তা সভাক আদেশিল জাইতে অগ্রত।।
(এতকারে সন্নাহ্ম সহায় হইলে গুরু দ্রোণ)।
দেবকো জিনিতে পারে[১১৮]পার্থ সব কোন।।
প্রদ্যুম্ন বল্লু তোহ্মা সেহেতু মহাক।
রক্ষা পড়ে জে প্রকারে কর সবে তাক।।
(প্রদ্যুম্ন বিনে আর মহাক্ষ নগত।
(যুঝিবেক হেন নাহি পাণ্ডবি) সৈন্যত।।
পাণ্ডবক গুরু দ্রোণ সোমক সহিত।
তোহ্মা তাক রক্ষা কৈলে বধিব নিশ্চিত।।
মঞ্চ ভদ্র গনের পাছে বধিবেক তবে[১১৯]।
পাছে পাণ্ডবক গুরু প্রদ্যুম্ন সবে[১২০]।।

সংহারিব এহি মোট করিলি নির্ন্নয়।
কর্ণে তবে অবশ্যে বধিব এনঞ্জয়।।
সংগ্রামে মারিবো আজি আপনে তীমক।
অবতেজ[১২১] আর অবশিষ্ট পাণ্ডবক।।
বীর গননাত প্রধান কোনে তাবাক গনয়।
হৈব দীর্ঘকালত আপনে[১২২] মোর জয়।।
সে রাতৃত রাজা জদি হেন আদেশিল।।
উভয় সৈন্যর ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল।।
কৌরবে পার্থক কৌরবক এনঞ্জয়।
নানা অস্ত্রে সনু পিড়িলনু অতিসয়।
পাঞ্চালক অশ্বত্থামা আৎসাদিল সরে।
দ্রোণে ছন্ন কৈল সৃঞ্জয় তাতপরে।।
এ প্রকারে রাতৃ পাণ্ডু পাক ল কৌরবে।
হেন মত নিসা যুদ্ধ আরম্ভিল সবে।।
নাহি দেবি নাহি মুনি এরূপ সমর।
সঞ্জয় বর্ণতি সুন যুদ্ধ নরেশ্বর।।
যুধিষ্ঠিরো বোদ্ধাক বুলিল আপনার।
জাব তোরা কেবল দ্রোণক তুষিবাক।।
পাঞ্চাল সৃঞ্জয় তবে রাজার আদেশে।
ঘোর পরাক্রম করি বাধ্য দ্রোণক প্রবেশয়। আবেশে।।
আমি সবে যথাশক্তি তবে তা সমুাক।
যুটিক যুটিয়ে গেলো যুদ্ধ করিবাক।।
কৃতবর্ম্মা বাধ্য যুধিষ্ঠির মুখতিক।
ভুরি সাবে কৌরবে বাধিল সাত্যকিক।।

কর্ণেনিবারিল সহদেব ক্ষুরপ্রে কুমারক।
দুর্য্যোধনে নিবারিল আপনে ভীমক।।
নকুলক বাধিল পকুনি মহারথ।
কৃপগুরু নিরোধিল শিখণ্ডি পথ।।
প্রতিবিন্ধ্যা বিরক বারিল দুঃশাসনে।
ভীমি ঘটোৎকচক করিল নিবারণ।।
বৃষসেন সসৈন্যে বারিল দ্রুপদক।
মদ্ররাজা জাত্রা বাহু[১২৩]দিল বিরাটক।।
চিত্রসেন সতানিক বিরক বারিল[১২৪]।
অর্জুনক অনাধৃষ্ট রাজন বারিল।।
ক্ষেমে ক্ষোপেপত্র মণি বর্মক নাশিহে যারিবাক।
দ্রুপদপুত্র যুবরাজ নিবারিল তাক।

১৬৯(ক)শেষ।

১৬৯(খ)

আন্যে[১২৫]বাণ ভবের জন্য হত মহারথ।
রথিগনে আমারো[১২৬]বারিল তার পথ।।
সে রাত্রত কৈল দুদারুন সবে রণ।
পতি[ম] যাম অস্ত্রি বাত্রি অপুবার গণ।।
[১২৭]বনযুদ্ধ পর্যন্ত পরাস্ত কৈল পতি[১২৭]।
তবে ভোজরাজে ধর্ম্মরাজাক সম্ভুতি।।
সমুদ্রক সেন নিবারণ কৈল তিরে।
তবে তাক পক বান হানি যুধিষ্ঠিরে।।[১২৮]
ভেদ করি তুন্নি সরে অপর দুঃসহ।
দৃঢ় পীড়া পিড়ি যুনিলনু রহ রহ।।
প্রেমথে কৃতবর্ম্মা তবে ভল্ল নাম বানে।
ছেদিলেক ছেদিলেক বলু যুধিষ্ঠিরের গন বানে।।

সাত শর বারি আরো ভেদিলেক তনু।
বর্ম্মের ভেদয় তবে ধরি অন্য ধনু।।
ভোজ নৃপতির তবে[১২৯] বাহু বক্ষস্থলে।
দশ শর পাঁচে শ্রেষ্ঠ আরোপিল[১৩০] বিশাবলে।।
তবে তার শরে ভেদ হয়া কৃতবর্ম্মা।
রোষে কম্প হয়া সাত শরে উগ্রকর্ম্মা।।
সন্ধানে ভেদিল বর্ম্মরাজের শরীর।
তবে কৃতবর্ম্মাক নৃপতি যুধিষ্ঠির।।
সৈন্য মধ্যে প্রেরণে সনু বধক কারণ।
ঘোর[১৩১] পক্ষ শর প্রহারিল বর্ম্মরাজ।।
[১৩২]ভোজের যে শর সব[১৩২] কবচ ভেদিয়া।
বল্মিকেত পর্ণ যেন প্রবেশিল গিয়া।।
শরাঘাতে তবে কৃতবর্ম্মা মহাবল।
বজ্রের প্রহারে যেন কম্পিত[১৩৩] অচল।।
সেহিক্ষণ অন্য ধনু ধরিয়া সত্বরে।
যুধিষ্ঠির রাজাক ভেদিয়া সাতশরে।।
শরে সনু সারথিরো ভেদিল শরির।
সর্ব্বদয় পড়িল তবে ধরি যুধিষ্ঠির।।
ভোজ নৃপতিক প্রতি করিয়া প্রহার।
দক্ষিণ বাহুক বেগে ভেদিল তাহার।।
ভুবিত পশিল যেন ভুজংগ করাল।
পুনু বর্ম্মরাজে ধনু ধরি সেহিকাল।।
কৃতবর্ম্মা রাজাক সপ্তত পর্ব্ব শরে।
বজ্রকৈল পর্ব্বতক যেন জলধরে।।

তবে ধর্ম রাজের কেনেকে তোত্ররাজে।
মারথি অধুক সেনিজেক অবরাজে।।
পুনু[১৩৪]যুধিষ্ঠির বহু ধর্মচর্ম পরিলনু।
আসিতে তাহাক কৃতবর্ম্মা ঘরে মনু।।
দুইখান করি কাটি তুমিত পাড়িব।
সাতপরে আরো ধর্ম্মরাজক ভেবিব।।
(ছিন্ন হয়া অরিরের কবচ) পড়িল।
আকাশত হল্লু জেন মহত্ত্ব বলিব।।
বিরথ বিধনু বিকবচ হুয়া রণে।
অনুদিন যুধিষ্ঠির বহু ধর্ম্মের মন দুখে।।
(তোত্ররাজে ঘিনি তবে পাণ্ডব) রাজাক।
রহিলনু রক্ষা করি স্রোপের সেনাক।।
মদ্র ভূয় বদতি তবে মহাবির তুরি।
সাত্যকির র পথ যদি[১৩৫]রহিব আবুরি[১৩৫]।।
পাছে ধুন্দ্র হয়া যুযুধান মহাবীর।
পঞ্চ বানে দুদত্তক ভেবিল তুরির।।

১৬৯(খ) শেষ।

১৭০(ক)

তুরির তুখির তুরিবাক নৈল তবে।
চোটে কুটি রকত চন দুন জেন দুবে।।
সাত্যকির দুইস্তন মধ্যে তাতপরে।
তুরি মহাবীরে ভেদিজেক মর্মপরে[১৩৬]।।
পরস্পরে আরকত করিয়া চহুক।
দুইরো হাতের দুয়ো কাটিল(কার্ম্মুক)।।
(তবে দুয়ো বিরে অন্যো অন্যে) ধনু ধরি।
বাণিল দুইকো দুই সরবুষ্টি[১৩৭] করি।।

পাছে যুদ্ধো বীর তবে হয়া পরিমুখ।
মুহূর্তেক বান যুদ্ধ কৈল ভৈমসহ।।
(তবে শেষবে হাস্য করি) সাত্যকি প্রচণ্ড।
তুরির কোদণ্ড কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।।
পাছে লেজে ছিন্ন ধনু তুরির দুরন্ত।
মারবে সাত্যকি ভেদিলেক সে মমন্ত।।
তবে অন্য ধনু ধরি তুরি মহাজ্ঞানি।
সাত্যকিকো ভেদিলেক তিনি বান হানি।।
পুনরপি হাস্যকরি তন্ত্রে ধনু বীর।
কোদণ্ড ধ্বজ তুরক ধনুকিলেক সাত্যকির।।
কাটা গেল কোদণ্ড সাত্যকি মহাবলে।
কোপ হয়া আবিষ্ট তুরির কলেবরে।।
বেগযুক্ত শক্তি এক হানিল তুরিত।
দুদন্তবিদারি তাঁর পঞ্জির তুষিত।।
ভেদ হয়া তুরি রথ হন্তু পাত হৈল।
দেখি অসুৎথাবা সাত্যকিক ধায়া গেল।।
ঘটোৎকচ দেখি মোক করি পরিহার।
সাত্যকিক প্রতি ধায়া ক্রোধের কুমার।।
মোর পর চে বোলে কথা জাস্য রহরহ।
মোর হন্তু নাজিবৌ তাৎবিবো আজি গ্রহ।।
মহিবক কুবারে মারিল জে কুকার।
তোক সেহিমত যুক্তি করিবৌ সংহার।।
এহি বুলি দুটি লেজ শেষবে রক্ত করি।
ধাইল ক্রোধক ১০৮ জেম গজক কেশরি।।

ভীমপুত্র সরযুষি করিল বহুত।
সে সব সরক সেহিক্ষনে দ্রোণসুত।।
আমি বিশোধব সর সকলে বিনাশি।
মত সরে ঘটোৎকচ রাক্ষক হাসি।।
ভেদি কৈল সপ্তকি পসুর জেন তনু।
শোভিল রাক্যস রশ্মি পুঞ্জ জে জেন ভানু।।
তবে ঘটোৎকচ দেখবে সরে ম পাড়া দুব।
অদ্ভুদিন দু যুরদ্ধ মারাচ বিলিযুব।।
বিকর্ম[১০৯]বরাহ কর্ন মালিক অবরে।
বজ্র ঘোব সব সবদ্ধ এববাদী সরে।।
দুহু করি দ্রোনির দেহ কৈল ভেদ।
বহিবাক যুদির নাশিল অবিচ্ছেদ।।
সর বরিষন আরো করিল বিপুল।
দ্রৌনি তবে দেজে সরযুষিক আতুল।।
হানি অতি বন ত্রিত দিব্যাস্ত্র রুপবান।
বিনাশিল রাতাসে রুক[১৪০] জে বন বান।।

১৭০(ক) শেষ।

১৭০ (খ)

আকাসত হৈল তবে সরে সরে রণ।
দেখিতে অস্ত্রক অস্ত্রে দুহু বরিষন।।
উঠিল্লা ধুলিংগ সেজে রাহুত আকাসে।
হৈসেন বদ্যোত দিগ্বিজয় বরকাসে।।
তবে দ্রোনি তোমার পুত্রের পুত্রের বুতিকাসে।
বসোদিসে সরবন্ধ করিল সংগ্রামে।।
রাক্ষক চাকিসেক সেজে সরবাকে।
ঘটোৎকচ বানে সেহিরুপ কৈল তাকে।।

ঘোর রণ হেনমত হৈল সে তুকার।
ঘন দুন্দুভির ধ্বনি হৈল যে তুকার।।
তবে ভীমসুত ঘটোৎকচ মহাকায়।
ধনুশরে তুলয়ে কালিনি অগ্নিপ্রায়।।
শেষবে শনু দ্রোনীর হৃদয় তেজিলেক।
দুঃখে দ্রোনি যাতে বুক জেন কম্পিলেক।।
তুমি কম্পে গিরিনাথ কম্পে ধরণরি।
ঘোর হৈল ৯৪১ যুদ্ধ দণ্ড অবনমু করি।।
হাহাকার করিল তোমার সেনাগন।
হত হৈল হেন তাক মানিল তখন।।
সে অবস্থা দ্রোনীর দেখিয়া সে সময়।
সিংহনাদ হৈল তবে পাকাল তনয়।।
মতিল চেতন তবে পুত্রর কুমার।
নিস্তা হন্তে যত সিংহ জাগে যে তুকার।।
আকর্ণ পুরিয়া তবে টংকারি কোদন্ড।
প্রহারিল ঘোর সর জেন যমদন্ড।।
ভেদি ঘটোৎকচের হৃদয় হৃদয়ে সেজে সর।
তুরিত পড়িল ৯৪২ বেগে জেন বিসধর।।
আতি ভেন হয়া সে রাক্ষস মরমাবে।
রথ পার্শ্বে বসিল ৯৪৩ চেতন নাহি পাবে ৯৪৩।।
দেখি ঘটোৎকচক মোহিত এ তুকার।
দ্রোনির নিকট হন্তে রথক তাহার।।
মারথি অনুর হৈল তবে দ্রোণ সুত।
মহাঘোর সমর করিল অদ্ভুত।।

তবে তনু পুএগন অনাযোদ্ধ বাচন্ত।
যুজা করিলেক তাক আনন্দ হৃদয়ত।।
(যুদ্ধযুজ) হেন কর্ম্ম করি পরাএন্তে।
ধিষ্ণি করি হৈল মধ্যাহ্নের সূর্য্য সমে।।
তবে ক্রোধ মনে যুদ্ধ করে বৃকোদর।
দুর্য্যোধন রাজা তাক পানাবৈত সরে।।
(দুই স্তন মধ্যে তবে ভেদে দৃঢ়তরে)।
ভীম সেন তাকো ভেদিলেক দৰসরে।।
কুড়ি সরে কুরুরাজ কৈল তাক ভেদ।
তবে ভীমসেন করি সর অবিচ্ছেদ।।
(দুর্য্যোধন সরে তার চাকির চৌপাশ)।
সরে ঝন্ন হয়া দুয়ো করিল প্রকাশ।।
ঘোর ঘেরে ঝন্ন জেন হয়া গগনত।
চন্দ্র সূর্য্য সব জেন বরসা কালত।।
(পাছে পক্ষ সরে) ভেদি ভীমক সবরে।
রহ রহ বুলিল কৌরব নরেশ্বরে।।

১৭০(খ)শেষ।

১৭১(ক)

সুনি আমর্ষন ভীম সাথ্যাতে অনুক।
দশ সরে ধনুক কাটি ফেলিল তুরুক।।
দুর্য্যোধন রাজাক ভেদিল নবসরে।
দুর্য্যোধনো প্রেশবে ভীমসেনক সত্তরে।।১৪৪
বাহুবলে সব ধনুর্দ্ধরের অগ্রত।
নিক্ষেপ করিল বহুবান বিসেষত।।
তুরঙ্গ নায়ক সরে ধনুক ফেলিল।
পুনরপি দৰসরে শরীর ভেদিল।।

তবে ভীমসেন ধনু ধরিয়া বামুক।
সাতশরে তেঁহিসেক রাজার তনুক।।
তবে মহোৎকট মহারাজা দুর্য্যোধনে।
ছেদিল ভীমের সেও ধনুক সাধনে।।
তবে ভীমসেন এক পট্টিশ বিরূপ।
দুরকেতু মস্তকের শিবর সমুখ।।
ঘুরি বলে প্রহারিল চলিল আকাশে।
মৃত্যুর ভগিনি যেন বাঁধিবারে আসে।।
কুরুরাজে তাহো নাহি পারিতে পরত।
ভীম বিদ্যমানে মর্ত্তলোকের আগত।।
ঈষ তীব্র শরে কাটি তাক কৈল তিনি খণ্ড।
দেখি ভীমে গদা তুলি লৈল পরচণ্ড।।
অভিসেক রাজা দুর্য্যোধনের রথক।
হানিল শকতি যেন কুরাজে কুবারে ফোঁকক।।
তোমার পুত্রের তবে বন্ধু সারথিক।
গদাঘাতে নিল ভীম যমের পুরক।
সে রথত হন্তু তবে রাজা দুর্য্যোধন।
নব দুকের রথে তবে কৈল আরোহন।।
তন্তু পুত্র হত হৈল হেন জানি সবে।
ভীমে সিংহনাদ করিলন্তু মহোৎসবে।।
সবে কৌরবক তর্জ্জিলেক ক্রোধ বসে।
তাক মুনি দুর্ব্বিনীতের গর্ব্ব বসে।।
রাজা হত হৈল বুলি তন্তু সৈন্য সবে।
হাহাকার শবদ করিতে লৈল তবে।।

মুনিকা মুনিকা সেনার সেজে হাবাকার রোল।
তাদের মুনিকা সেজে গবল আন দোল।।
দুর্যোধন রাজা হত হৈল সেন যানি।
কৈকেয় বৃক্ষ ভূত্ত মৎস্য পাকান বাহিনি।।
বুদ্ধুদ্রোণে যথা আছে সকলেত থাক।
উদ্যোগ পুর্বুকে চলি সেল বুদ্ধিবাক।।
সঞ্জ ভূত্ত কহন্ত বৃদ্ধ কৌরব রাজাক।
সহদেব আসনু [১৪৫]শ্লোকে[১৪৬] জুদ্ধিবাক।।
নিবারিল তাক কর্ম্ম বহা ধনুর্দ্ধরে।
সহদেব সেসবে রাবেন্দ্রক সবসরে।।
আকর্ম্ম পুরিয়া ভেদিলেক ভূত্তনু।
সবসরে ভেদিল শরীর আরো দুনু।।
তবে তাক স্তুতি কর্ম্ম বহা অষ্টীবানি।
ভেদিলা সেবেনা একশত শর হানি।।
গুণসবে ধনুকো ভেদিল রাবা যুদ্ধে।
তবে সহদেব অন্য ধনু ধরি যুদ্ধে।।

১৭১(ক) শেষ।

১৭১(খ)

কুড়ি শরে কর্ণক ভেদিল কলেবরে।
সেবক কিরণে জেন ভেদে দীনকরে।।
সে কালত সে পোট অন ভূত প্রায় হৈল।
সহদেব কর্ণক এমত জাতো হৈল।।
তবে পাণ্ডবের কর্ম্ম চারিয়ো যোড়াক।
[১৪৭]শরচোটে পঠাবেল মৃত্যুর বাসাক[১৪৭]।।
অপর সন্নত পর্ব্ব সরে সারথিক।
যারি কর্ম্মে পঠাবেল যম সদনিক।।

তবে প্রেমতে রাবেন্দুক বসিবাক আজি।
বড় দুই চর্ম্ম মৈল মহদেব মহাতাপি।।
সে বড় দুই চর্ম্মক কর্ম হাস্য করি জেন।
[১৪৮]পরে মহদেবের সম্মুরে থেবিজেন [১৪৮]।।
কর্মের রহস্যক রথক প্রতি তাত অনুরে।
মহদেব দেখিজেক গদা[১৪৯] ভগ্ন করে।।
মর হানি তাকো কর্ম করিয়া শুদ্ধিত।
সিদ্ধিল মবদে থাকিবনু বুধিবীত।।
গদা লয়ু হৈজেন কর্মক প্রতি তবে।
দেখিল মকতি এক [১৫০] গাছর পরবে[১৫০]।।
জেজেকে তাহাকো কর্মে মরে হৈল ক্রোধ।
রথ হন্তু তবে মহদেব করি বোধ।।
সম্মুখে নামিয়া করি রথের চক্রক।
ধরিল কর্মক প্রতি আবেশ পূর্ব্বক [১৫১]।।
মহদেএক পর করি কর্ম তাতপর।
রথচক্র হেলিল আসিতে গাণ্ডুবর।।
পরে ক্রোধ হয়া মহদেব তমোবন্তু। [১৫২]
রহিল মবর তেজি দেখি মবিস্ময়[১৫৩]
মবিশক থায়া আসি হাসি কর্ম তবে।
মহদেব কুমারক বলিল বিস্তরে।।
বিলিম্বু রথির সঙ্গে ন করিবোঁ[১৫৪]রন।
ছুক তাক আপনার মরণ জে জন।।
এ বাক্যক বোহোত্র অন্যথা না করিবা।
যদি কর তবে পুনু অবশ্যে মরিবা।।

বারদ্বারে এ বুলি বাঁধিত করি রবে।
বাণাঘা ধনুর অনুভাগ তার অবে।।
দুর দুর করনু অর্জুন তোর তাবে।
নিজো তোক বিবাহ জানেহো তার ঠাবে।।
অথবা মরক আহা মুণ্ড হয়া যাক।
এহি বুলি কর্ণে বাণ দুই বাকাল সেনাক।।
(বাহা সেন বাহা মহদেবক না মারি।)
কুন্তির বচন মরি প্রতিজ্ঞা উল্লারি।।
কর্ণ বাক্যে অং মনু[১৫৫]অনুভবু হয়া তবে।
জীবনক ধিক্কার করিয়া (মহাবেগে মহদেবে)।।
(রথমুখ রথত করিন আরোহন)।
(বিরাট দ্রোণেক প্রতি) আসিতে তখন।।
তাক মনুরাজে পরজালে হন্ত কৈল।
যন দুই মস্তাসুরের সমর জেন হৈল।।
(তবে একমত) মরে মনু(সৈন্য রাজ)।
তেদিন সম গ্রাম করি বিরাটের কাজ।।
বিরাটে সৈন্যক তেদিলেক সবসরে।
মহন্তরি মরে আরো তেদিল অপরে।।
আরো একশত মরে তেদিল সৈন্যক।
মনু তবে মৎস্যর শ্রেষ্ঠি চারিয়ো যোদ্ধক।।

১৭১(খ)শেষ।

১৭২(ক)

মরণাবে থেমিলেক যমের নগর।
সারথি যুদ্ধের বাড়িলেক[১৫৭]তারপর।।
(তবে অনুবিধিন রথেক করি ত্যাগ)।
মরভূমি করি হৈল মৎস মহাভাগ।।

রণস্থলীর বাদন বিহিন তবে দেখিয়া ভ্রাতৃক।
সকল লোকের[১৫৮] আগে বির সতানিক।।
সৈন্যেক বাদন ভঙ্গি ভ্রাতৃর সহায়।
তবে তাক আসিবার দেখি মন্ত্র রায়।।
মন ধ্যানে অনেক মন্ত্র পরিয়া প্রচার।
সেন্ত্রে সতানিককো দেখিল যমদ্বার।।
(কনিষ্ঠেক আইবার নিরেখিয়া পবে)।
(উঠিল বিরাট কোপাবিষ্ট হয়া) রবে।।
দ্বিগুন বিশ্ব হয়া ভুমায়া দেএক।
সরেজন্ত কৈল মন্ত্ররাজের রবক।।
তবে (কোপে সৈন্য বিরাটের) দুসহত।
প্রচার(করিল যুদ্ধি) পর একমত।।
ভেদ হয়া মৎস্য গাছে সেন্ত্রে পরঘাত।
ব্যথাত্তে দুঃখিত হয়া রবে হৈল পাত।।
সারথি ব্যথিত তাক দেখি বিদ্যমান।
যুদ্ধ এড়ুমি হন্তে দুর নিল রথখান।।
সৈন্য পরে মৃতকল্প হয়া সেনাপণ।
নিংহ ভয়ে মৃগ প্রায় পলায় তখন।।
তাক দেখি কৃষ্ণ বলঞ্চ ক্রুদ্ধ বদাবলি।
[১৫৯]মন্য যথা আহুয় সে স্থানক সেল চলি।।[১৫৯]
সে দুষ্ক অনুশ রাজস প্রবর।
চড়ি অনুচরন্ত যুগন্ত রথের উপরে।।
সে রাজিত অঞ্চ ক্রম আকার কায় তার।
বাহুর কোলেতে যুদ্ধ গোতে সে প্রচার।।

তাম্রকের চর্ম্মে আবরিয়ে কলেবর।
বিকৃত বদন চক্ষু পরম ভয়ঙ্কর।।
পার্শ্বের প্রহরক পরক তাঞ্চ বারি সেনেনাত।
বহুবান বুদ্ধি দুষ্ট করিল যুদ্ধ রীত।।
তবে যুদ্ধ কাক কঙ্ক পেচক বৃকান।
এ সব আনন্দ হৈল করিতে সেকান।।
গাহে মহা রাক্ষসের হৈল ঘোর রণ।
অর্জুনে মত্তেক পর হানিঞা তখন।।
বড় চোটে সেজে অনঘ ভুরু তাড়িল।
নবশরে তার যুদ্ধ ধ্বজক কাটিল।।
তিনি বানে নিল সারথিক[১৬০] যমঘরে।
চুরেনুক রথের ধরিল তিনি পরে।।
চারি পরে হৈল চারি ঘোটক সংহার।
রয়া গাহে বিরথ পার্থক মারিবার।।
বহুর্ব চর্ম্ম ধরি গাল্য রাক্ষস বুধান।
অর্জুনে করিল তাকো[১৬১] কাটি দুইখান।।
সেজে রাক্ষসক পার্থে নিদারুন বানে।
পাড়িলেক পর্ব্বতক বজ্রে জে বন বানে।।
ভয়ে তবে বিবে বিধুনিত অনঘ।
গ্রাস নয়া পরাধিন ছাড়িয়া পৌরুষ।।

১৭২(ক) শেষ।

১৭২(খ)

রাক্ষসক জিনি গাহে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রোণের পাশক[১৬২] সেন ধরিবীয়া পর।।
অর্জুনের পরে যুতকন্ন রয়া তবে।
তাগিন[১৬৩] পিড়িল পরন্তপে[১৬৪] পরু মন্য সবে।।

সঞ্জয় বলিল অন্য যুদ্ধ মুপস্থিত।
দুষ্ট সৈন্য বধি[১৬৫] তবে আন্য সতানিক।।
দেখি চিত্রসেন তার পথ নিরোধিল।
তবে সতানিক তাক মারণাস্ত্রে তাড়িল।।
দশ শরে চিত্রসেন তাহাকো ভেদিল।
শতেন বধ্যে দেবে সবাকে বিদারিল।।
নাকুলাক[১৬৬] বাধিত করিয়া চিত্রসেন।
দেখি লোক অদ্ভুত সে খোট খানিলেন।।
তবে সানাইত শরে সতানিকে তার।
ছেদিল ধাতের ধনু বজ্রসোট আর।।
অন্য ধনু ধরি চিত্রসেন তাত পরে।
সতানিক পি রথো ভেদিল সবশরে।।
পাছে চিত্রসেনের রথের চারি হয়।
এন্দ্র হয়া সতানিকে নিল যমালয়।।
রথ হন্তে নামি তুমি পাবে চিত্রসেন।
পক্ষি স আয়ুধে সতানিকে পিড়িলেন।।
সতানিকে ধনুক কাটিল হয়া এন্দ্র।
তাব মনে চিত্রসেন ভেজি তবে[১৬৭] যুদ্ধ।।
বিরথি বিধনু হয়া অসন্তোসে মনু।
কৃতব্রহ্মা রাজার রথত চড়িলনু।।
যুধদ রাজাক বুঝসেন সে সময়।
পরবৃত্তি করি পাল্য কর্মের তনয়।।
যুধলে তাহার তবে বাহুবক শরে।
আঠি পরে ছেদিলেক নিজ বাহুবরে।।

[illegible] হয়া তবে বৃষসেন মহাবীর।
শতেক বৎসে সেহে যজ্ঞ সেন নৃপতির।।
আনিল অনেক শরে ধনু [illegible] কলেবর।
ভেদ হয়া দুয়ো তৈল ভেদা সবসর।।
বুঝিয়ে বিপক্ষ ভেদা হয়া সে দুবার।
লোভা তৈল পুস্পিত পলাশ জে প্রকার।।
তবে দুপক্ষ সববাণে বৃষসেন।
ভেদি পুনু সরতরি শরে পানিসেন[১৬৮]।।
হানিলনু তিনি বান চৌনি আন ধনু।
সবসেএক বান আরো বরষিয়া পুনু।।
(লোভা করিলেন বৃষ্টি যুগ্ম মেঘ প্রায়)।
ভেদ (হয়া দুপক্ষের) সেনা জত রায়।।
ধরিবার প্রদীপ সেনায় সে রাত্রিত।
প্রান হয়া পলাইল হয়া পরাজিত।।
(সে সকল বুদিবে বুঝিবা গোত্তিনু)।
(নির্ম্মল আকাস জেন বৃহপলে ঘনু)।।
পড়িছে অংবদ বলি তার নাদি ছটা।
গোতে তুমি জেন সবিদ্যুত (ঘনঘটা)।।
(বৃষসেন বির তবে লোবকের গণ)।
(তাবিল) ঈন ক্রুর তনু দানব জেমন।।
বৃষসেন বীর তবে করি শীঘ্রগতি।
সেন জথা আছে যুধিস্ঠির নরপতি।।
গাছে (দুস্শাসন প্রতিবিন্ধ বুঝারেক)।
ধায়া সেন বুঝে জেন প্রবত ব্যাঘ্রক।।

সবাসনে যুদ্ধো গোত্তিজেক সেকাবত।
নির্দ্দয় থাকাসে বুধ তাস্কর জেবত।।
তবে (দুস্সাসন প্রতি বিন দুবের) সবাটে।
রড় চোটে তেদিজেক সর তিনি গোটে [১৬৯]।।
১৭২(খ) শেষ।

১৭৩(ক)

অতি তেদ হয়া প্রতিদিন [্য] গোত্তিজেন।
তিন মুৎগ মুহুত পর্য্যন্ত গোতে জেন।।
প্রতিবিন [্য] তবে দুস্সাসন সত্বরে।
কর্ণবান ধনু টানি তেদিল সবরে [১৭০]।।
সতসরে পুনুরপি আরো তেদিজেক [১৭১]।
অপুরব সারথি বুজকো তেদিজেক।।
তবে তোর শরাঘাতে তেদ হয়া মর্ম্ম)।
দুস্সাসন করি এ দুস্কর ঘোর কর্ম্ম।।
পরে প্রতিবিন দুবের ঘোড়াক সংহারিয়া।
ভল্লে সারথিক রথ হন্তে নিপাতিয়া।।
(বুজ মর ভ সম খর ভি থাকে তিন পরিমান)।
(ছনি রথখানেক করিল খান খান)।।
বাণজড়ি জোৎখানি তুনির পতাকাক।
তিন পরমান কাটিজেক এ সবাক।।
(তবে রাজপুত্র প্রতিবিন [্য] মহাবানি)।
বিরথ হয়া তবে ক্রোধবে (হয়া ধনুপানি)।।
বহুবান বরসিয়া কৈল ঘোর রণ।
খুরপ্র নামত শর হানি দুঃশাসন।।
তেদিজেক ধরিবার হস্তের ধনুক।
পুনু সবসরে প্রতিবিন দুবের রথক [১৭২]।।

তেদিলেক দুঃশাসন তনয় তোমার।
বিরথ দেখিয়া তবে ভ্রাতৃগণ তার।।
আবরি ধরিল তাক আনি সেকানত।
তবে প্রতিবিন্ধ্য যে দুতি গায়ের [১৭৩]রথত।।
আস্পদিয়া আরোহন করি রতিবেদ।
ধনু ধরি তোমার পুত্রক করি ভেদ।।
গাহে যমরাশ্ব বিবদ্ধুনি সে রাজিত।
ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তি। দেখি লাগে ভিত।।
সপ্ত দুয় বদতি তবে গান্ধার নৃপতি।
রহ রহ বুলি ধান্য নকুলক প্রতি।।
গাহে পরস্পরের বধক পরস্পরে।
ভেদিল দুহাক যুদ্ধোজনে পূর্ণপরে।।
ভেবতে নকুলে ভেদ কৈল সে রাজাক।
গান্ধারো ভেবতে শিরা সে বাহন তাক।।
যুদ্ধোর তনু হয়া তবে পরে অস্ত্র ত্রিত।
পোতিল গান্ধারী জেন কণ্টকে বেষ্টিত।।
তবে যুদ্ধো দুহার বধক আলাও চায়।
কোপদৃষ্টি করি জেন দহিবাক চায়।।
শকুনি তোমার স্যান তবে সেকানত।
কর্ত্তিকা মারকে নকুলের দুধনুত।।
মহাক্রোধে গান্ধারে ভেদিল অতিরেক।
মোহ হয়া নকুল রথত পাড়িলেক।।
গাণ্ডবক হেন দুখ দেখি তাতপর।
সেঘনাদ নাদিল [১৭৪]শকুনি বিরবর।।

গাছে ছিল নকুল চেতন নডিলেন।
বাম্য অকুনিক যুবমেনা যব জেন।।
সাতিশর পুনু গান, বারক জোদি তেদিলেক।
দুদন্ত সানিব[১৭৫] হানি নারাচ সতেক।।
সরে তার ধনুক ছেদিল দুশ্টি জেন দেখে।
দুজা দোষ্ট কাটিলেক বিবিধ বিশেষে ।।
অতিমন্যু ভেদ হয়া তবে সে গান ধার।
রথত পড়িল মোহে ধরা জে দুকার।।

১৭৩(ক) শেষ।

১৭৩(খ)

সারথি দেখিল তাক পাবে নাহি জান।
তথা হন্তে দূরতে রাখিল রথখান।।
ঘোর শব্দ দু কৈল দেখি সবে অনুচর।
সারথিক নকুলে বুলিল তাতপর।।
সত্বরে জোপক দুতি নৈআয়[১৭৬] আমাক।
সুনি নিল সারথি জোপের পাস জে পাস তাক।।
তবে শিবণ দুতিক নাদি কৃপ উপাধ্যায়।
ধায়া গেল মাতংগক মাতংগ ধরায়।।
জবনম গৌতমে আনিতে তাক দুতি।
নবপরে শিবণ দুতি ভেদিল শীঘ্রগতি।।
কৃপে দুধনতে তাক ভেদি পঞ্চসরে।
দুড়িবানে পুনু ভেদিলেক তাত পরে।।
বিদিল সবরে তবে সে দুই জনার।
ঘন দুন্দু সমুদ্রের দুর্বে দুদ দুদ্ধে দুকার।।
ব্যাপিল দুহার শরে সকল আকাশ।
বরষার মেঘ জেন ঢাকি দিশপাস।।

মুতাবে আন্ধার আরো বাসে অন্ধকার।
কাল রাত্রি হৈল আরো[১৭৭] রাত্র জে ঘোর[১৭৮]।।
তবে গৌতমের বরিবার ধনুবান।
শিবণ্ডি বণ্ডিল হানি অর্দ্ধ চন্দ্র বান।।
পাছে শিবণ্ডীক কৃপে কোপে মনু আতি।
তুনি থেপিলেক এক দারুন শকতি।।
সেহ্নে শক্তি পাইক শিবণ্ডি হানি বান।
আসিতে আকাশে কাটি কৈল খান খান।।
তুমিত পড়িয়া গাছে শক্তি গোতা কৈল।
দেখি কৃপে কোপে অন্য ধনু তুনি লৈল।।
শিবণ্ডিক ছন্ন করি সানাবিত শরে।
কদম্ব কুসুমাকার কৈল কলেবরে।।
পড়িল রথত হয়া অজ্ঞ জর্জ্জরিত কায়।
তবে ঃ তাক জিএ যাইবাক উপায়ে।।
রণ পরাংমুখ দেখি দ্রুপদ পুত্রকে।
চৌপাসে ভেদিল জায়া পাকান সোমকে।।
তবু পুএ পনে রাজা মহাপন্যে ধনু।
সে হুকারে কৃপক আবরি রহিলনু।।
(তবে দুই দলের মিলিল ঘোর রণ)।
(রথি সকলেক বাড়া গেল রথিগন)।।
বাইল গজক হুতি গজ জে হুকার।
অশ্বুবার সকলক (মারি অশ্বুবার)।।
(পদাতিক পদাতি বাইল হয়া এক্ত্র)।
(এ হুকারে সে রাত্রি মিলিল ঘোর যুদ্ধ)।।

কতো তাপে কতো বায়ু কতো নিবর্ত্তয়।
যারে(র কাট পর্ব্ব হইল অতিপর্ব্ব)।।
(হস্ত হস্তি রথিত পুদীপ জলাইছে)।
(তাকে অন্ধকার নাশি উজ্জ্বল করিছে)।।
কবচ রতন মনি অস্ত্রের কান্তিত।
(অন্ধকার রাত্রিক নাশিছে সে রাত্রিত)।।
(কাকো কেহ চিনিতে না পারি চিনিবাক)।
আন ধারতে পিতৃত্বে (পুত্রকে) কৈল হত।।

১৭৩(ব) শেষ।

১৭৪(ক)

সেহিমতে মারিলেক পুত্রেত পিতৃক।
সমুন খিয়ে সমুন খিক (খিয়ে খিক)।।
(আপিনাক মাতুলে মারয় লাগ পাই)।
মাতুলক আপিনা ভাইক মারে তাই।।
আপনার জনক আপনে করে হত।
পরেরো জনক পরে মারে সেহিমত।।
(হেন অমর্য্যাদ যুদ্ধ হইল অতিপর্ব্ব)।
(অন্ধ বুদ্ধ নুপতিত) বদতি অঞ্জুর্ব্ব।।
১৭৯সে তুমুল রণে১৭৯ ঈংকারিয়া কোদণ্ড।
বাঈল ধনঞ্জয় দ্রোণের ব্রহ্মক।।
(যদি দেব তাকে দ্রোণ বধের ইৎসাহ)।
(আবরিল পাণ্ডব) পাকাল জত রাহু।।
তাক দেখি রাজা তয়ু তনয় সকলে।
দ্রোণক বেড়িল বেড়ির জাহা চতুরংগ দলে।।
উভয় সেনার তবে হৈল সম্মিলন।
এক ঠাই হৈল দুই সাগর জেমন।।

তবে দৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র দ্রোণের প্রবধে ।

দুষন্ত ভেদিল ১৮০পক্ষ বিপিথ বিবধে।।

সিংহ জেন করিল বিবধ সিংহনাদ ।

তবে দ্রোণে মুনি তার সে ঘোর সম্বাদ।।

প্রহারি পক্ষিক ম পর ভেদি তার তনু ।

পুনু এক ভল্লবানে ছেদিলেক ধনু ।।

তবে দৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে দ্রো পের বধক।

দমন কামুক্তি ধরি অন্য কোদণ্ড ভক ।।

আকর্ন পুরিয়া টংকারিয়া ঘোর শর।

ভেদিল উদিত জেন হৈল দিবাকর।।

সকল সৈন্যক ত্রাস করালা ভবরে।

দেখি দেব দানব মানব বিদ্যাধরে।।

সবে বোলে হৌক দ্রোনাচার্য্যের কল্যান।

দ্রোণের রথক তবে আসিতে সে বান।।

সেদিন দ্রুতগতি কর্ণ দুাদস সায়ক ।

ছেদিলেক অস্তব্যস্তে সে অস্ত্র গোটক।।

কর্ণে শরে খণ্ড খণ্ড হয়া সে জে শর।

পড়িলনু জেন বিষহিন বিষধর ।।

শর ছেদি পাছে দৃষ্টদ্যুম্নকো সম্প্রতি ।

দশ শরে ভেদিলনু মুতের সনুতি ।।

দ্রোণের তনয় অশ্বথামা বিরবরে ।

তাক্ষে দৃষ্টদ্যুম্নক ভেদিল পক্ষ শরে।।

সাত পরে হানি দ্রোণ তাক জত্নে ভেদ কৈল।
নব পরে পাঞ্চালের যদুরাজ সৈন্য।।
তিনি বাণে সন্ধানে ভেদিল দুঃশাসন।
কুক্ষির দুয়ার করিল দুর্যোধন।।
পঞ্চ বাণ শকুনিয়ো হানিল মাধবে।
তুরিতে ভেদিল দুষ্টদ্যুম্নক এসবে।।

১৭৪ (খ)

সে সাত বিরের বাণে ভেদ হয়া তবা।
ন সৈন্য সম্ভ্রম দুষ্টদ্যুম্ন রতি বাণা।।
ভেদিল তিতিনি ১৮১পরে দুখকে দুখকে।
দ্রোণক দ্রৌপিক আরো তোমার দুএকে।।
আনকো ভেদিল করি পরের দুয়ার।
তবে তাক একাকিকে পরে পুনর্বার।।
পঞ্চ পঞ্চ পর হানি ভেদিল শরীর।
এস্ব হয়া দ্রুপদের নাবে একবীর।।
তাঞ্চ পঞ্চ পর হানি পুনু তিন বাণে।
ভেদিয়া অপর এক পরের সন্ধানে।।
সুবর্ণের উজ্জ্বল কুণ্ডলে সুশোভিত।
শির মোট কাটি পাড়িলন্তু বৃথিবীত।।
সেন্তে চন্দ্র সব শিরে কামুড়িয়া দাঁত।
বাতে পক্ক তাল ফল হৈল জেন পাত।।
তবে সেন্তে বীর সকলকো পুনর্বার।
ভেদিল নিশিত পর করিয়া প্রহার।।
কাটিল কার্ম্মুক বান ১৮২কর্ণে ধরিবার।
না সহিল তাক জেন রাধার কুমার।।
শিরে জেন না সহিল [illegible] নাংগুলের ভেদ।

সিংহ জেন না সহিব নাংগুলের ছেদ।
অন্য বনু জেশবে বরিবনু নহি বেদ ।।

বাইব ব্রুষ্টদ্যুম্নক আবেসে বরিবাক।
হয় যথা রথিএ বেষ্টিব দেখি তাক।।
মৃত্যুর যুবত ব্রুষ্টদ্যুম্ন হৈব পাত।
হেন মত তাক সমে পবে বানিব বনত।।
দেখি পর বরষিয়া সাত্যকি মহাবাহু।
আমি ভজিবনু ব্রুষ্টদ্যুম্নের মহাহু।।
সাত্যকিক আসিবার দেখি কর্মবীর।
বরতর দশশরে ভেদিব শরীর ।।
দশ শরে সাত্যকিও কর্মক ভেদিয়া।
না জাবেস রহ রহ বুলিব গর্জিয়া।।
ঘোর যুদ্ধ হৈব তবে কর্ম সাত্যকির।
জেন যুদ্ধ হৈছে পূর্বে বাসব বলীর।।
তব শব চুসে নাম করি সবে ধরিয়ক।
সন ধানে ভেদিল শরে সাত্যকি কর্মক।।
(কর্মে তবে কোপে কম্পাবিয়া বৃষিবীক)।
(নানা অস্ত্র শস্ত্রে যুঝিলনু সাত্যকিক)।।
বিপাচ নারাচ বৎসদণ্ড আরু ভল্লিক।
ক্ষুরক ভৌশুক কর্ণি অপর (নালিক)।।
(সাত্যকিক ভেদিলেক একবাদি বানে)।
(সাত্যকি ভো কর্মক ভেদিল) সে বন ধানে।।
একবাদি নাম বরিষিয়া ভেদ হৈল।
এ প্রকার সে দুহার (তুল্য যুদ্ধ হৈল)।।
(তবু ক্রোদ ধাগন কর্ম যুদ্ধগন তবে)।
বরিল বেষ্টিআ আসি সাত্যকিক সবে।।

নিরন্তরে ভেদিলেক সাতাষ্ট শরে।
যথাবীর (সাত্যকি তাহাত অনন্তরে)।।
(তোমার অস্ত্রক আর কর্মের অন্তক।
অস্ত্রে মনু নিবারিল লাঘব পূর্বক।।
১৭৪(ব) শেষ।

১৭৫(ক)

শতমধ্যদেশে দ্রুবসেনের ভেদিল।
বেগে বক্ষীকত(লেন সর্প প্রবেশিল)।।
(বিন্ধে দ্রুবসেন তবে ছাড়ি ধনুশর)।
পড়িল অজ্ঞান হয়া রথের উপর।।
কর্মে দেখিলন্তু দ্রুবসেন হৈল হত।
যুদ্ধলোভে (উপজিল কর্ম সেকারত)।।
(ধনু পীড়া দিছিলেক সাত্যকির বালে)।
সাত্যকিহো কর্মক দিছিল তত্ত্ববালে[১৮০]।।
বহুবালে কর্মক ভেদিয়া বারম্বার।
পুনরপি ভেদিলেক দশশরে আর।।
(হে বা দ্রুবসেন জ্ঞান অছিল কিঞ্চিত)।।
ভেদিল তাহাক সাত শর সাদাইত।।
সেই দুই জনার তবে হাতের[১৮৪]কোদণ্ড।
কাটি দুইখান করি কৈল খণ্ড খণ্ড।।
(কোপে বিতাপুত্র তবে) সাদা ইত শরে।
চতুর্দ্দিকে সাত্যকির ভেদিল সত্বরে।।
হেনমত সংগ্রাম ত্রিলক্ষ নিরিল অতিসয়।
টংকারের ধ্বনি[১৮৫]মাত্র সুনি সে সময়।।
[১৮৬]রথযোধ যাক তিবীর পরমু ভয়ংকর[১৮৬]।
সুনি দুর্য্যোধনক সুরিল কর্ণবির।।

দিবি কৌরবক বারি বীর ধনঞ্জয়।
ধাপ ছিব টংকার করি আসনু নিশ্চয়।।
তার দিব্য রথ বাসব দিব্য রথ সম।
সে করিব কার্য্যত জেষত তাহেঁ যেন।।
সারথি[১৮৭] সেনাক আগো করিয়া বিদির্ন।
কদাচিত নাহি আর ঈষার বিশ্চির্ন ।।
[১৮৯]সাগরত বাতাহত নৌকা জেন ভাসে।
তেষতে ভাসিছে তারা অর্জুনের ত্রাসে[১৮৯]।।
গাণ্ডিব ধনুর বানে ভেদ হয়া কায়।
তমু মুক মুক যোদ্ধা যে সব পলায়।।
তা সভার হাহাকার শব্দ শুনি আতি।
আলো নানা শব্দ শুনি এল্লে যথ রাতি।।
সাত্যকি রহিত তাত যথত আমার।
এতেকে এথাতো শুনু হৈল হাহাকার।।
তবে না পারিলা শুনু শত্রুক জিনিতে।
দ্রুপদের পুত্র আরো দ্রোণের সহিত।।
জিনিছে দুইলো দুই জিনিবার আসে।
তোমার সোদর সবে বেড়িয়া চৌপাসে।।
দুষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিক এতেকে মারিলে।
দেখ রাজা অবশ্যে আমার জয় মিলে।।
এতেকে মারিছি অভিমন্যুক জেষত।
এই দুইজনক বেড়ি মারে সেহি মতে।।
আসিছে সাত্যকি দ্রুপদের সেনাক।
আবরিছে কৌরব সকল এথা তাক।।

দেখি আসে অর্জুন সহায় করিবাক।
কত ভাগে সেনা জাউক নিবারিতে তাক।।
অর্জুনে না জানে রাজা জাবত দেহাক।
সাত্যকিক তাবতে নাগয় পারিবাক।।

১৭৫(ক) শেষ

১৭৫ (খ)

হেনমতে কর্ণের বুলিয়া অভিপ্রায়।
সৌবলক গৌরবে বুলিল কুরুরায়।।
তুমি অনিবর্ত্তি হস্তি মহস্র সহিতে।
মহারথি আরো অযুতেক সমন্বিতে।।
অর্জুনের ঠাই জাব তৎকাল মাতুল।
পাছেতে পঠাবো আরো সহায় বিপুল।।
দুস্শাসন দুর্ব্বিসহ সুবাহু অপর।
আরো দুঃদুর্ব্বিণ মোহর সোদর।।
জাদব এসব লয়া পদাতি প্রচুর।
জায়া কৃষ্ণ অর্জুনক দেব যমপুর।।
যুধিষ্ঠির ভীম সহদেব নকুলক।
এ সবাক শেষ জায়া[১১০] যম সদনক।।
জেন ম দেবরাজত প্রত্যাসা দেবতার।
তেমতে তোমাত জয় প্রত্যাসা আমার।।
মুনিঞাঁ সকুনি তুয় পুত্রগন সংগে।
মহাসৈন্য সকলে আবৃত হয়া রহগে।।
দুর্য্যোধন নৃপতির তুষ্টির নিমিত্ত।
পার্থ সকলক দাহ করিবার চিত্তে।।
চলিল সৌবল কৃষ্ণ ধনঞ্জয় যথা।
(সঞ্জয় সহিতে তুঅ) বীর বর্গ এথা।।

ঘোর যুদ্ধে যুদ্ধে আরম্ভিল কর্ণ মহাবীর।
শরবৃষ্টি করি পাইল সাত্যকি বাহির।।
কর্ণের পাইল অন্য নৃপতি সকল।
সাত্যকি ছাড়া আবরিল মহাবল।।
তবে গুরু দ্রোণ দুষ্টদ্যুম্নের সহিত।
দুর্যোধন সবর আরম্ভিল বরিষিত।।
পাছে হস্তিকলো অনুবার[১১১]রথিগনে।
দেখিলি সাত্যকি করিল তর্জনে।।
সাত্যকির বধক আকাঙ্খা করি তবে।
সিংহনাদ করিল বানবৃষ্টি হৈল সবে।।
সাত্যকিহো শরবৃষ্টি করিল অতিশয়।
ছেদিলন্ত জেন শরীরের রশ্মিচয়।।
হস্তি হস্ত অশ্বস্তক ছেদিল বিস্তর।
গ্রীবাদণ্ড বণ ভিন্নেক (মোটক বর্ণর)।।
(রথিন পদাতি কত তার) নাহি অন্ত।
পড়ি পড়ি চামর পতাকা লুকাপন্ত।।
তারাগন সোভিল গগনে জেনমত।
সাত্যকির যুদ্ধে ভঙ্গ ভয় সৈন্য কত শত।।
(শ্বেত সব কান দিতে আরাব করে জেন।
ভেবতে ভৈরব মন্ত্র বড় ঘোরো হৈলেন।।
সে পর দুত সে রাত্রে হইল ভয়ানক।
(ভোক মুনি দুর্যোধন কৌরব নায়ক)।।
(সেনা সকলক দেখি বিদির্ন হইবার)।
সারথিক আদেশ করিল আপনার।।

এত্তে ভয়ানক শব্দ উথলিছে যথা।
ঘোড়া বারি রথে সনু নিয়ো মোক তথা।।
সুনিঞা সারথি রথ নিল শীঘ্রগতি।
যৈথেন রাজাক সাত্যকির রথ প্রতি।।

১৭৫(খ) শেষ

১৭৬ (ক)

তবে দুর্যোধন প্রেশব হয়া অতিরেক।
দ্বাদশ মানুকে সাত্যকিক ভেদিলেক।।
সেবিছনে (অকম্প) সাত্যকি বিরবরে।
দুর্যোধন রাজাক ভেদিল দশশরে।।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে থাক্ষ ল কৌরবে।
সঞ্জ ভুল্ল বদতি যুদ্ধ (মুহূর্তিক তবে)।।
(দুর্যোধন রাজার যুদ্ধ আদি পরে)।
এমন্ত হয়া সাত্যকিয়ো ভেদিল (মুহূর্ত্তরে)।।
সন্ধানে রথের ঘোড়া সকলক তার।
পরের প্রহারে পঠাইল যমদ্বার।।
(পুনু যুযুধানে আরো করি সরঘাত।।
সারথিক বারি রথ হন্তু কের পাত।।
সেজে অদুহিন রথ ছাড়ি দুর্যোধন।
হৈল কৃতবর্ম্মারX রথক) আরোহন।।
(রাজা পরাজয় হৈলে সেনাক) তখন।
(খেদাইল সাত্যকী জেন মেঘক) পবন।।
অর্জুন যথাত আছে তথা তাতপর।
নগে নয়া রথ হস্তি পদাতি বিস্তর।।
(পার্থক বেড়িল জায়া) সকুনি থান্ধার।
অস্ত্রে সনু আবরিল (ধরি) পাণ্ডৌআর।।

নানাবিধ অস্ত্রে সস্ত্রে ক্ষিতি অনেক।
পর্ব্বতত মেঘে জেন বৃষ্টি করিলেক।।
কানড়ুস্ত হয়া তবে ক্ষত্রিগণ তার সঙ্গে।
অস্ত্রএকেবি অর্জুনক[১১২] যুঝিলেক সবে[১১২]।।
সেজে হয় হস্তি রথ সকল অর্জুন।
যুদ্ধ করিবাক আরম্ভিল নিদারুন।।
হাসিয়া সকুনি তবে দেবাস্ত্রে প্রভাব।
অর্জুনক ভেদিলেক করি পরভাব।।
পুনু একমত সর করি দ্রুতগতি।
পার্থক ভেদিল পান ুারের অধিপতি।।
তবে কুদ্ধি পরে পার্থ ভেদি সকুনিক।
তিনি তিনি পরে অন্য সব নৃপতিক।।
ভেদিলেক অর্জুন দুর্য্যধ্ব মহাবীর।
কারো হস্ত কাটিলেক কারো কাটি শির।।
সেজে ছিন্ন শির হস্ত পড়ি স্তিথিবিত।
শোভিল আকাশ জেন নক্ষত্রে মণ্ডিত।।
হেন অদভুত কর্ম্ম করি পুনর্ব্বার।
পঞ্চ সরে সকুনিক ভেদিল দুর্ব্বার।।
উলুকক তিনি পরে তাড়িল অর্জুন।
ভেদ হয়া পাছে উলুক নিদারুন।।
সন ুানে কৃষ্ণ ক পর করিল প্রহার।
অতিসয় পর দু কৈল সেজে দুরাচার।।
তবে বান হানিল্লা হানিল্লা অর্জুন মহাবীর।
কাটিল সত্বরে ধনুবান সকুনির।।

চারিদ্বো যোদ্ধাক বারি নিল যমদ্বার।
রথসংগ হয়া গাছে নৃপতি যান ধার।।
উলুকের রবে তবে কৈল আরোহন।
একঠাই হয়া পিতাপুত্রে মুল্লোজন।।
সেন্তে পিতাপুত্রকো তথাতে মরে ভেদি।
সেনাক তাপিত তুম্ব কৈল গার্বে বেদি।।
বাহনক তেজি তবে অর্জুনের ভয়।
সবোদিগে তাপিল তোমার সেনাচয়।।
তিনি সবে যোদ্ধাক অর্জুন যমুবনি।
তবে মুল্লোজন তবে ঘোর শব্দধ্বনি।।
তাত অননুরে তবে[১১৩] দৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
তিনি শরে ভেদি পুত্র দ্রোণের শরীর।
ধনুর্গুন ছেদিলেক সানাবিত শরে।
অন্যধনু লৈল পুত্রদ্রোণ তাতপরে।।
দেখি দৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি সেবেনাত।
দ্রোণক ভেদিল সানাবিত শর সাত।।
সারথিক ভেদিলেক পঞ্চ বান হানি।
হেনকুপক নিরেখি মহামানি।।
সন্যক তাপিত তার কৈল শরজালে।
মৃতকল্প হৈল সেনা সকল সেকালে।।
অনেকেক যারি রুধিরের নদী এক।
উভয় সেনার মধ্যে বেগে বহালেক।।
মৃতক পদাতি হয় হস্তি তাত ভাসে।
যমপুরে জেন বৈতরনি শরপ্রায় পরকাসে।।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাক বেদাহা[১১৪] তাত পরে।
সোভইল দেব মধ্যে জেন পুরন্দরে।।
শিখণ্ডি কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন যুবরাজ।
মহাপরাব নাদ করিলন্তু রণমাঝ।।
মহদেব নকুল সাত্যকি বিরবরে।
মহম্মে মহম্মে রথিগণক সমরে।।
জিনি দুর্য্যোধন কর্ম্ম দ্রোণের অদ্ভুত।
সিংহনাদ করিল গর্জ্জিয়া সেকালত।।
সঞ্জ কহু বদতি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
পালাবার দেখি আপনার সেনাগন।।
কোপাবিস্ট হয়া দ্রোণ কর্ণের সমিপ।
সোকে দুঃখে দুহাক বুলিল জায়া নৃপ।।
মোক ছাড়িবেন যদি তোরা দুজোজন।
দুর্ব্বে তবে বুলিবাক না ছিল এযতন।।
পাণ্ডুবক জিনিবো আমারা দুইজনে।
না বুলিনা হয় জদি দুর্ব্বে এ বচন।।
তবে আমি সর্ব্বথা তোমার অদশ্যতে।
ছাড়েব[১১৫] ন কৈলো হব তামার লগতে।।
(বিদানিকো জদি না ছাড়বেন) দোর্যোধ।
তবে বিএসের (অনুসারে বুঝিয়োক)।।
এ প্রকারে রাজার বচনে পায়া ব্যথা।
দুইজো বাহন সমুবে সাত্যকি আছে যথা।।
(তাক দেখি সমন্যে আবৃত হয়া তবে)।
(সে দুহার সম্মুবে হইল গার্দ্ধ সবে)।।

তবে দুর্যোধন আদি ভত কুরুগনে[১১৬]।
দ্রোনের কর্ন্নের আগে গেল ..... ।।
তবে তাক দেখি সাত্যকিক মহাসরে।
দ্রোণ দ্বিজরাজ ভেদীলেক মুহূর্ত্তরে।।
কর্ন্ন ভেদিলেক হানি তীব্র মহাশরে।।
সাত সরে দুর্যোধন ভেদিল .....।।
বৃষসেনে দশ লৌবলেন্দ্রো সাতসর। ১।
চতুর্দ্দিগে বেড়িলেক সাত্যকি বিরবরে।।
শিরিনিত্যন্ত রহিল সাত্যকি মহি তাক।
দ্রোনে (দহিবাক লৈল গাণ্ডিবি সেনাক)।।
(সে দ্রোণকো মরন) মরজানে।
বৃষ্টি করি শরীরক ভেদিল (সেহিকালে)।।

১৭৬(খ) শেষ

১৭৭(ক)

তেহোঁ দ্রোণ আহরন্ত ফেরিবুর ধ্যান।
(হরে অন্ত কারক ভাস্কর জে বন্ধান)।।
(দ্রোণ মরে হয়া তবে মৃত্যুক ধরায়)।
কোনাহন করিল পাক্ষ ন ভত রায়।।
যুদ্ধক ভেজিয়া কেহোঁ ভাগে আউঁ হয়া।
কেহোঁ বা পিতৃক ভেজি (ভাগে ধ্যান লয়া)।।
(ধরায় বহুল্য ভেজি বহুল্য জনাক)।।
(আপিনা মাবাক ছাড়ে মায়া) আপিনাক।।
সমুন্ধিক সমুন্ধি করিয়া পরিহার।
১১৭ভাবি সৈন ধ্যান রক্ষা করিবার[১১৭]।।
(মোহো হয়া কেহো পড়ি রহিব তথাতে)।
(পলাইতে দ্রো ণ যুদ্ধ) কেহো নৈল পাত।।

হত হৈল কতবা কতবা পালাইল।
পলায়ুক্তি পাণ্ডবি সেনাক ভীমসেন সে দেখিল।।
(মহদেব নকুল অর্জুন) ভগবান।
যুধিষ্ঠির দুষ্টদ্যুম্নাদির বিদ্যমান।।
চান বয়া পলাইতে পারহে তাসাঞ্জ।
দেখি দ্রোণ কর্ণ শরবৃষ্টি করি যারে।।
ভংগ হয়া (পলায়েক) সকলে পাক ন।
মুঃমি হয়া অর্জুনক বুলিল সোপান।।
দেখি দ্রোণ কর্ণ দুষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি।
আরো যুর সকল পাক ন বাহিনিক।।
মহারথ সবাক্ত করিআ অতি ভেদ।
ভংগ হৈল ৯৯৮ না রহে পলায় অবিচ্ছেদ[৯৯৮]।।
ইমাক রাখিতে সখি করিয়ো জতন।
এহি কথা কহিতে অর্জুন জনার্দ্দন।।
তাতে ভীম আসুমিয়া কিরাত সৈন্যক।
দেখি কৃষ্ণে পুন বুলিলন্থ অর্জুনক।।
আসুমি কিরাত পাণ্ড ু পাক ন সৈন্যক।।
প্রেমথে আস্যে ভীমসেন যুর দেখ তাক।।
তার মনে পাক ন মহিতে আরো তথা।
দ্রোণ কর্ণে যুদ্ধে তুমি কি করেন এথা।।
মুনিরাঁ। অর্জুনে আসুমিবাক সেনাক।
জায়া উত্তরিল দ্রোণ কর্ণের পাশক।।
মহাসৈন্য যুধিষ্ঠীর রাজারো কিবিন।
সে রাজিত তমুল ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিল।।

চল যুদ্ধযাত্রা দ্বিতীয় সাগর জেন মত।
উভয় সৈন্যের হৈল আন দোষ তদ্ভুত।।
প্রদীপের ছায়া যারো দুর অন্ধকারে।
কারো কেহোঁ সে বেনাত চিনিতে না পারে।।
নাম গোত্র মন্ত্র যার পারে বুঝিবাক।
অনেক বিশ্রাম হৈল হয়া হতবাক।।
পুনর্বারে আরো ঘোর সমর করিল।
প্রলয় সাগরে জেন মর্য্যাদা ছাড়িল।।
গাছে জোজে জে জে ঠাই দেখে প্রদীপ জলয়।
তথা বিরমনে জেন পতংগ পড়য়।।
মঞ্চ ছত্র বদতি কর্ম্ম তাত অননুরে।
দুষ্টদ্যুম্ন বীরের হৃদয় দগ্ধ করে।।

১৭৭(ক) শেষ

১৭৭(খ)

তেদিন যাজকে তাক দুষ্টদ্যুম্ন তাক।
দগ্ধ করে তেদি বুলিলন্তু থাক থাক।।
দুইরো পরে হয়া দুষ্কার পরীর।
পুনর্বার আকর্ণ পুরিয়া দুয়োবীর।।
তেদিন দুবাক দুয়োজনে করে সন্ধ।
হস্তিক হস্তিয়ে জেন তেজে তিড়ি জেন দগ্ধ।।
তবে কর্ণ ঘোষে দুষ্টদ্যুম্নর রথক।
চারিয়ো ঘোড়াক তেদিলন্তু হানি শর।।
ধরিবার হাতের কার্ম্মুক কাটিলেন।
তন্ত্রে সারথিকো রথ হন্তু পাড়িলেন।।
ধরিব ধরিল দুষ্টদ্যুম্ন তুমি যাবে।
কর্ণের ঘোড়াক যেবিজেক তার ঘারে।।

কর্ণ পরে ভেদ হয়া না রহি তথাত।
ছায়া পুবেশিল যুধিষ্ঠীরের সেনাত।।
তথা সহদেবের রথত আরোহিল।
শিবরী সেন্তরে জেন কেশরী উঠিল।।
কর্ণের রথেক তবে সারথি তখনে।
অন্য যুক্ত যোতা আনি কৈল নিয়োজন।।
তবে কর্ণ সেন্তে অবসর পায়া পাছে।
পাক তালের মহারথিগন যত আছে।।
বড় পিড়া পিড়িল তাবাক পরে মনু।
কদলী বনক জেন পরে দলিলনু।।
কর্ণ পরে তাপিত হয়া অতিশয়।
পলায় পাক ল প্রাণ লয়া সে সবয়।।
তবে কর্ণ বাহু উরুযুগ তা সম্বার।
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড পুরপ্ত প্রহার।।
কায় হন্তে পাড়িল সবদে হৈল রক্ত।
বসি বসি জেন মুহমণ হৈল পাত।।
আপনাক পরাক সবাক সে সকলে।
ক্রন্দন ত্রাসে মনু কর্ণবয় সে হন্তে সকলে।।
তথাপিয়ো (পাছে কর্ণ) পর বৃষ্টি করি।
পায়া আইসে জেন যুপক[৯৯৯] কেশরী।।
ক্রোধ কর্ণ পরে দিপপাসে রত রায়।
আজ্ঞাদিল দেবি সেনা বিভৎস পলায়।।
(যুধিষ্ঠির অনুজ্ঞে অনুর হৈবার করি মন)।
(অর্জুনক ছায়া রাজা বুলিল বচন)।।

ধনুখানি কর্ণক দেখিয়ো ধনঞ্জয় ।
সৈন্যমধ্যে সূর্য্য জেন তিমির আন নাসয়।।
(তার বানে অনাথ পরাণসৈন্য তাপে)।
(আর্ত্ত সব দূর করয় সুনিতে সুশ্রবণে)।।
রখিতে না পারি এজে কর্ম ধনুর্দ্ধর ।
কোন ক্ষনে জোড় কোন ক্ষেনে হাড়ে সর)।।
(কিকি ভেকো ঈহার না পাই অবকাস)।
(ঈহাক্কো করিব বাপু আমাক বিনাস)।।
এতেকে জে লাগে তাক কর ধনঞ্জয়।
দয়া লাগে (মোর বাপু দেবি জনময়)।।
(এমত বুলিল ধর্ম্মরাজে অর্জুনক) ।
(অর্জুনে সুনিঞা তবে বুলিল কৃষ্ণক)।।
কর্ণের বিক্রমে আজি রাজা যুধিস্ঠীর।
অতিচিন্তিত দেব নাথ জদুবির)।।
(সর চোট পায়া সেনা সকলে পলায়)।
(কর একালত উচিত ব্যবসয়)।।

১৭৭(খ) শেষ

১৭৮ (ক)

যথা কর্ণ তথা চল নাথ নারায়ণ ।
রখিবোঁ বান দুর তাক করি মোর রণ)।।
(অথবা ঈহাক যুদ্ধ দেব বারে আজি মোক)।
বাসুদেব বোলে ধনঞ্জয় সুনিজোক।।
অতিসয় বিক্রমে নির্ভয় ১০০০ করে ধরি।
দেবো আজি (কর্ণেক জেমত সুরপতি)।।
(ঈহার সমুখ হৈব সকতি কাহার)।
(তুমি ষটোৎকচ ব্যাতিরেকে নাহি আর)।।

এ সমস্ত সমাচার ইহার সহিত।
জানিবেন নহে আজি তোমার উচিত।।
(অযোধ বাসবি শক্তি ঈশ কৃপায় নিশ্চি নিশ্চি)।
(তুয় হেতু ইহাঞ্চ রাখিছে ধরা চুপি)।।
১০০১সে শকতি থাকিলে ইহার সমে তোর১০০১।
১০০২উচিত না হয় যুদ্ধ করণ দুর্যোধ১০০২।।
(চলি জাউক ঘটোৎকচ মহাপরাক্রম)।
(অল্প জীবত হন্তু জাহার জনম)।।
সর্ব্বদায় ইহাঞ্চ তোমাত অনুরক্ত।
জিনিব কর্ণক এজে নিশ্চয় সত্য।।
ইহাত মোহোর (কোন না হয়সংশয়।
অর্জুনক (এ বুলিয়া দৈবকি তনয়)।।
এথা আয় বুলি ঘটোৎকচক ডাকিল।
মুনি ঘটোৎকচ আসি আগত রহিল।।
কৃষ্ণ পাদ্যুবক তবে নমস্কার করি।
আজ্ঞা কর কি করিবো বুলিব (আপরি)।।
হেন মুনি হাসি হরি বুলিলন্তু পাছে।
সুন ঘটোৎকচ তোত যে বিশ্বাস আছে।।
তার কাল উপস্থিত হৈল মহাবল।
কর্ণ সাগরত ডুবে বান্ধব সকল।।
নৌকা হয়া তুমি পরিত্রান কর তাত।
নানা অস্ত্র শস্ত্র আছে অনেক তোমাত।।
রাক্ষসী মায়াত তোত আছন্তু বিশ্বাসে।
দেব কর্ণ পাদ্যুবের সেনাক পারাক্রমে।।

ঘোর রূপে নাশিবে প্রলয় করিবাক।
বড় বড় ক্ষত্রিয় পাবায় দেখি তাক।।
তুমি ব্যাতিরেকে আর নাহিকে উপায়।
জে কর্ণক[১০০০]এতেকে সে কর মহাকায়।।
পিতৃ মাতৃ বংসের তেজের অনুরূপ।
অস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করিয়ো স্বরূপ।।
যুবক বাঞ্চ চন্দ্র লোক এহি প্রয়োজনে।
বান ব্রতের দুঃখ হর কর এ কারণে।।
ধৃতরাষ্ট্র সমুদ্রত বন্ধু পাণ্ডবক।
পরিত্রান কর তুমি বারিয়া কর্ণক।।
দুষ্টদ্যুম্ন আদি পার্থে বধিব দ্রোণক।
সঞ্জ জয় বদতি সুন নৃপতি তিলক।।
অর্জ্জুনো কৃষ্ণের বানি সুনি সে সবন্নে।
বুলিল বচন ঘটোৎকচক বিনয়ে।।
আমার সৈন্যত ঘোর মনে আছে হেন।
তুমি যুদ্ধ অবর সাত্যকি ভীমসেন।।
এতেকে সমরে[১০০৪]তুমি জায়া এ রাত্রিত।
করিয়ো ভৈরব যুদ্ধ কর্ণের সহিত।।
সাত্যকিয়ো তোহোর সহায় করিবেক।
তাহার সহিত তুমি কর্ণক যাবেক।।

১৭৮(ক) শেষ

১৭৮(খ)

কার্ত্তিক সহিতে জেন বাসব পূর্বত।
বধিআছে তারকাসুরক সমরত[১০০৫]।।
হেন মানি ঘটোৎকচে বুলিবন্থ পাছে।
দ্রোণ কর্ণ অন্যান্যত সমি যুদ্ধি যুঝ আছে।।

১০০৬সমস্তকে আমি জে সমর্থ একেশ্বরে১০০৬।
বধিবো কর্নক এহিরাত্রিত সমরে।।
রাক্ষস ঈশ্বর মুক্তি করিয়া আনুয়।
জে সব পলায় জেবা কৃতাঞ্জ ভুমি হয়।।
কালো না রাখিবো রাজি পারিবো সবাক।
সঞ্জ ভুয় বলতি বুদ্ধ কৌরব রাজাক।।
এহি বুলি ঘটোৎকচ তোমার সৈন্যক।
ঘোর নাদে ভয় দিয়া ধাইল কর্নক।।
আসিবার দেখি তার কর্নো হৈল আগ।
জেন মত্ত নাগক ডেটিল মত্ত নাগ।।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে কর্ন রাক্ষসের।
জেন যুদ্ধ মিলিছিল ইন্দ্র প্রহ্লাদের।।
দুইক দুইজনে বাখিননু গর্জ্জিবাক।
কহয় সঞ্জ ভুয় শুন কৌরব রাজাক।।
কর্নের রথক প্রতি রাক্ষস দুর্জ্জয়।
জাইবার দেখি দুস্শাসন সে সময়।।
বুলিল বচন দুঃশাসন কনিষ্ঠক।
নিরেখিয়া রাক্ষসে কর্নের বিপক্ষক।।
থাম্ভাম্ভ জাব এবে তুমি সমন্যে সত্বর।
কর্নক ইহাত হন্তে জায়া রক্ষা কর।।
সে বেলা রাক্ষস রাজ আবেসে তথাক।
ভটায়ুর পুত্র অলম্বুস বুলি জাক।।
মোক আজি আজ্ঞা যদি কর কুরু রায়।
তবে তহু বিপক্ষ পাণ্ডু জত রায়।।

সবান এবে করো জায়া সবাকে সংহার।
মোহোর পিতৃক পূর্বে মারিছে দুর্ব্বার।।
দুষ্ট গার্বে বধিআছে মোহোর পিতৃক।
বধো যুক্তি এতেকে ঈষাক ঈদানিক।।
তবে অনযু ক সাদরে দুর্যোধন।
স্তুতি মন্ত্রে বারম্বারে বুলিল বচন।।
পেদিতে (পত্নক যুক্তি জনের) সমাজে।
ক্রোধ কর্ম সহিতে সংগ্রামে (হৈবো সাজ)।।
তাতে তুমি আন্য রাক্ষসেন্দ্র মহাতাপ।
বায়ু জেন আমি সৈব অগনির নাগ।।
(মোহোর আজ্ঞা হয় তুমি এতেকে সম্প্রতি)।
এজে ঘটোৎকচেক (বধিয়ো শীঘ্রগতি)
তবে সেবেনাত দুর্যোধনের আদেশে।
জটাসুর পুএ ঘটোৎকচক আবেশে।।
(এক্কেশ্বরে রনে পাণ্ড কটকক যিনি)।
যবাত আহনু ঘটোৎকচ মহারথি)।।
তাক জটাসুর পুএ করি কোপ দৃস্টি।
জায়া মন্ত্রা যায়া কৈল (নানা অস্ত্র সস্ত্র বৃষ্টি)।।
(অনযু সে রক্ষক যায়াবন সেবায়া তৎকাল)।
(বির ঘটোৎকচক হানিল মরজাল)।।
বহুবানে ভেদি ভীমসেনের সুতক।
শরবৃস্টি(কৈলো আরো পাণ্ড তবি সৈন্যক)।।
(বেদাইল বায়ু যন ঘটাক জেমত)।
(ঘটোৎকচ শরবৃস্টি করি সেহিমত)।।

কুরু কটকক কৈল ব্যাকুল সে সবে।
উন্ কা জানে (জেন অরনাক দাহ করে)।।
(হাতের বুদিগ কেলাইয়া মুহু চোটে)।
(রণ পরিহরি পলাইল লোট পোটে)।।
দেখি অনমুন এুদ্ধ হয়া তাত পরে।
বির ঘটোৎকচক ডেকিল দশদরে।।
(কোপে ঘটোৎকচ অনমুসক সন্ধানে)।
(অপুরব সারথিক তিন পরমানে)।।
কাটি আরো সরে সনু কর্নক তাড়িল।
পরথাবে অন্য কুরু পনকো ডেকিল।।
(অনমুন রাক্ষসক সরে বিদারিয়া)।
(ঘটোৎকচ কৌরবি সেনাক বিমর্দ্দিয়া)।।
বিরথ বিধনু বিকবচ হয়া তবে।
মুন্ডী ধরি অনমুন পাঞ্জপরবে।।
(ধায়া কৈল বির ঘটোৎকচক প্রহার)।
(মুহু চোটে কম্প কৈল পুন্ন বিরমুার)।।
তুষিকম্পে কম্পিল পর্ব্বত জে বন্ধান।
পাছে ঘটোৎকচ ডিবসেনের সন্তান।।
অনমুন রাক্ষসক কৈল মুষ্টিঘাত।
পর্ব্বত উপরে জেন হৈল বজ্রাঘাত।।
কোত করি আকেশ করিল মোর যুজে।
তুমিত পাড়িয়া পিশিলেক মুই তুজে।।
তবে তাক উষ্ঠি অনমুন বলবনু।
তুমিত পাড়িয়া তুজমুখে পিশিলনু।।

ত্রাসে থরিবাক যুতি তাত অনমুরে।
মিলিল তুমুল যুদ্ধ দুহো রাক্ষরে।।
অস্ত্রাবলু বিশেষ ধায়াবি দুহোজন ।
ঘন দু বিরোচনে জেন কৈল ঘোর রণ।।
অনল হৈদেল অনমুন নিশাচর।
দেখি ঘটোৎকচ হৈল গহিন সাগর।।
অগনিক পাগরে জে নিভান্য তরংগে।
হৈলনু তরক তবে অনমুন বংগে।।
ঘটোৎকচে গরুড় হৈল তাক দেখি।
সেহ হৈল অনমুন সে মায়া উদেখি।।
সেবে আরম্ভিল ঘোর বৃষ্টি করিবাক।
বায়ু হয়া ঘটোৎকচ নিবারিল তাক।।
অনমুন হৈল গাছে পর্ব্বত পোটৈক।
বজ্র হয়া তাকো ঘটোৎকচে খণ্ডিলেক।।
ব্যাঘ্র হৈল অনমুন তাত অনমুল্ল ।
ঘটোৎকচ হৈল তবে কুমত কুঞ্জর।।
সুর্য্য হৈল তবে অনমুন মহাবলু ।
গ্রাসিবাক চাহে ঘটোৎকচ হয়া রাহু।।
দুহেকো বধিবাক যুদ্ধো করি ইচ্ছা যুক্তি।
এ প্রকার অনেক করিল মায়া সৃষ্টি।।
নানাচিত্র মায়া যুদ্ধ করি এ প্রকার।
কতোক্ষণ অনমুরে সে দুই দুর্ব্বার।।
এথিত ঘট চিন্ন গ্রাস গদা যুদ্ধ ধর।
বিমান যুঝন আরো পর্ব্বত বিবর।।

এ সকল অস্ত্র ধরি দুইজনে দুইজনে।
প্রহার করিল রথিবার বিদ্যমানে।।
পাছে অনুক্রমে উঠি হয়া অনুবার।
কতোক্ষণ যুদ্ধ কৈল আটোপটংকার।।
হস্তি সকল ছেদি হস্তি আরো হয়া তাতপর।
কতোক্ষণ যান কৈল দুর্যোধ সমর।।
রথি হয়া যুদ্ধ কতো এদ্ধ হয়া কৈল।
জয় পরাজয় তাত কাহারো না ভৈল।।
পাছে ঘটোৎকচ অনুসের রথক।
ভেদ দিয়া গেল কতোদূর উপরক।।
সোন পক্ষি জেন ভূমি পড়িয়া তথাতে।
স্থূলকায় হয়া আংকোআঙ্গি দুই হাতে।।
তুলি অনুসক পাড়িল ভূমণ্ডলে।
পাড়িয়াছে বিক্ষ এ মরুক জেন বলে।।
পাছে সর্পসম বজ্রের ধারি চোট।
কায় হন্তে কাটিআ পাড়িলো শিরগোট।।
চুলে ধরি পাছে ঘটোৎকচ মহাবলী।
গেল দুর্যোধনের রথক প্রতি চলী।।
সে মুণ্ড গোটক পথে ফেলায়া তাহারে।
দেখ জেন পক্ষিয়া বুলিল অহংকারে।।
সুন কুরুকুল ধ্বজকেতু দুর্যোধন।
তোহার বিশ্বস্ত তোক্ষি দেখিলোঁ জীবনে।।
কর্ণের শ্রিশ্ব তোর দেখিবো ভেমতে।
উৎকট পাপের ফল ভুঞ্জ জিবোঁ অন্ধতে।।

এহি বুলি কর্ণের রথক চ[illegible] সৈন।
যুদ্ধ[illegible]ত অনেক পর প্রহারিতে লৈল।।
মহা রাক্ষসের ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল।
সঞ্জয় কহয়ে ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি পুছিল।।
কর্ণো আরো ঘটোৎকচ সে ঘোর রাত্রিত।
কেমনে ভুতলে তনু না হয় নিস্ত্রিত।।
যুদ্ধ হয়া করিলেক কি প্রকার।
সেজে রাক্ষসের কর্ম্ম কহ কি প্রকার।।
রথ বা কি রূপ তার ঘোড়া কি বরণ।
কি রূপ আয়ুধ যুজ ধনু কি প্রকার[১০০৭]।।
(চর্ম্ম বর্ম্ম মুকুট কুণ্ডল জে বরণ)।
(কহিও শিরূপ তার বাহু যুবধান)।।
সঞ্জয় কহয়ে চক্ষু লোহিত তাহার।
(তাম্রবর্ণ ঊর্দ্ধমুখ রোষ নির্ঘাকার)।।
(দির্ঘ জংঘা রক্ত জিহ্বা স্থূল কলেবর।
(যুদ্ধে পুষ্করনি জেন বিদির্ণ ওদর)।।
বস্ত্রিত ভ্রূযুগ নাসা করাল বদন।
নিম্ননাভি (শোকদাড়ি হরিত বরণ)।।
(শিন শিরে কুণ্ডল কর্ণে বান যুর্ব্বাঙ্গার)।
(কাপের কবচ আবরিতে সর্ব্বকায়)।।
রকত পতাকা ধ্বজযোট আরকত।
অযুচএ যুক্ত রথ শব্দ মেঘবত।।
চারিসত হাত সেজে রথের প্রমান।
অতি ভয়ানক ঘোড়া মাতংগের ঠান।।

১৭৯(খ) শেষ

(তাত চড়ি চাকবেক প্রমান বিস্তার)।
(বিৰ্ঘলে দ্বাদশ হস্ত ধনু বজ্রসার)।।
(হুঁংকার করিয়া সরে ব্যাপি দিগচয়)।
বাইল কর্মক ঘটোৎকচ অনির্ভয়।।
(হুঁংকারের ধ্বনি শুনি সৈন্য ভয়মান)।
(কম্প হৈল সমুদ্রের উর্ম্মি জে বন ধান)।।
(হাসিয়া আসিতে কর্ম বিরোধিল তাক)।
বাইল বহতা হস্তি জেন বহতাক।।
(বাইল দুবক জেন বৃষ হয়া ধুন্দ ধ)।
(হেন তবে দুহার তুমুল মহাযুদ্ধ)।।
(সরে সরু আচ্ছন্ন করিল দুইক দুই)।
বিশেষ বিরক দাহ করে জেন যুই)।।
(রবের ঘোড়া দুইরো দুই ভেদিলেক)।
দুইক দুই সরে জর্জ্জরিত করিলেক)।।
(সর ধরি সরিরত দুয়ো বনমালি)।
চাহন না জায় জেন দুয়ো রম্ভীমালি)।।
(সরে ভত হয়া দুবে সর্ব্বাংগে দুধির)।
(বহিবাক লৈল জেন গৈরিক গিরির)।।
(ধ্বাগক করিআ ধন জ্ঞ সেজে যুদ্ধোজন)।
(মহানিশাতাগত বাড়ায়া আছে রণ)।।
(কতকান রৈল তাক হয়া উপসন)।
(তাত পাছে ঘটোৎকচ বধা করাএস)।।
আপনার) সেনা আর পএস্র সেনাক।
ধনুর শব্দ দত এস্ত করালা সবাক।।

(সরে সে রাক্ষস যুদ্ধ করিব কর্মক)।
(রশ্মি পুঞ্জ জ্বে সূর্য্য জেন সুবাল্য বৃদ্ধক)।।
(কর্ণে করিআছে তাক) জেমত বিশেষ।
ঘটোৎকচ সে করিল করিয়া আবেশ।।
(তাক কর্ম্ম সহিয়া ধনুর নাযবে)।
(দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ দেখাইল্য জত সবে)।।
(গাছে ঘটোৎকচ মহাবল) বীর্য্যশীল।
বোলে মায়া যুদ্ধ করিবাক আরম্ভিল।।
(ত্রিভুন যুসল সেন যুদ্ধের গদাক)।
(বৃক্ষ ধরি অনেক রাক্ষস সেনা তাক)।।
(আবরিয়া আছে ভৈমে হৈছে) যুদ্ধত উদ্যত।
দেখি ভয় হৈলন্ত ব্যথিত রাজা জত।।
(প্রবল সম্বাদ সিংহনাদ তাত গাছে।
(সৈন্য মধ্যে থাকি ঘটোৎকচ করিআছে)।।
(তাক মুনি মহারাজে সনু) অনুমান।
সে সব সকলে হৈল ধনযুদ্ধ ত্যাগ।।
(ভয় নর সকলে ব্যথিত হয়া হৈল)।
(চতুর্দ্দিগে ঘোর শিলা বৃষ্টি বড় হৈল)।।
(সে অর্দ্ধ রাত্রিত আরো) রাক্ষস সকলে।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বরিষিল মায়াবলে।।
(লোহময় চক্র শক্তি ভুসন্ডি তোমর)।
(শতঘ্নি পরিঘ প্রাস ত্রিশুল যুদ্ধ সর)।।
(আকাশত হন্তু এ সকল) হৈল পাত।
জেমন দেখি ভুয় পুত্রগন যোদ্ধা সেবেনাত।।

(বায়বাস্ত্র ব্যাপিত হয়া তস্ত্র বনাইল)।
(কর্ণে বাণ ব্যাপিত ন হৈল না ভাংগিল)।।
(ঘটোৎকচ করিবার লে) ঘোর বায়াক।
বিনাশিল বানি কর্ণ বারি সবজাক ।।
(সূর্য্যে জেন কৈল অন্ধকারক সংহার)।
(মায়া নহু হৈল দেখি পুত্র হিড়িম্বার)।।
(আমরস্তে সর হানি) ভেদিল কর্ণক।।
ভূমিত পসারা বেগে সে উস্ত্র অস্ত্রক।।

১৮০(ক) শেষ

১৮০(খ)

(তবে রনভংগ বৃষৎপত কৌরবেরে)।
(কর্ণ ঘটোৎকচেক ভেদিল দশসরে।।
(কুমারে প্রেশক ক) ক্রি০ বিদারিল জে বন বান।
ভেদ হয়া তবে ঘটোৎকচ বলবান।।
(বর্ম্ম কহলে দুহুচেষ্টে উৎকট ব্যাবায়)।
চএ এক লৈলনু জলনু সূর্য্যপ্রায়) ।।
(বনিরত্নের মণ ডিত) সহস্র আরে যুক্ত।
বধিবাক কর্ণক করিল তাক যুক্ত।।
(সরকরি কর্ণে তাক আসিলে নাশিতে নাশিল)।
(জেন অনুবেজে বৃত্ত বজ্রক খণ ডিল)।।
(চএস্বার্থ হৈল দেখি) ঘটোৎকচ বির।
শর বরিসিল জেন বরিসার নীর ।।
(সেহি সরে জাড়া প্রস্ত করিল কর্ণক)।
পর্ব্বকালে রাহু জেন গ্রসিল চন্দ্রক)।।
(তথাপিতো কর্ণ কোন) না হৈল সম্ভ্রম।
হৈন দ্রু রুদ্র উপেন দ্রুর সম পরাএম।।

(সর বরষিয়া ঘটোৎকচের রথক)।
আচ্ছন্ন করিল জেন মেঘে পর্ব্বতক)।।
(পাছে ঘটোৎকচে) পদা পোটক সেকালে।
করিলনু কর্ণক প্রহার পাবঠালে।।
(কোদণ্ড পণ্ডিত কর্ণ চণ্ড সরে তাক)।
পলটায়া পড়িলেক সে ঘোর পদাক)।।
(তবে ঘটোৎকচ) আকাশক ভেব দিল।
গিরিশ সবদে জেন পরুছ উড়িল।।
(তথা জায়া প্রলয় কালের মেঘ প্রায়)।
(সব দু করি স্তব থৈল লোক ভয় রায়)।।
(তবে করিলনু) নব নব রূপ ক্ষুদ্র বৃদ্ধি।
মিলিল প্রলয় জেন মধু ছয় বৃষ্টি।।
(তবে মায়াবি কর্ণে ভেদিলেক সরে)।
(সূর্য্য জেন কিরণে মেঘক দুর করে)।।
(সবে ঘোড়া) সকলক বারি পারিলেক।
পতক প্রকারে রথবান ছেদিলেক।।
(মেঘপ্রায় কর্ণ আরো বরষিয়া সর)।
জর্জ্জরিত হৈল রাক্ষসের কলেবর)।।
(কর্ণ সরে না ভেদিল হেনমত স্থান)।
(শরীরের হৈল দুই অংগুলি প্রমান)।।
(রাক্ষসে রডিয়া ক্রোধে ঘোর সরঘাব)।
(তথাপিতো ন হৈল বিকল স্বভাব)।।
(দিব্যাস্ত্রের বলে কর্ণ হেন করিলেক)।
(ছেদা জেন ঘটোৎকচ জদ্যপি হৈলেক)।।

(তথাপিতো নির্ভয় দুর্য্যুধ নিশাচর)।
ই দিব্যাস্ত্রক অস্ত্র সবু বন্ধিল কর্ণর)।।
(দ্রু তৎপ ন হৈল কালো এড়ি বিরদন্ত)।
পুনরপি যায়া যুদ্ধ করিল আরম্ভ) ।।
(দেখি কর্ণ দিব্য অস্ত্র জত প্রহারিল) ।
(মেলিয়া বিবুধ মুখ সকলে গিলিল)।।
(তবে ভেদী সতখণ্ড হয়া যায়া বলে)।
আকাশত হন্তু পড়িলনু ভুমণ্ডলে ।।
(সবে লোকে যায়ার না পায়া তার অন্ত)।
(ধরিল যানিঞ্চ মনে সব দুঃ করিলনু)।।
(নবীন শরির পুনু ধরি যায়া বলে)।
সলো দিগে দেবা দিল দুর্যোর রাজসে।।

১৮০(খ) শেষ

১৮১(ক)

(দেখি লোকে লোকে যন্ত্র হৈল পুনর্বার)।
(হৈল তবে একমত উদয় দুর্ব্বার)।।
(ঘোর ভয় দর সাইতে দুরু বাহিনিক)।
(সাগরের) উর্ম্মি জেন কম্পায় ভুমিক।।
(চকবকি চতুত নাগায়া শ্র এ প্রকার) ।
(জলে যন্ত্র হৈল এমন্ত অবতার) ।।
(জলে হন্তু উলেকে উঠিয়া মহাবল)।
সমুদ্রত (হন্তু জেন বাড়ব অনল) ।।
(আরহন করি হেব তুলিত রথক)।
(ছিন্ন চাহি ভুমে ভুমি আকাশ পিথক)।
কর্ণের সমিপ গাছে জায়া বুলিজেক।
না পলায় ওরে রহ রহ বলেতেক।।

(মোর হাত হন্তু আজি জিয়া জাবো তুক্তি)।
(যুদ্ধক তোহোর যুদ্ধ দুর করো যুক্তি)।।
(এহি বুলি রক্তম) চক্ষু হয়া শেষর বসে।
ভেব দিয়া আকাশক যেন সে রাক্ষসে।।
(উচ্চরবে সনু কৈল প্রহার কর্নক)।
(মদমত্ত সিংহ জেন যুদ্ধ গজক)।।
(অপর অনেক সর) কৈল বরিষণ।
সে সর বৃষ্টিক ভবে যুতের মন দুন।।
(সর করি আকাশতে করিল বিনাস)।
(দুর কৈল জেন অন্ধকারক প্রকাস)।।
(দেখিল করিল কর্নে) সে মায়া নির্মান ।।
পুনর্বার ঘটোৎকচ হয়া অনুমান।।
(আকাসত থাকিয়া অপর মায়া কৈল)।
গ্রাস মুখ মুদলক বরষিতে লৈল)।।
(বহু গুঁ কেলায়া) কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
পর্ব্বত কেলায়া যদি করে খণ্ড ভণ্ড।।
(সে ঘোর রাক্ষসি মায়া নিরেখিয়া কর্ন)।
(মা পান্য জোতক কোপে হৈল কানবর্ন)।।
(পেজে অস্ত্র সস্ত্র সৈন বৃষ্টি জত ভবে।
দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করি স্ব বিনাসিল সবে।।
(পাছে ঘটোৎকচ হয়া কাল যেন যম)।
(আকাসত হন্তু সিনা বৃষ্টি কৈল চণ্ড)।।
(পেজে সিনা বৃষ্টি জালে) ঢাকিল কর্নক।
ভবে কর্ন প্রহারিল বায়ব্য অস্ত্রক।।

(গগনতে গে বাদ্যধ্বনিক হৈল দুর)।
(সর বরষিল আরো সঘরে চতুর)।।
(ঘটোৎকচ রাক্ষসের) অশ্ব সকলক।
বহিশ বিনাশিল জেন পতংগ পুঞ্জ ঝুক।।

১৮১(ক) শেষ

১৮১(খ)

(হাসি ঘটোৎকচ তবে হিড়ম্বানন্দন)।
(পুনর্ব্বার গ্রহণ মায়া সৃষ্টি করি অতিসয়)।।
(সঘরে) আরম্ভে সর্ব্বা করি বিপরিত।
অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য হৈল আবেষ্টিত।।
(সে সকল সেনা সিংহ ব্যাঘ্র ভূগ মুর্ত্তি)।
(জাক দরসনে লোক হৈল ভয় বিমুর্ত্তি)।।
(কেহো গজস্কন্ধ চে) কেহো অশ্বত চড়িছে।
করছে শোভিত নানা অস্ত্রক ধরিছে।।
(সে সব সহিতে ঘটোৎকচ চড়ি রথে)।
(চলি আস্যে কর্ণক নিরেখিয়া তাক পথে)।।
(সম্ভ্রম ন হয়া এন্দ ণ) হৈল হয়া আগ।
না সহিয়া তাক ঘটোৎকচ মহাভাগ।।
(প্রহার করিয়া সর পক্ষ লোহ ময়)।
(ভেদিয়া কর্ণক সব দ হৈল অতিসয়)।।
(সকল রাজাক ভাগ) করাইয়া গুনু।
গুন সথে কর্ণের কাটিল শর ধনু।।
(সন ধান করিয়া অঞ্জ ভুলীক নাম বান)।
(তবে কর্ণ ধ্ব ধরিল অপর ধনুখান)।।
(মহা মেঘ সম) বরিষিয়া শরঝাঁক।
পীন ঘনশ্যামক সে রাক্ষস সেনাক।।

(ভেদি একাকীরে অনেক ভেদিলেন)।
(বন্য গজ যুথক যথিল সিংহ জেন)।।
(প্রলয় কালত) বহিস্কৃত সকলক।
যাহ কৈল কর্ম সে করিল রাক্ষসক।।
(গোটিল রাবেন্ত রাক্ষসক যদি তবে)।
(ত্রিপুরক যহি জেন গোতে মহাদেব)।।
(সে কর্ম্ম) কর্মের কুরু পাণ্ড সৈন্য জত।
করিবাক না রাখে চাহিতে অসকত।।
(যাতে নৌকা কম্পে জেন কর্ম বায় হিন)।
(বিনা এক ঘটোৎকচ হিড়ম্বা তাহিন)।।
(যাহে ঘটোৎকচের) চতুর দ্বারে সনু।
কোপে (হর নেত্র প্রায় বহিং নিকলনু।।
(দশনে দশন ঘংশি যদি কলেবর)।
(পিশাচ গজ প্রায় স্থননুর)
(হেন মত বাহন যুযুত ভয়ংকর)।
(যায়ায় রচিয়া রথ চড়ি তাত পর)।।
(সারথিক বুলিলেক কর্ম আছে জথা)।
(বায়ু বেগে সারথি বাহিল রথ তথা)।।
(কর্ম সমে কৈল তথা দুর্যোধ সৈ রথ)।।
(প্রবাহ পরায় বহালন যথপথ।।
(তবে ঘটোৎকচ রুদ্র বিনির্ম্মিত এক)।।
(অস্ত্রচএ যুক্ত বহু অস্ত্র বরিষেক)।।
(লৌহময় তাঞ্চ বহু ত্রিশুলে বেষ্টিত)।
(সূর্য্য বিম্বে জেন বহু রশ্মি বিভূষিত)।।

(প্রফুল্লিত কদম্ব কুসুম্ব জে বন গান)।
(প্রসবে সে অশ্বত্থ এক প্রহর প্রমান)।।
(দ্বিতীয় প্রহর দির্ঘ অতি তেজোময়)।
কপিল কর্নক তাক রাবন দুর্জ্জয়।।

১৮১(ব) শেষ

১৮২(ক)

দেখি কর্ন ধনুসর রথত ছাড়িল।
বাম্প দিয়া সেজে বহু অশ্বক ধরিল।।
(পাছে পুনরপি বাহুবলে আপনার)।।
সে অশ্বক কৈল ঘটোৎকচের প্রহার।।
দেখি ঘটোৎকচে ভেব দিয়া দুর হৈল।
বজ্রে অপুরব সারথিক চুর্ন কৈল।।
(ধ্বজকো করিয়া ভগ্ন পাছে প্রবিষ্টিত)।
(দেখি সবে বিরপন হৈলেন বিস্মিত)।।
পুত্রিল কর্নক মোকে দেখি বীর কর্ম্ম।
তবে কর্ন করি হেন অবানুখি কর্ম্ম।।
(আপন রথত আসি আরোহণ কৈল)।
(অনেক যাপযপন দেখিবাক লৈল)।।
কর্নে জে করিল আকাসত বানি দেবে।
করিবার সে কর্ম্ম পকত নহে কেবে।।
তবে ঘটোৎকচ বানে হয়া কম্পমান।
মৃতকল প্রায় হয়া হৈল অনুর্য্যান।।
দিব্য দিব্য অস্ত্রে জত কর্নে প্রহারিল।
মায়ার প্রভাবে সবস্তত্তে নিস্তারিল।।
এ প্রকারে মায়াবনু মায়ার লাঘবে।
দিব্যাস্ত্রক কর্নের নিস্ফল কৈল সবে।।

তথাবিতো কর্ন ন হইয়া সম্ভ্রম।
যুঝিলেক রাক্ষসক করি পরাক্রম।।
শুনু ঘটোৎকচ নানা মায়া করিলেক।
সিংহ ব্যাঘ্র নাগ বহি দুগান হইলেক।।
বির সকলক ভয় করাবার্নি প্রতি।
এবমাদি রূপে দশোদিগে কৈল গতি।।
সেহো ঠাই কর্নে জর্জ্জরিত কৈল বানে।
সে মায়াক তেজি তবে তৈল অনুর্ধ্যানে।।
মুখ মেলা রাক্ষস লিঙ্গ পিচাস হয়া ধাবে।
চতুর্দ্দিগে ধাত্যে সেন কর্ন যথা আছে।।
কর্নে দেখিলন্তু ঘটোৎকচ আন্য পাস।
উগ্রবাক্যে মনু তার তপাজায়ক্রোধে রাস।।
সে রাক্ষস সকলক খেরি বহুপরে।
প্রতি প্রতি ভেদিল সবারে কলেবরে।।
দিব্য অস্ত্রে নাস করি রাক্ষসি মায়াক।
মারিলেক পরে ঘটোৎকচের খোড়াক।।
সে মায়া বিহিন হয়া ঘটোৎকচ বির।
কর্নক বুলিল বাক্য জলদ গম্ভীর।।
করোঁ তোর মুণ্ডি মৃত্যুক বিধান।
এহি বুলি ক্রুদ্ধ পুনর্বার তৈল অনুর্ধ্যানে।।
সঞ্জয় বদতি নরনাথ সুন কথা।
কর্ন রাক্ষসের ঘোর যুদ্ধ তৈল তথা।।
সে বেলা আবেসে আসি বিষম সংগ্রামে।
সমন্যে আবৃত হয়া অনায়ুধ নামে।।

অনেক কালের জ্ঞাতি বৈর ভাব স্মরি।
ভীমসেন পন্থক বধিতে ইৎসা করি।।
আর জ্ঞাতি হিড়ম্ব কির্ম্মির দুরাচার।
ব্রাহ্মণকে জে সকলে করনু আহার।।

১৮২(ক)শেষ

১৮২(খ)

সেজে রাক্ষসের রাজা মহাদুষ্টশীল।
তাঞ্চ তমু পুত্র দুর্য্যোধনক বুলিব।।
কি কহিবো মহারাজা সুনিয়ো আপনে।
জেরূপে এ ভীমে হিড়ম্বার প্রয়োজন।।
বধিছে দুর্ব্বার ঘোর বান রব বগ র্ণক।
হিড়ম্ব রাক্ষস আদি অন্য রাক্ষসক।।
পরাভব আমাক করিছে এতদুর।
এতেকে ইহার আজি গর্ব করি চুর।।
নর রথ বাজি গজ মোদ রণ মনে।
পেশিবাক আসিআছোঁ যমের সদনে।।
বাসুদেব ঘটোৎকচ কুন্তি পুত্র জত।
আঘাত্য সহিতে মারি খাইব মুরুখত।।
নিবারণ করোঁ রাজা তোমার সেনাক।
কি করো সবরে সবে নিরেখিবা তাক।।
তবে অনাহুতের সুনিঞা সে বাক্যক।
হর্ষ হৈল দুর্য্যোধন নৃপতি তিলক।।
ভ্রাতৃগন সমে আনি বেষ্টন করিলেক।
পাছে অনাহুতক সাদরে বুলিলেক।।
তোমার আগত করি অনুচর সনে।
যুঝিবো আজি বিপক্ষ রনে।।

সেনা হৈছে উৎসুক পঙ্গুক ॥x বধিবাক।
রহিবারে না হয় কেবলে বধো তাক।।
যানি অনায়ুধ তবে তার সে বাক্যক।
নিজ সৈন্য সবে থান্য ভীমের পুত্রক।।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ পুছে ধৃতরাষ্ট্র বির প্রেশবে।
থান্য ঘটোৎকচক রাক্ষস অনায়ুধে।।
কি বন ্যান শব দ তার রথ কি বন ্যান।
তনু বা কি রূপ তার ধনু কি প্রমান।।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি ঘটোৎকচ জেন রূপ।
তারো রথ শব দ ধনু সবে সে সুরূপ।।
(শিখু মুখ শিখু অংগ কিরিটি) উদ দীপ্ত।
দেহার পরীরে তানুকের চর্ম্মে লিপ্ত।।
রহিল সকল হস্তিসম স্থুলকায়।
রথঘোষ মেঘের সমান চিত্রে যায়।।
(ভুসন ্ডি শিখুল পদ্য মুসল মুদগর।
(এ সকলে সনু ঘটোৎকচ বরাবর)।।
স্থুলাধিক নাহি সম সকল প্রকারে।
অগ্নি (যেজে তেজ সম রথে থাকিল অনির্ব্বারে)।।
(অনুচর রাক্ষস সকল তার থান্য)।
(থান ্ডবি বিরক যুদ্ধিলেক সবে আন্য)।।
সঞ্জ ক্রুদ্ধ বদতি তবে কুরু সেনা জত।
(অনায়ুধ আইবার দেখি সেকালত)।।
(অপার হর্ষক থান্য জত রায় আছে)।।
(দুর্য্যোধন আদি তুন্ধ পুত্র সবো পাছে)।।

১৮২(খ) শেষ

পুনর্জ্জন্ম হৈল হেন বাসি তাতবর।
(নৌকা পায়া চাহে জেন তরিতে সাগর)।।
(ত্যাগতে পুত্রিল অনায়ুক গৌরবে)।
(অমানুষি ঘোর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল তবে)।।
কর্ম্ম রাক্ষসের সহীপক বাসি জায়।
থাক ন সকল রাক্ষস রহিলনু রন ঠায়।।
(ভেবতে তোমার সৈন্য চাপিয়া যে শহরি)।
(যুদ্ধ চাহি হৈল জেন চিত্রের পুতলি)।।
সে রাত্রিত দেখি ঘটোৎকচের কর্ম্মক।
স্তব্দ হয়া হৈল বাসি চতুত চর্ম্মক।।
(ক্রোপ ক্রোনি কৃপাদিয়ো কর্ম্ম এ প্রকার)।
(নাহি করে এ বুলিয়া করি হাহাকার)।।
অচেতন হৈল সবে স্তম্ভ কুম্ভবত।
নিরাপাও হৈলনু কর্ণের জিবনত।।
রাবেন্নক দুঃখ ভবে দেখি দুর্য্যোধন।
রাক্ষসের বৈন দু অনায়ুক তখন।।
বুলিলনু কর্ণে ঘটোৎকচের সহিত।
অভিমন্যু যুদ্ধ করি হয়াছে দুঃখিত।।
ইহাত জে নাগে করিতে উপায়।
তাক তুমি প্রতিজ্ঞা করিও রাকাশ যথাকায়।।
এজে ঘোর যুদ্ধ হৈব ঘটোৎকচের নিপাত।
এ তার রাক্ষস রাজা অর্পিলো তোমাত।।
সুনি তাক অনায়ুবে অংগিকার করি।
ধায় ঘটোৎকচের বধক অনুসরি।।

তবে বিড়িম্বার পুত্র ভেজিয়া কর্ণক।
ধান্য যত যুবরাজ জেন গজেন যুক।।
বড় বিড়া পিড়িসেক হানি উচ্চশব্দ।
ঘোর যুদ্ধ হৈল তবে দুই রাক্ষসরে।।
করিনি কারনে জেন হয়া মহাক্রুদ্ধ।
বনে দুই মত্ত হস্তি জেন করে যুদ্ধ।।
রাক্ষস সকল সেন ছাড়িয়া কর্ণক।
যুদ্ধ হয়া কর্লে তবে পাবন ভীমক।।
ভীমে তবে কর্ণক করিয়া অনাদর।
হৈড়ম্বক বধা অনায়ু নিশাচর।।
যুদ্ধ করিবাক সেহে জে স্থমিক নাবি।
তথা পর বরিসিয়া সেন মহাভাবি।।
তবে ভীম আসে অনায়ু নিরেখিয়া।
পাবন তাহাক ঘটোৎকচক ছাড়িয়া।।
আস্কান[১০০৮] করিল বৈরভাব সুবরিয়া।
সসৈন্যে তাহাক ভীম ভীমে পর বরিষিয়া।।
বিবিধ আয়ুধে অনায়ুক চাকিল।
মেঘে জেন বৃস্টিএ গিরিক আবরিল।।
অনায়ু রাক্ষস ভীমক বারম্বার।
সেহিমত কৈল বারাবার।।
তবে আরো অপর রাক্ষস জন যায়।
তারাও তবু যুদ্ধের জয় কাঙ্খায়।।
নানা অস্ত্র প্রহারিয়া পাইল ভীমক।
অসংখ্য পতংগ জেন দিপু অনলক।।

অনেক বিদ্ধিত হয়া তবে ভীমসেন।
পঞ্চ পঞ্চ শরে সব-শতকে ভেদিলেন।।
বরযোনি তবে সে রাক্ষস অবিচ্ছেদ।
মৃতকল্প হৈল ভীম শরে হয়া ভেদ।।
তমুল সমর করি তাত অনন্তর।
মনোদিশে পানাইল সবে নিশাচর।।
ভীমসেন সে সেনাক বেদায়া দিয়া ভঙ্গ।
বাহ্য অনায়ুধ তবে রাক্ষস দুর্বাহু।।
পানাইত তিন্ন অগ্রসরের প্রহারে।
সন ক্রমে ভীমক ভেদিলেক দুরাচারে।।
ভীমসর হানিল তাহাক নিরন্তরে।
কতেক কাটিল কতো করিলন্ত করে।।
তবে ভিন্নে দেখি রাক্ষসের পরাঙ্মুখ।
মারিল পলার পাবঠান বজ্রোপম।।
সেজে পরা আর সিতে পলার বাড়ি মারি।
ভীমের সঙ্গ লাইক পঠাইল দুরাচারি।।
তাক দেখি সেজে রাক্ষসক ভীমসেন।
পুনু ধনু ধরি শরবৃষ্টি করিলেন।।
ভীমের শরক তবে পানাইত পরে।
দেখি নিরর্থক করিলন্ত নিশাচরে।।
রাক্ষস সকল অনায়ুধের আবেশে।
মথিলেক মারি গজযুথক বিশেষে।।
সাগ্র পাক্ষ নের পৃঞ্চ ভূজের হয় বন্দিত সব।
সানু হৈল পায়া রাক্ষসের উপদ্রব।।

তবে কৃষ্ণ দেবে অর্জুনক বুলিজন।
দেব রাক্ষসের বন্ধ হয় ভীমসেন।।
এতেকে তাঁহের তুল্য সহায় অধম।
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি প্রমুখে বীরগন।।
উত্তমোজা যুধামন্যু রাজের সংঘে।
রহু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদির পুত্রগন রংগে।।
সহদেব নকুল সাত্যকি বীরবর।
অন্য রাক্ষসের সনে করোক সমর।।
তুমি দ্রোণ প্রমুখে বীরক সংগ্রামত।
নিবারণ কর কার্য্য নাহি বিলম্বত।।
(কৃষ্ণে এ বুলিলে মহারথিগন)সবে।
জাক(ক্ষে বুলিল তাএঁ করিলন্তু তবে)।।
তাত পাছে অনায়ুধ রাক্ষস প্রধানে।
আকর্ণ পুরিয়া ধনু পর্ব্ব (সমধানে)।।
(কাটিল ভিমের ধনু তাহার প্রহারে)।
(ঢোড়া সকলতো সরে তাড়িল) দুর্ব্বারে।।
সারথিক মারিলেক আগতে ঔসর ভীমের।
অশুহিন (রথ হল্লে তবে বৃকোদর)।।
(গদাস্ত দিয়া নামি গদ দু করিয়া আস্ফোট)।
(ধাত্রা অনায়ুধক গদার দিল) চোট।।
প্রেশণে অনায়ুধ মারি গদার প্রহার।
সে গদায় গদা ধন ড ধন ড হৈল তার।।
ঘোর নাদে দিল রাক্ষস তাতপর।
ভিমে তবে দেখি তার কর্ম্ম ভয়ংকর।।

মন্ত্রের অপর পদা ধরি পুনর্ব্বার।
কম্পালোক বুধিবি প্রহারে তাহার।।
নর রাক্ষসের হেনমত তাতপর।
নিশিল ভুমুল যুদ্ধ দেখি লাগে ডর।।

১৮৩(খ) শেষ

১৮৪(ক)

ভয় হয়া দেব পদা তাক পরিহরি।
দুক্কো দুই প্রহারিল যুদ্ধি দৃঢ় করি।।
তাকো সহি দুক্কো বির অপর প্রচণ্ড।
রথচক্র রবের জোৎগাল ঈষাদণ্ড।।
এবমাদি গান্য মানে ধরি তাক তাক।
তুমি তুমি প্রহারিল দুহার দুহাক।।
দুহার শরির তবে রুধির ঝুধির।
ধারা সারে বহে জেন গৌরিক গিরির।।
তবে বাহু যুদ্ধ দুক্কোজনে কোপবসে।
হস্তিক হস্তিএ জেন হস্তে আকরসে।।
(দুর হন্তু দেবি তাক কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধ)
(তিনক রাখিতে মঠৌ ৎকচক পাকি ন)।।
তুহ্ন পিতা তাঁর আর অপর সেনাক।
রাক্ষসে করিল তুম্ভ দুর দেব তাক।।
মন্ত্রের কর্ণক তুমি তেজি ইশানিক।
বধি[১০৩৯]অনায়ুধ বকাসুরের ভ্রাতৃক।।
পাছে রাখেন্তুক বধ আসি মহাবীর।
প্রভাতের রবি জেন সংহারি তিমির।।
মঠৌৎকচ তবে বাসুদেবের আজ্ঞা হয়।
গান্য অনায়ুধক বুধকায় সিংহনাদ্য।।

মহোগ্র রাক্ষস অনায়ুষের সহিত।
হৈল ঘটোৎকচের তুমুল সে রাত্রিত।।
তবে বেগবন্ত[১০১০] ধরসনে ভয়ানক।
ধনুর্দ্ধর রাক্ষসের যোদ্ধা সকলক।।
সহদেব সাত্যকি নকুলে জায়া বেদি।
মারিলন্ত সানাইত পরে ছেদি ভেদি।।
বড় বড় কপিধ্বজ বর্ষক তাত পর।ন্তু
চতুর্দ্দিগে বেনাইল্য অর্জ্জুনে[১০১১] হানি পর।।
কর্ণেন্দ্রো ভেষতে যুযুৎসু বিবন্তিক।
দ্রৌপদেয় পক্ষ পাক রাক্ষের বাহিনিক।।
পরে জর্জ্জরিত করি বেদাল্য তাথাক্ত।
তীব্র মুত কল্প তবে দেখি তা সন্মুক।।
বাধিল কর্ম্মক পর করিণা বিপুল।
আসি তথা সহদেব সাত্যকি নকুল।।
একসাথ হয়া সবে যুঝিল কর্ম্মক।
পাক রি সকলে যুদ্ধ দিলন্ত দ্রোণক।।
তবে ক্রুদ্ধ হয়া অনায়ুষ সেবেলাত।
হানিল পরিঘ ঘটোৎকচের যুদ্ধাঁত ।।
কিঞ্চি ভেক তবে ঘটোৎকচ মহাদন্তি।
মুর্চ্ছিত পরায় হয়া রহিলন্ত স্তম্ভি।।
তাত পাছে সতেক ঘন ঘাঁএ অবৎকৃত।
সুবর্ণx সুবর্ণে ভূষিত অগ্নিপ্রায় প্রজ্বলিত।।
হেন মহাবোট ঘটোৎকচ বীর্য্যশীল।
বড় করি বলে অনায়ুষক মেলিল।।

অনু রব সারথিক তাহার দুহারে।
চূর্ণীকৃত করিল পর্ব্ব আতকারে।।
তবে অনায়ুধ ভগ্ন রথক তেজিয়া।
উপরক নাবি গেল আশ্ব এক দিয়া।।
করিয়া রাওনি যায়া বাবি আকাশক।
বিদ্যুতে যুগুত মেঘ হয়া ভয়ানক।।
হৈলেন বৃষির বৃষ্টি পর্য্যা অসংখ্যাত।
চট্‌চট শব্দ দে সনু বজ্র হয় পাত।।

১৮৪(ক) শেষ

১৮৪(খ)

রাওনের রাওনে দেখিয়া ঘোর মায়া।
ভেব দিয়া ঘটোৎকচ উপরক জায়া।।
মায়াবলে হয়া ঘোর প্রচণ্ড বাতাস।।
অনায়ুধ করিবার মায়া কৈল নাস।।
মায়া নষ্ট হৈল দেখি করি কোপ দৃষ্টি।
পুনু হৈলযুক কৈল মায়া পর সৃষ্টি।।
অনায়ুধে আরো পর বৃষ্টিক করিল।
শিলাবৃষ্টি পরবৃষ্টি দিবক লাগিল ।।
তবে অদভুত ঘোট হৈল সেবেলাত।
দুযোজন মায়া অশ্ব কৈল অসংখ্যাত।।
লোহময় পরিঘ মুষল প্রাস শূল।
শিনাক পট্টস চক্র মুদ্গর বিপুল।।
অযোমুড় উড়ুবল গতিক তিন দিগাল।।
দুযো বীরে কৈল এববাদি অশ্বজাল।।
বিপক্ষলাক চম্পক বদিরলো বিদার।
সমীর পলাস অবিদ্ধ কর্ণিকার।।

২৫৬৪ বদরী সাল সিদ্ধ পাসবন।
রসাল তমাল তাল বকুল হিঞ্জল।।
এবোধাদি বৃক্ষ সেবি হনু দুয়ো নিশাচর।
কতবা মণিল আর বিরির পীবর।।
বিঞ্জ বাসবের যুদ্ধ হৈছে জেন মত।
বালী সুগ্রীবের জেন সংগ্রাম দুর্জ্জত।।
সেহিমতে নানা অস্ত্রে কৈল দুয়ো যুদ্ধ।
পাছে মানাবিত বড়ুপ লৈল হয়া ক্রুদ্ধ।।
দুয়োরো শির ছেদিবাক নিখিওক।
দুয়োজনে পরিলেক দুহার কেশত।।
পাছে অনায়ুষক বরিল বলে সনু।
যাবাক আগেব অবলেক করিলনু।।
তুমি তবে তিবান বড়ুপের বারি চোট।
কুণ্ডলে মণ্ডিত শির ভিনন্ন যুণ্ড মোট।।
পাছে ঘটোৎকচ মোর তেজিল নিস্বন।
সুনি ভূতাবর্ত্ত তার আরো জন গতিগন।।
সিংহভয়ে ভাগিল মৃগের জেন পাল।
অনায়ুষ বধ তবে দেখিয়া পাকল।।
পাণ্ডু সৈন্য সিংহনাদ করিবাক লৈল।
সতভেরি সহস্রেক শংখ বাদ্য কৈল।।
সে বিজয় রাত্রি তবে পাণ্ডব সকল।।
অতিসয় শোভা কৈল করি কোলাহল।।
(তবে অনায়ুষের মস্তক লেকালত)।
আয়া ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের অগত।।

পাঠালে কেনাইন যাদের অধিক পরবে।
অনায়ুধ বধ দেখি কুরুরাজ তবে।।
(হৈ সেন বিবনা রাজা সেনা সমন্বিত)।
বিবনা দেখিয়া যৎকোচিত হৈল চিত্ত।।
অনায়ুধে ভীমক যাহিতে প্রতিজ্ঞা কৈ।
করি সেন দুর্যোধনে আনি আছে তাকে।।
এমত বলত যানিলমু দুর্যোধন।
এবে সে ফিরায়ু হৈল মোর ভাগ্যগণ।।
ঘটোৎকচ যদি অনায়ুধক যাহিল।
ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ব হৈবেক যানিল।।
সঞ্জ কুরু বলতি অনায়ুধ হৈল নাস।
ঘোর শব্দ দুনে ঘটোৎকচ যৎখিল আকাস।।

১৮৪(খ) শেষ

১৮৫(ক)

শুনি সবে সৈন্য গণে হৈসেন বিবর্ন।
অনায়ুধে না যাহিল দেখি তবে কর্ন।।
(পাকসান সৈন্যত আহ্বা যাহ্বা প্রবেসিল)।
দশ শব্দ তবে দুদুদ্যুক্ত ভেদিল।।
গুনু কর্নে আকর্ন পুরিয়া টানি ধনু।
সরকরি ভেদিলেক বিবধ ভিন্ন তনু।।
(সরে উত্তমৌজা যুধামন্যুক প্রভাবে)।
(সাত্যকিকো কম্পকৈল নারাচের ঘাবে)।।
তবে তা সমুহ বাণ বদিল উচ্চকে।
দেখিলি যখ ভয়াকারে ইংলার ধনুকে।।
(সর বৃস্টি রথ যোদ ধনুর নিস্বন)।
(কৈল বরসার জেন মেঘের গর্জন)।।

তবে কর্ণ বান বরিষিয়া বজ্রাধিক।
বিনাশিল তা সবার সে সরবুষিক।।
(সরে ছিন্ন ভিন্ন কৈল কাহার বুজক)।
প্রপীড়িত করিল কাহারো সরিরক।।
হত অশ্ব সারথি হৈলেন কতমত।
কতেকে পুসন্ন[১০১] হৈল তোমার সৈন্যত ।।
যুধিষ্ঠীর সেনা তেজি বিজয়র মুখ।
[illegible] বিতৎসে পলায় হয়া বিমুখ।।
দেখি ঘটোৎকচ অতিশয় ক্রোধে নড়ি।
ধনি রৎন কাঞ্চ সে বিচিত্র রথে চড়ি।।
দেখ প্রায় নাদ করি বজ্রপ্রায় সরে।
পিতৃ বৈরি কর্ণক ভেদিল দুরুদুরে।।
পাছে কর্ণ ঘটোৎকচ আবেশ পুর্ব্বক।
কর্ণিক নালিক শিলিমুখ [১০১৩]নারাচক।।
বন্যাহত বৎসণ ড বরাহ কর্ণক।
বিপাট বুরপ্র আরো অনেক পায়ক।।
হানিল দুহকো দুই করিয়া সন ধান।
নাহি ন্যূনাধিক দুয়ো দুহারে সমান।।
কর্ণ ঘটোৎকচ দুয়ো দুভাবে অপার।
দুহক দুই না পারে বিশেষ করিবার।।
চিত্র যুদ্ধ দুহার দিনিল বারদ্বার।
উভয়ি বিস্মাপক কর্ণে করিল প্রহার।।
বিশেষ করিতে প্রহারিল মহাতাপ।
তিমিরক জেন রবি কৈল রশ্মিত্যাগ।।

তাঞ্চ হৈড়ম্বের ঘোড়া সারথি রথক।
বজ্রে বিনাশিল জেন গিরীর পুংথক।।
রথ মস্ট হৈল ঘটোৎকচ যায়াবান।
খণখক নাদি সেল হয়া অনু র্যান।।
পাছে বুছিলনু হুতরাস্ট্র নরেশ্বরে।
কর্নক না মারি এস্ট জোধি নিশাচরে।।
খণখক নাদি সৈল রাক্ষসি মায়ায়।
কহ মোক তাঞ্চ কৈল কেমন উপায়।।
সঞ্জ কহু বদতি হুতরাস্ট্রক সম্মুখি।
অনু র্যান হৈল ঘটোৎকচ এস্টজোধি।।
সকল কৌরব তবে ভয়ে জে বুলিল।
কর্নক না মারি ঘটোৎকচ দুষ্টশীল।।
নুকি দিল যেন অবরন্যাত চন দুষা।
যায়ায় মারিব কালো না করিব ক্ষমা।।
দেনাক বিকল কর্ন দেখিয়া সেকালে।
দবদিলে আজ্ঞন্ন করিল পর জালে।।

১৮৫(খ) শেষ

১৮৫(গ)

সে বেলাত সূর্য্যপুত্র জ্ঞানহন্ত, কোদন্ড খণ্ডিত।
সিকার মাথব দেখাইল বিপরীত।।
কোন কালে টংকার করয় ধনুবান।
কোন কালে টোন হন্ত তে তুনি নয় বান।।
কোন কালে জোড়ক জোড়ে কোন কালে প্রহারয়।
নবি জ্ঞান কেহো নির্নয় করিতে না পারয়।।
তাক দেখি ঘটোৎকচ খণখণ মণ ভঙ্গ।
হৈলেন লোহিত রূপ মেঘ মায়াবন্ধে।।

দাহ অবনির দিবা প্রায় দিখি যুত।
রাক্ষসের সে মায়া দেখিনি অদ্ভুত।।
কৌরবে ধরিয়া আছে উল্কা জত রায়।
তাঙ্ক হৈল সে মেঘের বিদ্যুত পরায়।।
অন্য পব সু সকল পর্যন্ত হৈল তার।
অস্ত্র সস্ত্র পড়ে জেন বৃষ্টি ধারাসার।।
বুহু পুংব পরবক্তি যুহল বিপুল।
যুদ্ধ ভয় ভোবর পদা পরিথ ত্রিপুল।।
পতত্রি পট্টিশ প্রাস যষ্টি তিন দিগাব।
বৃষ্টি কৈল এবমাদি মায়া অন্তজ্জাল।।
দিবাবৃষ্টি কতবা কৈল অমংঘাত।
নাশিলনু কতবা করিতে বজ্রপাত।।
ঘট্ট টৌংথ যুরপ্ত চক্র বরিষিল কত।
তাক কর্ন নিবারিতে ন হৈল সকত।।
তবে পরবাবে পড়িলনু যত হয়।
বজ্রঘাতে পড়িতে নাগিল হস্তি চয়।।
দিবাঘাতে পাত হৈল মহারথ সব।
এ সবার সেজেবা হৈলেন ঘোর রব।।
এ প্রকারে ঘটোৎকচ ভীমের কুমার।
দুর্যোধন সেনার করিল মহামার।।
তবে দুর্যোধন সৈন্য রাক্ষসের ডরে।
হাহাকারে ভূমি আর্ত হয়া গতি করে।।
যুদ্ধ যুদ্ধ ভেদ্রিয় প্রধান জে সকল।
ন হৈল বিমুখ তারা বজ্রাঘাত কেবল।।

সেনাক বিপন্ন দেখি নতি মহাতন্ত্র।
রহিল বিকল হয়া তনু পুলচন্ত্র।।
উন কামুকবনুবাণে বেড়িয়া চতুর্দ্দিগে।
ঘোর ভয়ানক শব্দ মুকৈল অহর্নিশে।।
তাক দেখি হৈড়ম্বের রাক্ষস সকলে।
গর্জ্জিয়া বেড়ায় নিরেখিনি কুরুদলে।।
(তবে শিখিণ্ডি শিখু যুধ শিখুজিত্যা শিখুদনু)।
(শিরিত্রাণ্ড ভিষণ শরির যুধে সনু)।।
আকাশক রাক্ষস সকল অমংখ্যাতে।
তোমর পরিঘ প্রাশ শুল লয়া হাতে।।
(এবমাদি অস্ত্র বৃষ্টি করি মৈঘ প্রায়)।
(সর্ত্তিক হস্ত হয়া সবে নির্ভয় বেড়ায়)।।
সে অস্ত্র বৃষ্টিত তুয় কটক নিঃশেষ।
সে বেলাত হৈল সবে দুঃখত প্রবেশ।।
(চুর্ন হৈল রথ যে অস্ত্রের ঘাবে)।
(হয় হস্তি সবে চুর্ন হৈল সেহি ভাবে)।।
অভয়ক্ত হে যাপে হে তাপে ভয়াতুর।
(ন ছাড়য় কাহাকো করয় সবে চুর)।।
(সে যুদ্ধ থে কৌরব সব হৈতে সর্বনাসে)।
ভংগ হয়া পালাইতে কহনু আটাপে।।
পাণ্ডবের নিমিত্তক ঈন যু সমস্থিতে।
দেবতা সকলে যারে জানিবা নিশ্চিতে।।
এ বুলি ভারত সেনা ভাগে অমংখ্যাত।
কেহোঁ তার রক্ষক ন হৈল সেবেলাত।।

সে তনুত্র সবরত পালাইতে তরে।
কারো কেহো চিনিবাক না পারিল মুরে।।
সেজে অবর্যাদ যুদ্ধ খেতেজিয়া হরিণ।
১০১৪শূন্যময় যাত্র নিরেখিল চতুর্দ্দিগ১০১৪।
রাক্ষসের অস্ত্র বৃষ্টি ধরি বৃদযুত।
রহিছে কেবলে কর্ম যাত্র সে স্থনত।।
সে মায়া যুদ্ধ ত তাঞ্জ মহানন্দ জানিল।
করিতে দুস্কর কর্ম্ম মোহ ন হইল।।
ধরে সনু চাকিনু সকলে আকাস ।
বরষার মেঘ জেন বাণিল বিসপাস।।
সৈন্য সব বাক্সিক আদি কৌরব সকলে)।
রাবেন্দ্রক তনুযুক্ত না দেখি কেবলে।।
রাক্ষসের তনু আর নাহি জানিলনু।
পুজিলনু কর্নক পুসংপা বাক্যে সনু।।
দেখি পাছে চক্রযুক্ত সতঘ্নি অস্ত্রক)।
(মারিলেক রাক্ষসের চারিও ঘোটক)।।
তবে অনুহিন রথহন্তে সে রাক্ষস।
১০১৫গাদ্ব নিয়া পুথিত নাশিল মহাজসে১০১৫।।
(জদ্যাপি দুর্দ্ধনা হৈল তথাপি দুর্জ্জয়)।
(মায়াবলে দিব্যাস্ত্রক করিল সংহার)।।
সবাকে ব্যাকোহ আরো করিল মায়ায়।
যুদ্ধ মেলি কাজে জেন খিলিবাক চায়।।
দেখি সবে কৌরবে মতিশ্রম মহাভয়।
আর্ত্ত হয়া কর্নক বুলিল সে সময় ।।

আজি ইন দ্রুদত পতিপাট অনিবার।
সত্বরে প্রহার করি হৈড়ম্ব কুমার।।
অন্যথা যহাঞ্জ পার্ডরাশ্ব জত রাড়।
সবাকে মারিব ঘোর রাক্ষসী মায়ায়।।
যদ্যপি অর্জুন ভীম বিএস্থী দুর্জ্জয়।
যহাত অধিক তাঞ্জ কি করিব আর।।
জাক তুমি পুত্রাহ পার্থক মারিবার।
আজি রক্ষা পড়িলে সে বধিবা তাহাক।।
এতেকে এ রাত্রি আজি আমাক রাবেক।
এ পাপ মূর্ত্তিক সেহি পতিস্থে মারেক।।
রাত্রি যুদ্ধ হৈ যন দ্রু কল পু[১০১৬]কৌরব সকল।
মন্দ না হউক তুরা কর মহাবল।।
যদ্যপি আপনে দ্রুত কল পু হৈছে কর্ম।
ত্রাসে কুরু নৃপতিক দেখিয়া বিবর্ন।।
কৌরবের সুনি আর্ত্তনাদ করিবাক।
ভয়ে বিদ্যাদুল দেখি সকল সেনাক।।
একদন্তু নিবহিনী অযোধ পকতি।
হৈড়ম্বক নাশি জেপিবাক হৈল মতি।।
ঘোররূপে পুর্ব্বে পুরন দুরে দিছে তাক।
অর্জুনের বধকাজে রাখিআছে জাক।।
দুরন্ত কালের অধনির উর ফাসর।
অনুকের অনু করিবার জাঞ্জ জম।।
মৃত্যুর ভগিনী জেন হৈছে অবতার।
তাক কর্ম্মে হৈল ঘটোৎকচক প্রহার।।

তাক দেখি ভয় হয়া তাঁদের পরান।
কৈল আপনাক বিনু অন্য পর্বত প্রধান।।
তিলেক পাষান্য রক্ষা করিবাক স্থান।
পাছে জানিলনু আর না জায় এড়ান।।
কর্ণ হন্তে যুক্ত পক্ষিম দেখি সেকালত।
ভূতগন হাহাকার কৈল আকাশত।।
ঘোর বায়ু বহিতে লাগিল সেবেলাত।
হৈ গেল কতবা বজ্রযুগুত নির্ঘাত।।

১৮৬(ক)শেষ

১৮৬(খ)

তবে পক্ষিম বায়াক করিয়া তম্বমাত।
অতিভেদ করি ঘটোৎকচের হিয়াত।।
নক্ষত্র যন তলে প্রবেশিয়া পাতুগতি।
উদ্ধ পথে চলিলেক যন ঘুরের সকতি।।
তবে দৈবী মানুষী রাক্ষস অস্ত্র সনু।
নানান প্রকারে চিএ যুদ্ধ করিলনু।।
বিবিধ ভৈরব নাদ করি নানা ভাবে।
পাছে যন দুষিবার পক্ষিম ধুরু যাবে।।
হয়া মেঘ পর্বত পরায় প্রকাশত।
আকাশত সন্তে পড়িলনু ধরিবাত।।
অতিমন্থ ঘোর রূপ হয়া তেজি প্রান।
পক্ষিতেন্দ্রো হৈলন্থ রাক্ষস মায়া বান।।
তোমার সৈন্য সৈন্যের এক প্রদেশ ব্যাপিয়া।
মারিলেক বায়াময় পরাস্ত্রে বর্ষিয়া।।
মায়াবি রাক্ষস হত হৈল দেখি তবে।
হর্ষ হয়া সিংহনাদ করিল কৌরবে।।

শংখ ভেরী দুন্দুভি যুদ্ধের বাদ্য হৈল।
পর্ব্বকালে সাগর কল্লোল যেন হৈল।।
কর্ণক কৌরব পূজা হৈল সেকালত।
বুজিছে বহুত গলে যেন দুক্ষ জেমত।।
রথস্থিত তোমার পুত্রক তাতপর।
আলিংগন করি কর্ণ বহাবনুদ্ধির।।
প্রবেশিল সিন্ধু পুত্রাদু আপন সৈন্যত।
ঘটোৎকচ বধ কথা হৈল সমাপত।।
সঞ্জয় কহয় বদতি ঘটোৎকচ মরি গৈল[১০১৭]।
পাণ্ডব সকলে লোকে সন্তোষক হৈল।।
আন মনে গোবিন্দ হৃদয়ে নৃত্য করিআছে।
দেখিয়া শিনির এয়া পার্থে খুছে পাছে।।
হৈড়ম্বের বধে সৈন্য পালায় আমার।
বিপাদ কালত কেনে আনন্দ হৃদয় তোমার।।
চিত্ত হৈলেন লোকে উন মনা [illegible] আমারে।
প্রবীন অভাবে যেন বজিছি আন ধারে।।
তাত দুক্ষ হর্ষ এত্তে অতি সোপা কথা।
থাকিব ইহাত কোন কারণ মর্ত্তথা।।
(হেন সুনি বাসুদেব সিংহনাদ করি)।
কহিলন্তু অর্জ্জুনক আলিংগিয়া ধরি।।
এত্তে পণ্ডিম হৈড়ম্বক করিয়া সন্মান।
আপনাকে কর্ণ হত হৈল হেন জান।।
(এ অমোঘ শক্তি ধরি কর্ণ রহে জবে।)
(তাক যুদ্ধে এমত যুদ্ধব নাহি তবে)।।

কর্ণের অভেদ আরো কবচ কুণ্ডল।
ভাগ্যবশে তোমার রহিছে অবল ভল।।
(একপত্নী নিবহিনি অযোধ সকতি)।
(সৈন্যাছে ইহাঞ তোক বধিবাক প্রতি)।।
সে সকতি হৈল ঘটোৎকচত নিবর্গন।
ঘুনর্মন্থ পুনর্যন্ম হৈলা হর্ষ হৈল এ নিধান।।
(কবচ কুণ্ডল পড়িম থাকিতে কর্ণত)।
জিনিলেক হন্থ তবে তিনিও জগত।।
কর্ণ যদি কবচ কুণ্ডল যুক্ত হন্থ।
কুবের বরুন যম ইন্দ্রো না পারন্থ।।
(তুমি আমি কৈলে চক্র পাণ্ডব উদ্যত)।।
কর্ণক ন হৈলো জিনিতে সকত।।

১৮৬(খ) শেষ

১৮৭(ক)

কবচ কুণ্ডল পুর্বে তুন্থ হিত কাজে।
বিপ্রবেসে কর্ণের হরিছে দেবরাজে।।
দিন্যাছে কবচ কায় কাটি আপনার।
হৈন্যাছে এতেকে বৈকর্তন নাম তার।।
কবচ কুণ্ডল পড়িম কর্ণত আহন্থে।
হত প্রায় মানিছিলো তোমহ্ন তাহন্থে।।
প্রান সখি সে তোমার ১০১৮ দুসন্থের শেন।
ঘটোৎকচ পড়িলে আজি সে দুর হৈন।।
দুর্যোর দুর্দ্দিন দুর হৈলনু তোমারে।
আর তোক কর্ণে কিছু করিতে না পারে।।
(সত্য করি কহ সখি কথা মুন মোর)।
এন্তে কর্ণ বিরের গুনের নাহি ওর।।

তপস্বনি[১০১৯] জত ব্রত ব্রহ্মন্য পরম।
সত্য বাদি জিতেন্দ্রী মহাপরাক্রম।।
<সম্ভুত ঈহার জাতো বল্লা অনুক্ষন >।।
এতেকে ঈহাক বুধ বোলে সর্ব্বজন।।
সিংহপ্রায় বনু ধরি ঈহাক উদ্যমে।
বদহিন করে যুদ্ধ দুই জোদ্ধাক বিক্রমে।।
যুদ্ধ ত তোমার জোদ্ধা সকলো ঈহাক।
সূর্য্যপ্রায় না পারে চহুএ চাহিবাক।।
পরবৃত্তি করিতে ঈহাকেঁ মেঘন্যায়।
জিনিবাক প্রতি শক্য নহে দেবতায়।।
আরো মঞি তোমার হিতের নিমিত্তক।
যারিহি[১০২০] উপায় করি অনেক বীরক।।
জরাসন্ধ চেদিরাজ একলব্য আর।
উপায় ঈহাকো মুঞি করিহো সংহার।।
হিড়ম্ব কির্ম্মির বক আরো জটাসুর।
ঈহাক উপায় যেx যেনিআহোঁ যমপুর।।
অলম্বুন অনায়ুধ হৈড়ম্বর প্রাণে।
ইহাক উপায় যারো ন জানয় আনে।।
তোমার কারণে না করিলো করিনা কোন কর্ম্ম।।
যে দেব মনে যে তোর না জানিএঁা মর্ম্ম।।
এতরাস্ত্র নৃপতিত বদতি সঞ্জয়।
হেন মুনি[১০২১] কৃষ্ণ ক পুছিল বনঞ্জয়।।
আমার হিতক তুমি বুঝুতে নিপক।
জরাসন্ধ আরো তুমিপার সকলক।।

কি উপায় করিয়া মারিবা কহিওক।
বাসুদেব বোলে সখি কহোঁ সুনিওক।।
জরাসন্ধ একলব্য আদি বীরচয়।
যুদ্ধেতে এ সব সহজে নষ্ট হৈলেক হয়।।
এখন তাবাত হন হৈতে তিতি অতিসয়।
হৈলেক তোমার হয় নাহিকে সংসয়।।
দুর্য্যোধনে অবশ্যে করিয়া তা সঙ্গীক।
আনিঞা আনিঞা যুদ্ধির হয় যুঝিতে তোমাক।।
কৃত অস্ত্র দুহু যোধি কুরু সৈন্য তবে।
দেবতায় রথা করিলেক হয় জবে।।
জরাসন্ধ একলব্য আদি বীর সবে।
এজে সুত পুত্র দুর্য্যোধনক বিশ্বসে।।
পৃথিবীক তাপিত করিয়া দিল হয়।
এতেকে উপায় করি করিআহোঁ তয়।।
এ সবার মুখকে মুখকে একোজনে।
দিবপালে রাখিলেও দেবলোক মনে।।

১৮৭৫(ক)শেষ

১৮৭৫(খ)

যুঝিতে সমর্থ কোন নাহিকে সংসয়।
সুনা জরাসন্ধ জে করিছে বনঞ্জ জয়।।
এহে হয়া দাদা বলভদ্রের বর্ষনে।
আমরা সবক্ষ বধিবার প্রয়োজনে।।
ঘমদণ্ড সম মোর গদাক দেখিল।
আসিতে আকাসে জেন বিষনু রচিল।।
অবনির পুতা জেন বেগে বেদি আসে।
হরের ত্রিপুর জেন ত্রিপুর বিনাসে।।

সে ঘোর গদার তবে প্রতিকার কামে।
মুনা কর্ম নাম অস্ত্র ত্রিশেক রামে।।
সে অস্ত্রের প্রতি বেগ পায়া গদাদণ্ড।
বৃষিবীক পড়িয়া গবদ হৈল চণ্ড।।
পাড়িছে গদাক দাদার অস্ত্র ঘোটে।
জায় জরাসন এক বধিতে বড় চোটে।।
জরা নাম রাক্ষসি দেখিয়া তাক গাহে।
জাকেঁ জাকেঁ জরাসন এক সন দান করিআছে।।
তাকেঁ আসি সে দুই অস্ত্রক বরিষেক।
মৃত্যুর ঔষধি জেন গজে বান বিশেক।।
গদামুলা কর্ন দুই অস্ত্রে সমু তবে।
পড়িল রাক্ষসি মরি সপুত্র বান ভবে।।
ন তৈলেক হয় জদি গদা নষ্ট তারে।
তবে নিকি ক্রীম তীমে তাক মারিবাক পারে।।
সে গদা পাড়িলে জরাসন ঘের হাতত।
ঈন দুই সবে দেবতাকো মারিতে সকত।।
একলব্য নাম আর বির একজনে।
দ্রোনের প্রতিমা সাজি গুরু মানি মনে।।
অস্ত্র শিক্ষা করি হৈল মহাধনুদ্ধর।
রামতুল্য হৈল দিগ্বিজয়ি কলেবর।।
অংগুষ্ঠ বিহিন তৈল তাক দ্রোনাচার্য্য। জানিবা যুক্তি সে করিআছো শিক্ষোকার্য্য।
জানিবা যুক্তি সে করি আছো শিক্ষোকার্য্য।।
ন হৈল অংগুষ্ঠ হিন হয় তাকেঁ তবে।
দেবতা গন হর্ষ নাম রাক্ষস গন হর্ষে।।

এ সব জিজ্ঞিতে পক্ষম হৈলেক হয়।
মনুষ্যের কোন কথা সহি যনঞ্জ ভয়।।
জানিবা তোমার হিতে যুক্তি উপাজিলোঁ।
জরাসন্ধ এক বধ (বিপুপালক বধিহো)।।
১০২২আপতে মারিলো বিপুপালক তোমারে১০২২।
সুরাসুরে জিনিবাক সহাক না পারে।।
তোমার সহায় হয়া লোকের হিতক।
দেবদ্রোহি সকলের বধ নিমিত্তক।।
ধর্ম্মরক্ষা করিতে হরিতে ভুমিভার।
জানিবাও যুক্তি হৈহো অবতার।।
(হিড়ম্ব কিম্মির বক আর জটাসুর)।।
পেলিলো ভীমক দিয়া যুক্তি জদুবর।।
অনায়ুষ আরো অনায়ুষ বুলি জাক।
হৈড়ম্বক দিয়া যুক্তি মারিলো তাহাক।।
হৈড়ম্বক শক্তি মনু কর্ম্মের হাতত।
যুক্তি সে সংহার সহি করিলোঁ উপায়।।

১৮৭(খ)শেষ

১৮৮(ক)

কর্ম্মে মারিবাক না পারিল হয় তবে।
অস্ত্রযোরে মারিবাক নাশিলেক হয় তবে।।
নাহি মারো পুর্ব্বত সহাক এ কারণে।
তোমারে সে কেবলে হিতের প্রয়োজনে।।
পাপাৎমা সহাঞ্জি ধর্ম্মযোদ্ধা যুদ্ধতর।
যজ্ঞ দ্বেষি ব্রাহ্মণ বিদ্রোহি নিশাচর।।
এতেকে সহাঞ্জি মোর বধ্য সর্ব্বথায়।
বধাইলো শক্তিস্বাবে কর্ম্মের হাতায়।।

ভ্রাতৃ পত্নী লজ্জা যৌবনা দয়াময়।
বৈশ্য ধর্ম্ম ক্ষেত্র জে স্থলত মনোরথ।।
(সে স্থল তথাতে যুদ্ধি নাহিকে সংশয়)।
এমত প্রতিজ্ঞা করিআছো মনঞ্চ ভয়।।
এতোক এসব ধর্ম্মবেদি হয় আপে।
জানি আজ্ঞা যাহা সর্ব্বথা মোহোর বধ্য তাপে।।
(ঘটোৎকচ হেতু কষ্ট তোর অনোচিত)।
কর্ণের কারণে পার হৈতে হরসিত।।
লোক হাস্যস্পদ তাঞ্চি হৈব জে কথাত।
সেজে উপদেশ তোক ক্ষমি জানাব্যে পশ্চাতে।।
এবন তুমুল শব্দ পক্ষুর মিলিছে।
তমু সেনা মধ্যেদিগো ধাবাতো লাগিছে।।
তুহু সৈন্য মধ্য পাছা জন্ত তোমার সেনাক।
অতিশিঘ্র লাগিছে তাপিত করিবাক।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে পাছে লভিয়া বিরক্তিম।
সেজে এক পক্ষী নিবর্হিনি মোর পক্তিম।।
কর্ণত থাহিতে তথাপিতো কি কারণে।
এতো দিনে অর্জুনক না মারিল রনে।।
এহি অস্ত্রে পার্থক মারিন হয় জবে।
পাণ্ডব সৈন্য ভয় নষ্ট হৈল হয় তবে।।
অর্জুনে করিছে ব্রত এমত বন ধান।
ন হৈবোঁ নিবর্ত্ত কৈলে যুদ্ধত আহ্বান।।
এতে কে আহ্বান তাক করি দ্বৈরথত।
পক্ষুপত পতিস্থে ন কৈলকেনে হত।।

এহে কথা শুনিঞাঁ মনত হেন মানো।
অসহায় পুত্র বুদ্ধিহিন হৈব জানোঁ।। উপায়ত্ব
উপায়ক ইহার পত্নুত্বে বধ্ডিবেক।
কেমতে এ সবোর পতক জিনিবেক।।
ইথার পুর্ব্বত আছিবেক একচিত্তে।
পত্তিস্তে পরম ভক্তি যত্নের নিমিত্ত।।
উপায় করিয়া ঘটোৎকচক সন্মানে।
তাক নষ্ট হৈল বাসুদেব বুদ্ধিজ্ঞানে।।
ঘটোৎকচ কর্নের যুদ্ধত দেব হরি।
বিচিত্র বুদ্ধিয়ে সনু কার্য্য হৈল করি।।
যুকরে কুরু কুরে ঘোর সমর করিলে।
ভক্তের সাবস্থি চাণ্ডালের জেন মিলে।।
দেখ চিত্র চরিত্র কৃষ্ণের কি প্রকার।
কিবুধ করয় কার্য্য ভকত জনার।।
ঘটোৎকচে যুদ্ধত যদি কর্নক মারয়।
তেহোঁ ভক্ত পাণ্ডবের ধর্ম্ম সিদ্ধি হয়।।
কর্ন ঘটোৎকচক করয় যদি নষ্ট।
১০২৪তেহো একপত্নু নিবর্হিনি হয় ভ্রষ্ট১০২৪।।
এত ভবিতব্যক ভা বিয়া যদুরায়।
হৈড়ম্বক মারাইব কর্নের হাতায়।।

১৮৮(ক)শেষ

১৮৮(খ)

সঞ্জয় কহয় শুন নৃপতি যদুনু।
পার্থকমারিব এ অযোধ পত্তিস্ত সনু।।
এহে ভবিতব্যক জানিঞাঁ নারায়ণ।
হৈড়ম্বক ত্বৈরথে করিল নিয়োজন।।

অর্জুনের বধের উপায় পরিহরি।
এতকাল আছে ব্যর্থ লোকক্ষয় করি।।
মহাবীর কর্ণ হয়া বুদ্ধি বিষমু অতি।
তাঙ্কেঁ কেনে না মারিল পার্থক সকতি।।
তুমি বা এ বুদ্ধি কেনে না দিল তাহাক।
মুনিঞা সঞ্জয় তবে কহনু রাজাক।।
(দুর্যোধন দুশ্শাসন শকুনি সহিত)।
এসব সহিয়া (আসি আলোচি রাত্রিত।।
কতবা কুন্তি বুঝায়া রাজা যুধিষ্ঠি কর্ণক।
কালি তুমি সমস্তকে তেজি অর্জুনক।।
(অমোঘ শক্তিক্ষ মারি কর সর্ব্বনাশ)।
(তবে পাণ্ডব পাক্ষ নি সকলে হয় দাস)।।
পাণ্ডব পাক্ষ নি দাস হেন হৈল জবে।
ভোগ করি সমাগরা বৃধিষ্ঠিক তবে।।
(জবিবোর শক্তিক্ষ ব্যর্থ হৈলেন পার্থত)।
পাণ্ডব সকলে মিলি কৃষ্ণ র পাহত।।
যোদ্ধা করি সহায়িবেক জন্ম নিমিত্তক।
কৃষ্ণ কে মারিবেক তবে তেজি অর্জুনক।।
(যে কৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষের নিজ মূল)।
(পরম পাণ্ডব তার সবা সমতুল)।।

১৮৮(খ)শেষ

১৮৯(ক)

মুনিভুত কৃষ্ণ ক করিলা যদি নষ্ট।
সবা বৃক্ষ সকলে আপনে হৈব ভ্রষ্ট।।
(পাণ্ডু পাক্ষ নি সব) কৃষ্ণে র আশ্রয়।
কৃষ্ণে তা সমুর গতি নাহিক সংশয়।।

কৃষ্ণে প্রভু কৃষ্ণে ধন কৃষ্ণে সে যথিষা।
ভুকাসের মুল জেন বিষন চন দুবা।।
(সে কৃষ্ণ ক তুমি যদি করিনা সৎহার)।
সকল পৃথিবী তবে হৈবেক আমার।।
আলোচিন্তা এহি বুদ্ধি মন ভ্রনা করিনি।
আজি যুদ্ধ করিতে সকল পাণ্ডুরিনি।।
(দিনে দিনে করি এহি মন ভ্রনা নিপাত)।
দিবাত পাণ্ডুরি এহি কৃষ্ণে র ঘাতাত।।
কৃষ্ণ জাবি থাকিতে কিছুমে সিদ্ধ নহু।
হেন কৃষ্ণে সদা অর্জুনক রাখিবহু।।
(যেদিন পড়িল ঘটোৎকচ নিশাচর)।
সেদিন কর্ণের সমুখত দামোদর।।
না রাখিল কদাচিতো অর্জুনক আনি।
অন্য রথি যথক কহিল ১০২৫তত্ত্ব জানি।।
কর্ণ হন্তে পার্থক করিল পরিত্রাণ পরিত্রান।
ঘটোৎকচ রাক্ষক করালা নির্য্যান।।
অযোধ শক্তিক যোধ কৈল এ প্রকারে।
সে কৃষ্ণ ক যুদ্ধে হেন কে আছে সংসারে।।
সঞ্জয় বলতি জে কহিলা নররাজ্ঞ।
সাত্যকীও একথা পুছিল কৃষ্ণ প্রভু।।
কহিওক প্রভু কর্ণে কোন নিবিত্তক।
পার্থক না মারি শক্তি দেখিল আনেক।।
মুনি সাত্যকিক কহিলন্তু নারায়ণ।
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন দুঃসাসন।।

সবে মিলি আলোচিয়া বোলনু কর্ণক।
কাহা লো না মারি পত্তি জেপ অর্জুনক।।
কর্ণো অর্জুনক পত্তি যাবে মারিবাক। আলোচিয়া আসে তাতে মুনিলো
আলোচিয়া আসে তাতে মুনিলোহো তাক।।
রাত্রিকালে কথি থাকে জত আলোচন।
দিবাত দুস্তাবে সবে হয় বিস্মরণ।।
পার্থের মৃত্যুক নিবারনা হেন মতে।
ন করান্য যায়া নিদ্রা না ছিন পাবতে।।
ঘটোৎকচে পত্তি জেপ করিবার দেখি।
অর্জুন মৃত্যুত যুক্ত হৈবার নিরেখি।।
এবেসে কিকি ত মুস্হ হৈল মোর মন।
বাসু মুর হৈলে হয় সাগর জেমন।।
জাতো মোর পরব রচনি বনঞ্জ জয়।
পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ ভার্য্যা কেহো যম নয়।।
তোমরা সকল আপনার মোর প্রান।
কেহো মোর নহে বনঞ্জ জয়র সমান।।
ত্রৈলোক্য নাত্ত করি রক্ষা হৈব পার্থ।
এ পোট অধিক নাত জানা পরমার্থ।।
সে পার্থের পুনরাবর্ত্তন ন হি হইবাক।
দেখি মহা হর্ষ হৈল কহিলো তোমাক।।

১৮৯(ক)শেষ

১৮৯(খ)

কর্নের সহিতে ঘটোৎকচ ব্যাতিরেকে।
আনে সক্য নহে আমি জানিঞা এতেকে।।
পঠাইছো রাতৃত রাখের বধিবাক।
সঞ্জ জয় কহয় বৃদ্ধ কৌরব রাজাক।।

হিত করি কৃষ্ণ অর্জুনত সদা স্থিতি।
কহিল এ কথা তবে ধৃতে সাত্যকীত।।
মুনি সঞ্জ জয়ক রাজা বুহিবাক লৈল।
তোমার তনয় সিদ বুধি হৈল কিছি তেক।।
মদোঁধন শকুনি সহিতে তোরা সবে।
অযোধ শকতি মোর নাহি হয় তবে।।
তখন যুদ্ধ এত কর্ম প্রবর্ত্ত যাহাকে।
অর্জুনক সেকানত অথবা কৃষ্ণ কে।।
কেনে মোর করানয়া অযোধ শক্তিক।
সুনিঞা সঞ্জ জয় কহিলন্ত নৃপতিক।।
আজি আমি সব এহি মন ভ্রমা করিছি।
অনেক প্রকারে রাজি কর্নক বুলিছি।।
অর্জুনক অথবা কৃষ্ণ ক বসুদেন।
যুদ্ধ হৈ শক্তি অবশ্যে প্রয়োগ করিবেন।।
কর্নো তাক মানি আন্য যুদ্ধক প্রভাতে।
কর্ম অন্য যোদ্ধা সকলের বুদ্ধি তাতে।।
দৈবে বিনাশিল করো ন হৈল স্মরণ।
দৈবেসে সবাক থিক জানিলো রাজন।।
অযোধ শকতি আতো কর্ম হস্তগত।
ন করিল কৃষ্ণ বা পার্থক প্রতিহত।।
পুনরপি সঞ্জ জয়ক পুছে কুরুরায়।
দৈবে হতবুদ্ধি হৈলা [১৩২৩] তোরা সত রায় [১৩২৬]।।
কৃষ্ণের বুদ্ধিত সবে বুদ্ধি হয়া ভ্রষ্ট।
কুন প্রায় ঘটোৎকচ শক্তিক কৈল নষ্ট।।

এতেকে সে কর্ণ আরো মোর পুত্রগণ।
এহি অনিতিত অন্যো রাজা প্রজাজন।।
সকলে জাইব যমি যমের দুয়ার।
কহিয়োক আরো বৃহৎক্ষত্র সেন যার।।
কৌরব পাণ্ডব দুয়ো উভয় সেনার। পুনরপি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ
পুনরপি যুদ্ধ প্রবর্ত্তিব কি প্রকার।।
কেমনে পাকা ন মনে মুঞ্চ ক্ষুদ্র সকলে।
কানানুক দ্রোণক বাহন সমরে।।
সুমরি সৈন্য এব ভুরিশ্রবার মরণ।
প্রানকো তেজিয়া দ্রোণে রনে দিছে মন।।
(ব্যাঘ্রে জেন এশবে যুথ মেলিয়া বাঘছে)।
সেহিমতে সেনা আরোহণ আরম্ভিছে।।
সে দ্রোণক কেমতে যুঝিব পাণ্ডুসুত।
কেমতে য় সাহসে তাক ধানা পে সকল।।
(অনুবাদা কৃপ কর্ণ আর দর্যোধনে)।
এবমাদি কথা বীরে কি করিব পেক্ষে রনে।।
দ্রোণক বধিতে মনঞ্চ ক্ষুদ্র ভীমসেন।
ইৎসা করিআছে দুষ্টি মত্ত সিংহ জেন।।
(তামার আমার সেনাগন কি বন ঘনে)।
করিব কিরুপে যুদ্ধ কহ মোর স্থানে।।
জয়দ্রুথ রাজা বধ হৈআছে আমার।
ভীমপুত্র হৈড়ম্ব তামার দেহে যার।।
(এ দুহার বধে হয়া সন্তাপে তাপিত)।
আমরসে যুদ্ধ কৈল কেমতে রাত্রিত।।

১৮৯(ব)শেষ

সঞ্জ ক্ষয় বদতি রাত্রি সে ঘোর যুদ্ধ ব্রত।
কর্ণে ঘটোৎকচ রাক্ষসক হৈল হত।।
হর্ষ হয়া তবু সৈন্য ধায়া সব মু করিল।
তাথার সেনাক জায়া মারিবাক লৈল।।
তাক দেখি রাজা যুধিষ্ঠীর মহাশোকে।
দুঃখে ভীমসেনক বুলিল সশোতকে।।
ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য মারে আমার সেনাক।
তুমি বাপু জায়া নিবারণ কর তাক।।
আমি হৈড়ম্বের বধে মহাদুঃখি হৈলো।
রাজ্য সুখ লোভত পুত্রকে বধাইলো।।
(করি হেনমত তিম সেনক আদেশ)।
অশ্রু পূর্ণ মুখে বলি রুদ্ধ হয়েত নরেশ।।
কর্ণের বিক্রম নিরেখিয়া বারম্বার।
শোকে বিআকুল হৈল ধর্ম্মের কুমার।।
রাজাক এমত তবে দেখিয়া ঋি বিকল।
বুলিতে লাগিল কৃষ্ণ ভকত বৎসল।।
যুদ্ধ কর রাজা শোক কর পরিহার।
এ শোক যুগুত নহে করণ তোমার।।
(না দিব সঞ্জক ছিন্ন যুদ্ধ তার বহ)।
কদাচিতো না করিবা সন্তাপ দুস্সহ।।
এমন্ত এরূপ ব্যথিত তুমি হৈলে মহাসত্ত।
জিনন সৎসত্ত হৈব জানিবা নিশ্চয়।।
হেন শুনি কৃষ্ণক বুলিল যুধিষ্ঠীর।
বন্ধের আক্ষে যে বুদ্ধি মনুষের নীর।।

কর্ম্ম মোটে মতি হেন জানিআরো চিত্তে।
কি মতে না করো মোক হরার নিমিত্তে।।
জাকেঁ উপকারির না মানে উপকার।
ব্রহ্মবধ সমান পাতক হয় তার।
এত যান সেনাবণ হৈলেও আমার।
হৈড়ম্বে করিছে তেহো নানা উপকার।।
জে কালে অর্জুনে আরো অস্ত্রের কারনে।
গৈয়াছিল সে কালে হরাকে দুর্গবনে।।
মুনির যাএকে আসি জগতে আমারে।
রহি রক্ষা করিআছে বিবিধ প্রকারে।।
মন ব যাদনত হন্তে অর্জুন যাবত।
নাহি আস রহিছি তাবতে জগত।।
জতেক দুস্কত হন্তে হরাকে আমাক।
পরিত্রান করিছে কহিবোঁ কত তাক।।
বনত দ্রোপদি হাটি যাক না পারিছে।
বৃক্ষেত বান্ধি তাকো যান হরাকেঁ করিছে।।
আরো এজে দুর্যোর যুদ্ধ হের আরম্ভত।
হরাকেঁ দুস্কর কর্ম্ম করিব জেমত।।
তাক তুমি সাক্ষাতে দেখিছ নারায়ন।
আরো প্রভু সুনা মোর স্বভাব জেমন।।
জে স্ত্রিতি মোহোর সহদেব কনিস্ঠত।
হৈড়ম্বত সে স্ত্রিতি সর্ব্বদা স্বরূপত।।
হরাকেঁ পরম মোর ভকত নিস্চয়।
এজে হৈড়ম্বরো বুজি হর মহা প্রুতয়।।

দুঃখ পাব এতেকে সন্তাপে হয়া তপ্ত।
আরো দুর দেব তুমি ভক্ত অনুরক্ত।।
সম্প্রতি এতেকে[১০২৭] কৌরবের উপদ্রবে।
পলাইবাক বাসিছে আমার সেনা সবে।।

১৯০(ক)শেষ
১৯০(খ)

দেব দ্রোণ কর্ণ মিলি এ ঘোর রাত্রিতে।
আরম্ভিছে পাণ্ডবি সেনাক বিমর্দ্দিতে।।
দুই যন্ত্র সিংহে সিংহে জেন যথে মনবন।
আরো দেখ বৃদ্ধ দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন।।
বাহুবল ভীমের পার্থের অস্ত্রবল।
এ দুহাক অনাদর করি এ সকল।।
বারি ঘটোৎকচক তুমুল ঘোর নাদ।
হর্ষ হয়া করে জেন দুহাত সমুদ্রাদ।।
জীবনের ধিক্কার আমার এ কারণ।
সুন সৌভদ্রক তারা মারিছে জবন।।
নগত অর্জুন সেনা না ছিল সমরে।
আমাকো সৈন্য এবে নিবারিছে হরবরে।।
প্রতিজ্ঞার হেতু তাত দ্রোণ সমুদ্রকে।
বধের উপায় সিতা করাইছে কর্ণকে।।
দেব হেদ পায়া কর্ণ কাটিল কোদণ্ড।
জেবা বজ্র চর্ম্ম ধরিসেক পরচণ্ড।।
অন্যান্য তাহাত ভোজ নৃপতি প্রমাতক।
দুইবান কৈল অভিমন্যুর বধক।।
দুইপাশ্বি সারথি রথের ঘোড়া চারি।
সারথিকো অন্যান্য কেলান্য তার মারি।।

অন্য সবে বীর তবে বেড়ি কৈল হত।
সুনিঞা অর্জুন আদি অন্ত কারনত।।
দ্রোণক কর্নক ন বধিয়া সবরত।
শেষবে অন্ত হয়া সৈন্ত ক্ষয় কৈল হত।।
আমার দুঃখের মুল এহি দুইজনে।
বধিবাক ইমাকে আছিল যুদ্ধ রনে।।
এ দুইক পায়া দুর্য্যোধন দুষ্টমতি।
ইমারে আপুনে এত দুঃখ মোক দিল।।
শুত পুত্র কর্ম পাপিস্টক এ কারণে।
অবশ্যকে মোর বধিবার লাগে রনে।।
এতেক এতেকে আপনে জান বধিতে তাহাক।
ভীমে যুদ্ধ করন্তোক সসৈন্যে দ্রোণক।।
এহি বুলি দ্রুতগতি মহিলেন ধর্ম্ম মহিপাল।
মোর ধনু ধরি শেষবে করিয়া অন্ত জান।।
মোর ধনু ধরি শেষবে করিয়া অন্তজান
ভয়ংকর শব্দ করি বেগে গেলা চলি।
বিংশতি কুমার তবে তাহাক আকলি।।
সহস্রেক রথ পক্ষ সহস্র তুরংগ।
লয়া আরো তিন শত প্রবল মাতংগ।।
সুভদ্রক পাক্ষ লৈ মহিতে দ্রুতগতি।
পাছতে রাজার নাথ লৈল মহামতি।।
পাছে যুধিষ্ঠীর আদি পাণ্ডব পাক্ষ লৈ।
সমর ভুমিত হয়া একত্র সেকাল।।
শংখ ভেরি বিজয় বাজন বাজান্তোক।
তবে বাসুদেব অর্জুনক বুলিলেক।।

শোকাবিষ্ট হয়া তবু জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠীর।
কর্ম বধ ইচ্ছাএ আপনে জায় বীর।।
বহাক অপেক্ষা যদি ন হয় মুহূর্ত।
এহি বুলি কৃষ্ণ ঘোড়া বাহি দিল দ্রুত।।

১৯০(খ)শেষ

১৯১(ক)

শোকাবিষ্ট যুধিষ্ঠীর কর্মবধ কাযে।
পরম আবেশে জায়া আপনে সংগ্রামে।।
হেন সময়ত ব্যাসদেব আসি তথা।
কহিল রাজাক সাবধানো[১০২৯]করি কথা।।
তাগ্য বসে সুন ধর্ম নৃপতি প্রবিন।
অর্জুনে কর্মত হন্তে জিবে এতদিন।।
দৈবরথ কালত অর্জুনক বধিবার।
রাখিছে বাসবি পণ্ডিত বাবার কুমার।।
তাত আজি অর্জুন কর্মর সমন্বিতে।
তাগ্যে সনু নাহি রাজা জায় দৈরথ করিতে।।
খেলা জদি হয় পরস্পরে হয়া এক্য।
দিব্য অস্ত্রে স্বদ্ধাঁয় করিল হয়।।
অস্ত্র মন্ত্র হৈলে ক্ষেপণে হয়া কাল বর্ম।
এহি পণ্ডিত অবশ্যে দেখিল হয় কর্ম।।
তবে আমার ঘোর দুঃখ হৈল হয়।
রাজন তাগ্যে সনু সে ন করি সুতের ত তনয়।।
অযোধ্য শকতি দেখিলেক হৈড়ম্বতে।
জিবন অর্জুন আজী হন্তে অব্যহতে।
(জাতো এক সময়ত সত্ত্ব নিবর্হিনি পণ্ডিত ঘোষ)।
এতেকে সে হৈড়ম্ব ধরিল তার চোটে।।

জানিবেন কালে আপি বুলিব তাক ।
এতেকে বাসবি পত্তিম বধিলনু তাক ।।
ন হৈয়ো এতেকে লোক শোক ন করিয়া।
সংসারত জত প্রাপি আছনু জিনিয়া ।।
এজে মৃত্যু লোট রাজা আছে সমস্তরে।
এতেকে ইহাত লোক অজ্ঞানি সে করে।।
ভ্রাতৃগন রাজগণ সংগে অতপর।
লোক পরিহরি কৌরবক যুদ্ধ কর।।
সমস্ত বুধিবী রাজা তোমারে সর্বথা।
হৈবেক পক্ষ ন দিলে নাহিকে অন্যথা।।
জাতো কদাচিতো তুমি ঘাতক ন হব।
কুকর্ম বিদুর সদা ধর্ম চিনি রব।।
তুমি দান দয়া তপস্যাক ধর্মরায়।
যুদ্ধ ভাবে সেবা করি রহ সর্বদায়।।
এতেকে যথাত ধর্ম জন্য সেহি স্থান ।
এহি বুলি বিদ্যুত ন্যায় হৈল অন্তর্ধান।।
সঞ্জ জন্য বদতি ব্যাসে যদি এ বুলিল।
যুধিস্ঠীর কর্মক জায়া নিবর্তিল ।।
পাছে মহারাজ তজু মহনু শকক।
নিবারিতে ভীমে আরম্ভীলে যারিবাক।।
তাক দেখি ধর্মরাজ ধর্মের মন দুখ।
সাদরে বুলিল যুধুন্যুক বচন।।
তুমি জায়া শ্রোণক নিবার মহাবল।
তাত হন্তু তোমার কদাপি নাহি ভয়।।

কবচ কুণ্ডল বহু বর্ণ চর্ম্ম ধনুবাণে।
উৎপন্ন হইছ তুমি দ্রোণের নিধনে।।
এতেকে তাহাক যায়া জাব মহাবলী।
পীবণ্ডি দোর্দ্দুবে অন্যোন্যক অন্যে জায় জাউক চলি।।
সহদেব নকুল ভদ্রক সমন্বিত।
দ্রোপদীর পুত্র বর্গ চলোক ত্বরিত।।
দ্রুপদ বিরাট জাউক পুএ ভাতৃসনে।
সাত্যকী কৈকেয় পার্থ জাউক এহিসনে।।
আরো রথি হস্তি ঘোড়া পদাতি পটল।
দ্রোণক পাণ্ডোক[১০০০]জায়া বেষ্টি এ সকল।।
এমনমতে হেনমত আজ্ঞা করিলেক যুধিষ্ঠীর।
সত্বরে দ্রোণক যায়া গেল সবে বীর।।
যুদ্ধক উদ্যোগে আসে পাণ্ডব সকল।
দেখিয়া সমুখ হৈল দ্রোণ মহাবল।।
তাক দেখি দ্রোণক রাখিতে দুর্য্যোধন।৫
এশবে জায়া উদ্যোগে তামাক দিল রণ।।
তবে কুরু পাণ্ডবের বাহন সকল।
সেনাগণ ভানু হয়া হৈআছে স্থির বিকল।।
তেহোঁ পরস্পরে করি ত তর্জ্জন গর্জ্জন।
দুয়োদলে ঘোর যুদ্ধ হৈল প্রবর্ত্তন।।
একে পুনি আরো অন্ধ হইছে নিদ্রায়।
না পারে যুদ্ধক চেষ্টা করিবাক কায়।।
যদ্যপি প্রহর এয় রাত্রির প্রমান।
হৈল আজ্ঞা তাকেঁ সহস্রেএক রাত্রির সমান।।

গাণ্ডবের তোমার অতেক যোদ্ধাগণ।
রথে গজে অশ্ব পৃষ্ঠে করিল গমন।।
চেদীশ ছাড়ি গড়ি রহিল অল্প স্থানে।
তাক অন্য যোদ্ধা জয়পুরে দিল স্থানে।।
ক্ষেত্র হয়া যুতকল্প হৈছে জনে জন।
অশ্ব এড়ি নিদ্রাত কতেক যোদ্ধাগণ।।
অশ্ব হীন হৈআছে সুবর্ম্ম দেবিয়াছে।
আপনাকে সেনাক না কৈল ত্যাগ পাছে।।
বর্ম্ম পরিবেষ্টিত পর্ব্বত প্রায় হৈল।
হয় হস্তি যোদ্ধা সে প্রকারে শোভা কৈল।।
সে বেলা কুমুদ বন্ধু হৈলন্তু উদিত।
লোকের চতুর প্রতিকারি সুললিত।।
অতি সুশোভিত করি বাসবি দিশক।
সিংহ ন্যায় বলিল তিমির বারনক।।
আছিল অরুন বর্ণ মুহূর্ত্তেক যান।
দিগদাহ দহনের উল্কা জে বন যান।।
কলেক্ষ সেরূপ পুছি নিজ পরকাশে।
তিমির রাশিক গ্রাসি শোভিল আকাশে।।
নিদ্রায় মোহিত হয়া কত সেনা শ্রেষ্ঠে।
আপনাক আপনে মারিল পরবোধে।।
নিদ্রাবসে অন্ধ হয়া উভয় সৈন্যের।
পরক আপন বোধে হৈল কতেকের।।
পরস্পরে শব্দ কেহো কৈল নিদ্রাঘোরে।
অন্ধকারে অধর্ম্ম করিল পরস্পরে।।

কতেক সেনার পর[১০৩১]সবলে যায়ন্ত।
নিদ্রায় মোহিত হয়া কোন ন জানন্ত।।
এরূপ তাবার তবে দেখিয়া অর্জুন।
সবাকে বুলিল ডাকি হয়া সকরুন।।
বাহন সহিতে তোর সবে হৈল্ল ম্লানু।।
অন্য এই হৈছ তাত আরো নিদ্রায় একানু।।
সৈন্য হৈছে অন্ধকার দুনাও আবৃত।
এতেকে (করোন জদি হেন মত চিত্ত)।।
মুহূর্ত্তেক যান নিদ্রা কর এহি ঠাবে।
চন্দ্রোদয় হৈলে যুদ্ধ করিবা দুনাবে।।
(ধর্ম্মময় অর্জুনের বানি সুনি তবে) ।
এহি হৌক এহি হৌক বুলিলেক সবে।।
হে হে কর্ণ কুরুরাজ বুলি ডাক দিল।
পাণ্ডব রহিল তোর রহ একতিল।।
পাছে অর্জুনের সেজে বানি সেবেনাত।
সুনি দেব ঋষি সেনাগন অসংখ্যাত।।

১৯১(খ)শেষ

১৯২(ক)

সকলে পুজিল হয়া আকুল হৃদয়।
ধন্য ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় দয়াময়।।
অস্ত্রে শস্ত্রে বেদে সাস্ত্রে ধন্য তোর জ্ঞান।
বুদ্ধি পরাক্রমে জগত জ্ঞানে কে তোর সমান।।
সকল ভুতত জার দয়ও বন্ধান।
----------।।
রব হনে ----------।
সিদ্ধ হৌক তোমার বিজয় বানিক অর্জ্জ বাকিতার্থ।।

অস্ত্র এড়ি [illegible] নিদ্রায় এ বুলিয়ু মোদ বাহন।
রথ গজ অশ্ব পুষ্ঠে করিব সয়ন।।
চেষ্টা হিনে পড়ি পড়ি রহিব অজ্ঞানে।
কাকো কেহ মারি যমপুরে দিব স্থানে।।
অস্ত্র অনংকারে মনু পুথকে পুথকে।
তুমিত সুপন দি স্থাস ছাড়িয়া কতেকে।।
সে পুকারে রাত্রি হৈল দিবস পরায়।
তুমিবাক লাগিল রাজন কত রায়।।
সূর্য্যের কিরণে জেন পুবোধে পঙ্কজ[১০৩২],
তেমতে চন্দ্রের রশ্মি জাগায়া সৈন্যক।।
পুনর্বার ঘোর যুদ্ধ পুবর্ত্তিল সবে।
সঞ্জয় কহয় রাজা দুর্য্যোধন তবে।।
দ্রোণের পালক জায়া আমরণে মনু।
তার তেজ হর্ষক বাড়ায়া বুলিলনু।।
ম্লানু হয়া পত্নুয় বিশ্রাম করিছিল।
তিতিক্ষা করিতে তাক আমার না ছিল।।
বিশ্রাম করিয়া তবে পাণ্ডব সকল।
বন হৈল আমি সব হৈলো হিন বল।।
অবসর পালিতেও তোমার উচিত[১০৩৩]।
না মারিলা এতেকে তুমিও কদাচিত।।
ব্রহ্মাস্ত্র পুভৃতি অস্ত্র আছে তুম স্থানে।
কৌরব পাণ্ডব অন্যসব জতমানে।।
তোমার সমান কেহো নাহি জগতত।
যদি পক্ষপাত ন করেন যুদুপত।।

ত্রৈলোক্যক সুরাসুর গন্ধর্ব সহিতে।
নষ্ট করিবাক তুমি পারেন উৎসিতে।।
না যায়েন[১০৩৪] ধনুসিখ্য বুলি অবেক্ষায়।
তোমাক এমত মোর প্রকাশ অভাগ্যে করায়।।
সঞ্জয় বদন্তি দুর্যোধন তব সুত।
এ বুলি করান্য আচার্যক দন্যুভূত।।
অসন্তোষে বুলিলন্থ সুন দুর্যোধন।
বৃদ্ধ হয়া পরম পণ্ডিত্ত এ করো রণ।।
অস্ত্রজ্ঞান এ সবার নাহি সুরুপত।
অস্ত্রবেত্তা তাক অস্ত্র মারে কেন মত।।
এবে সে জয়ক বাঞ্ছা করিতে তোহোর।
দুষ্ট কর্ম্ম করিবার লাগিলন্থ মোর।।
এতেকে তোহোর অভিরুচি অনুসারে।
ভালো তার হৌক মন্দ হৌক নাশে করিবারে।।
আমু ধরিয়া হের কহো নিষ্ঠুরাক।
জাবতে না বধো আজি পাণ্ডব সেনাক।।

১৯২(ক)শেষ

১৯২(খ)

না বধাবোঁ তাবতে কবচ শরীরের।
কিকি তেক কহোঁ তাক অবধান কর।।
অর্জুন যুদ্ধত ঈনু হৈছে এজে যান।
সত্য কহোঁ তার বল বির্য্য জে বন্ধান।।
দেবাসুর রাক্ষস চ্র গন্ধর্ব নাগচয়।
কেহো জাক জিনিতে উৎসাহ না করয়।।
এসব সহিতে ঈন দুষ্ট পাণ্ডব দাহত।
পর বরিষিল পারিলেক যানে যত।।

পুরুষ প্রবর পার্থ সমস্তে অস্ত্রক।
নহু করি জিনিল দেবব সবিষক[১০০৫]।।
দেব দৈত্য যত রক্ষ রাক্ষস অন্যান্য সবাকে।
অর্জুনে জিনিছে তুমি জানিআছে তাক।।
ঘোষ যাত্রা কালত গন্ধর্ব চিত্রসেন।
ধরিলেন্ত তাকেঁ তোক আপনে জানেন।।
জিনি স্নেহে ছোড়াইল তোরা সকলক।
দেবের অসাধ্য আরো নিপাত করচক।।
দেবকার্য্যে জিনিল অর্জুনে করি হত।
কালকুঞ্জ হু সকলকো হিরন্য পুরত।।
বধিছে পুরুষ বাঘ্র বীর ধনঞ্জয়।
তাক প্রতি কেবতে মনুষ্যে সঙ্গ হয়।।
সঙ্গ হয় বলতি অর্জুনক হেন ভয়।
দ্রোণে প্রসংসিলে শ্লেষবে দুর্যোধন তুখ।।
পুনরপি আচার্যক বুলিল বচন।
শকুনি মাতুল কর্ণ আমি দুঃশাসন।।
দুর্বিভাগ সেনা করি এহি চারিজনে।
সর্বথা বধিবো আজি অর্জুনক রনে।।
হেন সুনি অনুগত হয়া নৃপতির।
হাসিয়া বুলিতে লৈল গুরু দ্রোণবীর।।
তোমার কুশল হৌক রাজা দুর্যোধন।
অর্জুনক পারিব তোমার কোন জন[১০০৬]।।
অস্ত্রযুক্ত হৈল পার্থক জিনিবারে।
আনের কি কথা ইন্দ্র যমেও না পারে।।

অন্য সুরাসুর নাগ রাক্ষস জাহাক।
কদাচিতো না পারে ক্ষত্রিয়কে তাপিত করিবাক।।
তুমি জে কহিলা তাক যুদ্ধ সে কহয়।
অর্জুনক জিনি মুঞে কে জাব্য নিলয়।।
শংকা মাত্র কোন না করিবা সর্ব্বথায়।
পাণ্ডব নিশ্চয় করি আছ কুরুরায়।।
আপনার এতেকে জএর নিশিওক।
(চিরকাল ন কর ন ছাড় অর্জুনক)।।
জাতো তুমি অভিনাদ যুদ্ধক করিছ।
বিদেবত ক্ষত্রিয় কুলত জন্ম থিআছ।।
(ভেক্ষিত্ব বর্ণক যার পঠায়া সম্পত্তি)।
(কদাচিতো তুমি সেকি রহিবা নৃপতি)।।
এজে সবারের গুন তুমি নৃপবর।
এতেকে সত্বরে জায়া অর্জুনক ধর।।
(সকুনি যাতুন তুয় অমত নিপুন)।
যুদ্ধক জাওক তাকেঁ জে স্থান অর্জুন।।

১৯২(খ)শেষ
১৯৩(ক)

নিকুতিত[১০৩৭]পার্থত ফিরত তাকেঁ এক।
পাণ্ডব তাকেঁ সে সর্ব্বথা জিনিবেক।।
(বারম্বার ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আগে)।
(দৃঢ় করি তুমিও কহিছ মহাভাগে)।।
আমি কর্ন শকুনি অপর দুশ্শাসন।
আরো (এথা আছে জতোরাও বীরগন)।।
(জিনিবোঁ এসব সমে পাণ্ডব সবাক)।
(কহিছ সভাত বসি সুনি আছো তাক)।।

এতেকে প্রতিজ্ঞা অনুসারে হয়া যাত্র।
সত্যবাদি হৈবো যাবরাজে মহারাজ।।
(নি:সংকে তোমার শত্রু পাণ্ডব সকল)।
(আমতে আমনু তে কারণে মহাবল)।।
কত্র ধর্ম্মে দুষ্টি[১০৩৮]কর নাহি তবে জয়।
ইহাত অন্যথা করনে সে শ্লাঘা হয়।।
ঐশুর্য্য লভিনা থাকয়া দিন দিনা কৌতুকে।
কৃতকৃত্য হৈনা ইদানিক) সমুৎসুকে।।
যুদ্ধ করি পাণ্ডবক জিন অতঃপর।
এহি বুলি গুরু স্তোপ হৈলনু অনুত্তর অনুত্তর।।
তবে দুইভাগ সেনা করি তাতপর।
রাতুর ভিতাগ সেষ বেড়িল দলর।।
প্রবর্ত্তিন ঘোর যুদ্ধ উভয় দলর।
গাহে চন্দ্র ক্ষত্রিও কান্তিক করিতে উক্ত তর।।
আদিত্যের অনুগামি তনয় জাহাকেঁ।
আদিত্যক তানুবর্ন করিতে মহাকেঁ।।
উদিত উদয়াচলে হৈল দেবেনাত।
পূর্ব্বদিগ সুন্দরীর সিন দুর সাক্ষাত।।
তবে জে সৈন্যক করিথাহে দুইভাগ।
তাক দুর্য্যোধনক করিথা তবে আগ।।
সোযক থাকি নে পাণ্ডবর থান্য রণে।
জে মদমত্ত হস্তিগোট বিচুবনে।।
কৌরবী সেনাক দুইভাগ দেখি তবে।
সমুদ্রোধি বুলিব থনঞ্জ চুরুক যাবরে।।

কৌরবক বাব করিওক মহারাজ।
মুনি পার্থে বুঝি মধুরের অভিপ্রায়।।
বুঝিন করিও জে করিলে হয় ভাল।
তবে দ্রোণাদিক বাব করিয়া যোগান।।
সেবেলা সমর পিরে ভীষ নিদারুন।
তাকি বুঝিলনু মুন অর্জুন অর্জুন।।
অভিমানি জেহেতু প্রমব করে মুত।
উপস্থিত সেনা যুর সেকাল প্রস্তুত।।
শত্রুর কুশল না চাহিবা অবেহায়।
আতকের কর্ম্ম করিবেন সর্ব্বদায়।।
আজি শ্রীবশস্য কর্ম্মসত্যে মহাযোব।
করিও বির্য্যোও সনু ঋণ পরিসোধ।।
সঞ্জ জয় বলতি বৃদ্ধ কৌরব রাজাত।
তবে পার্থ গোবিন্দ ভীমের প্রেরনাত।।
দ্রোণক কর্ম্মক সংগ্রামত অভিশ্রধী।
ভঙ্গিন্থ সনক দাহ হৈল মহাসুমি।।
তিমির নাশিয়া জেন সুর্য্যো হৈল গতি।
তাক নিবারিতে করো ন হৈল শকতি।।
তবে দুর্য্যোধন কর্ন শকুনি শর্ব্বানু।
অর্জুনক আসলি আবরিল শরজালে সনু।।

১৯৩(ক)শেষ

১৯৩(খ)

বহুবান বরিষিয়া তবে ধনঞ্জয়।
কদর্থ না করিয়া তাবার অস্ত্রচয়।।
সবারে দ্বাদশ শরে শরীর ভেদিল।
সেবেলা উঘিয়া ধুলা গগন রহিল।।

শরবৃষ্টি হৈল ঘোর তমোময়।
পৃথিবী আকাশ দিশ নহে পরিচয়।।
যুদ্ধ হৈল সন্ধ্য অন্ধকারে হয়া অন্ধ।
উদ্দেশ করিয়া যুদ্ধ করনু প্রবন্ধ।।
রথি সব বিরথি হইল শরঘাতে।
চুলা চুলি যুদ্ধ কতো হৈল সেবেনাতে।।
কবচক ধরা ধরি করি কেহো যুঝে।
কতো কতো বীরে যুঝিলনু ভুজে ভুজে।।
কতো রথি হয়া অশ্ব সারথি বিহিন।
প্রান এড়ি পড়িআছে শরিক্ত নডিআ দুর্দ্দিন।।
জিআ আছে জান্ত তাকেঁ হেন যানি ভয়াতুর।
সমীপ না চাপে পলাইয়া হয় দুর।।
রনমুবে তবে দ্রোণ উত্তর দীপত।
রহিলনু মরি নিশ্চয় অগনি জেন মত।।
পাক ল সৈন্যের আরম্ভিল মহামার।
দ্রোণ রূপে যুদ্ধে জেন শত্র কৃতান্তের।।
পাণ্ডবের সৈন্যে তাক দেখি দিগ্বি মনু।
ত্রাসে থরথরি কম্পিবাক লাগিলনু।।
বারিবাক তাক কেহোঁ ন হৈল সকত।
দুর্জ্জত দানব সৈন্য জিন ভুক জেমত।।
তবে নানা বীরগন নানান প্রকারে।
সবরে রহিল শত্রু ধর্ম্ম রাখি আপনারে।।
স্তিত যুদ্ধ হৈল কেহোঁ কেহোঁ নিরুৎসাহ।
কেহো আমরসে দরসান্য বীরবহ।।

ধনু সনু ওহু কাহুড়িয়া কেহোজ কোপে।
কোন জনে হস্তে হস্ত দিনির আটোপে।।
(বাহু মোচোরায় কতজন মহারাগী)।
(আমুর উবায় কেহো উপরক লাগি)।।
কতো বীর ধানক উবেটি আপনারে।
পড়িল ধ্রুম দ্রোণত জায়া চমৎকা রে।।
দ্রোণ মরে ব্যাথা পায়া সাজির পাক ন।
দ্রুপদ নৃপতি আরো বিরাট ভুপান।।
ধানা তাহাক লাগি কোপে মনু আতি।
ধায়া গেল আরো দ্রুপদের তিনি ম্ন নাতি।।
(চেদি মৎস কৈকেআদি দ্রোণক ধান্যেক)।
(সব দহনেক জেন মলত অনেক)।।
দ্রোণে তবে ছেদি ভেদি চেদি পাক নক।
তিনির দুঞ্জ ভঙ্গ মৎস কৈকেয় সৈন্যক।।
(তোক দেখি দ্রুপদ নৃপতি মিত্রপতি)।
(সর বৃষ্টি কোপে ঐল কৈল আচার্যক প্রতি)।।
বিরাট রাজাও পর কৈল তাতপরে।
দ্রোণে দুইরো বান বৃষ্টি নিবারিয়া পরে।।
(তবে বিরাটক আরো দ্রুপদ রাজাক)।
(আচম্বিত করিল গুরু হানি সরটাঁক)।।

১৯৩(খ) শেষ

১৯৪(ক)

পরে যুদ্ধ হয়া তবে বুদ্ধ প্রয়োজনে।
পর করি দ্রোণক ভেদিল কোপমনে।।
(দেখি দ্রোনে দুই তিন বান হানি পুনু।
কাটিলেক হাতের দুইর দুই ধনু।।

দ্রোণের বধক আকাংখায় তাত পর।
দশবারে [illegible] বৎস দশ দেখিল তোমার।।
(লোহবস্ত্র সুবর্ণে ভূষিত সর্ব্বাঙ্গ এক)।
(ঘোর রূপে দ্রুপদে দ্রোণক হানিলেক)।।
তবে দ্রোণ দশগোটা তোমার বিরাটরে।
ছেদিলেক সানাইত তন্ত্র নাম ধরে।।
(কতো সন্ধে দ্রুপদের ধনুষ্ক ছেদিয়া)।
(কোন মর্ম্ম প্রায় দুই তন্ত্র প্রহারিয়া)।।
বিরাটের দ্রুপদের শির আহরিল।
বলিদানে জেন মৃত্যু দেখিক তুলিল।।
বিরাট দ্রুপদ জে এমতে গেল মার।
ছেদি বৎস পাক ন কৈকেয় সে প্রকার।।
দ্রোণের দারুণ শরে মরিল অনেক।
দ্রুপদের তিনি পৌত্র প্রাণ এড়িলেক।।
(সে কর্ম্ম দ্রোণের দেখি রথিগণ যতে)।
দ্রুপদ দুহিতে জেশত যুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন যুবরাজ।।
সবাকে সুনিয়া বুলিলন্তু মহাবলি।
দ্রোণের আইক যুঝি হের জাম চলি।।
তাতে জাক্কে পরাংমুখ হয় আজি রনে।
তবে ইষু পূর্ণ ন হউক কদাচনে।।
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মত যুদ্ধ হৌক নিতোজন।
ন জয়ী হউক তাকে ব্রাহ্মণ পরায়ণ।।
এ বুলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নে সসৈন্যে দ্রোণক।
ধায়া গেল বিচ্ছোকে আবেশ ধুর্ত্তক।।

পাঞ্চাল সকল পাণ্ডবের সেনা সঙ্গে।
দ্রোণক ভুঞ্জিল সবে সমর বিসঙ্গে।।
তবে দুর্যোধন কর্ণ শকুনি সহিত।
আরো যুত যুত ভ্রাতৃগণ সমন্বিতে।।
রক্ষা করি আচার্যক রহিল সেকাল।
চাহিবাক না পারিল দ্রোণক পাঞ্চাল।।
তাক দেখি কোপ হয়া বীর ভীমসেন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরক সম্বোধি [illegible] বুলিলেন।
দ্রুপদ রাজার কুলে জন্ম লভিছিস।
সমরঙ্গ সমস্ত অস্ত্রত তুঞি পার্গত হৈছিস।।
কহো দেখো ধৃষ্টদ্যুম্ন দুষ্টপ বচন।
বিচুক গুরুক বধ করি জিতোজন।।
হৈংসিত ন করি আরো আগতে রহয়।
এ যত পক্ষক কোনে অপেক্ষা করয়।।
বিলেষত আরো তাকোঁ পাণ্ডবী সেনাক।
আরম্ভিছে আরম্ভিতহে আগতে নিস্পেষ করিবাক।।
এতেকে মোহোর কর্ম্ম দেখ আজি তুঞি।
আজোঁ হের দারুণ দ্রোণক বান্ধি মুঞি।।
এহি বুলি দ্রোণ সৈন্য পশিল নির্ভয়।
আকর্ণ পুরিয়া বরিষিল শরচয়।।
তলেকতে খেদাইল তোমার সৈন্যক।
মধ্যে পশি বান্ধি পাছে পাইল দ্রোণক।।
মিলিল তুমুল যুদ্ধে উভয় বীরর।
না দেখি নাহি শুনি এমত সমর।।

তবে যুযুধানে সেহি সৈন্যে প্রবেশিল।
১০০৯রাব পায়া দ্রোণক তুমুল আরম্ভীল১০০৯।
রথ সকলক রাজা তবে সেবেলাত।
এক ঠাই হৈল জেন দেখিনি সাক্ষাত।।
দুর্জ্জয় প্রহারে কতো পরানে মরিল।
চমৎকারে কতো ভাগ ভুমিতে নাশিল।।
ভয়াতুর হয়া কতো গৈল অন্যস্থান।
কতো ভাগে পথতে পালায্য নয়া প্রান।।
কতেক বিমুখ হয়া প্রহারে পৃষ্ঠত।
কেহো হু হু করি হানে পাঞ্চ জারত।।
যুদ্ধত আপও সবে হৈল হেন মত।
আশি ব্যস্ত হৈল দিবাকর সেকালত।।
সঞ্জয় কহন্তি রাজা তু তবে জত জন।
সন্ধ্যাগত সুর্য্যক করিহে উপাসন।।
তবে তথু কাক ন প্রভাবে বিবস্বত।
উদিত হৈগেল হৈল উয় কুল জগত।।
পাছে পুনর্ব্বার যুদ্ধ হৈল বিপরিত।
সঙঘাতিক মৃত্যুকাল হৈল উপস্থিত।।
রাত্রিকালে জাকেঁ যুঝিছিল জার সনে।
দিনতে যুঝিতে গেল সেহি সেহি সনে।।
রথে রথে রথি রথি হস্তিতে হস্তিক।
ঘোড়াএ ঘোড়এ পদাতিক পদাতিক।।
কেহোঁবা একএ কেহোঁবা যুবক।
যুযোধিয় হেন যুদ্ধ হৈল ভয়ানক।।

কতো যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ হয়া যুদ্ধ হৈল গাঢ়।
যে সব যুদ্ধত ভানু হৈআছে নিপাত।।
সেসব সুর্য্যের তেজে ভানু হয়া কায়।
বিকুল হৈল আরো বুদায় ডুবায়।।
অনেক সেনাক পড়ি হৈল অচেতন।
তবে গংগ ভেরি রব দুদংগ নিস্বন।।
ধনুর টংকার আরো গজের গর্জ্জন।
এববাদি শব্দ উঠি নংখিল গগন।।
ব্যাঘোহ হইআ গজপতি হয় রথ।
আপোনাক আপোনে দেয়ন্ত জমদথ।।
আপনাক পরে যারে পরাক আপনে।
পরেও পরাক যারে অপবাদ রনে।।
এ প্রকারে কাটা জায়া হয় হস্তি নর।
তাত হয়ে নদী এক হৈল খরতর।।
মাংসে মাংসে হৈছে কর্দ্দম লোনিতে হৈছে জল।
অস্ত্রচয় হৈল মস্য কস্যপ সকল।।
আর্ত্তনাদ শব্দে হৈল কল্লোল জেহেন।
পতাকা বলাকা বস্ত্র সব হৈছে ফেন।।
হৈবান হৈলেন চাক চামর নিকর।
দ্বিপ হৈল নর রথ হয় হস্তি বর।।
বীর সকলের আরো শরীরের বস্ত্র।
যুদ্ধ ক্ষেত্র সম্ভার নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র।।
মরা আরো প্রায় আধামরা লোক জতবান।
পড়ি পড়ি ব্যাপু হয়া রন ভুমি থান।।

পিশাচ রাক্ষস প্রেত ব্যাপ্ত হয়া তাতে।
ন রহিল পথঘাট্টো রথের তথাতে।।
(হৈল হেন মত সবে কিবল সকলে)।
না হৈল বিতোল দ্রোণ অর্জুন কেবলে।।
সেজে দুইজন হৈল সবারে আরম্ভ।
পাছে দুইতো হন্তে দুই সৈন্য হৈল তন্তু।।
অস্ত্রঘাত কুরুদল বিতোল হইল।
পাক্ষ রাকে কোন যুদ্ধ বিষয়ে না স্ফুরিল।।

১৯৪(খ) শেষ

১৯৫(ক)

শোনিতের নদী দুর হয়া সেহিক্ষনে।
ভুলা উঠি পাছে কেহো না জাএ দেখে নয়নে।।
দ্রোণক কর্নক দুর্য্যোধনাক ভীষক।
অর্জুনক আরো সহদেব নকুলক।।
বৃদ্ধ ক্ষত্রক পাক্ষ নে সৈন্যক সাত্যকীক।
দ্রৌনি দুর্য্যোধনে দুঃশাষন শকুনিক।।
কৃপ কৃতবর্ষক পরাক আপনাক।
পৃথিবী দিপক না পারন্ত রখিবাক।।
ঘোর আন ভোমত হয়া ভুলাএ অর্চ্চিত[১০৪০]।
অপর রজনী জেন হৈল উপস্থিত।।
কাকো কেহে কেহো চিনিতে না পারজোদ্ধাত। পারে সেবেদাত।
সে যুদ্ধ ত্বে অনেক যোদ্ধ এখন হৈল পাত।।
তা সমুক শোনিতে বায়ুত্ব আঘাতত।
পুরিক করিল উপমানু অনেকত।।
গজ বাজি রথে [১০৪১] হয়া শোনিত ব্যাপিত।
পারিজাত বন প্রায় হৈল সুশোভিত।।

তবে দ্রোণ দুঃশাসন কর্ণ কুরুরাজ।
চারি পাণ্ডবক চারিজনে হৈল সাজ।।
তবঞ্চ সহিতে দুর্য্যোধন দুশ্শাসন।
ভীমসেন সহিতে করিল কর্ণ রণ।।
দ্রোণ সঙ্গে যুঝিল অর্জুন যেন যুদ্ধত
চিত্র যোধিগণ চাহি রহিল অদ্ভুত।।
তবে অন্যো অন্যে পরস্পরে জিগিষায়।
শর বরিষিল বরিষার মেঘপ্রায়।।
সূর্য্যপ্রায় রথে আরোহি আসে যতন।
ধরি চৌদ্দ বান ধনু কোদণ্ড যণ তুল।।
বরষার বিদ্যুত যুগুত মেঘপ্রায়।
গোত্রকৈল বিজয় ধরীক প্রত্যাঘায়।।
পাছে পরস্পরে পরস্পরক তখন।
[illegible]
ধান্য গজস্কণ গজপক্ষ জেমন।।
করি নিদারুন হানাহানি কাটাকাটি।
অন্যো অন্য বীর অন্য বীরক বিপাটি।।
সকুণ্ডল ছিন্ন যুণ্ড কোদণ্ড পট্টিস।
নালিক নারাচ ত্রাস পর্বু বিসদৃশ।।
গজবাজি রথ মরা মানুষ সকল।
পড়ি পড়ি শোভিল সমর ভুমণ্ডল।।
সরত কালত জেন নির্ম্মল আকাশ।
নক্ষত্রে চিত্রিত হয়া করিল প্রকাশ।।
পাছে জে হইল সুন নৃপতি উদ্ভব।
দুর্য্যোধন সকুলের হৈল সমাপয়।।

তোমার পুত্রক পাছে যাদুর কুমার।
করিলনু বাণে পরাজয় আপনার।।
শর বরিষিতে মোর শর দুই কৈল আতি।
আবরণে তবে দুর্যোধন নরপতি।।
এ প্রকার বারম্বার করি ঘোর রণ।
নকুলক বিমুখ করিল দুর্যোধন।
হয়া পাছে সমুখ নকুল করি গহ।
তবু দুর্শ্বন ত্রনাত বুলিল রহ রহ।।
সঞ্জয় বদতি দুঃশাসন তাত পাছে।
ত্রুদ্ধ হয়া গেল সহদেব যথা আছে।।
তীব্র রথ বেগে কম্পায় ভুমিথান।
আসিতে সত্বরে সহদেবে হানি বান।।
মুকুট সহিতে মুণ্ড ভগোট সারথির।
অনায়িতে কাটি পাড়িলনু মহাবীর।।
দুশ্শাসন আরো অন্য সেনাপতি থাক।
কোন জনে রখিবাক না পারিল তাক।।

১৯৫(ক) শেষ

১৯৬(খ)

বাণজট্টি বিন্ধে ঘোড়া সবে ক্ষেপবনু।
আপোন ঐৎসায় ভুমিবাক লাগিলনু।।
পড়িল সারথি দুশ্শাসন দেখি তাক।
আপনে করিল উঠি নিগ্রহ ঘোড়াক।।
লাগিল উত্তম চিত্র যুদ্ধ করিবাক।
আপনার সনেক সৈন্যেশ্বর সৈন্যে দেখি তাক।।
প্রসংসা করিল রাজা তোমার পুত্রক।
সহদেব তবে তার চাপ্পিও অশুক।।

আচ্ছর্ণ করিব তাক[১০৪২]শর বরিষিয়া।
তবে চারি ঘোরা বড় বিড়াক রতিআ।।
এ স্থানে সে স্থানে পড়ি নহড়া নহড়ি।
তবে দুঃশাসনে টানি ধরি বাগ জড়ি।।
গাহে বাগজড়ি ধরি[১০৪৩] টংকারিয়া ধনু।
পরে তেদিলন্থ বাদু তনয়র তনু।।
এহি মতে বাগজড়ি জেলা করে বীর।
গালাবাক নাদি সেলা রথ করে স্থির।।
বাগরজ দ্রু এড়ি জেলা করে ধনুবান।
সেলা সহদেবক সন ধানে করে বান।।
সেহি ছিদ্র পায়া সহদেব বিধ্যাঁলিল।
করি পরজাল দুঃশাসনক ঢাকিল।।
তবে দুঃশাসনক রাখিতে সমরত।
বায়ু বেগে তথা কর্ণ হৈল উপগত।।
গাহতে তাহার তবে আসি বৃকোদর।
আকর্ণ পুরিআ প্রহারিল তিনি শর।।
উরু আরো বক্ষস্থলক হানিল।
চোটে পর্বতোট প্রায় রাথের ফিরিল।।
বারিল তাঁহক শর বরিষি বিপুল।
কর্ণের তীমের তবে ঘিলিল হুহুঙ্কা হুহু।।
গাহে দুইকো দুই কোপে চহু পাকাইল।
দুই রথস্থায় ঘোর[১০৪৪]শবদ করিল।।
শর বরিষিল দুহো নানান প্রকারে।
গাহে শরবৃষ্টি করি দুহো বলি আরে।।

যদা যুদ্ধ প্রবর্ত্তিল মনের বৈরাগে।
যুগ্ত তুমি জেন যদমত দুই নাগে।।
শিখার লাখবে দুয়ো চক্ষু প্রভাবে।
না পারিল পদাঘাব না পড়িল পাবে।।
কর্ণের রথের তুবরক তাত পর।
পদাঘাবে পতথণ্ড হৈল বৃকোদর।।
ভীমের রথক কর্ণ হানিল পদাক।
পদাবাড়ি মারি ভীমে নত্ত হৈল তাক।।
কর্ণের রথক প্রতি তবে পুনর্ব্বার।
ঘোর পদা বৃকোদরে করিল প্রহার।।
তবে কর্ণে মন ক্রে অবিহত করি তাক।
পরিবর্ত্তি পাঠাইল সে ঘোর যমাক।।
পায়া পাছে সেজে চক্ষু প্রদার আঘাত।
ভীমের বিপুল পদাঘোট হৈল পাত।।
সারোথিয়ো রথক মুর্চ্ছি মুর্চ্ছাক গতিলেন।
(দেখি মহাক্রোধে বল হৈল ভীমসেন।।
বুজ বনু টোনত হানিল আতপর।
কোপে কর্ণ কাল বর্ণ হআ তাতপর।।
দুই পাক্ষি সারথি রথের চারি হয়।
(তীক্ষ্ণ ভীবোক মারিয়া পেলিলেক যমালয়)।।
রথিহিন হয়া তীব কোপে হয়া কম্প।
নকুলের রথত উঠিল দিয়া লাম্প।।
আরোহিল হরি জেন গিরি শিবরত।
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হৈল সেহিমত।।

নতুনক ধনক বিমোহিতে ধনুর্দ্ধর।
করিতে লাগিল যুদ্ধ যুদ্ধো ধনুর্দ্ধর।।
যুদ্ধর শিষ্যের অদভুত যুদ্ধ দেখি।
রণ ছাড়ি সবে মোদ্ধা রহিল নিরেখি।।
দুইকো দুই বাণ করিবাক ইৎসা মনে।
চিত্রগতি রথের করিল যুদ্ধোজন।।
(দুই সোম গতি জেন বাৎসের কারনে)।
(পরস্পরে পক্ষণ উপরে করে রণ)।।
দেখিয়তে যুদ্ধযোগ শিষ্য ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ কৈল দেখি সবে হইল বিস্ময়।।
অর্জুনক জিনিবারু অধিক ইচ্ছয়।
(দ্রোণে জত কৈল তাক হাসি ধনঞ্জয়)।।
অস্ত্রবলে বিনাশ করিল অস্ত্রঘাতে।
ঘুর করে জেন অন্ধকারক প্রকাশে।।
অর্জুনক বিশেষ করিতে যুদ্ধ তবে।
বায়ুপত বায়ুব্যাদি অস্ত্র সবে।।
বরুনাদি অস্ত্র অর্জুনক হানিলক হানিলনু।
দেহি দেহি অস্ত্রে ধনঞ্জয় বারীলনু।।
জত দিব্যাস্ত্রক আরো প্রহার করিল।
অর্জুন সকলে অস্ত্র রণে বিনাশিল।।
যদ্যপি দিব্যাস্ত্র পহারিছে মারিবাক। তেহোঃ
তেহো[১০৪৫] পার্থবলে সনু পুজিলনু তাক।।
আপনাক অধিক মানিল মনে মনে।
দ্রোণ হেন যুদ্ধক জুঝিল জাতো রণে।।

তবে সর্বশিষ্যের যথাত্ত বনঞ্জয়।
অধিক স্তুতিক জেন টৈল সেযবয়।।
তাক দেখি দেবলোক গগণ যণ ভর।
সহস্র সহস্র আরো গন র্ব সকলে।।
ঋষিগণ দেবগন আরো নাগগনে।
সেযবে শোভিত হৈল আকাশ ভবনে।।
দণ্ডোদীপ উজ্জ্বল হৈলেন অশ্বজানে।
শুন্যত পবন এক স্থানিক মুনিনি সেকালে।।
ঋষি সিদ্ধ সকল আসিহে যত তথা।
সেযবে সেবেনা এহি কহিলনু কথা।।
যুদ্ধে এরূপ কর্ম্ম সুরাসুর নাগে।
গন র্ব চারণ[১০৪৬]যক্ষ রাক্ষসের আগে।।
নাহি দেখি নাহি শুনি কোন সযযুত।
দ্রোণ অর্জুনের চিত্র যুদ্ধ জেন যত।।
কোন বেলা অর্জুনক দ্রোণ দ্বিজ রাযু।
অতিক্রম করে দিব্য অস্ত্রের প্রভাযু।।
দ্রোণক অর্জুন বীরে কোন সযযুত।
অতিক্রম করে দিব্যাস্ত্রের নাযসেxx রাযবত।।
এ দুহার অস্ত্রের সযবে কারণিক।
ন হৈল রচিতে কহোঁ সকাএ বানিক।।
একে রুদ্রদেব দুই রূপ ধরে জবে।
ঈযার উপযা স্থান তবে সে সম্ভবে।।
কিন্তু জ্ঞান বল যার আছে আচর্য্যত।
জ্ঞান যোগ বল সৌর্য্য সবে গাণ্ডবত।।

সংসার সহিতে এ সকলে দেবতাক।
ইহা যদি করে পারে নষ্ট করিবাক।।
শক্য নাহি হেন ত্রৈলোক্যে নষ্ট করিতে ইহাক।
সিদ্ধ মুনিগনে কহিলনু এ কথাক।।
দ্রোন তবে তাপিত করিতে অর্জুনক।
ব্রহ্ম অস্ত্র দেখিলেক গ্লানি সকলক।।
তবে নর রুক্ষ নাবগন সমুদ্বিত।
সে কালে পৃথিবী খণ্ড সব প্রকম্পিত।।

১৯৬(ক) শেষ

১৯৬(খ)

ঘান ঘন সাগর ঘোর বহিল বাতাস।
কৌরবী গাণ্ডবী দুয়ো সেনা হৈল ত্রাস।।
তবে বীর অর্জুন রতি সম্ভ্রমক।
ব্রহ্ম অস্ত্র দেখি নিজ মন ত্রৈ ব্রহ্মাস্ত্রক।।
সেজে গুরুশিষ্য দুয়োজনার জন্ম জনেক।
জন্ম তৎপ দুখিয়ো যদি পার না পালেক।।
অন্য বীর গনে তবে আরম্ভীল রণ।
ঘান দোলে ব্যাকুল হয়া সেনা জনে জন।।
যুদ্ধি যায় কোনো স্ফুর্তি ন হইল কারো।
দ্রোণ অর্জুনের যুদ্ধে প্রবর্তিল আরো।।
দশোদিশ চাকিল দুহার পরজালে।
গগন আচ্ছন্ন হয়া জেন ততকালে[১০৪৭]।।
আকাশ গামির কারো না হইল গতি।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিত সঞ্জয় বদতি।।
নর রথ হয় হস্তি নষ্ট হয় জাত।
হেন মত যুদ্ধে প্রবর্তিল দেবেনাত।।

সুবর্ণের রথে যুধিষ্ঠির চড়ি আছে।
তাক দুঃশাসনে জায়া যুদ্ধ দিল পাছে।।
পাক ঘনে কৌরবে বিচ্ছিত হৈল পরে।
বড় চোটে বুটি যুধিষ্ঠির তাত পরে।।
রথ সমে যুদ্ধ অতি দারুণিক রনে।
পরেছন্ন হৈল দুশ্শাসনক তাহিনে।।
পাক ঘনের পরে অন্ন হৈল নিবিস্তক।
রথিবাক মা পারিনি তোমার যুদ্ধক।।
তবে দুঃশাসন যুধিষ্ঠিরের পরত।
রণে রহিবাক যুক্তি ন হৈল পকত।।
পাছে দুশ্শাসনক বিমুখ করি পরে।
দ্রোণক পাছন যুধিষ্ঠির বীরবরে।।
আগি কৃতবর্ম্মা হৈল সহায় তাহার।
আরো তিনি সহোদর কলিঙ্গ[১০৪৮] রাজার।।
দ্রোণক সমুখে যুধিষ্ঠির জায় চলি।
ভয়ঞ্জ কুমার দুয়ো তাহাক আকলি।।
রথা কাজে বাঢ়া দেল পাছতে তাহার।
তার এহি সাত মহারথ বনুদ্ধির।।
সুর্দ্দক কির্ত্তিক বাক্ষা করিতে চিত্তমুদ্ধ হৈ।
মৃত্যুক করিল অনুগামি ন ধর্ম্মযুদ্ধ হৈ।।
সে যুদ্ধত কেহো অবশ্যিষ্ট ন হৈলনু।
যুচি সিমু কর্ণিক মাত্রিক বহুমদণ্ড।।৫
(এবমাদি নানাসর প্রহার করিল)।
(আশিহর অন্তিক পরাস্তিকে নিদেখিল)।।

সে তোমার চারি বীর তিনি পাণ্ডবের।
যিনি সে ভুবন যুদ্ধে যুদ্ধে ভয়ংকর।।
(পুরুষ শ্রবর সেহ্নে আহ্নে জবঞ্চ কুমার)।
(সে চারি বিরক নিবারিল চমৎকার)।।
বাহুল শ্লোপক রুদ্রমূর্ত্ত মহাভাগি।
মারিলেন বাহনে পার্থিক বাগি।।
দুর হন্তু (দেখি তাক দুর্য্যোধন রাজা)।
(বাহির শোনিত তোজি) দেখি বান গদা।।
তাক দেখি সেহ্নে দুর্য্যোধনক সম্ভ্রতি।
মহাবীর সাত্যকী বাহুল বিস্তুমতি।।
(পরস্পরে হাসি দুয়োজন এ প্রকার।
(কৈল দুর্য্যোধন ভল্ল খন্ডক বিকার)।।

১৯৬(খ)শেষ

১৯৭(ক)

সখি তুমি বালক কালের বিবরণে।
সাত্যকীক সম্ভাষিল রাজা দুর্য্যোধনে।।
অন্যো অন্য অন্যে হাসি দুয়োজন বারম্বার।
কৈল দুর্য্যোধন ভল্ল খন্ডক বিকার।।
পূর্বকালে মৈত্র আছিলন্তু জেন রূপ।
তাক সুমরায়া কহিলন্তু কুরু ভূপ।।
তুমি মোর বুদ্ধি যুক্তি তোর সুহৃদ পরম।
(এমতে আছিলো প্রানাধিক প্রিয়তম)।।
সে তুমি সাত্যকী যুদ্ধি সেহি দুর্য্যোধন।
কি আর অভাগ্য তবু মনে মিলে রন।।
(ধিক মোর কাম ধেনু ধিক মোর বন।
(ধিক পুরুষার্থ ধিক আচার সকল)।।

জাতো তোক করি অতি মন ধান মোহিক্কি ।
মোক প্রতি কর অতি মন ধান তুহুক্কি ।।
সজ্ঞ নিত উদ্যম হৈয়াছি যুঝিবাক।
না রহি রাখিনাম সখি কিকি তেক মর্য্যাদাক।।
বিপুকালে তোর মোর মৈত্রি জে বন ধান।
পাসুরিবা তাক কিকি সখি মুহু ধান।।
স্মরিতে সে সব কথা আজির ঔচ্ছাহু।
জির্ন হেন হৈল পূর্ব মৈত্র যত রাহু।।
হেন সুনি তীব্র বান উদ্যত করিয়া।
সাত্যকী সম্ভাষা তাক করিল হাসিয়া।।
এজে যুদ্ধ ধর্ম্মহি দেখ নহে সভাস্থনি।
আচার্য্য গুরুর মুহ নহে মহাবনি।।
দেখ রন ক্রিড়া করে সেনা যত রাহু।
বিসেশ আসিছে তেএ ধর্ম্মক আসাহু।।
সুনি দুর্য্যোধনে বুলিলন্তু পুনবীর।
কথা দেহ বিপুলিবা পূর্ব্বের আধার।।
অবন এ ঠাই হৈনি যুদ্ধক উদ্যম।
কারক না পারে কেহোঁ করিতে আএম্ব।।
জে বন নিমিত্তে হের করহো সংগ্রাম।।
সে বনে রাজ্যতে পরিনামে কোন কাম।
অল্প সঞ্জ ক্ষুদ্র বদতি এ বুলিতে দুর্য্যোধন।
তেক্ষ বর্ম্মে সাত্যকী বুলিল এ বচন।।
সে কাল আছিল এক এজে কাল আন।
কাল বর্ম্মে তোমার নাহিকে নিকি জ্ঞান।।

এবে[১০৪৯] ক্ষত্রিয়র এহি ধর্ম্ম মহাতাপে।
যুদ্ধ হয় তাক হেথা বধিবাক নাগে।।
যদি বুঝি যুদ্ধ হব তোমার কৃপান।
তবে সে কৃপাণে[১০৫০] না মারিবা যুদ্ধ কাল।।
তোমার কৃপানে কুরুরাজ মহাবলী।
পরব মুদ্রদ স্বর্গলোকে জাব চলি।।
তোর যত বল শক্তি[১০৫১] অতেক প্রভাব।
ম কর বিলম্ব মোক দিয়ে মরমাব।।
হাসি স্নিগ্ধ সম্ভাষা করিআ হেন মত।
বাহল সাত্যকী যুদ্ধ রঙ্গোক যুদ্ধ মত।।
তাক আসিবার দুর্য্যোধন নিরেখিয়া।
আহ্বান করিল পরে সম্মুখ আসিয়া।। [১০৫২]
তবে যুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন সাত্যকির।
রণ প্রবর্ত্তিল জেন ষিংহেরন্নি হস্তির।।
আকর্ণ পুরিয়া সাত্যকীক তাত পরে।
(রাজা দুর্য্যোধনে তেদিলেক দশ পরে।।)

১৯৭(ক)শেষ

১৯৭(খ)

সাত্যকীও তাক হানি পক্ষ পাত বান।
পুন আরো ত্রিশ পর করিল সন্ধান।।
আরো দশ পরে তেদিলন্তু কলেবর।
তবে অন্ত্য সাত্যকীক হানি কুরু নরেশ্বর।।
আকর্ণ পুরিআ সাত্যকীক[১০৫৩] ত্রিশ পরে।
তেদিল যাএকে সাত্যকীও তাতপরে।।
হেদিল চুরন্ত পরে রথের কোদণ্ড।
অন্য ধনু ধরি তবে রাজা পরচণ্ড।।

পর বরষিয়া তাক কৈল আচ্ছন্ন আচ্ছাদন।
সে পর বুঝিক তবে বিনির মন দুন।।
অতি অসাধ্যক সাধ্য করিবার মনে।
অনেক প্রকার যুদ্ধ কৈল তার সনে।।
দেখি সর্ব্বলোকে উঠিলন্থ পর দু করি।
তবে দুর্য্যোধনে হানি পর তেহত্তরি।।
সাত্যকীক পিড়িলেক তোমার সন্তান।
সে পরক পরে ছেদিলন্থ ধনু বান।।
রাজা দুর্য্যোধনক ভেদিল বড় টানে।
রথবানো বান বান কৈল হস্তx বহুবানে।।
সাত্যকীর পরে বড় পিড়া পায়া তথা।
গেল কৌরবেন্দ্র অন্য রথ আছে যথা।।
তব যুঝ করি তবে বিশ্রাম থানিক।
পুনর্ব্বার আরো পায়া আন্য সাত্যকীক।।
পাছে ধনু বানের রথক বুঠি পর।
বুঝি কৈল দুর্য্যোধন নৃপতি প্রবর।।
সাত্যকীও পরবুঝি কৈল সেহিমত।
সে দুজনার পরজালে সেকালত।।
বন দাহে বহ্নির সবল হয় জেন।
ঠাক ঠাক বান পর দু দুইরো হৈলেন।।
আকাশ অগম্য হৈল চাকিল ভুমিক।
সাত্যকী রাজাতে করি আনিঞা অধিক।।
রথা করিবাক কর্ম্ম আসিল দুরায়।
পাছতে আসিল তার তীব্র মহাকায়।।

তবে ভীমসেন বীরে সত্তরে কর্ণক।
বাণ্ডা পরজান বরিষিল ভয়ানক।।
বাহে কর্ম মানাবিত পরের প্রহারে।
বনুপর সারথিক ছেদিল তাহারে।।
তবে ক্রোধে বদা বলি বীর বৃকোদর।
যুজ দণ্ড সারথিক বধিল কর্মর।।
(রথের পোটৈক চক্র ভাংগিল পাণ্ডবে)।
(সেজে তন্ত্র চক্রত্ত রবে থাকি কর্ম তবে)।।
পোড়িলনু সে বেলা পর্বত রাজ প্রায়।
একচক্র রথখানি বাহিল যোড়ায়।।
(আদিত্যের জেন এক চক্র বিমানক)।
(বহিল গগন পথে পতেক যোটক)।।
আমরসে নানা অস্ত্র শস্ত্র পর জালে।
দারুন ভীষক কর্ম যুঝিল সেকালে।।
(কর্মকো যুঝিল কোপে ভীম মহাবীর)।
(দেখি মৎস্য পাক রিক রাজা যুধিষ্ঠীর)।।
বুলিল আমার পিত্র ব্রাপ যোদ্ধা আজে।
গাণ্ডিবাস্ত্র সৈন্যত আগও হৈয়ে তাজেx তাজে।।
(এথা কি করেন তোরা হয়া যুদ্ধ ভাব)।
(যথা যুদ্ধ করে ভীম তথা নাশি জাব)।।

১৯৭(খ)শেষ

১৯৮(ক)

কেএ কর্ম্ম আব করি তেজি যমি স্থান।
পাইবা পরম গতি স্বর্গপুরে স্থান।।
জিনিলেও যুদ্ধ যজ্ঞে দিয়া দক্ষিনাক।
লভিয়া বভিবা বিজয় লক্ষ্মী পুনা প্রতিষ্ঠাক।।

রাজার পাছনি যায় দ্রোণক উৎমুকে।
বাল্য ভএ ধর্ম্ম আর ভক্ত করিআ মৃত্যুকে[১০৫৪]।
(এক দিকে পাক্ষ লৈ সকল সেন যাই)।
(আর দিগে ভিমসেন আদি বিরে জাই)।।
তবে ভীম সহদেব নকুল সে ভাই।
চলিলা আকি অর্জুনক বুলিসেন তিনি ভাই।।
(দ্রোণের আগতে তুমি রুচণ্ড প্রভাব)।
(কৌরবক মরে পিড়া করিয়া বেদাব)।।
নিশ্চয়হায় উপাধ্যায় হৈল ভবে।
পাক্ষ লৈ সকলে বধয়োক তাক তবে।।
(মুনি কৌরবক বান্ধিল পক্ষ মহারঙ্গ)।
(তবে যুধিষ্ঠির আদি পাক্ষ লৈ সকলে)।।
দ্রোণ সেনাপতিক বাহল পিতৃপতি।
দৃতরাষ্ট্র নৃপতিত সঞ্জ জয় বলতি।।
(দ্রোণ পাক্ষ লৈর সেনা করিল কদন)।
করি আছে যেন দু দেব সেনাক জেমন।।
দ্রোণ অস্ত্রে যুতকল দু হৈলেন পাক্ষ লৈ।
দুঞ্জ জয় হৈলনু সেহিমত মানকাল।।
দুঞ্জ জয় পাক্ষ লৈ তথাপিতো ভ্রানমনে।
সবে মিলি কেবলে দ্রোনক বান্ধ রনে।।
তবে দ্রোণ পর বরষিয়া তাকে আছে তাক।
উৎসন্ন করিতে বাসিলনু তা সমুঁক।।
করিল ভৈরব নাদ এসে তারা সবে।
ব্রজ ভুলিত অস্ত্রে পাক্ষ লৈক দ্রোণ তবে।।

থাক্ক এক যখিবার দেখি পাণ্ডবর।
হৈপের সেবেনা মোর ভয় গুরুতর।।
যত বাজি রথতন্ত্র দেখিয়া সে ঠাবি।
যানিলনু আর পাণ্ডবের ভয় নাহি।।
তাকি পরস্পরক বুলিল সবে আরো।
এ শ্লোকক চাহিবাক মকা নাহি কারো।।
অর্জুনক ইহাক কদাচিতো ন পারয়।
হেনমত এস্ত হৈল কুন্তি পুত্র চয়।।
দেখি ভগ্ন অনুরক্ত কৃষ্ণ কৃপাময়।
অর্জুনক বুঝিয়া বুলিল সে বচয়।।
এজে শ্লোক যনুযুক্ত হয়া থাকে জবে।
মর্ত্তদেব সনে দেবরাজ আসি তবে।।
জয় হেতু এতেকে এ পাণ্ডব সব জত।
মোরক আশ্রয় করি বোলক এমত।।
এশ্বর্য্য ছাড়োক আপনার রক্ষা কাজে।
তবে সে সেনাক না মারিব দ্বিজ রাজে।।
অনুৎপাদা হত হৈল বোলক বিধায়।
ইহাকেঁ ভেজিব তবে যুদ্ধ মর্ত্তধায়।।
একথাক জনে কেহোঁ কহে তার পাশে।
সে পাণ্ডক বিনাশ করিব যোগত্যাসে।।
সে কথাক কৃষ্ণে ন সকলে যানিলেক।
অর্জুনের যাএ অভিরুচি না হৈবস্ত হৈলেক।।
পাণ্ড হয় ঈশ্বরের আজ্ঞা নৎঘায়।
কহু দুষ্ট সেহেতু যানিল এশ্বর্য্যরায়।।

তোমার সৈন্যত তবে তীব্র মহাকায়।
অশ্বত্থামা নাম গজ মোটেক বলায়।।
মারিআ দ্রোণের পাশ আসিল ধরিয়া।
অশ্বত্থামা হস্তি হত বৈল মা করিআ।।

১১৮(ক) শেষ

১১৮(খ)

ঘোর নাদে বিথ্যাএ করিল উচ্চস্বরে।
অশ্বত্থামা হত বৈল আজির সমরে।।
তীব্র যুদ্ধে সে অশ্বত্থ কথা সুনি কানে।
মোহ হয়া বৈল দ্রোণ অনেতেক ক্ষনে।।
শরি পাছে বনবির্যা কিরাত বিশ্বস্ত যুদ্ধের।
সে কথাক বিথ্যা হেন মানি বস্তিবর।।
যুধা জিতেন দ্বিজ চিরজিবি বিশেষত।
তাক নিকি শস্ত্রে করিতে পারে হত।।
এহি বুলি ধৈর্য্য অবলম্বি জ্ঞান পাব।
বীর ধৃষ্টদ্যুম্নক আবেশে সেন ধাইব।
পাছে তীব্র কংকপত্রি শর সহস্রেক।
ছাড়ে সেন্যে ধৃষ্টদ্যুম্নক প্রহার করিলেক।।
আসিরন শত আরো দিব্য ধনু ধরি।
ব্রহ্ম দত্ত শর সব নিক্ষোজন করি।।
পাঞ্চাল প্রবর ধৃষ্টদ্যুম্নক যুঝিল।
রশ্মি পুঞ্জ হুন্ত সূর্য্যে যেন বুলক দিখিল।।
শরবৃষ্টি করি আরো ছন্ন করিলেক।
তার পর সকলক শরে ছেদিলেক।।
ধনু ধ্বজ সারথিক সবে রনমাঝে।
পানাইত শরে নিপাতিল দ্বিজরাজে।।

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু ধরি হাতে।
আসি বাণে ভেদিলেন দ্রোণের ছিয়াতে।।
অতিমন্যু ভেদ হয়া দ্রোণ সেনাপতি।
পুনর্ব্বার পরে ধৃষ্টদ্যুম্নক সম্পুতি।।
গদা আর বড় ঢাল বহু অস্ত্র বর্ষিয়া।
ধনুশর আদি সবে কেলাইল ছেদিয়া।।
পানাবত পরে ধৃষ্টদ্যুম্নক ভেদিল।
ঘোড়াক ঘোড়কে তবে একএ করিল।।
গারাবত সম পুত্র অশ্ব থাক তার।
শোন বর্ন ঘোড়া দ্রোনাচার্য্যের রথের।।
শোভিল বিস্তিত হয়া সেবেলা দুহার।
রথ বন্ধ ঈশাবন্ধ চক্রেশবন্ধ ঘোটা তার।।
ছেদিলেক দ্রোণক দ্রোণে এ সকল ভত আছে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরথ বিধনু হয়া পাছে।।
আপদত পড়ি তুলি নৈলমু গদাক।
পানাবত পরে দ্রোণে ছেদিলেক তাক।।
দ্রোণ পরে গদা নমু হৈলেন নিরেখি।
বহু ঢ চর্ম্ম তুলি নৈল খানিলো না দেখি।।
রথে আছে দ্রোণ দ্বিজরাজ সেনাপতি।
(খান্য ধৃষ্টদ্যুম্ন তাক বধি যাক প্রতি)।।
রথের ঘুরের আড় হৈল উপাধ্যায়।
কি রহিল সেবেলা তার বুঝি অতিপ্রায়।।
(তবে তার আরপুটি ঘোড়াক রথর)।।
(প্রহারিল পাক ন বহুত অস্ত্র বহুতর)।।

দেখি সবে সৈন্যে প্রদ্যুম্নক বুজিব।
ছিদ্র পাএ তার যুদ্ধ ক্রোধে ন পাইব।।
(ঋষি বানীএক লোক সবে অদ্ভুত পরায়)।
(গাহে দুই সোন জেন বাংশ প্রত্যাশায়)।।
উঠি সব পাখা চক্ষু বুজে যুদ্ধ কৈল।
ক্রোধ প্রদ্যুম্নের তেহত যুদ্ধ হৈল।।
(তবে পারাবত প্রায় শ্বেত অনুচয়)।
(যারি প্রদ্যুম্নের করিল ক্রোধে ভয়)।।
হত হয়া হয় পুষিবীত হৈল পাত।
তাক প্রদ্যুম্ন ন গনিয়া গননাত।।
(বরতর বড়গ ধরি ধাইল ক্রোধক)।।
(শিনিতে গড়ুরে জেন খেলা মর্দ্দক)।।

১১৮(খ)শেষ

১১৯(ক)

যাদ্যা জাইতে সেবেনাত পোতিল পাক ল।
জেন হিরন্যাকের বধত পুর্ব্বকাল।।
(স্ব নরশিংহ রুপি বিষ্ণু হয়াছে জেবন)।
(সেহিরুপ হৈল প্রদ্যুম্নর তখন)।।
বড়গ চর্ম্ম ধরি করিলনু নানাগতি।
আবিষ্ট উল্লানু ভানু সম্পাত প্রকৃতি।।
(পরিবৃত নিবৃত আসন্নক্ষ আপ্লুত বিপ্লেত)।
(আরো এবমাদি গতি করিল প্রস্তুত)।।
জত যোদ্ধাগণ আসিআছে যুঝিবাক।
আসিছে দেবতা জত যুদ্ধ দেখিবাক।।
(দেখিয়া তাহাক তবে হৈলেন বিস্ময়)।
(তবে জোন সর মহাদেএক জ্যোতির্ম্ময়)।।

আকর্ণ পুরিআ ধনুর্দ্ধর বানিল।
শত চন্দ্র[১০৫৫]যুক্ত বহুর্দ্ধ চন্দ্রক হেনিল।।
সমিপক আরো জত যোদ্ধা আসিআছে।
কোটিবৈতস্তিক অস্ত্র নিবারিল পাছে।।
সে অস্ত্র দ্রোণত বিনে নাহিকে অন্যত।
আরো অধুৎবাবা অভিমন্যু অর্জুনত।।
কর্ণ কৃতবর্ম্মা কাম্বদেব ধনু বানে।
এ সকল বিনে তাক অন্যে নাহি জানে।।
পাছে পুএ তুল্য সেজে শিষ্যের রক্ষক।
ধরিলন্থ ধনু দ্রোণ দুর্যোধ সরক।।
দেখি তাক তিব্র পরবানে[১০৫৬]ধনু বান।
কর্ণ আরো তোমার পুত্রেক বিদ্যমান।।
হেদিআ ধনুর সেজে শর অদভুত।
কৈল দ্রোণে ধ্বস্ত ধনু দ্যুম্নক সুকৃত[১০৫৭]।।
তবে সেজে কর্ণ কুরুরাজের অগ্রত।
রাজ সাত্যকী করিতে সৈন খণ্ডি সিংহবত।।
তাক দেখি কৃষ্ণ ধনঞ্জ হুয় হুয় দৈন।
সাধু সাধু বুলি পুজা করিবাক সৈন।।
কৃষ্ণক অর্জুনে বুলিলেক সেকানত।
দেখ দুষ্ট রথি দ্রোণের অগ্রত।।
রনএশীড়া করিতে সাত্যকী বারম্বার।
মোক প্রভু আমন দিত করায় ঝগার।।
রাজা যুধিষ্ঠীর আরো ভীম নকুলক।
সহদেব দুরমিদ[১০৫৮] বুলি সকলক।।

অন্য বন্ধু বান্ধবের আনন্দ করয়।
সেনা সকলক ঘোর করায় বিস্ময়।।
জানায় অজয় হেন উত্তম সেনাক।
জতো সাধু সাধু বুলিল[১০৬৯] তাহাক।।
সঞ্জয় বদতি দুর্যোধন আদি সবে।
এমন হয়া বেগে সনু সাত্যকীক তবে।।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি কৈল বিবিধ প্রিয়ুং বিদ্যুক।
বরষার মেঘ জেন আবরে দিগিক।।
সাত্যকী তাথার পরবুদ্ধি দিব্যাস্ত্রক।
দিব্য অস্ত্রে নিবারিল বিদুস্ত পুর্ব্বক।।
সেজে ঘোর সমাগমে যুদ্ধ ভয়ীবান।
বৃন্দে পশু মারিলে পর্ব্বত জে বন থান।।
ভয়ানক আছিল সেরুপ আছিল পুনু।
দেখি ভয় পুরকে পুরিত জত তনু।।
বীর সকলের শির[১০৭০] খন্ডক কোদণ্ড।
ভগ্ন রথ চক্র যুজ বিনাদন ভ।।

১১১(ক)শেষ

১১১(খ)

এ সকল পড়ি গোতে যুদ্ধ ভুমিথান।
আকির্ণ হৈগেল নিরেখিলি বিদ্যমান।।
পরে ভেদ হয়া ঘোদ্ধ গন পড়ি পড়ি।
বিচেয়া করয় আরম্ভয় হাতভড়ি।।
দেবাসুর সংগ্রাম যুদ্ধ হৈল হেনরুপ।
সবাকে বুলিল তবে যুধিস্ঠীর ভুপ।।
হয়া সবে এক এক দ্রোণক পারা আরা।
যুঝিতে লাগিলে প্রদুন্নুম্ন তাক জারা।।

ইহাত দ্রোণের রনশক্তি জে প্রকার।
দেখিবাক লাগিছেন কি কহিবোঁ আর।।
এতেকে সকলে মিলি বেড়ি যুদ্ধ জবে।
আজি দ্রুদ্যুম্ন তাক মারিবেক তবে।।
পাছে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠীরের আজ্ঞা দিয়া।
দুঞ্জ ভেরী দুমুবে মহারব জত রাজা।।
এক মাত্র হয়া সবে গান্য আচার্য্যক।
দ্রোণে আগিবাক দেখি সে সব সৈন্যক।।
উদ্দিবু করিল নানা অস্ত্রে সকলক।
করিতে লাগিল রথ সকলো পর দুক।।
পাছে সত্য সন্ধ রাজা যুধিবী কম্পায়।
১০৬১ পাছে তার ১০৬১ সমুখ হৈলনু আসি ধায়।।
উভয় সেনার এস করাইতে তখন।
নির্ঘাত ঘোর যুগুত ঘোর বহিল পবন।।
উন ক্রোসর পড়ি প্রকাশিত হৈল সবে।
যুদ্ধ সবে দ্রোণে দেবা দেখি হয় তবে।।
অস্ত্র সকলক্ত জাত তাতে অস্ত্র হৈল পাত।
দ্রোণো বনহীন জেন হৈলনু অপাত।।
বাণ বাহু বাণচয় স্কানিবার দেখি।
মন ভঙ্গ হৈল দ্রুদ্যুম্নক নিরেখি।।
কবি যুদ্ধ বাদি যুর্গ জায় জেন যুগে।
দ্রোণো যুর্গ জাইবাক (নিমিত্তে) দেযুবে।।
যুদ্ধ হৈ ভ্রান (ত্যাগিবার) ইচ্ছা করিলনু।।
চৌদিগে পাক দি সেনা তারে বেড়িলনু।
[illegible]
অস্ত্রিজেন লভি দ্রোণ হৈল সেকালত।।

ক্ষত্রিয়ক গণক দাদ করিতে রনত।
অস্ত্র জেন গতি দ্রোণ কৈল সেকালত।।
প্রতি (সতি হাজার ক্ষত্রিয়ক সেবেনাত)।
(দ্রোণে বধিলেক সরে করি কন্ধ গাত)।।
আরো পানাইত পরে ত্রিদশ হাজার।
ক্ষত্রিয়ক মারি পুরু[১০৩২]লিল যমদুয়ার।।
(ক্ষত্রিয়ক বধিতে ব্রহ্মাস্ত্রক নৈয়া আছে)।
(সেহি যুধুদ্যুম্নক বিরথি তিমে পাছে)।।
অস্ত্রশস্ত্রহীন বিমর্দ্দ হৈবার দেখি আর।
নিজে আয়া (রথত তুলিল আপনার)।।
(নিকটতে দ্রোণে যুদ্ধ করে দেখি তবে)।
(বুলিলন্ত তিমে যুধুদ্যুম্নক ঐ গৌরব)।।
এক্ষে অদভুত যুদ্ধ তোর বহিবারে।
তুমি ব্যাতিরেকে অন্য পুরুষে না পারে।।
(সবে তেজি এতেকে দ্রোণক আগে যার)।
(নিবেদ করিয়া আহি তোমাত এবার)।।
যুধুদ্যুম্ন যুধুদ্যুম্নে তাঁহের সে বুধ মুনি কথা।
পরবৃদ্ধি করিলেন দ্রোণে আছে যথা।।
(ব্রহ্ম অস্ত্র আদি দিব্যাস্ত্রক দু তগতি)।
(দুক্ষো দুষ্ট প্রহারিল বধিবাক প্রতি।।

১৯৯(খ)শেষ

২০০(ক)

যুধুদ্যুম্নে পাক দিলে সেকালে ঘোর রণে।
দিব্যাস্ত্রে দ্রোণক করিল আচ্ছাদনে।।
দ্রোণের(অস্ত্রক বিনাশিল ব্রত রায়)।
(তাক দিবি বহ্নিকাদি রবে মহীদায়)।।

সে দ্রোণক আরো কৌরবেও রক্ষা করে।
যুদ্ধযুদ্ধে তথাপি তাপিত কৈল পরে।।
দিশ সকল----------।
----------।।
তবে দ্রোণে তাহার ধনুক কৈল ছেদ।
হানি বিনিযুব শরীরক কৈল ভেদ।।
বর্ম্ম ভেদি তনুকো কৈল জর্জ্জরিত।
সরে যুদ্ধযুদ্ধ হয়া পরব বাধিত।।
দেখিয়া পাক ল দ্রোহু বিংশতি হাজার।
চতুর্দ্দিসে সর বরষিল ধারাসার।।
আজন্ম হৈসেন দ্রোণ সে সব সরত।
নিবারক তাক না পারিনি সেকালত।।
পাছে পাকালের দ্রোণে সে সব সরক।
নিবারণ করি দেখিলেক ব্রহ্মাস্ত্রক।।
পরে সোধকের তবে করি কন প্রপাত।
বিদ্ধিত করিল যুদ্ধ অপনি সাক্ষাত।।
তাত পাছে পাক ল সৈন্যের আই বাহুশির।
কাটি কাটি পাড়িলনু দ্রোণ মহাবীর।।
দ্রোণ সরে কত মুতকল ন হয়া কায়।
হৈল বাতাহত বৃক্ষ সমুহ পরায়।।
হস্তি ঘোড়া পড়ি অপরা বিবসা।
হৈসেন সমর ভুমি সোনিতে কর্দ্দমা।।
বিংশতি সহস্র পাক লক তবে মারি।
রহিল নিযুব জেন অপনি পুরুষি প্রকাশী।।

পুনু পুন যুদ্ধ হয়া দ্রোণে করি পরচোট।
বসুদান বীরের কাটিল শির পোট।।
মারিয়া সৎসর পক্ষ সহস্র বীরক।
সংহারিল দুই ভুজুর ছয় সহস্রক।।
অজুতেক হস্তি আরো অজুতেক হয়।
পুনরু করিল ভরদ্বাজের তনয়।।
পাছে সবে ধরিবার রথ নিমিত্তক।
রহিলনু দ্রোন জেন সাধ্যাতে অনুক।।
দেহিবেনা হবাবাহ আদি কবিগনে।
ব্রহ্মলোক দ্রোণক নিবাক হৎসা মনে।।
তাকি বুলিলনু তুমি অবর্ম্ম যুদ্ধ রত।
নিরর্থক ত্যানি সকলক কর হত।।
বিপ্রাবিএ অগ্নি জবদগ্নি ভরদ্বাজ।
কাশ্যপ অংগিরা চ্যবন বশিষ্ঠ গৌতম।।
এ সকল দ্রোণক করাবতে উপদেশ।
ধর্ম্ম বানি বিপ্র ক্ষাব বিদ্যাদি মুনিগনে।।
এবে মৃত্যুকাল আসি হৈল উপস্থিত।
এতেকে অস্ত্রক থুইয়া সমর ভুবীত।।
আমাক সম্ভাষা কর দ্বিজবর সার।
এত্তে অনুর কর্ম্ম ন করিবা পুনর্বার।।
সত্য ধর্ম্মরত তুমি ব্রাহ্মণ জাতিত।
বেদ বেদাংগত আরো বিশেষ গন জ্ঞিত।।
যুদ্ধ মহে এ পোট ন রহ আর রথে।
অস্ত্র পরিহরি চতুবেন ধরম্ম ধর্ম্মপথে।।

নরলোকে যতকাল আছিন[১০৬৩] তোমার।
পরিপূর্ণ হৈল তাহে কি করেন আর ।।
তুত্ত অংশে সনু তুমি এমত করিলা।
অংশে যাহে না জানে তাহাক দগধিলা।।

২০০(ক)শেষ
২০০(খ)

আপনে পণ্ডিত হয়া করিবা যে কাজ[১০৬৪]।
মানুষ এ কর্ম্ম নহে জান দ্বিজরাজ।।
এতেকে অংশক ত্যাগি আসিও সত্বর।
বিলম্বের কাজ আর নাহি অতঃপর।।
হেন যত বানি তবে মুনি তা সহাঁর।
তীব্র যুবে মুনি অশুদ্ধাবার সংহার।।
পুএ শোকাগ্নিত দগধ হৈআছে যমত।
নিঃ রখিআ আরো ঋষ্যশৃঙ্গের অগত।।
মুঢ় করি চিত্ত এমত কৈল স্থির।
ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য পালেক যুধিষ্ঠীর।।
কদাচিত মিথ্যা ন কহিবা মহাশ্চর্য্য।
কাহাকা মা করি তাক পুছিল সেহেতু।।
সেবেলা বিষনা হয়া কৃষ্ণ কৃপাময়।
যুধিষ্ঠীর রাজাক বুলিল সবিনয়।।
যদি আজি ছোপে দুই প্রহর পর্য্যন্ত।
সমর করহ তবে সুন যে ভৈরব।।
তোমার সেনার ভৈব সবারে গ্রসয়।
কারো রক্ষা নাহি রাজা জানিবা নিশ্চয়।।
এতেকে আমাক রক্ষা কর পুনশ্চেষ্ট।
মিথ্যা কহিবাক পারি জীবনে নহেতু।।

মিথ্যা কহি জাঙ্গে রক্ষা করে আপনাক ।
জানিবেন পাবে ন পরমে সে জনাক।।
রাজাক বুলিব তবে ভীম মহাবাহু।
সুনিছ পক্ষক বধিবাক এ উপায়ু।
ঐরাবত তুল্য হস্তি অশ্বত্থামা নামে।
তাহাক সংগ্রামে যুদ্ধি মারিল বিক্রমে।।
সে কথাক পাছে জায়া কহিলোঁ দ্রোণত।
হারুবেন যুদ্ধে অশ্বত্থামা হৈল হত ।।
কাক লাগি এথা আর আছ নিশ্চারণ।
প্রত্যয় না হৈল তাঙ্গে মোর এ বচন।।
এতেকে কৃষ্ণের কথা যান বহীপার।
লোক রক্ষা হোক না পাড়িবা আনথার।।
কহ জায়া সারথুতি পুত্র অশ্বত্থামা।
হত হৈল দ্রোণে যুদ্ধে করোনুক ক্ষমা।।
তুমি জায়া এ কহিলে আপতে তাহার।
(কদাচিতো দ্রোণে যুদ্ধে না করিব আর) ।।
তবে ভবিষ্যতক জানিআঁ রাজা মনে।
ভীমের সে বানি সুনিকৃষ্ণের প্রেরণে।।
(অশ্বত্থামা হত হৈল কহিল দ্রোণত)।
কিনু গজ হেন বুলিলন্তু অব্যোকত)।।
তবে সেহ্নে ধর্ম্ম নৃপতির রথখান।
পূর্ব্বত করিয়া চারি (অংগুলি প্রমান)।।
(ঊর্দ্ধ গতি থুছি নমিল অবতাসক)।
(ঘটক সকল পরশিল পৃথিবিক)।।

যুধিষ্ঠীর যুবে পাছে মুনি সে কথাক।
পাণ্ডবের অপরাধি (যানি আপনাক)।।
(পুত্রশোকে অনুরাগে বির কাতর হৈল)।
(ঋষিবাক্য মুরি ধরিবাক ইচ্ছা কৈল)।।

২০০(খ)শেষ
২০১(ক)

আরো তথা দেখি দ্রুমুদ্যুম্নক সম্পতি ।
তেজি ধন ধুর্ত্তুর (যুদ্ধ চুবের সকতি)।।
(সজ্জ হু বদতি দ্রুমুদ্যুম্ন বিরবরে)।
(অনুতপু আচার্য্যক খাইলনু সবরে)।।
অগনিত বন্দু মহাযজ্ঞে জে বীরক।
পাড়াছে (যুবদ দ্রোণবধ নিমিত্তক)।।
(সেজে দ্রুমুদ্যুম্ন বির ধরি ধনুবান)।।
(নিয়োজিত করি তাত সপ ঈশব বান)।।
সে ধনুর জ্বালা দেখি সবে হৈল ভিন।
যানিলনু অনুকাল (হৈল উপস্থিত)।।
(দ্রোণে তবে দেখি তার ধনুসর ঘোর)।
(যানিল দেহের অনুকাল হৈল ঘোর)।।
তবে তাক প্রতি করিবাক নিবারণ।
রহিল আচার্য্য দ্রোণ হয়া সজতন।।
(কোন অস্ত্র উপস্থিত ন হৈলমু তার)।
চারি দিন এক রাত্রি হৈল এ প্রকার)।।
আরো দিনেকের হৈল চুতিয় প্রহর।।
অস্ত্র শস্ত্র সবে ক্ষয় হৈল আচার্য্যর।।
নানাবিধ অস্ত্র কোনো নিস্ফুরি যনত।
ঋষি সকলের (তবে আকাশি বাক্যত)।।

অস্ত্র ধর তেজিবার ইংসা করিলেন।
তবে অভিমন্যু শ্রেষ্ঠি বীর ভীমসেন।।
দ্রোণের রথের সন্নিকট জায়া তথা।
সম্বোধিয়া (করি কহিলনু কথা)।।
ক্ষত্রধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি ব্রহ্ম বন ধুচয়।
পরধর্ম্ম বিদ্যা করি যুদ্ধ না করয়।।
তবে ক্ষত্রিয়র বধ না হৈলেক হয়।
তুমি হিংসা ন কর এ শোকের ধর্ম্ম কয়।।
সে বর্ম্মের মুনি যা শুনে সে হৈল ভাত।
অভিমন্যু ব্রহ্মবেত্তা হয়া তুমি তাত।।
একে যানি পুত্রের কারণে দুঃখ পায়।
অনেকক যারিলা অজ্ঞ নি জন ন্যায়।।
তথাপিতো দুঃখি ন হয়েন কি কারনে।
সে পুত্র পড়িয়া আছি করিল শয়ন।।
বুঝিলেন ধর্ম্মরাজে কহিল তোহাক।
মিথ্যা শঙকা করিবাক না পার তাহাক।।
ভীমসেন এ বুলিলে দ্রোণ উপাধ্যায়।
ধরনু অস্ত্র পরিত্যাগক ইংসায়।।
বুলিলনু কর্ণ কর্ম কৃপ দুর্য্যোধন।
রনের কারণে তোর করিও নিধন।।
পাণ্ডবক হন্তু যৌক কুপন তোমার।
বুঝি হেন অস্ত্র করো পরিহার।।
এহি বুলি শোকে আর্ত্তহয়া উচ্চরবে।
হাহা অশ্বত্থামা হেন ডাক দিল তবে।।

অস্ত্র পরিহরি তবে রথ সন্নিপত।
দ্রোণিক অভয় দ্রোণ দিয়া সেকালত।।
যোগাসনে বসিলন্তু যোগীন্দ্র সাধ্যাত।।
ধ্রুবুধ্রুম্ন সেহিখিন্তু গাড়া সেবেলাত।।

২০৮ (ক) শেষ
২০৮(খ)

ধনুপর রথের উপরে পরিহরি।
বড় গ্র চর্ম্ম ধরি তেব নিল বিস্তরি।।
ধ্রুবুধ্রুম্নে সেরূপে আথিবার দেখিপাছে।
অমানুষী মানুষী অতেক সেনা আছে।।
হাহাকার করিয়া বিক্ কার করিলেক।
তবে ধ্রুবুধ্রুম্নে তার কেপে ধরিলেক।।
দু পদ পুত্রের হেনমত দয়া বন।
পরম পঞ্চ দুখী তবে দ্রোণ মহাজন।।
তবে১০৬৫ তেজ১০৬৫ বুজ ক্রুদ্ধিত উন কা প্রায়।
জ্যোতির্ম্ময় রূপে উদ ঁদিতি দ্বিজরায়।।
উদ ঁদিহত সন্মুখ আপু কথি পরিতে সত্বর।
দুর্গতি আশ্রমী চলি গেল বিপুবর।।
তেজোময় রূপে সেবেলাত দেহি তার।
দ্বিতয় আদিত্য বুদ ধি হৈলন্তু আমার।।
দুর্গবাসী সকলের গাড়া তার লাগ।
কিমনিমাত্র পক্ষ দে রথে হৈল মহাভাগ।।
পাছে ধ্রুবুধ্রুম্ন দেব দেহে উদ ঁদামি।
আতো নিরেখিলি পক্ষ জন যায় আমি।।
কৃষ্ণ পঞ্চ ধ্রুবু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠীর।
ছোনিও দেখিল তেজপুঞ্জ দু দে গভীর।।

এহি পক্ষ জন বিনে না জানিব আনে।
প্রদ্যুম্নর না জানি দ্রোণের সে পরানে।।
তাও অস্ত্রগত প্রাণ করিত[১০৬৬] বুধির।
এবত দ্রোণক করি প্রদ্যুম্নর বীর।।
শরীরত হন্তে খড়্গ লৈ কাটিয়া মস্তক।
সিংহনাদ কৈল পাছে হরষ পূর্ণক।।
নিসেধিল পার্থ আদি যত রাজ বীর।
তথাপিতো খড়্গ প্রহারে ছেদিল শরীর।।
বড়ত কম্পায়া পাছে নানা গতি কৈল।
দেখি দুঃখি সাকুলোক মূতকল হৈল।।
আদি বৎসরিয়া বিপ্র আকর্ন পাতিত।
সোড়স বৎসরিয়া প্রায় সবর পতিত।।
শরীরক[১০৬৭] তেজি তাকে তোবার কারন।
রথে পড়ি কৈল ব্রহ্মলোক গমন।
মহাবাহু কুন্তির তনয় ধনঞ্জয়।
উভয় সৈন্যের আরো সেনাপতি চয়।।
রাজাগণ মা বার মা বার বুলিলেক।
দারুন পাক রণে[১০৬৮] তথাপিতো বারিলেক[১০৬৮]।।
শোনিতে শোভিত হয়া তবে ভরদ্বাজ।
রক্তে রৈল জেন অস্তাংগত সুহ> রাজ।।
রথ হন্তে চলিয়া পড়িল মহাবল।
ভুমিত রৈলনু জেন উদিত মংগল।।
হেনরূপ অন্তে সেনাপতি <সকলর>।
<প্রদ্যুম্নর বিরে শির ছেদিল> দ্রোণর।।

বৃহদ্বাত হৈল জেন পুচিয়া আসুয়।
অবনত না পায়ন্ন পাণ্ডব পরিচয়।।
দ্রোণ বিরহেদ দেখি সেহিবড় ত্রাসে।
(সবে সেনাপতি) পলাইল দিশপাসে।।

২০১(খ)শেষ
২০২(ক)

মহাভয়ে রাজাগন পালান্য নিশেষ।
দ্রোণ পুনু সুর্পুরে হয়া পরবেস।।
চরিন নমস্ত পবে সমু মহাব্রত।
আমি যায় নিরেখিলো প্রসাদত।।
কৃষ্ণ র প্রসাদে ব্যাসদেবের প্রসাদে।
জাতো সে কানিক নিরেখিলো অনুবাদে।।
তবে (দ্রোণ বিনে) নিরুৎসাহ (কুরুসৈন্য)।
বায়ু (বিস্মিত) জেন বৈসেন[illegible] পরণ্য।।
দেখি মহাবেগে পান্য যুঞ্জ [illegible] পাণ্ডবে।
দুষ্ট সৈন্য ভয়েতে বিদির্ন হৈল তবে।।
যুদ্ধ (দ্রোণ) হত হয়া নতি পরাজয়।
(পরিনামে) অমুদ্ধ দেখিয়া সেনাচয়।।
গতপ্রান হয়া যুদ্ধ দ্রোণের সরীর।
আন দোলত জিজ্ঞ রাখিনা পান্য যতবীর।
বিজয় পাণ্ডব পব নতিআ সংগ্রাম ।।
(বান সব দু কৈল) যুদ্ধ দেখি পরিনামে।।
পণ্ডব সিংহনাদ তবে কৈল মহোৎসবে।
ভীমসেন যুধুত্যুন্ন দুষক দুষ্ট তবে।।
অন্যোঅন্যে পরস্পরে করিআ সাদর[১০৬৯]।
তবে যুধুত্যুন্নক বুলিল বৃকোদর ।।

পাণি মুত পুত্র আরো হত হৈলে রণে।
পরস্পরে করিব অবশ্য আলিংগনে।।
এবি মুনি ভীম হরষিত হয়া অতি।
বাহুস্ফোট শব্দে কম্পাইলা বসুমতি।।
সে শবদ শুনিয়া তোমার বীরচয়।
ভেরি শঙ্খ ছাড়ি পালাইল মহাভয়।।
বিপক্ষ জয় করি পাণ্ডব নিঃশেষ।
হৈল হরষিত সুখ[১০৭০] মনিয়া বিশেষ।।
জয়তি কমলেশ্বর মোদনারায়ণ।
জ্ঞান বুদ্ধি বসুমত উন্নত যৌবন।।
বসুকুল তীর্থ সিন্ধু নাহিক সংসয়।
তাত বন্ধু হৈতে পরিপূর্ণ চন্দ্র প্রোদয়।।
আর দান চন্দ্রিকায় দেখি বিদেশির।
নিরন্নুরে দুর করে দারিদ্র তিমির।।
তার আজ্ঞা পরবানে দ্রোণ পর্ব্ব পদ।
ভনে কবিরাজ কৃষ্ণ বোল সভাসদ।।

সন জয় বসতি ভুপ পাছে হৈল জেন রূপ।
গুরু দ্রোণ রনে হৈল হত।
ভয় মহা মনোদুঃখে অন্ধ পরিপূর্ন মুখে
সকল কৌরব সৈন্য জত।।

[১০৭১]দেখি তন্ধু পুত্র সবে জায়া তা সন্মাক ভবে[১০৭১]
জানে মনু পালাইতে আন্য।
পূর্ব্বকালে জেন মত হিরন্য কশিপু হত
হেন্ত দৈত্য সৈন্য কিরাবল।।

সে সকল আবেষ্টিত হৈলনু সে মুনিত
তেহো দুর্যোধন নরপতি।
পাণ্ডব সকল সনে যুদ্ধ করিবাক রনে
রহিবাক না হৈল শকতি।।
তুঅ সৈন্য অতরাষ্ট্র উন্মিত্র রৌদ্র দুরাষ্ট্র
পুস্ক হয়া হৈলনু বিকল।
সূর্য্যের কিরণে জেন অতিসয় মুষিলেন
পুলয়ত সমুদ্রের জল।।
শত্রুক দেখি আকৃষ্ট xxxxxx হয়া মহাভয়াবিষ্ট
আর্ত্তরাবে ডাকে সেকালত।
সবাকে ছাড়িআ সবে অপেক্ষা ছাড়িআ জবে
পালাইল কৌরব সন্য জত।।

২০২(ক) শেষ
২০২(খ)

ঐন্দ্রক জুদ্ধ ত্রিনয়ন সুমেরুক উত্তোলন।
এ দুই অসাধ্য জে বন্ধান।
দ্রোণক বধন তেন সে দ্রোপকো বধিলেন
এ বুলি পলায় নয়া ধ্যান।।
বেস্ত হয়া অতিসয় পলায় কৌরবচয়
তাক দেখি গান্ধার সকুনি।
রুদ্ধ রথ হত হৈল এ বুলি পালাত্যে লৈল
সথ্বর হয়া বলের আগুনি।।
বেগে ডাকে সেনা সবে তাহাক ধরিয়া তবে
ত্রাসে কর্ম্ম পালায় সেকাল।
তাক দেখি নতি ভয় নয়া রথ হস্তিচয়
পালাইল পন্য মহীপাল।।

ধরিছে কতবা নৃপ তাক দেখি ভয়ে কৃপ
বহুরূপে হয়া আবেষ্টিত।
কিনু কিনু কম্প হৈল এ বুলি পালাইতে লৈল
হয়া দ্রোণ নিদানে দুঃখিত।।
তাক দেখি দুঃখ মনে কলিংগ বাহ্লিক সনে
বেগবন্ত হয়চয় সনু।
দ্রোণের দেখিয়া নাশ নড়িয়া পরব ত্রাস
কৃত বর্ম্মা নৃপ পলাবনু।।
দেখি তাক ত্রাসে দুই পদাতি সকল নই
জিরেখিয়া দ্রোণের নিপাত।
দেখিয়া বহুত দুখ নড়িয়া পরব দুঃখ
উমুকো পলায় সেবেলাত।।
পক্ষ দুখ লয়া মনে ঔষধ উদ্বিগ্ন হইয়া তৎখণে
ভয়ে দুঃশাসন পলাইল।
রথ এক অদ্ভুতেক রথি রথি তিনি হাজারেক
ধরি পলাইল বৃষসেন।।
পক্ষ বাহি রথ লয়া পদাতি আবৃত হয়া
আসু ধরা[১০৭২] বহারথ গন[১০৭২]।
অনেক করয় সে জতন দুর্য্যোধন কুরু রথন
ভেদৌঁ সেনা না আসু রাখন।।
অর্জুনে করিব ভঙ্গ সে সংসপ্তক চয়
মুসর্ম্মা[১০৭২] সহিতে সেজে সব।
দ্রোণের দেখিয়া নাশ পলাবয় হয়া ত্রাস
না রহি নড়িয়া পরাভব।।

কেহো রবে[১০৭৪] কেহো নাচে রবে চড়ি কেহো ভাবে
অশ্বরাস্তে (সংকটে) পড়ি।
কত ভাবে সেনাচয় (সাধারণ আপন হয়)
ভাবে পর সৈন্যকে চড়ি।।
তেজিয়া কেহো পুরক কেহো বন প্রবান প্রবক
কোন জনে বিচুক ত্যাগিল।
ছাড়িআ(কেহো) ভাতুক (কেহো নিজ জাবতুক)
দশোদিগে ভাগিতে লাগিল।।
ত্রাসে সনু ভাতপর সে সকলে পরস্পরে
ডাকি বোলে বাপু রহ রহ।
তথাপিতো বারম্বার কাহর (উত্তিষ্ঠ আর)
ন রহমু (হয়া নিরুৎসাহ)।।
অনুদিন রণ এড়ি কেহো সৈন্যকে চড়ি
দশোদিগে সবে পলায়েন।
দেখি অনুৎথাপা তাক অনুগ্র যায়া আন্য ভুক্তিবাক
সেন্যাতে (অতি যুবে গ্রাহ) জেন।।
২০২(খ)শেষ
২০৩(ক)
হরিভক্তি পরায়ণ নৃপ মোদনারায়ণ
জয়যুক্ত হৌক নিরবধি।
সকল মংগলালয় (সদানন্দ দয়াময়)
দরিদ্র ব্যাধির মহৌষধি।।
শিব বিষ্ণু ভবানীত তিনীতো অভেদ চিত্ত
জেন যুধিষ্ঠীর ধর্ম্মরাজ।
তার আজ্ঞা পরবানে (দ্বিজ কবিরাজ ভনে)
(দ্রোণ ব পর্ব্ব) পয়ারে ভাসায়।।

বিবণ ভি ভুযুবে বিরন্নণ সবন্বিত।
চেদি মৎস্য প্রভদ্রক পাঞ্চাল সহিত।।
ঘোর যুদ্ধ হবে অনেক মারিল দ্রোণ সুত।
সংকট সংকট বন্ধু হয়া বিমুকত।।
সেনা পলাবার দেখি বলিয়া বিস্ময়।
রাজাক পুছিল পাছে দ্রোণের তময়।।
রন এড়ি আসে সেনা ভাগে কি কারণ।
কি হেতু তুমি বা তাক ন কর রক্ষন।।
না দেবো তোমাক কেন্দে পূর্ব্বত শিক্ষত।
কর্ণাদিও পূর্ব্বত নহে উল্লাসিত।।
অন্যসেনা সকলেও এরূপ পূর্ব্বত।
না হিলেক কেন্দে আজি হৈল হেনমত।।
কি নিমিত্তে তন্থু সেনা এন্তে অবস্থাক।
পায়াছে সম্প্রতি রাজা কহ মোক তাক।।
তবে সে দ্রোণের ঘোর অদ্ভুত কথাক।
মতন্ন হইল দুর্য্যোধন কহিবাক।।
দুঃখে তবে কহিলেক কৃপ উপাখ্যান।
পাণ্ডু সৈন্য সমে মধ্যাহ্নের সূর্য্যপ্রায়।।
সর রশ্মি দেখি দ্রোণ করিয়া উৎসাহ।
পাণ্ডু পাঞ্চাল করিবাক সৈন্য দাহ।।
দ্রোণ সরে সেনাক পীড়িত দেখি তবে।
পাণ্ডু পুত্র সকলক বুলিল কেশবে।।
এন্তে অস্ত্র ত্যজি তা দ্রোণ দ্বিজক এ ঠাই।
জিনিবাক এ ঠাই কাহারো সক্য নাই।।

আমের কি কথা ঈশ দুরেতে না যায়েন।
এতেকে ঈশ্বর তেজি অন্যক ধায়েন।।
জে করিমে দ্রোণ ধিজে মা ধারে তোমাক।
ইহার উপায় কহো মুনিস্রো তাহাক।।
অশ্বত্থামা হত[১০৭৫] হৈলে ইহাক[১০৭৫] নিশ্চয়।
হয় ন করিব যুদ্ধ হেন মোর মনে লয়।।
অশ্বত্থামা হত হৈলে এতেকে ইহাক।
মিথ্যা কহি[১০৭৬] জানাইয়া রাখি আপনাক[১০৭৬]।।
কৃষ্ণে হেন কহিলে সকলে মানিলেক।
অর্জুনের মাত্র অতিরুচি ন হৈলেক।।
কৃষ্ণ বাক্য লঙ্ঘিলে পাইব মহাদোষ।
যুধিষ্ঠির এ ভাবিয়া মানিল অসন্তোষ।।
কভু মৃত্যু মানিল মনত নাহি ইচ্ছা।
ভীমে তোর পিতৃক কহিল জায়া মিছা।।
হত হৈলে অশ্বত্থামা তোমার নন্দন।
কাক নাশি এতখান কর গ্লান মন।।

২০৩(ক)শেষ
২০৩(খ)

সে কথাক মিছা পঙকা করি তোর বাপে।
রাজা যুধিষ্ঠিরক পুছিল অনুতাপে।।
অশ্বত্থামা হস্তিক মারিছে ভীম বীরে।
তাক দেখি দ্রোণক কহিল যুধিষ্ঠীরে।।
হাতে অস্ত্র ধরি তুমি আহার নিমিত্তে।
তাক দেখি জিয়া আছ আপ্যায়িত চিত্তে।।
সেজে অশ্বত্থামা নাম ভুমিত মহুজন।
পড়ি আছে সিংহের কুমার জে বন ভ্রমে।।[১০৭৭]

মিথ্যা কথা কহিলে অধর্ম্ম হয় জানি।
অবশ্যেক কহিল পাছে গজ হেন বাণী।।
শুনি তবে তোহোর বধক বৃদ্ধ বাপে।
দিব্যাস্ত্রক তেজিল পীড়িত হয়া তাপে।।
দেখি তবে তাক অচেতন সোকাতুর।
ধনুষ লয়া বান্য ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশূর।।
ত্রোণে দেখি অস্ত্র ছাড়ি যোগত বসিল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহাতে কেশত ধরিল।
নিসেধ করিল সে সবস্থ সব বীর।
তেহো তাকেঁ ছেদিল শিতুর তোর শির।।
কাটিবাক ধায়া জেনা আয়া সে দারুন।
রথ হন্তে নামি বাসু তুলিয়া অর্জ্জুন।।
বারম্বার নিসেধিল কাটিবাক প্রতি।
অন্য কুরু পাপ ভবে বাধিল প্রতি প্রতি।।
তথাপি গলিত কামবুদ্ধ সব কেসে।
ধরি ধৃষ্টদ্যুম্ন শির কাটিল আবেসে।।
সঞ্জ জয় বদতি অধুৎথায়া মুনি তাতে।
জনি সেল পর্ব্ব জেন পায়া বধাথাতে।।
রক্তকান্ত পায়া জনে অগনি জেযত।
প্রেসবে ত্রোণি পুজ জলিত হৈলনু তদ্রুত।।
করে কর ঘসি দংশিলনু দন্তে ওষ্ঠ। দনু।
আরও হৈলনু নেত্র রংগল সাথাত।।
প্রতজ্ঞাযে ব্রাহ্ম পাছে পুছিলনু নিরুৎসবে।
অধর্ম্মে পিতৃক বধিবার মুনি তবে।।

কি বুলিব অশ্বত্থামা দ্রোণের কুমার।
জাত আছে নানা দিব্যাস্ত্র(দেবতার)।।
(বাসব বরুণ বহ্নি বায়ু দেবতার)।
যুদ্ধযুদ্ধে বধিলে করিল কি প্রকার।।
যে দ্রোণে রাঘত যন্ত্রে ধনুর্ব্বেদ পাঠ।
যুনাকাংক্ষি যুদ্ধযুদ্ধে পরিনাম ঠাই।।
এ লোকত (মোর করি ধিক এক জন)।
প্রত্যক্ষ করিল .....ধন।।
যুদ্ধ বিনে আনে জেন নহে অতিরেক।
এহি(অভিলাসে দিব্যাস্ত্রক শিখালোক)।।
(আচার্য্য সকল দিব্য অস্ত্র জত রাজ)।
যুএ আর অনুগত শিষ্যের শিখায়।।
এ জতেকে তাহাক অস্ত্র শিখাইছে দ্রোণে।
ধনুর্দ্ধর বিহার সমান ১০৭৮ আছে কোন।।
(অস্ত্রে রাম সম) ইন দু সমান (যুদ্ধত)।
(আর কার্ত্ত) বীর্য্য অর্জুনের (সমান বিখ্যাত)।।

২০৩(খ) শেষ

২০৪(ক)

বুদ্ধি বৃহস্পতি সম বৈখ্যাত পর্ব্বত।
তেন্নত অগনি সিন যুদ্ধত গন্তিবন্ত।।
(প্রেমবে সব জাক কাল ভুল(গ সাধ্যত)।
(অগ্যগন্য অতি) রথিগণ গননাথ।।
লঘু হস্ত জিতবুদ্ধি পরাক্রমি বীর।
সংগ্রামে (কদাপি নহে ব্যাথিত শরির)।।
(দ্রোণ বধে যুদ্ধযুদ্ধ উপজিছে জেন)।
(যুদ্ধযুদ্ধ বধ হেতু তার জন্ম তেন)।।

সে পাপি থাউক এথুর অদির্ঘ পরমি[১০৭৯]।
আপনার আচার্য্যক বধিল মুর্জ্জমি।।
(শুনি অদুৎথাবা কি করিল কি বুলিল)।
(সঞ্জ ভুন্ন বলতি রাজা সুন বর্ণপীন)।।
যুদ্ধযুদ্ধে পিতৃক বধিল শুনি দুঃখে।
ক্রোধে অদুথাবা অতু পরিপুর্ন মুখে।।
(দুর্য্যোধন রাজাক বুলিল এ বচনে)।
(অশ্ব অশ্ব যুদ্ধ ৎ)[১০৮০] তেজি আহে[১০৮০] যোধাগনে।।
দুষ্টগনে সে মোর পিতৃক পাড়িলেক।
সে সব পাপের ফল অবশ্যে পাবেক।।
মোর পিতৃ বীর লোক সেলেক নিকটু।
তাকেঁ আজ নহে অসল্লোষের বিষয়।।
কিন্তুতাকেঁ ধর্ম্মত প্রবর্ত্ত হয়া আছে।
সকল সেনার আগে সেজে পিতৃ পাছে।।
কেশ গুহনক পায়া হৈল শিরচ্ছেদ।
এহি সে বানি সে করে ধর্ম্ম ভেদ।।
আমি হেন পুত্র ধরি আছো সরচাপ।
কেশ গুহনক তেহো পাব্য বুদ ৎ বাপ।।
এ কথাক অনালোকে মুনিঞা গুবনে।
বাক্য করিবেক আরো গুরুক জ্ঞাননেয়ে কেবলে।।
অধর্ম্ম করে লোকে কাযের নিদানে।
প্রেমতে বাল্যে বা দপ দুর্পে অথবা অজ্ঞানে।।
করি কিবা আপনার পরাভব ভয়।
কোন (যতে ন পারয়) তবে সে একয়।।

প্রভু দ্রুপদ মোহক অপজ্ঞা করি মোর।
অস্ত্র ছাড়া পিতৃক মোগত কাজে মোর।।
দারুণ কর্ম্মের দুঃখ জিবেক তাঙ্ক বল।
বিদ্যাবাদি আরো জত পাপ ভব সকল।।
গরব অকর্ম্ম করিহন্তে আচার্য্যক।
অস্ত্র ত্যাগ করাঅর কপট বুদ্ধিক।।
সেজে যুধিষ্ঠীরের এহেকে রত্নচয়।
যুধিব করিব পান নাহিকে সংশয়।।
তোমার আগত হের করো সত্য করি।
জিঙ্কো যদি সবে পাক নাক ন সংহরি।।
কোন বাক্য[১০৮১] দিদ যুধি মোর ন হউক তবে।
করিতে না পারো এজে জিজ্ঞোদ গার তবে।।
পাদি দ্রুপদ্যুম্নক বধিবো রত যোজিঁ।
তবে উপসাব হৈবো জানোহ জানা রাজা তোজিঁ।।
পাক জের বধে জনে করিবো সমর।
সুনি জেন জগতে পুরুক ইচ্ছা[১০৮২]করে।।
আমি হেন পুত্র জিয়া থাকিতে এবার।
নির্দ্দুন দ্রু জনার অবন্ধাক পিতৃপ্রায়।।
এতেকে মোহোর দিবা[১০৮৩]অস্ত্রে বধিবাক[১০৮৩]।
ধিক পরাএস্থ ধিক বাহুবল আর।।

২০৪(ক) শেষ

২০৪(খ)

জাতো মোর বৃদ্ধ পিতৃ সে দ্রোণ আচার্য্য।
পাইল কেশ দুষ্ক জিবার কোন কাজ।।
মুক্তি আজি সে কর্ম্ম করিবো নর্দ্দুবার।
মৃতক পিতৃর জেন কপ মুজা জায়।।

কিন্তু সংসারত সাধু হয় অত জন।
আপনাক প্রশংসা না করো কদাচন।।
পিতৃবধে আমার সে হয়াছে বাধিত।
সে হেতু করহো পুরুষার্থক বিদিত।।
আজি মোর বিধাক অর্জুন জনার্দ্দন।
সকল পাপ তুর প্রায়ো আরো অতবীর গণ।।
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব রাক্ষস অত আরো।
মোক জিনিবাক সক্ষ না হইব কারো।।
বুঝি আর বনঞ্জয় তুয় বিনে সংসারত।
অশ্বত্থেয়া আর নাহি মুরুখত।।
তেজস্বিনর মধ্যে বুঝি আদিত্য পরাধ।
দৈব বিনির্শ্বিত অশ্ব শস্ত্র অত রাধ।।
তাহার প্রয়োগ কর্ত্তা জেন মোর চলি।
এবে আছো বুঝি আর বনঞ্জয় বলি।।
মোর ধনুহস্তে যুটি অতবান গনে।
পাপ তুর সবাক বধিবেক আজি রণে।।
রথি সকলক নিপাতিবো অশ্বত্থাতে।
বৃক সকলকো জেন পাড়ে মহাবাতে।।
আরো জে পরম বান জানে কুরুকুল।
তাক কৃষ্ণে অর্জুনেও না জানে মুরুখ।।
ধর্ম্ম ভীম সহদেব নকুল না জানে।
রঘুনাথ মুরাংশা শিবগ কি অতখানে।।
এবধাদি কোন জনে ন জানয় তাক।
মহি নারায়ণক পায়াছে পিতৃতাক।।

পূর্ব্বে বিধি পূর্ব্বতে গায়াতে[১০৮৪]পিতৃ মোর।
উপহার পূজি কায় ক্লেশ করি ঘোর।।
তবে তুষ্ট বসু নারায়ণ হয়া স্থিতি স্থিত।
আপ আদি ভগবন্ত হৈব উপস্থিত।।
ইচ্ছা হৈল প্রভু বর বিবাক উৎসবে।
নারায়ণ অংশক যাংখিন পিতৃ তবে।।
পিতৃক বুলিন তবে দেব বসুগণ।
তোর সব বীর্য্য হৈবার নয়।।
দেব অংশ কিন তু তুমি তাক হতাৎকার।
না করিবো কদাচিতো কাহাকো প্রহারে।।
(এ অংশের খরিবাক কহন না জায়)।
(পরু বধ হৈল তাকো) মারিতে না পায়।।
বধ হৈলে অংশ জদি পক্ষুকস্যারয়ু ।।
পরু বধ তেজ প্র পুনু অন্য বধ হয়।
(এহে মহাবংশের আরো বধ করিতেও)।
(কায় বধে জানিতেও সক্ষ্য নহে কেও)।।
অবশ্য জে হয় তাক এ অংশে বধয়।
জাক তাক এতেকে (কাহাকো ন বাধয়)।।
(এ অংশে জে হৈলে হবয়) উপসায়।
(সুন সাবধান করি) কহো তার প্রায়।।
সমস্তত বরণ নির্ম্মান হয় তবে।
এ অংশক (দেখি রক্ষা হৈতে পাই তবে)।।
(অন্য পুরুত প্রানিক অন্যথা এ অংশক)।
(দেখিবাক না পাই কহিলো এ তত্ত্বক)।।

মহাশব্দ দুন্দুভি বাদ্য ভৈল দুরুকে দুরুকে।
ভেরি বাদ্য ভৈল আরো হরষ দুর্মুকে।।
আনন্দে ডিণ ডিণ আদি বাদ্য বাজায়িল।
সে শব্দ দুনি আকাশ ভুমি দুর্গলো বংশিল।।
দেবন্যায় সে সব শবদ দুনি তবে।
মন ভুনা করিতে লৈল একত্রে পাণ ভবে।।
তবে অশ্বত্থামা গুরু দ্রোণের নন্দন।
পূর্ব মুখ হয়া শৌচ করি আচমন।।
সেজে নারায়ন অস্ত্র মহাতেজোময়।
বিধিবতে প্রয়োগ করিল সে সময়।।
সপ্ত ক্রোশ বদতি দুন দুপরর পার।
দ্রৌনি নারায়ণ অস্ত্র করিল প্রহার।।
অস্ত্র প্রভু ঘোর বায়ু বহিবাক লৈল।
মেঘ নাহি তথাপি গর্জন মহা হৈল।।
মহাগরা বসুমতি কাম্পিতে লাগিল।
নদি সকলের সোত উলটি বহিল।।
পাণ ভবি সেনাক করি দক্ষিন সেকাল।
ডেব পাড়ি পাড়ি আইল দুণ গালে গাল।।
দুকান কুক কুরবণ হয়া হরষিত।
আসিয়া মিলিল সেহি সমর ভুমিত।।
অবন তাহাক নিবর্তান্য কোন জন।
..... রব ঘোষ ..... ।।
বাড়ি আসে আন দোল করিয়া বারম্বার।
গর্জকালে সমুদ্রের দুদ দুধি জে প্রকার।।

এ তমুল পব দু কম্প করায় আমাক।
.....মোক্ষি .....।।
তিনিলোক লোকক দেবরাজ মথনিতে।
ভংগ করিবাক পারে হেন মোর চিতে।।
হেন মনে যানো বাসুদেব মত .....।
..... ক্রোধ বধ হৈল কৌরবে ...।।
ব্যক্ত হয়া আসিয়া তৈরব পব দু করে।
মহারথি সকল আমার ডাক ডরে।।
সূর্য্য যন দু রশ্মি হৈব খুচিল প্রকাশ।
অন ধকারে ব্যাপিতে লাগিল দিনপাশ।।
<ন্তোনির সে ঘোর> অস্ত্র দেখি রাজাগন।
এস্ত্র হৈল কম্পিত সঙকোচিত হয় মন।।
মুনি[১০৮৬] ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে হয়া দুঃখমনা।
পিতৃর বধক কোপে করি বিবর্ধনা।।
অনুতপ্তে অনুৎথাপা সেবেনা বিপদে।
< সেনা সকলক ফিরাইল বির মদে।।
আপবাক[১০৮৭] দেখি সেন্তে কুরু কটকক।
সেন্তে দ্রুপদ্যুম্নের বধের নিমিত্তক।।
পাণ্ডব সকল কি করিল কহ মোক।
সঞ্জ জয় বলটি মহারাজা মুনিলোক।।
পালাবার দেখি আগে < তোমার সেনার>।
তমুল সবদ পাছে> মুনি পুনর্ব্বার ।।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কহিলনু অর্জ্জুনক।
পিছুক পুর্ব্বতে বধিল দ্রোনত।।

তেমতে দ্রোণক দুষুদ্ধ হৈল হত।
দুঃখি হয়া জন্ম দুনি ন করি রণত।।
আৎম রক্ষা করি সেনা তাখিল বিভৎসে।
কতো রথে কতো গজে কতেক তুরৎসে।।
অস্ত্র শস্ত্র কবচ বিহিন হয়া কত।
পালাখল পদাতি কতো প্রাণের ভয়ত।।
অস্তে ব্যস্তে এস্ত হয়া পালাখতে তাত।
রব হয় হস্তি দুষ্ট হৈল হত।।
তাখিতে কতেক লোক তাকায় পিতৃক।
কতেক পুত্রক তাকে কতেক ভ্রাতৃক।।
ভয় কেহো কাম্প দিয়া খতিল জলত।
দ্রোণ বধে হয়া আছে অবস্থা এমত।।

২০৫(ক) শেষ

২০৫(খ)

মনভৎগ হৈল (আরো দ্রোণক শরির)।
জে কিরাম্য সেনাক (সে শোট কোন বির)।।
অর্জুনে বোলনু রাজা ১০৮৮এড়িয়ো ব্যথাক১০৮৮।
বিলম্ব করিয়া আম্যে কৌরবের খাঁক।।
বিপরিত শংখনাদ করি অতিসয়।
শুন জে বিরক করি বির্যক আসুয়।।
জাহাকেঁ অভয় দাতা হৈছে কৌরবর।
জাহাত সংগ্রম তুমি হৈছে নৃপবর।।
শুন কহো সে বীর দ্রৌনু অনুৎপাদা।
(জার জন্ম কালে দ্রোণ অপার মহিমা)।।
মহাস্ত্রক খোদান করিছে ব্রাহ্মণক।
খর্জিবাক সে বীর নাশিছে ভয়ানক।।

জন্ম কালে জানে উচ্চৈস্বরে গান।
হেন সব দেখে তৈল ত্রৈলোক্য কম্পমান।।
সে সব দু মুনিতে পালাই গেল ত্রাসি।
অসুৎপাদা নাম পুত্র হইল হেন জানি।।
সেহি অসুৎপাদা করে দুর্ব্বার সবদ।
না জানি বিনষ্ট কারে কেমত আপদ ।।
পুত্রক আনাথ ত্রাস দুরাৎমা পাইত।
অবর্ম্মে যাতক কর্ম্ম করি তৈল হত।।
পুত্রর কেমত আমার মোর করিবে গ্রহণ।
সে বানিক আজি অসুৎপাদা কদাচন।।
আপনার বলবীর্য্য পরাক্রম জানি।
কেবা না করিব পুত্র পুত্র হেন বানি।।
তুমি ধর্ম্মজ্ঞ তা মহাসাধু ধর্ম্মরাজ।
রাজ্যের কারণে তৈল তুমিও অকাজ।।
মিথ্যা কহি করাইলা পুত্রক সৎহার।
পরব অধর্ম্ম এহে হৈ আছে তোমার।।
পুত্রদ্রোন তোমাক ধার্ম্মিক হেন জানি।
হেহাকেঁ কদাপি মিথ্যা না করিব বানি।।
হেহাকেঁ মোহের মিথ্যা পুণি মহুমহু।
তোমাক পুছিব পুত্র করিয়া প্রনমু[১০৮৯]।।
তাত তুমি মিথ্যা কথা পুত্রক কহিলা।
মুনি পুত্র ধর্ম্ম কক্ষু কত পুবেনিলা।।
অশ্ব ছেড়ি যায়া আছি হৈনমু বিজন।
মুদ্গত বিমুখ হৈল সে পুত্র বৎসল।।

পিতা হত্যা অস্ত্রহিন সে যুদ্ধক রণে।
অধর্ম্মে বধালয়া রাজা রাজ্যের কারণে।।
আমাতা সহিত সহিতে আজি অধম সম্পুতি।
পক্তি আছে যদি দুষ্টমুদ্ধক মূরতি।।
আচার্য্য পুত্রত হন্তে করিয়ো রক্ষণ।
ত্রাস করে তাকেঁ দুষ্টমুদ্ধক অধম।।
আমরা অসক্ত রক্ষা করিতে সর্ব্বথা।
ধর্ম্ম নাহি ক্ষমাত বিজয় আছে কথা।।
কেশ গ্রহনক তাকেঁ মুনিকাঁ পিতৃর।
যুদ্ধত আমাক দমন করিব সে বীর।।
আমি নিসেধিলো তথাপিও মহাভাগ।
যুদ্ধক বধিবা পিত্যে ধর্ম্ম করি ত্যাগ।।
যুদ্ধ জাকেঁ তাকেঁ সৌভার্যত পিতৃ ত্রাস্থ।
যুদ্ধ গোট সর্ব্বএ ধর্ম্মত পিতৃস্থান্ন।।
রাজা ভোগ লোকের হবনু অন্ত প্রকার।
সে নিমিত্তে যুদ্ধর বধ করিব তুখার।।

২০৫(খ)শেষ

২০৬(ক)

প্রতরাস্ত্র জে বির[১০৯০]পাণ্ডিবু পুত্রগন।
ভী,ম দ্রোণে স্ত্রিথিবী করিছে সমস্ত দুনি।।
সদা করে সৎকার দেবতা বুলি সেবে।
তেবো যুদ্ধ পুএতো অধিক মোক সেবে।।
তোমাক মোহক নিরেখি দয়া তবে।
অস্ত্র শস্ত্র এড়ি ত্রাস ছাড়িয়া সমরে।।
যদি যুদ্ধ কৈল হয় এহে যুদ্ধক্ষেত্র ।
তিন ভ্রো সক্য জিনিতে নহিব হয় তবে।।

হেন উপকারি আচার্য্যর বিদ্রোহক।
অনাথ আমারা কৈলি রাজ্যের নিষিদ্ধক।।
হাহা কি পাতক হৈব রাজ্যের লোভত।
ব্রোণ হেন গুরুক বধিন ভাল মত।।
মোক জানিছিল গুরু মনত এমন।
পুত্র শিষ্য ছাত্র আর্য্যা জিবন যৌবন।।
অর্জুন ছাড়িব সবে মোর নিষিদ্ধক।
সবে উপেখিলো মোক্ষি রাজ্যের লাভক।।
১০৯১ পরলোক নরক পাবিলো সর্ব্বথায়।
অবশ্যে নরক পাবিবে ধর্ম্মরাজ ১০৯১।।
একেতো আচার্য্য আরো বিপ্র ব্রহ্মণ কায়।
অস্ত্র সস্ত্র তেজি তাত হৈছে মুনিপ্রায়।।
রাজ্য হেতু তাক আজি বধালে তুপান।
জিবনত চাহি মোর মরনে সে অজ্ঞান।।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিত কবনু সঞ্চ নুহু ।
গার্গের সে বানি মুনি বহারথচয়।।
কেহো কোন না বুলি রহিল অসন্তোষে।
তাবে তাক বুলিবাক নৈল তবে রোষে।।
অর্জুনক কহিল পরিহাস পরিহা করি তথা।
মুনিপ্রায় কহিল কেবলে ধর্ম্ম কথা।।
ক্ষেত্রিয় জে হয় তাকেঁ সকল উপায়। সে করিব জেবতে পৃথিবী পাবা জায়।।
সে করিব জেবতে পৃথিবী পাবা জায়।।
ক্ষেত্রিয়র জতধুম সে আছে তোমত।
আরো তুমি উত্তম কুলত হৈছ জাত।।

দুর্গ প্রায় বাক্য মোতা তোত না করনু।
বাসব সমান তুমি পরাক্রম বনু।।
১০৯২তাক কর্ম্ম কেবলে পরাক্রম ন হইবা১০৯২।।
ভবলের জে কর্ম্ম তাহাক আচরিবা।।
বারবৎসরের আবরক তেজিবা।
রাষ্ট্রকালে কেবলে কর্ম্মত প্রবর্ত্তিবা।।
কর্ম্ম দেখি করা জাতো সকলে উৎসাদ।
না করিব ঈহাত তোহোক সাধুবাদ।।
ভাগ্যে বাপু তোহোর কর্ম্মত চিত্ত রহে।
আতক কর্ম্মত ঈৎসা ভাগ্যে তোর নহে।।
কর্ম্মযন্ত্র রাজ্য সৈল অকর্ম্ম তোমার।
ভাগ্যে হৈছে এহো মোর তোমার বিচার।।
বলিবা কৃষ্ণ ার কেন নির্ঘৃণা সভাস্থনি।
অচমাক পঠাইল বণ যিন বুঝা বকনি।।
এয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিনিতে।
কেত্রিয়র কর্ম্ম দুঃখে পানি তোর চিতে।।
জানিবেন আমিহো কেত্রিয় একজনা।
আমার সমান১০৯৩জানি করি আবর্ণনা।।
রাজ্য অপহারি আততায়ি সকলক।
কর্ম্মা অস্ত্রর কর্ম্ম মারিহো করিহো নির্ম্মুলক।।

২০৬ (ক) শেষ

২০৬(খ)

যুদ্ধ হৈ আমি যথা গতিক করিবো তেয়াক।
তুমি মহাবির তাক ন কর মিন ভাক।।
কর্ম্মর অনুমে তুমি বোল হেনমত।
এহে কথা মর্ত্তধাম মিথ্যা মৃত্যুগত।।

জাতো আমি সব আমি ·····।
তাত ধর্ম্মভেদ বাক্য বোলেন আমাক।।
ভেজের উপরে জেন আর নেহু চালি।
ভেবতে তোমার বাক্য[১০৯৪] সে বোল ন জোমি[১০৯৫]।।
বিদীর্ণ হৈজায় মোর দুঃখিত হৃদয়।
ধর্ম্মি তুমি হৈহাত অধর্ম্ম তোর হয়।।
প্রসংসার পাএক প্রসংসা না করেন।
অপকৃষ্ট ভ্রোণের পুত্রক প্রসংসেন।।
সোদিন দু থাকিতে কি করিব সে অর্জ্জ।
(মোড়শ বৎসর) জাঞো নহে (তোর বয়)।।
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠীরে কনিষ্ঠ যুক্তি ভীব।
গদার প্রহারে [১০৯৬]পর্ব্বতক বিদারিব[১০৯৭]।।
প্রহার করিক্সা মোর গদা ভয়ানক।
গিরিকো করিবোঁ চুর্ন ভাংগিবো বৃক্ষক।।
গর প্রহারি হৈন দু দেবতাক।
উরগ অসুর আর রাক্ষস সেনাক।।
আগ্যে যদি তাবাক বেদ্যাব্যো দেহি ভাই।
হেন যুক্তি ভাইক অপেক্ষা তোর নাই।।
ভ্রোণের পুএত হন্তে এতখান ভয়।
ভুমুত তোহোর নহে বির বনঞ্জ ভয়।।
আমাত্য সোদর বর্গ সমে তুমি থাক।
গদাধরি একলাএ জিনিবো সবাক।।
তবে এধুস্যুম্ন বির দু পদ তনয়।
বুলিলন্তু সুন বহারির বনঞ্জ ভয়।।

গণ্ডিতের [১০১৬]কর্ম্ম মনু কহয় এমন[১০১৬]।
যাজন যজন অধ্যাপণ অধ্যাপনঃ।
করিবাক ব্রাহ্ম জন্ম দান প্রতিগ্রহ।
তাক তেজি অন্য কর্ম্ম করনু দুস্সহ।।
সে ব্রোণক বধিলো ঈহাত পরিহিত।
বোলেন মোহোক তুমি এতেকে উচিত।।
নীত্র কর্ম্ম তেজি ক্ষেত্রিয়র কর্ম্ম মনু।
অধানুশী অস্ত্র অস্ত্রহিনক মারনু।।
তথাপি ব্রাহ্মন হেন বাসে আপনাক।
সহন না জায় তার সে মোর মারাক।।
তাক যুদ্ধি মারিলোঁ বর্জের মারি ক্রোধে চোট।
কোন অনুমত মোহ্মি করিলো এ খোট।।
ক্ষিন্ন ঈদানিক ক্লেশবে তার তনয় অজ্ঞানি।
পর্য্যি আস্যে ঈহাত মোহোর কোন হানি।।
ধার্ম্মিক হইয়া তুমি প্রচণ্ড হু প্রভাব।
বুদ্ধবাতি হেন বোক বুলিতে না যায়।।
আতো যুদ্ধি তার বধকাজে অপবিত।
জন বিহো থাকোকালে থাক ন পুত্র হয়া প্রথিবীত।।
এ কথা তুমিও জানেন বনঞ্জ ভয়।
এতেকে করিলো সেজে ঘাতক ভয়।।
রবে উঠি হেদিন আদিত্য সব খীর।
তাত মোক প্রসংসা না করে কোন বীর।।
হেন কৈলো তথাপিত মুন মুখুরুম।
দুর্ন না হইল মোর মনের কলুস।।

পিতৃ মোক্ষ কাটি তার হাতে তুলি এথা।
ব্রাহ্মণ ধনত জ্ঞাতি কেশ ন করিবো ব্যথা।।
ক্ষেত্রিয়র ধর্ম্ম আরো এযত প্রকারে।
শত্রুক সংহারি কিবা শত্রুয়ে সংহারে।।
তোমার পিতৃর সখি তপবন্ত রাজু।
তাক তুমি জেবতে থারিছ মহারাজু।।
তীব্র পিতামহক পাড়িনা জে প্রকার।
দ্রোণক করিলো মোক্ষি সে যুধে সংহার।।
তাত মোক দিনা দোষে কর কেনে রোষ।
কুকর্ম্মা যুদুক যব কৈলে কোন দোষ।।
ইথাতে পাতক আধার্ম্মিক বোল মোক।।
নিরর্থক নিন্দা কর কি বুলিব তোক।।
সযুন্ধ যত তোত করি মোক্ষি হব।
এতেকে এতেকে অধিকারি কর তোক্ষে।।
দ্রোপদী ভগিনী আরো থক তাপিনাক।
বহুতে নিন্দ নিন্দ লেখেছ দেখিতে ইহাক[১০৯৭]।।
কুল এক্ষে আর দ্রোনাচার্য্যের সহিত।
পুর্ব্বাপরে বৈরভাব জগতে বিদিত।।
সর্ব্বথাএ এ কথাক তোরও জানেন।
এতেকে অর্জুন আর নিন্দা না করেন।।
এতে যুধিষ্ঠীরো মিথ্যাবাদি নহে জান।
আমিও অধার্ম্মি জন নহো হেন বান।।
হত হৈল পাখি মিথ্যাযোগি দ্রোনাচার্য্য।
সুবে যুক বীর অসত্যোযে কোন কার্য্য।।

বিজয় যুদ্ধত হৌক গমঞ্জ ভয়।
ধৃতরাষ্ট্র নিগদতি কহিয়া সঞ্জ ভয়।।
গাংগো গাংগে সবে বেদ জে যোগে জানিয়ে।
সেবা দিয়া ধনুর্ব্বেদ জাহাত রহিয়ে।।
জাতিত ব্রাহ্মণ দ্রুপদ আচার্য্য সবাব।
সে দ্রোণক গাংকর্ম্ম যাতক দুর্য্যোধন।।
যুধুস্যুত্ত এত বড় নিন্দা করিলেক।
জনেকের তাত আবরম ন হৈলেক ১০৯৮।।
এতেকে সে দরিদ্রের ধর্ম্মের ধিকার।
ধিক আবরম ধর্ম্ম মোট তা সয়ার।।
তথা যুধিষ্ঠীর বীর বর্ণ আছে যত।
রাজাগণ আরো ১০৯৯ জেবা মরণে কাবত ১০৯৯।।
তাক মোক কহ সঞ্জ ভয়ক দুখিলেক।
মুনি সবে রাজা মৌন হয়া রহিবেক।।
সঞ্জ ভয় বলতি রাজা সুন মহাবানি।
অল্প কর্ম্ম দুঃখদ যুদ্ধের ১১০০ সেহে বানি ১১০০।।
যুধিষ্ঠীর রাজা ভীম অর্জ্জুন সহিত।
বাসুদেবো অন্য সব হৈল সজ্জ ভিত।।
সাত্যকি যুনিল তবে কোপে সেবেনাত।
এমত যুদ্ধত যায় না দেবো তথাত।।
যুদ্ধতর গাংকর্ম্ম করি এতখান।
সেহি যুযুস্যুত্ত আরো বোলে এ বন যান।।
তেহো তাক বধে হেন নাহি এথায়
গাহে যুযুস্যুতক যুনিল হেন ১১০১ কথা।।

পাপ কর্ম্ম করিলো কারণে পাপি তোক।
নিন্দা করে পাপ ভব প্রভুবে সর্ব্বলোক।।
অসাধু নিন্দিত পাপ কর্ম্ম করি ঘোর।
কহ কি কারণে নরক্ষা না হয় তোহোর।।
দুর্গা তোর সত বল ভ নহে কি করণ।
জিহ্বা বসি নহে কেনে ভুমিত পতন।।
হেন বুঝি পাব বুদ্ধি অন একাদি জন।
তারাও করিছে তোক এ কর্ম্ম প্রেরন।।

২০৭(ক)শেষ

২০৭(খ)

জাতো এত বড় পাপকর্ম্ম করিল ।
ততো তোক ক্ষমা এত বিশদুম।।
একেক করিয়া আরো পুরুক নিন দিস।
একেকে নিলাজ মুহূর্ত্তেক কেনে জিস।।
তোক্কি ব্যাতিরেকে পাপি কে আছে এমত।
করি কেশ মুহন পুরুক করে হত।।
তোক্কি কুল পাত্রকি পাতকি হবেন[১১০০] অমানুষ।।
নরকে পড়িল সাত উপরী পুরুষ।।
হৈবেক তোহোর সাত পুরুষ অপর।
(তাক্কি নরকত পাত হৈবরে) পাবর।।
নষ্ট হৈল পাপিষু যমলয় সমুদায়।
পার্থক করিল আরো ভীষ্ম বধাদয়।।
আপনার মৃত্যু তাকে আপনে করিছে।
(যে আজ্ঞা করিছে তাক পার্থে সে করিছে)।।
সেও তাহি তোহোর শিবপ্রী তাই পাপি[১১০৪]।
ভীষ্মে তাক না ভুমিতে পাড়িছে তথাপি[১১০৫]।।

তাকে সৃষ্টি করিবারে তাহার মনত।
কে আছে পাক ন পুত্র বিনে হেন মত।।
পুনর্ব্বার এমত বুলিল জদি তোক্তি।
বদাবাতে মুণ্ড তোর বধিবহো মোক্তি।।
তোক্তি মহাদুষ্ট বদি দেখিলে তোহোক।
সূর্য্যক চাহিব প্রায়শ্চিত্ত হেতু লোক।।
আগতে গুরুকে মোর আদেশ করিম।
গুরুর গুরুকো আরো অবশে নিম দিম।।
জে বুলিল সে বুলিল না বুলিল আর।
বুলিলে পাইবো পুনু বদার প্রহার।।
সাত্যকি বুলিল হেনমত বর্ব্বরাক।
দুষ্টদুষ্ট কঠোর বুলিতে নৈল তাক।।
আমি ওরে শুনিহো অসাধু জত রায়।
সাধু সকলক করে আদেশ সদায়।।
সাধুজনে পুজে জেহা ধর্ম্ম বুলি তাক।
পাপি জাকেঁ না পুজয় সে জেহাক।।
এতেকে জেবিলো বুলিলেন্ত জতখানে।
কিন্তু তাতে পাপিষ্ঠে জিনিলো হেন মানে।।
তোক্তি এহি গোট আজি খানিবো খনত।
অন্যথা এতেকে কহ তাহার আগত।।
ক্ষিত্রবাহু ভুরিশ্রবা গতায়ু শৈল।
বধিবাক তাক সর্বলোক বাধা কৈল।।
তথাপি বধিলো পাপ্তা পরাভব তাক।
তেহো তোক জেন্ত না পাবে। মহাপাপ।।

অস্ত্র না জানাক ব্রহ্মাস্ত্রের সংহারিয়া।
গাহে অস্ত্র সন্ধ তেজি রহিবে বসিয়া।।
হেন সমর্থ হত কেহো সে দ্রোনক।
ইহাতে সে হৈল মোর পরম পাতক।।
জেনা তোক তুষিতে পারিবে যুগকেতু।
কেনে ধরি ধনুর্ব্ব হৈবে কাটিবার হেতু।।
বড় দুঃ সমে তুমক তুমক ছেদিল পার্থ তাত।
ন হৈল পাতক সিদ্ধ কেনে সেবেলাত।।
বসিল যোগত তাএঁ অস্ত্র করি ত্যাগ।
কেনে তাক বধিলো ধার্ম্মিক মহাভাগ।
অর্জ্জুনে জিনিছে আগে বাহুছেদ করি।
গাহত বধিলো তোঞি বর্ম্মক আচরি।।
কেমতে নিন্দিম মোক যাদব অধম।
কে আছে তোহার উপকারি মোর সম।।
জেন্তে তাই মরজানে দ্রোণ দুরাৎমাত্ম।
ছেদি ভেদি বেদি পাণ্ড সৈন্যক বেদাত্ম।।

২০৭(খ)শেষ

২০৮(ক)

সে সে তাই যুঝিঁ সে সমুখ হয়া তার।
দ্রোণক নিবারি রক্ষা করো বারম্বার।।
তথাপি কঠোর বাক্য এমত প্রকারে।
আমতে বুলিম মোর মর্ম্ম অহংকারে।।
যুঝিঁ অবমর্দ্দির অস্ত্রখনি পাপস্থান।
পুনর্ব্বার আরো না বুলিবো এ বন্ধান।।
তথাপি বুলিম জদি পাণ্ডের পরবে।
সরে শির ছেদি যথযথ নিবো তবে।।

এ বুলি সাত্যকী যুযুধানক বাখনু।
বুলিল ভীমক দেখি কৃষ্ণ ভগবনু।।
সুনি ভীমে বাণেশ রথ হন্তু নামিলেক।
গদাটাতো রণে অওকোণালি ধরিলেক।।
তবে সাত্যকিক যিরে যিরে সে সমর্থ।
মহদেব কুমারে বুলিল সবিনয়।।
তুহ্মি বাঙম থাক্ক ন অন্ এক ঘর আর।
ইথার সমান মিত্র নাহিকে আমার।।
১১০৮অন্ এক থাক্ক ন তুহ্মি বওসের মর্ত্তা।
ইহার সমান মিত্র নাহিকে অন্যথা[১১০৮]।।
সে হেতু ইহাক তুমি কহি মিত্রবোধ।
দয়াকর যুযুধানু বীরক এ প্রেমধ।।
সমুদ্র পর্য্যন্ত চাহ করিআ বিচার।
তুহ্মিসব থাক্ক ন্তের মিত্র নাহি আর।।
এতেকে তোমাক আমি যুযুধানে দেওন্তোক।
বাসু বিভাবসু প্রাপ্ত সম্পীতি হউক।।

২০৮(ক) শেষ

২০৮(খ)

সাত্যকিক মহদেব বুলিলেক বানি।
ভীমক বুলিল যুযুধানু মহাবানি।।
তুমি ভীমসেন সাত্যকিক ছাড়িওক।
মোক তাকেঁ গদাঘাতে বারিতে আদ্যোক।।
মোর বাতে করে পর্ব্বতক হে বন্ ধান।
ইহাকেঁ গারেক সেহি অবশ্যক জান।।
খানাইত সর করি মিরক আহরো।
ইহার যুদ্ধের উপমায করো।।

অথবা ইহাকেঁ মোর প্রাণ সংহারয়।
(কৌরবিক যাত্র নিবারোক) ধনঞ্জয়।।
যুক্তি দ্রুযুদ্যুম্ন মোক এজে যুযুধান।
পাল্য ছিন্নবাহু তুরিপ্রবার ধারণ[১১৫৯]।।
দ্রুযুদ্যুম্ন পাক্ষ লের সুনি সে উত্তর।
(সাত্যকি ভিমের) ভুজ যুগের ভিতর।।
সপ্ত পুঁগ্রায় শ্বাস ছাড়ি আস্কান করিয়া।
কোপে কতিপয়বান গেল আগুয়িয়া।।
তবে সাত্যকিক ধরি[১১১০]ভিমে ভীমবলে। [১১১৫]
ভুমিতে তিড়িয়া পাব রাখিল সে স্থলে।।
দ্রুযুদ্যুম্ন সাত্যকিক দেখিয়া সেরূপ।
অনর্থের ভয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ভুপ।।
জায়া দুয়োজনে তবে সে দুই জনক।
নিবারন কৈল দুর কৈল বিপদক।।
তাত পাছে সকল কৈরিগণ সনে।
যাইল সত্বক প্রতি যুদ্ধ হের কারণে।।
সঞ্জ জয় বদতি কথা সুন তুরু রায়।
তবে অস্তংযাবা যুগান্তের সুর্য্যপ্রায়।।
সম্বোধিয়া[১১১১]তোমার পুত্রক পুনর্ব্বার[১১১১]
বুলিবনু প্রতিজ্ঞা[১১১২]সুনিয়া আপনার[১১১২]।।
খিন খি ধর্ম্ম কুরুক সমর করিআছে।
যুধিষ্ঠিরে তাত অস্ত্র ছাড়াইছে পাছে।।
এতেকে তাহার আগে বেদায়া[১১১৩]সৈন্যক।
বধিবো পাণ্ডিবু দ্রুযুদ্যুম্ন পাক্ষ লক।।

তোমার সেনাক নিবর্ত্তায় কুরুরায়।
বধিবো একাত্র মোক না মাগে সহায়।।
তত্ত্ব পুত্র সুনি তার এত্তে প্রতিজ্ঞ াক।
রণ হন্তে নিবর্ত্তন করান্য সেনাক।।
ঘোর সিংহনাদ আরো করি মহাভাগ।
সেনা সকলের ভয় করাইল ত্যাগ।।
সমাগর হৈল তবে কুরু পাণ্ডবর।
এক ঠাই হৈল জেন উভয় সাগর।।
তবে অশ্বত্থামা আশ্বাসিয়া কৌরবক।
বায়ু বেগে বেদি সেন পাণ্ডু পাক্ষ লক।।
উভয় সেনার তবে হৈল সম্মিলন।
পর্ব্বতে জেন হৈল ঘরিসন।।
স্থিতয় সাগরে জেন নওখি দুয়োকুল।
উদর বিদিন জল হৈল ঘুরন্দন।।
তবে হাজারেক শঙ্খ ভেরি অযুতেক।
দুন্দু ভন্যা উভয় কটকে বাজালেক।।
ঘোর শব্দ হৈল তবে উভয় সৈন্যত।
সাগর মথনে মহাশব্দ জেন মত।।
গাহে সে সমস্থ অশ্বত্থামা দ্রোণসুত।
পাণ্ডব পাক্ষ লের সব সন ধানে প্রস্তুত।।

২০৮(খ) শেষ

২০৯(ক)

(সমস্ত স্মরে নারায়ণ নাম মহামন্ত্রক)।
সক্ত চিন আকাশত প্রয়োগ মাএক।।
তাত হন্তে প্রস্থনিত অস্ত্রভাগ জার।
উপস্থিত হৈল সব হাজার হাজার।।

<সিন্ধু যুব সর্বসৈন্য সেজে সরঘাক>।
পাণ্ডবের জেন সেনাপনক বাইবাক।।
মুহূর্তেক দিশপাশ আকাশ চাহিল।
সূর্য্যরশ্মি পুঞ্জ জেন লোকল ব্যাপিল।।
<লৌহময় জ্যোতির্ময় সতম্নি বহুত>।
চতুচক্র যুক্ত আরো দ্বিচক্রে যুগুত।।
আরো নানা চিত্রময় চক্র নানাবিত।
হৈবাক লাগিল এ সকল উপস্থিত।।
<সে সকলে আকাশক কৈল একাকৃত>।
দেখি পাণ্ডু পাক ল পৃথ্ব জয় হৈল চিত।।
পাণ্ডবের মহারথ সবে জেন্তে ঠাই।
যুদ্ধে সে সে স্থানত এ অস্ত্র বাড়ি জাই।।
<হেন রূপে অস্ত্রে রথ হৈল সেনাচয়>।
নারায়ণ অস্ত্রে হয়া সকল দুময়।।
শিবির অনুরে জেন অগ্নিয়ে অরণ্য।
দাহা কৈল তেমতে এ অস্ত্রে হত সৈন্য।।
<তবে যুদ্ধ তুমি অস্ত্র আপুন নিরেখি>।।
সেনা সকলক ভয়ে পালাব্যার দেখি।।
সৈন্যক্ষয় দেখি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময়।
অর্জুনক বচন বুলিল মতি ভয়।।
<চলি জাউক যুযুধান সেনা সমন্বিত>।
সাত্যকি চলোক তুমি অন্য এক সহিত।।
বাসুদেব আপন রক্ষা করি রহিবেক।
তাঁক সবস্তেরক উপদেশ জেন এক।।

সকল লোকক যুঝি বোলো অতঃপর)।
ইদানিক মহে আর কর্ত্তব্য অবর।।
সোদর সহিতে আমি সবস্তে উবেখি।
এথায়ে থাকিবো এজে অস্ত্রিক নিরেখি।।
(নিশ্চয়ি দুশ্চয় ভিশ্ব দ্রোণ অনুমত)।
তন জাব অনুৎথাবা সোশ্পদত।।
উথায় অর্জুন উবশ্থিত কর তোক্তি।
সাধু আচাবাক যুদ্ধ টুব থাটি আছো মোক্তি।।
(বিশ্চয় প্রকারে জাক্তে মোহর নিমিত্তক)।
বধিছে যুদ্ধ এত অভিমন্যু বালক।।
স্নেহ কোন না করি কৃষ্ণ ক সমজাত।
প্রশ্ন এক করিতে কহিছি অন্য তাত।।
(দ্রৌপদির দাসীভাব বানি আরো রৈল)।
অর্জুনের ঘোরা আরো জ্ঞানু জেনা রৈল।।
বিজয়ের বধে জয়দ্রথের রক্ষায়।
জত জনে কৈল তাক কহনে না জায়।।
(সত্যজিত প্রমুখে জতেক বিরথগে)।
ব্রহ্ম অস্ত্রের অশ্এবেত্তা হয়া তা সবাক রণে।।
সে[১১১৪]বিজয়ের নিমিত্তক জৎন জার।
সবুলে[১১১৫]করিছে এহি আচার্য্যে সৎহার।।

২০৯(ক)শেষ

২০৯(খ)

(কুন্তি পুত্র যেন জবে সুনিল বচন)।
সকল সেনাক তবে দেব নারায়ন।।
নিবারণ করি বুলিলন্তু অনুর্য্যামি।
দর্প এড় অস্ত্র রথ হন্তু নামি।।

<হনু হস্তি হনু নাহি যুদ্ধে তেজ তবে>।
এ অস্ত্রে তোমাক বধিবাক নহে তবে।।
কানু মন বাক্যে পুনু যে অস্ত্রক প্রতি।
যে সকল লোক মুষিবাক করে মতি।।
<সে সকল জন্তু জলি পাতাল পর্যন্ত>>।
এজে অস্ত্রে তাক কদাচিতো মেড়িবনু।।
তবে বাসুদেবের বচনে সেনাগন।
কানু মন বাক্যে অস্ত্র তেজি ততিক্ষণ।।
<যুদ্ধে ছাড়িলনু পুনু সার্থক উপেখি>।
ভিম সেন্ন যুদ্ধিতে লাগিল তাক দেখি।।
মেড়িবেন্ন অস্ত্র কেহো না যান অভংগক।
যুঝি আজি এজে দ্রোণ পুত্রের অন্তক।।
<মরে সনু বিনাশিবো সবারে আগতে>।
কিন্বা নয়ু করো যুদ্ধতর পথাঘাতে।।
এ অস্ত্রক নয়ু যুঝি করি তাতপরে।
কাল প্রায় গতি আজি করিবো সমরে।।
<মোর সব বিক্রমি যুদ্ধত নাহি আন>।
নাহিকে তেজ রবি জেন সূর্যের সমান।।
দেব মোর বাহু ঐরাবত যুগ শুন্ড সব।
হিমবনু পর্বতকো পাড়িবার দেব।।
<এজে নারায়ণ মহা অস্ত্রক দ্রোণির>।
প্রতি যোদ্ধা নাহি তথাপি সবে বীর।।
দেব কুরু পাণ্ডবের আগতে এ ঠাই।
প্রতি যুদ্ধে করো যুঝি যাক সবে চাই।।

(এহি বুলি মেঘ প্রায় মোর পর দূ কৈল)।
রথে চড়ি দ্রোণের পুরক গড়া গৈল।।
তবে নাগ নড়া দেখিলনু সর বাক।
হাসিয়া সম্ভাষি অনুৎথাবা তবে তাক।।
(সেত্রে অতি মন ত্রিত সরক হানিলেন)।
ভেদ হইয়া সে অস্ত্র দুর্যায় ভীমসেন।।
১১১৬শরে ছিদ্র হয়া১১১৬ অতিসয় শোভা কৈল।
সুবর্ণের তুনিংগ ব্যাপিত জেন হৈল।।
(সে বেনা ভিমের হেনমত রূপ হৈল)।
সায়ংকালে মেঘোতে আবৃত জেন সৈল।।
বাড়ি গেল অস্ত্র পড়ি ভীমের অংগত।
বায়ু বহি বাড়ি জায় অগনি জেমত।।
(তবে সে অস্ত্রের বুদ্ধি দেখি বিপরিত)।
ভিম বিনে গাণ্ডু সেনা সবে হয়া ভিত।।
অস্ত্র শস্ত্র রথ ছাড়ি নামিলেক।
তেজি গজ বাজিকো ভুমিত পড়িলেক।।
(হেন রূপে ভংগ সেনা হৈল দেবেনাত)।
কাকো না ধারিয়া অস্ত্র ভীমের বুদ্ধিত।।
পড়িয়া অগনি জেন জলিবাক লৈল।
দেখিয়া সকলে লোক হাহাকার কৈল।।
(পাণ্ডব সকল ধারো তার জত আংগু)।
সে অস্ত্রের জ্বালাত্ত ভীমক দেখি ব্যাকু।।
এস্ত হয়া নিস্তারের ম পথ চিন্নি১১১৭আছে।
সঞ্জ কুয় বদতি সুন জে হইল পাছে।।

২০৯(খ) শেষ

(ভিষক আরম্ভ কৈল যে অস্ত্র দারুন)।
তার বিনাসের হেতু সত্বরে অর্জুন।।
অবধিতে[১১১৮] বরুণের অস্ত্রক দেখিব।
সে অস্ত্রে বহিস্ক্ষি কিছু মিথিব করিব।।
(দিব্য অস্ত্রে দ্রোণক দুর্য্যন্ত ভিমসেন)।
অন্য রথে সারথিয়ে আবৃত হৈছেন।।
অর্জুনেরো বরুনাস্ত্র ব্যাপিল সর্ব্ব নাথবে।
নথিবাক ভীষক না পারে কেহো তবে।।
(দ্রোণির দিব্যাস্ত্রে আবরিলে হেন মত)।
তৈল ভীমসেন সরাস্ত্রির যথাগত।।
জেন চরাচরক দহিতে যুগান্তে।
প্রবেস হবন্থ মহারুদ্রের বদনে।।
(অস্ত্রে সমস্তক আরশিয়া দেহিমত)।
প্রবেস হৈলন্থ পাছে দাস্তিক ভীমত।।
পার্থর বরুণ অস্ত্রে জেজক তাহারে।
অল পুকরে কক্সপে না পারে দহিবারে।।
(জবে বোলে ভিমসেন কোন ঠাই আছে)।
তাক জানিবাক কেহ না পারিল পাছে।।
ভীম রথে দেখি তবে অস্তক বিস্তার।
দ্রোণিক দেখিল আরো উৎকুল্ল হৈবার।।
(পাঞ্চজন্যি পাণ ভবি সেনার দেখি অস্ত্র ছাড়িবাক)।
দেখি যুধিস্ঠিরাদিরো বিমুখ হৈবাক।।
বীর ধনঞ্জ জয় আরো কৃষ্ণ অনুযায়ি।
যথা ভিম আছে তথা রথ হন্থ নাথি।।

(দ্রৌপির অশ্রুত হন্তু মন্তব তেন্তক)।
যায়াত্বে নওখিয়া ভীমের গালক।।
অশ্রুধারা সেজে দুগো জনক তখন।
দাহ না করিল পিবা অশ্রুর দহন।।
(অশ্রুগ্রন্থির বধাত ভিমক সেবেনাত।
বাজ কৈল দুই জনে ধরি দুই হাত।।
অশ্রু মশ্রু বাজ তার কৈল নারায়ণ।
নারায়ণ অশ্রু উপমন্যের কারন।।
(ধরিয়া বাহির কৈল গর্ব দামোদরে)।
তথাপি গর্ব্যিয়া ভীমে মোর সব দুঃ করে।।
তাক মুনি অশ্রু বাড়ি বাক দৈল তবে।
দেখি বৃকোদরক বুলিল বাসুদেবে।।
যুদ্ধ হৈতে নিবারণ করাতোয়ো তোক)।
নিবর্ত্তন নহ তুমি বিচক্ষন লোক।।
যুদ্ধ হৈব জদি কৌরব সবক জিনা জায়।
কেশা কর তাদাক বুঝিবো আমরায়।।
(এহিবুলি বুধিষ্ঠির ভিমক সোধান)।
রথ হন্তু কথবদি নাথায়া সেকান।।
অশ্ব ছাড়ি রথ হন্তু নামিল পাণ্ডবে।
নারায়ণ অশ্রু উপমন্য হৈল তবে।।
(নির্মল হৈবেল দীপ্ত বিদীপ্ত আকাশ)।
সুরভি শীতল মন্দ বহিল বাতাস।।
সানুচিত্ত হৈল দুঃখ গতি জত রায়।
দিখি কৈলো ভিমো দুঃশাসের মুর্দ্ধা দুয়।।

(অবশেষে পাণ্ডব সকল হরষিতে)।
(তোমার পুত্রক রণে) রহিব বসিতে।।
যেন সব তারা সব রহিলে তথাত।।
সেন্তে নারায়ণ অস্ত্র হৈল প্রতিঘাত।।

২৩০(ক) শেষ
২১০(খ)

(দুর্যোধনো স্রৌনিক বুলিল নতি লোক)।
(শুনু এহি অস্ত্রক) প্রয়োগ করিয়োক।।
এস্ত বুচি পুনরপি পাক হাতের ধনু গন।
রহিল আটোপ করি না জায় কথন।।
(তবে দঃখী রাজা দুর্যোধনক সম্বোধি)।
(বুঝাইতে লাগিল) অশ্বত্থামা মহাযোধি।।
(শুন মহারাজা) এহে দিব্যাস্ত্রক আর।
করিবাক প্রয়োগ না পাই পুরবার ।।
(দুই বার হে অস্ত্রক করিলে প্রহার)।
তবে মনু করে কোন নাহি প্রতিকার।।
প্রতিহত হৈল কৃষ্ণ কৃষ্ণে এ অস্ত্রক মোর।
নাহিতে পরুর ধনু হৈল হস্ত তোর।।
(প্রাণোবাদে মনু সকলক এহে অস্ত্র)।
জিনিলেক তারা হৈ যেন নিরস্ত্র।।
আচার্য্য পুত্রক রাজা বুলিলনু তবে।
দুইবার প্রয়োগ না করি অস্ত্র তবে।।
(আন্তে অন্য মহা অস্ত্রক করিয়া প্রহার)।
সরে পুরুষাতি পাতকিক তুমি যার।।
দিব্য অস্ত্র সকল আছে তোমাত নিশ্চেস।
কৃষ্ণ তেজ তোত আরো আছনু বিশেষ।।

<বধিতে তাহাক তুমি ইচ্ছা ক র তবে>।
ন হৈব মুকুত কদাচিতো তারা সবে।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে পুনরপি সঞ্জয় কহত।
নারায়ণ যহা অস্ত্র হৈলে প্রতিহত।।
<পুত্র শোকে সনু পুত্র শোক হৈল মহু>।
দুর্য্যোধন এমত বুলিল বহি রহু।।
মহাস্ত্রস্ত মুক্ত হয়া পা ণ্ডব ততেক।
যুদ্ধ বক নিশ্চয় করি জনি রহিলেক।।
<কহ অশ্বত্থামা কি করিল দেখি তাক>।
সঞ্জয় কহয় রাজা সুন সে কথাক।।
পিতৃর মরণে অশ্বত্থামা ক্রোধবে সনু ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন তেজি ধৃষ্টদ্যুম্নক ধাবনু।।
<বেগে তবে ধৃষ্টক নামক কুদ্ধি মনে>।
আকর্ণ পুরিয়া প্রহারিল দৃঢ়তরে।।
আরো অতিসয় বেগে সনু পক সর।
ভেদিলনু সেহ্নে পাক হৈল কলেবর।।
<তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভেদ হয়া সবে কাড়>।
মহাক্রোধে জনি যেন অগনি পরাড়।।
সত্বরে ত্রিশত্বি সর প্রহার করিল।
অপার মহিমা অশ্বত্থামাক ভেদিল।।
< তবে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নর রথর।
সারথিক ভেদিলেক সুন্নত্বর পরে।।
চারিয়ো ঘোড়াক ভেদিলেক চারি বানে।
ঘোর সব সে ভূমিক করাবা কম্পবানে।।

(তাক দেখি রঘুনাথ ক্রোধবে ত্বরা করি)।
ধায়া আয়া দ্রৌনিক বৃত্তান্ত পাছে করি ।।
দম্ভদর্প সরমায় করি কোপ বুদ্ধি ।
যুদ্ধ তাঁর উপরে তার কৈল সরবৃষ্টি।।

২১০(খ)শেষ

২১১(ক)

(তাক দেখি অযুৎবাবা দ্রোণের নন্দন)।
সরে রঘুনাথক করিল আচ্ছাদন।।
বিচ্ছবে স্মরি আরো রতি যহাভেদ।
দমদমরে সরিরক কৈল দুইভেদ ।।
(সরব ধুরন্ত দুইসর হানি পুনু)।
বির রঘুনাথের ছেদিল সর ধনু।।
সন তানে হানিঞা আরো অন্য বানগন।
যারি অযু সারথি সারথিক করিল বদ দুর্দম।।
(এ প্রকারে সারথি মোটক হৈল হত)।
বিরথ হৈলনু রঘুনাথ সে যুদ্ধ ত্যজি।।
সর করি অনুচর সকলকো তার।
খেদাইল অযুৎবাবা যুদ্ধর কুমার।।
(সম্মুখে থাক ন সেনা কম্পিল থরথরি)।
ভাগিলনু কাকো কেহো অপেক্ষা না করি।।
থাক ন সেনাক তবে পালাবার দেখি।
সরব বিড়িত রঘুনাথক নিরেখি।।
(দ্রৌনির রথক প্রতি রথ আপনার)।
বাহির মাতাকি সবে পবন সঞ্চার।।
পাছে দুহারিব আঠসর সানাইত।
লাঘবে করিল অযুৎবাবাক বিড়িত।।

(ভেদিলন্ত শরির আরো কুড়ি সর হানি)।
পাছে সারথিক ভেদিলেক বহাবানি।।
চারিয়ো ঘোড়াক ভেদিলেক চারি সরে।
অতি ভেদ হয়া অসুৎবাবা তাত পরে।।
(হাস্য করি বুলিলন্ত পরম কঠোর)।
এতে যুদ্ধযাতি প্রভুপুত্রত তোহোর।।
জানিলহো যুদ্ধি বড় স্নেহ আছে হেন।
তুমি আছে তাক হরিনিক ব্যাধে জেন।।
(তাক প্রতি রক্ষা করিবার নিমিত্তে নিযিক্তক)।
আপনাক প্রতি তন্থ না কর কিমক।।
সন্যক কহো যুক্তি সপথ পূর্ব্বক।
ন বধিয়া কদাপি থাক নি সকলক।।
(কহিল নিশ্চয় উপসথ ন হইব)।
পাপ তু প্রবিষ্টি সোবকাদি সৈন্য সংহারিব।।
এহি বুলি সূর্য্যরশ্মি সথ তিন্ন বান।
সাত্যকিক অসুৎবাবা করিল সন্ধান।।
(বাসবে রক্ষক বজ্র ভেদিল জেমত)।
সাত্যকিক অসুৎবাবা হানিল তদ্রুত।।
কবচ ভেদিয়া যুদ্ধবানত সে বান।
প্রবেশিল প্রাণ হাড়ি পর্ব্ব জে বন্ধান।।
(তৈলনু সাত্যকি বিসব্যাধে প্রবিষ্টিত)।
সর্ব্বাংগ সে তৈল লোনিতে লেপিত।।
সরসথে ধনু হাড়ি বসিল রথত।
স্তম্ভেত বন্ধ হস্তি ঘোট জেন মত।।

(যেন মত দেখি তাক সারথি সুজান)।
তথা হন্তু অনুর করিল রথবান।।
আরো তাতে অতিমন্যু ভদ্রক নন্দিন।
দ্রুত অবলম্বু এটি রথত বসিল।।

২১১(ক)শেষ

২১১(খ)

(মত দিংহে হস্তিক আ এশ্ব জেন করে)।
সেহিমত দেখি যুযুধানুক সমরে।।
অতি বেগে তীব্র বৃহদ্রথের সুদর্শন।।
দেখি অর্জুনাদি পাণ্ডবের পাঁচজন।।
(দ্রোণিক বেষ্টিল জায়া কুড়ি পদ বান)।
প্রতি প্রতি প্রহারিল পক্ষ পক্ষ বান।।
এক কানে থকি ম সরক তাথার।
দেখিল থকি ম সরে গুরুর কুমার।।
(তবে গৌরবক সানাইত সতে সরে)।
(অশ্বত্থামা বিরে) বিড়িলেক দুহুত্তরে।।
দেখি তিনি বান বানকক বিড়িলেক।
এক বান হানি অর্জুনক্কো ভেদিলেক।।
(মহারথগন দ্রোনীক সমরে)।
বিনাযৌত সানাইত যুদ্ধপুংব সরে।।
একলগে ভেদিলেক বুথকে বুথকে।
দেখি যুবরাজ আরো বিংশতি সায়কে।।
(সন বানে ভেদিল অশ্বত্থামাক মুর্দ্ধার)।
কৈল আরো আঠ সর অর্জুনে প্রহার।।
সকলে ভেদিল আরো তিনি তিনি সরে।
গুরুর কুমার অশ্বত্থামাক সত্বরে।।

(দ্রৌনিক আজ্ঞয় করিল সর সত)।
সে সব সরক দ্রৌনি সরে কৈল হত।।
সানাইত আরো হানিঞাঁ বহুত।
মহাবীর ভীমক ভেদিল দ্রোণ সুত।।
(ধুরন্ত সরক দ্রোণি করিল প্রহার)।
ছেদিল ধনুক অশ্বৎথামা ধরিবার।।
সন্নীরকো সর করি ভেদিল দ্রোনির ।
হাড়ি দিল ধনু তবে অশ্বৎথামা বির।।
(লাঘব পূর্বক ধরি অন্য কোদণ্ড)।
সর করি গুরুপুত্র ভেদিল ভীমক।।
ভীম অশ্বৎথামা দুইবির তাতপর।
পরাএক্যে সর ঝি বরষিল পরস্পর।।
(গাহে তিন নারাচকিত ভিমসেন)।
দেখিল দ্রৌনিক আদিত্যক যেমে জেন।।
ভীমও দ্রৌনির সরে হৈল আচ্ছাদিত ।
তথাপিতো কিকি ভেকো ন হৈল ব্যথিত।।
(দ্রোণের পুত্রক তবে বির বৃকোদর ।
পুনু প্রহারিল দশ নারাচ প্রবর।।
সে সর শরির ভেদি পশিলন্থ তার।
বল্মিকত প্রবেশিল প্রবেসন্থ সর্প জে প্রকার।।
(তবে অশ্বৎথামা ভেদ হয়া অতিসন্থ)।
বিষব্যাপ্তে মুর্চ্ছিত করিয়া মোহন্থ।।
ধনু দণ্ড অবসন্থ করি দ্বিজরাজ।
রহিল অজ্ঞান হয়া পর্ব্বত পরাজ।।

(রুধিরে নিশিথ তবে হয়া মহাযুদ্ধে)।
ভিমের রথক পুতি বেগে জায় ধায়া ক্রুদ্ধ হৈ।।
আকর্ণ পুরিয়া সাতশর প্রহারিল।
অশনির উল্কা জেন গগনে উঠিল।।
(দেখিয়া শশর ব্রাধি ভিমসেন)।
উত্তমর বরষি তাহাক বারিলেন।।
ছয়শর প্রহারি ভেদিল অর্জুনক।
দশশর বিশুবর ভেদিল কৃষ্ণক।।

২১১(খ)শেষ

২১২(ক)

(যানবক পৌরবক ভেদি দশ শরে)।
ছয় শরে সারথিক ভেদিল তীবরে।।
ধুজকো ধনুক তার হানি দুইবান।
ভেদিলেক অশ্বৎথামা দ্রোণের সন্তান।।
(পুনু শরবৃষ্টি করি আবরি পার্থক)।
ছৈল সিংহনাদ অশ্বৎথামা ভয়ানক।।
তথাপি দ্রোণির ক্রোধ ন হৈলনু দুর।
দিশপাশ আকাশ ঢাকি বিভৎসুর।।
(পুথিবি মুদ্ধ এক ঢাকি ঘোর রুপ বানে)।
অর্জুনক আচ্ছাদন কৈল সেহিস্থানে।।
দেবে সুদর্শন বীর নিকটতে আছে।
বাণ পায়া তাক তিনি দুর করে পাছে।।
(একে নশে ভেদিলেক দুই বাহু শির)।
আরো পৌরবের রথধ্বজ মহাবির।।
রথখানো তার তিন প্রখানে ছেদিয়া।
ভল্লনাথ বানে দুই বাহুকো কাটিয়া।।

(দেহ হন্তে শির মোচ কাটিয়া পাড়িল)।
তথা আরো ভেদি যুবরাজাক দেখিল।।
নিলোৎপল সম তার শ্যাম কলেবর।
সত্বরে ভেদিয়া তাক অস্ত্রিকল্প শর।।
(আবেগে পঠায়া দিল মৃত্যুর পালক)।
অদ্ভু শারথি সহিতে মানবক ।।
সোলাবিয়ু অনুৎপাদা বারিলেক সবে।
মানব গৌরব ভেদি হত হৈল তবে।।
(বিদ্যুমানে দেখি তাক বির তিষসেন)।
১১১১ক্রন্দ্র হয়া ১১১শর বৃষ্টি করিলেন।।
সরে সনু তবে শ্রোনি মহাধনুর্দ্ধর।
ভেদিল কোদণ্ড চুচণ্ড তীখর।।
(দুদন্ত সানাধিত শর প্রহারিল)।
তবে ভীমসেন অন্য ধনুক ধরিল।।
পাছে পক্ষ সানাধিত সরে বৃকোদর।
বীর অনুৎপাদার ভেদিল কলেবর।।
(ক্রোধে রক্ত হয়া তবে বির দুইজন)।
বরিষা কালের মেঘগন ১১২০ জেমন।।
পরস্পরে সরবৃষ্টি কৈল অতিসয়।
তন শব্দ কৈল দুয়ো মুক ঢেলা দিতে ভয়।।
(দুয়ো বিরে দুহার করিতে প্রতিকার)।
ঘোর যুদ্ধ কৈল দুয়ো রণে অনিবার।।
মহাবির অনুৎপাদা তাত অমনুরে ।
দেবে অধিগত ভ ভীম শর বৃষ্টি করে।।

ধর্মবান সন্ধান করিয়া দিব্য ধনু) ।
(তেঁহিনহু ভিমসেন উদপ্ত তনু)।।
যুদ্ধত উদ্ধত অসুৎথাবা সে সবহু।
ধনুর লাঘব পরমায়া অতিসহু।।
(কোন কালে টানে ধনু কোন কালে হানে)।
(কোন কালে চলে বান) ভেদে মর্ম্মস্থানে।।
তাক কোনো জনে নড়িবাক না পারন্ত।
হেন মত বহু হস্ত ক্লেশের তনন্ত।।
(প্রচণ্ড কোদণ্ড ধণ্ড ধণ্ড তল আকারে।
(হস্তত অনাত চক্রপ্রায়) শোভা করে।।
আরো তার ধনু হন্তে দুটি বান ধণ। সোভিন সরত শ্রেনি গগনে তেমন।।
সোভিন সরত শ্রেনি গগনে তেমন।।
(সে বেলাত সে সকল তুমংথ্যার সর)।
(ভিমের রথক আচ্ছাদিল) নিরন্তর।।
তবে সে বেলাত ভীমসেনেরো অদ্ভুত।
বনবির্য্য পরাক্রম দেখিনি প্রস্তুত ।।

২১২(ক)শেষ
২১২(খ)

(নিরেখি শ্রেনির সেজে ঘোর সর বৃষ্টি)
তার বিনাসের হেতু করি কোপ দৃষ্টি।।
বরষার মেঘপ্রায় বৃষ্টি কৈল বান।
আকর্ণিতে হেন ধনু ঘোর ধনুবান।।
(সন্ধান প্রায় শোভা করিল অপার)।
(তাত হন্তে) নিস্পরিত্রা হাজারে হাজার।।
(অসংখ্যাত সর) জালে ঢাকিল আকাস।
বিনাস[১১২৯] দুখ দিন দুর করিল প্রকাস।।

যুদ্ধোদ্যমে সরযূমি কৈল হেন মত।
(যত যত) বর্ণিতে বায়ু ন হৈল সকত।।
ভীমের রথের হেতু তবে দ্রোন সুত।
তৈল ধৌত সুবর্ণে ভূষিত অদভূত।।
(কেশিলেক হেম যত বান বহুতর)।
আকাশতে সে সব শরক চুকোদর।।
একৈক শরক তার মরে শত কাটি।
তিনি তিনি বান[১১২২]করি কেলায় বিপাটি।।
(দ্রোণিত অধিক করি বিএম্ব বিশেষ)।
রহ রহ অশ্বত্থামা বুলিল আবেসে।।
গাহে যুদ্ধ যুদ্ধের যবক নিষিত্তক।
ঊর্দ্ধ সরযূমি তীরে কৈল ভয়ানক।।
(সরজালে সে সব শরক নিবারিয়া)।
কেলায় তাঁহের দ্রোণি ধনুক কাটিয়া।।
তেহিল অনেক মরে সরির কো তার।
তবে ছিন্ন ধনু ভীম মহাবলি বার।।
(নিদারুন রথ শক্তি ধরি বেগে মনু)।
অশ্বত্থামা বিরের রথক চেষিলনু।।
সে রথ শক্তিক দ্রোণি হস্তের নাথবে।
আসিতে ছেদিল সানাইত মরে তবে।।
(ভিন লেনো তবে ধরি যুদ্ধ অন্য ধনু)।
তেহিল দারুন দ্রোণ তনয়ের তনু।।
তাত গাহে নবাটে তাঁহের সারথির।
বিষিবে তাড়িল অশ্বত্থামা মহাবীর।।

(সরে অতি ভেদ হয়া দ্রোণের পুত্তর)।
এড়ি বাণ অষ্টিক রথের ঘোটকর।।
সারথি ব্যাকোহ হয়া রথে রহিলন্তু।
বাহক বিহিনে ঘোড়া ভাগে ন রহন্তু।।
(রণ চতুরত সমস্তের বিদ্যমান)।
দেখিআ তীমক নয়া ঘোড়ার পলান।।
অশ্বত্থামা বীরে ঘোর গর্জনাদ কৈল।
দেখি সবে পাক ন দলের ভয় হৈল।।
(প্রদ্যুম্নুর রথত চড়িল ভীমসেন)।
তা কো ছাড়ি পাছে দুর হয়া রহিলেন।।
প্রদ্যুম্নুর প্রভুবে পালাতো সেকলত।
সর বরিষিআ দ্রোণি চলিল পাছত।।
(বিহ্বল করিয়া পাণ্ডু সৈন্যক প্রস্তুত)।
হুত কল্প করি বেদাধিল দ্রোণ সুত।।
পালাতোহো বেদি বেদি যারে মহাত্রেগবে।
অশ্বত্থামা র ধর্মক না চাহে পাণ্ডুবোবে।।
(সঞ্জ হুয় বলতি সেন্তে সৈন্য পালাইতে)।
দেখি দয়াময় পার্থে কৃষ্ণ সমঝিতে।।
আপি অশ্বত্থামাক করিল নিবারণ।
তথাপিতো সেনা আর সেনাপতি গণ।।
(অস্ত্রে কৃষ্ণে অর্জুনে রাখিতে না রহিল)।
দারুন দ্রোণির ভয় সকলে ভাবিল।।
দোষক গৌরব মৎস্যঘ্নে তাতপর।
বুলিল অর্জুনে অশ্বত্থামাক সত্বর।।

২১২(খ)শেষ

(তোর যথা পতিজ্ঞান বিধের প্রভাব)।
(তাক মোত) নিক্ষেপ করিয়া ধরণীত।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে তোর প্রীতি যতখান।
১১২০জে জোবো তোহোর তেজ আছে বিদ্যমান১১২০।।
(মোহোত নিক্ষেপ তুক্তি করেক সমস্ত)।
(আপনার) সোনে আজি হৈলো প্রায় অস্ত।।
দ্রোণথাতি সেহি প্রদুম্নত্রে আজি তোর।
বিনাশিব একথা জানিব নিত্যে মোর।।
(সেত্রে থাক ইনের পুত্র যহা পরাক্রম)।
(কালানল) সম বহ্নি সকলের যম।।
সে আহিতে মোহোর সমুখ হৈল তুক্তি।
সব পূর্ব একেকে করিবো তোর যুক্তি ।।
(ধৃতরাষ্ট্র রাজা পুত্রে ইতো অদ্ভুত)।
(গর্বের) পরম ধান্য স্থান পুরুষুত।।
দ্রোণীর পরম দুরতর বনঞ্জ ভয়।
অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা স্থিত অতিময়।।
(ইহাত পর্বত বনঞ্জ ভয় সুপুরুষ)।
(কদাচিতো) নাহি বোলে এযতক মুখ।।
যদি হয় বেসেন বহুল্য মহাধার ।
কেনে হেন কঠোর বুলিন তাক চাই ।।
•••কা তেজে তীমের দেখি ভংগ ।
অসত্য হৈথাহে জেন অংকুশে মাতংগ।।
ধর্ম নৃপতির ধর্ম যথে জে বচনে ।
.....।।

.....।

পৌরব বৃহৎ ক্ষেত্র সুদর্শন ।।

দ্রোণীর হাতত এ সকল বরি দেয়ে।

দ্রোণির যে অংশিকার মুনিঞা চুবলে।।

.....।

..... উপস্থিত হয়া পাণ্ডুর কুমার।।

এবত কুৎসিত বানি বুলিব দ্রোণিক।

ক্রোধবে সমু না করিআ অপেক্ষা বানিক।।

.....।

.... দ্রোণির ক্রোধ হৈবনু দুর্ণীর।।

বিশেষ বৃদ্ধ কৃষ্ণ ক প্রতি হয়া কোপমন।

ধন দুওবে পুর্ব যুবে হৈব আচমন।।

.....।

..... পার্থ ধনুর্দ্ধুমক আকুড়ি ।।

আকাশে ছুন্ন ঘোর সর বৃষ্টি হৈল।

আগ্নেয় অস্ত্রর তেজে সবে ভস্ম হৈল।।

.....।

আকাশত হন্তু উল্কা সকল পড়িল।।

অস্ত্র তেজে দিশ হৈল যদ্যপি ব্যাপিত।

তথাপিতো দিথি যায় ন করে কিকি ত।।

.....।

.....।।

আসিয়া একএ হয়া ঘোর শব্দ হৈল।

মেঘেতো বৃষির বৃষ্টি করিবাক লৈল।।

.....।

..... করিতে লাগিল ।।

দিগে দিগে আকাশে উঠিল ভৈরবি শব্দ।

শুনি শত্রুর বক্ষি শানু ঘুচি গেল ভয়।।

.....।

.....মত।।

বুঝিবি বিদিশ দিশ আকাশ ভুম্বলে।

বরিষিল শরাস্ত্রি আগ্নেয় অস্ত্রবলে।।

.....।

.....বহু গ্রন্থ।।

বতচারি মন্ত্রে ..... হস্তিগন।

ঘোর শব্দ কৈল হৈল ভুমি.....।।

৯১৩(ক) শেষ

২১৩(খ)

.....।

বনদাহে মত্ত জেন হৈসেন কেবলে।।

শতে শতে সহস্রে সহস্রে অনুরথ।

শরাস্ত্রিয়ে মত্ত হয়া গেল যম পথ।।

.....।

..... ভ্রোণি তেন।।

..... ওকার।

যহা হর্ষ হয়া সৈন্য সকল তোমার।।

.....।

.....বুধ।।

অনুৎথায়া সে অস্ত্র দেখিল তাত পাছে।

তার প্রতি ধাতক জে অস্ত্র প্রতি আছে ।।

.....।

.....ধাম.....।।

..... সে তিথির রাশিক নাশিল।

সে অস্ত্রে দ্রোণির অস্ত্র আপাদু হইল।।

(সঞ্জ ভ্রুদু বদতি সুন কৌরব রাজন)।

নির্দ্দয় হৈবেন দিন মৎপক্ষ যিনিন ।।

সে বেলা আমরা আমারা এক দেখিনি অদ ভুত।

অস্ত্র তেজেঅগোহিনি হৈল ভয়ি ভুত।।

(তাত কৃষ্ণ এনঞ্জ ভ্রুদু ধনুদ্ধর দুই)।

একত্রে রহিল অস্ত্র হন্তে[১১২৪] যুক্ত দুই।।

আকাশে শোভিল দুই গোট সূর্য্য প্রায়।

আর তার রথ অস্ত্র ধ্বজ পতাকায়।।

(তোমার সেনার মধুনিধনে সেকালত)।

ভয়ংকর রূপ হৈল দেখিনি পাণ্ডাত।।

তাক দেখি হর্ষ হয়া পাণ ভু সৈন্য সবে।

নানা বিধ পংখ তেরি বাদ্য বাজা তবে।।

রমুত্তোজন হত হেন বানিছিল)।

কিন কিন শব্দ তবে হর্ষত জন্মিল।।

পাণ ভব সৈন্যক তবে দেখি হরসিত।

তোমার সকল সৈন্য হৈলনু ব্যথিত।।

(ধরি অস্ত্র দ্রুনক দেখি হৈবাক মুকুত)।

মহাদুখি হৈল অতুৎথাবা দ্রোন সুত।।

মুহুর্ত্তেক চিন্তা করি তেজিবা নিশ্বাস।

ধ্যান করি রহিলনু তেজিবা উল্লাস।।

(মনে বজ্র বোলে এ গোট অং ভুত কিনু বোর)।
অনিবার্য্য অস্ত্রক নিস্ফল হৈল মোর।।
তবে অধুৎধারা অনুভবু হয়া তনু।
রথ হন্তু নামিল ছাড়িআ সর ধনু।।
(মনে সবে মিথ্যা হেন মানিঞা বিকল্প)।
যুদ্ধ হন্তু উঠি গেল যুদ্ধর কুমার।।
তবে স্নিগ্ধ দেখন্তাঁ নিষ্পাপ শরীর।
হেন ব্যাসদেবক দেখিল মহাবীর।।
(ধর্ম্মপুত্র পবে উপস্থিত হয়া আছে)।
আগতে সাধাতে তাক দেখি স্তোণি পাছে।।
পুছিলন্তু স্তোনি পাছে কহিও আমাক।
গার্হে কৃষ্ণে এ গোট করিল কি বাহাক।।
.....।
..... অস্ত্র বিফল হৈলেক ।।
অবোধ এ অস্ত্র মিথ্যা কিমক হৈলেক।।
হৈছে কিবা মোহর মোরে ব্যতিক্রম কিকি ভেক।।

২১৩(খ) শেষ

২১৪(ক)

(কিবা পরিনামক বাধিয়া এ মোকর)।
পরাভব হৈবাক বাধয় মুনিবর।।
জাতো এ অস্ত্রক হন্তু পার্থ জনাদ্দন।
দুর্য্যোধন জিন কোনো [১১২৫]না বাধে কারণ[১১২৫]।।
(পন্ধর্ব্ব রাক্ষস দেব দানব মানবে)।
এ অস্ত্রক অন্যথা করিতে নাটে সবে।।
সেহে অস্ত্রে এক অক্ষৌহিনি মার্য্য বারি।
উপসব হৈল কোন করিতে না পারি।।

মনুষ্য মুরুষ কৃষ্ণ আর অর্জুনক)।
বধিতে পেখিলো অস্ত্র এ দুই জনাক।।
প্রয়োগ করিলো বুঝি সে অস্ত্র দুস্সহ।
কেনে তাকেঁ ব্যর্থ হৈল বুহ তত্ত কহ।।
(ব্যাসদেবে বোলে অমৃতধারা মুনিযোক)
জে কথা শ্রিন্ন বিস্মিত হয়া পুছিলাহা মোক।।
এজে মহাঋর্ষির তত্ত্ব বিবেচিআ।
কহো হের তাক তুমি সুন মন দিআ।।
(গার্গের মারষি এজে নাম মারায়ণ)।
ঋর্ষিপুত্র পুর্বেরো পুর্ন্নজ হেজন।।
পরম পুরুষ এজে জগত কারক।
উপজিছে হৈহাকে কর্ম্মের নিমিত্তক।।
(উদ্ধবাদু করি পুর্বে মৈনাক গিরিত)।
হৈল উক্ত তপস্যা হৈহাকেঁ বিপরিত।।
ভেজে মনু হয়া মুর্খা অগনি পরুষ।
সাঠি শত আরো সাঠি হাজার বরিষ।।
(কেবলে বায়ুক মাত্র করিল ভোজন)।
কায় ক্লেশ মনু হৈল আৎমাক সোদন[১১২৬]।।
তথাপি শঙ্কর পরমনু না দিলনু।
দ্বাদশ হাজার আরো বৎসর পর্য্যন্তু।।
(হৈল মহা তপস্যা দমিয়া গিল খ্রিক)।
ভেজে ব্যাপিলেক সুর্গ মর্ত্তের মণ্ডক।।
দুহু হয়া পাছে নারায়ণের শরত।
আদি বিষ্ণেশ্বর শিব হৈলনু বেকত।।

(নারায়ণে তাক নিরেখিল বিদ্যমান)।
জিতো নিজ[১১২৭]জগতের উপপতি স্থান।।
জগতের প্রভু মর্ত্যলোক করে স্তব।
ইচ্ছা মাত্রে করে তার প্রকল্প উদ্ভব।।
(নিজ অঙ্গ ব্যাপক সুন্দরতো সুন্দর তনু)।
[১১২৮]অতি সুখনা অংগত করিআ মহি অনু[১১২৮]।।
কবদ দ্বি বিষান পশু বাসত তাম্বুক।
বর ব্রহ্ম আদি নাম কল্যান কারক।।
(সকল আছে আখিসণে যায় জে সকল)।
সবস্তরে কৃষ্ণ উৎপতির স্থল।।
সর্ব কর্তা সর্ব হর্তা মহাৎমা পরম।
অতি শ্রেশষি প্রচেতা দুর্বার সমদম।।
(শ্রি দিব্য চৌন বান দিব্য ধনুক ধরিছে)।
সদাবর্ণ নুন বহু পিনাক সোভিছে।।
সুদর্শন পরশু আর অস্ত্র আছে তাত।
মহীর সুবর্ন প্রায় চন দুবা মাথাত।।
(জটিল অনসু বির্যা বাসু চর্ম্ম অংগে)।
(তপের বিধান জক্তে পণ্ডিত ভুজংগে)।।
পুতমুর্ত্তি দশ ভুপানি পরীষ ধারক।
ভুতগণ আবেষ্টিত মোক্ষ প্রদায়ক।।
(আকাশ বৃথিবি জল জলমান আর)।
বায়ু বিভাবসু দশ দ্রু সুর্য্য মুর্ত্তি তার।।
তাক দেখিবাক কারো নাহিকে শকতি।
তাক্কে করে সমদম নির্জ্জর ভকতি।।

২১৪(ক)শেষ

(পাপ তনু হৈলে সে ব্রাহ্মণে দেবে তাক)।
অন্য অন্য প্রকারে না পারে দেখিবাক।।
সেজে বিষ্ণু বুঝিব তপস্যা বলে তবে।
দেখিল তাহার তত্ত্ব নারায়ণ দেবে।।
(কায় মন বাক্যে তবে হর্ষ হয়া অতি)।
সেজে তেজো অস্ত্র যানিক সম্প্রতি।।
মতি পুরসরে স্তুতি করি নারায়ণ।
ভক্তিএ বুদ্রক তবে মুনির বচন।।
(মুনিন্দ্রো সরনাগত ত বৎসল মহান)।
দেবের অস্তুতি অত্যত পুরাপতি ভগবান।।
শরীর ধরি আসে সকলো নিরন্তরে।
পুরাতপত বৃষ্টি পুরিবিবুধিবীক রক্ষা করে।।
(সুরাসুর গন ুর্বি রাক্ষস নাগ যতি)।
মানুস পিশাচ ভুত জত রাক্ষ নথি।।
যৈ আছে তোমাত হন্তু এ সব সংসার।
তথাপি সে সব ভিন্ন না হয় তোমার।।
(জলত উপজে জেন জলবিম্বু চয়)।
সে জেন জলক তরি পৃথক ন হয়।।
এতেকে বাসব বায়ু যম কুবেরের।
প্রভু সোম পিতৃ বিশ্বদেব বৈশ্বানর।।
(যে কার্য্য করয় লোক উদ দেশে যৈয়ার)।
সে উদ দিশো হয় প্রভু উদ দিশ তোমার।।
স্থাদ জল গন ুএ বৃষ্টিরুপ পরকাস।
পবন পরম আরো সবদ আকাসে আকাস।।

(বিশ্ববেদ কার ব্রহ্ম জংগম স্থাবর)।
সকলে তোমাতহন্তে হৈছে যন্ত্রেশ্বর।।
দেহ আর দেহের সবটা[১১২৯]আভরণ।
এক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিতু এক জ্ঞানেন্দ্রিয় বন।।
(শরির ধারক তত রাজু এ সকল)।
তুমি সে পুরিয়া আছ তকত বৎসল।।
উপজি তোমাতে থাকে সে পুরুক চতু।
তথাপি তোমাত করি পুথক না হয়।।
(জলের বুদ বুদ জেন জলে হৈয় উপজয়)।
জলে লীন হয়া জেন পুনু এক হয়।।
সেহিমতে উপজয় তোমাতে সংসার।
পুনু লীন হৈজায় তুমি সে হবাসার।।
.....।
যুক্তি তুব তত্ত্ব মোক করা অনুবাদ।।
যুক্তি সে তোমাক জানো ন জানয় আন।
তুমিও জানেন প্রভু যুক্তি জে বন ান।।
(আপনাক তোমাক পণ্ডিত তত রাজু)।।
একচিত্তে এক বোল হৈলে মোক পায়।।
দেবেন্দ্রো জবতা প্রেমু জানিঞা তোমাক।
স্তব কৈলো দিও বাকি তার্থক আমাক।।
(ব্যাস নিগদতি অনুৎবাধা মনকর)।
তবে সেব মুখ্য নারায়ণক ঈশ্বর।।
বরদান করিআ সনুষু মনে মনু।
সে জে নারায়ণক বুলিব তত্ত্বনু।।

(তিনিয়ো লোক তুমি মোর প্রসাদত)।
দেবতা গন্ধর্ব নাগ মনুষ্য দৈত্যত।।
হৈবেন অপরিমিত বলবন্ত অতি।
তোক সুরাসুর আদি কাহারো শকতি।।
(হাস্যপদ যাত্র না পারিবাক)।
যুদ্ধত কদাপি না পারিব জিনিবাক।।
শুষ্ক আদু পদার্থ স্থাবর জত মোর।
অস্ত্র শস্ত্র বজ্র অগ্নি বায়ু তো তোহোর।।
২১৪(খ) শেষ
২১৫(ক)
(মোক প্রসাদন্ত তোক কেহো পিড়িবাক)।
না পারিব দুষ্ট কহিলো তোমাক।।
হেন রূপ বর লভ্যা আছে নারায়ণ।
জগতকে মায়াও মোহিআ এ কারণে।।
(তপ আচরিত্বা গতি করে এ প্রকার)।
নরনাম মহামুনি তপস্যাও তার।।
জেন নারায়ণ দেবতাঞো সেহিমত।
উপজিছে দেবেন্দ্রো দেবতা স্বরূপত।।
(মোক জাএা নিমিত্তক দেহে কশিমুনু)।
পরিত্র করিবে যুগে যুগে উপজন্ম।।
সেহি নরে হৈন্যাছে অর্জুন অবতার।
নারায়ণে হৈছে কৃষ্ণ শারথি তাহার।
(জতেক তপস্যা দুঃখ স্বরূপ এ দুই)।
অনুতঃ তারাও নরনারায়ণ দুই।।
জগতকে শিবমন্ত্র দেখি এ কারণ।
আপনাক বিনয় হন্তে করি আকর্ষন।।

<তুমিহ সাধারন নহ যুবুগত>।
ভকতি পূর্বক তুমি উপরি জন্ম যত।।
কায় ক্লেশ করি যহা যুবুধ[১১০০]দেহাক।
অবে হোমে উপহারে পুজিহে তাহাক।।
<সে পূজাস্তে তুস্ট হয়া হোক ভগবান>।
বাকি ত উত্তম বর দিলনু ঈশ্বরু ঈশান।।
কেবক জানিবেন সে বুদ্ধের ভক্তন।
বুদ্ধ তেজে উপজিহে বুদ্ধত আগত্তন।।
<এ প্রভুক জায় সর্ব্ব যুবুগ জানয়>।
তাহার নিংগত পুজা জে সবে করয়।।
আংগা যোগ শাস্ত্র যোগ সকল প্রকার।
জানিবা সকলে সিদ্ধি হয় সে প্রকার।।
<দেবতা সকল আর সিদ্ধ মুনিগনে>।
তাহাকে করিয়া পুজা পরম জতনে।।
প্রার্থনা করয় নিত্য লোকে বসতিক।
ইহাকেঁ লোকের করে সিদ্ধি।।
<এহি কৃষ্ণ পার্থের সারথি হৈহে জাকেঁ>।
যজ্ঞে যুর যজ্ঞ রূপ সকলে ইহাকে।।
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বরূপ জানিকাঁ ইহাক।
ইহার নিংগক করে জে সবে পুজাক।।
<ভকত বৎসল সিব তাতে তুস্ট হয়>।
ব্রত রাস্ত্র নৃপতিত বদতি সঞ্জয়।।
ব্যাসের সে কথা মুনি দ্রোণের কুমার।
মহাপ্রভু বুদ্ধক করিল নমস্কার।।

(কেশবক সম্মান না করিব বিস্তর)।
ধেনে পাছে হয়া রোষাকি ত কলেবর।।
মহাকবি ব্যাসক নবিক্ষা মহাভাগ।
উপদনু হৈলনু সেনাক করি ত্যাগ।।
(পাণ্ডবেয়ো কৌরবক করি পরিহার)।
উপনব সে সে দিন হৈলনু এ প্রকার ।।
পক্ষ দিন যুদ্ধ হৈল দ্রোণ মহাবলি।
সে লোক সংহরি ব্রহ্মলোক গেল চলি।।
(ধৃতরাষ্ট্রে পুছে ধৃষ্টদ্যুম্নে হেন মতে) ।
(দ্রোণক পাড়িলে রণে) তাহার পাছতে।।
বীরগণ আমার পাণ্ডবগনো আর।
কি কর্ম্ম করিল তাক কহ বারাবার।।
(সঞ্জ ধৃতু রাজাক কহিবাক লৈল তবে)।
(ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণক) নিপাত কৈল জবে।।
আপনার বিজয় সূচক অদভুত।
দেখি সে বেলাত সঞ্জ ধৃতু পাণ্ডুসুত।।

২১৫ (ক)শেষ

২১৫(খ)

(ইচ্ছাবশে বাসদেব আসী আছে তথা)।
জায়া তাক সুনাযি পুছিল এহে কথা।।
সুন মহাকবি এক নিবেদন করো।
রণে সানাইত মরে পরুক সংহারো।।
(রথের আগতে তাতে নিরেখো সাবধাতে)।
জননু অনল প্রায় পুন তুমি হাতে।।
জুলনু আগিতা তুল্য কালি কলেবরে।
হেন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষেক যটি করে।।

সেজে মুর বারী করে জে দীপক রাগি)।
গানায় বিবির্ন হয়া বসু মন্য ভাগি।।
তাক দেখি নরমায় মনু হেম জানো।
ভংগ করে ঈহাকেঁ জিনিলো মুক্তি যানো।।
(সে যহা পুরুষে বেদাবনু সেনা জত)।
বিড়া বাস করো মক্তি তাহার পাবত।।
কহিক যোক পিতামহ ভগবনু।
কাকেঁ এতে উত্তম পুরুষ তেজবনু।।
(পুনপানি তেজোময় সুর্য্যো তো অধিক)।
কৃষ্ণ বর্ণ যাবেন পরমে বৃষিবীক।।
কদাচিতো খুনকো ন করে পরিহার।
সেহি ত্রিভুনত হন্তু তেজো বল আর।।
(তেজবন্ত ত্রিভুন নিকসে যাকে যাক)।
এ যহাপুরুষ কাকেঁ কহিও আমাক।।
ব্যাসদেব বোলে জে দেখিলা ধনঞ্জ সুনু।
সে যহাপুরুষোত্তম পরং ব্রহ্ম বসু।।
(প্রজাপতি সকলের পুর্ব্বজ সে প্রভু)।
সকল লোকের আদি মুল অব্যয় যহাবিভু।।
সংসার স্বরুপ সর্ব্বেশ্বর জগদীশ।
ঈশান শঙ্কর স্থান জটীল ত্রিনিশ।।
(জগতের উৎপত্তি স্থান জগত পতি)।
অজিত জগত আৎমা জগতের গতি।।
বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বহর্ত্তা ভুতেশ ঋ বরদ।
যহাদেব যহাবুদ্ধ যহামুক্তপদ।।

বিশ্ব মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর বিশ্ব পরিত্রাণ)।
ত্র্যম্বক ত্র্যম্ভু শম্ভু ভব ভগবান।।
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান হৈতে জাত।
যোগেশ্বর যোগরূপ যোগ সিদ্ধি ভাত।।
(সর্ব্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনো লোকের বিধাতা)।
অদ্বিতীয় পুরুষ তৈ লোক্য অধিষ্ঠাতা।।
সর্ব্বাসন্থ অতিসন্থ দুর্ব্যাস্থ দুর্দ্ধর্ষ।
জন্ম জরা মৃত্যুক করিছে অতিক্রম্য।।
(তাক্ষ্য জ্ঞ নিরূপ জ্ঞ াপয্য জ্ঞ নিদাতা)।
ভক্তের চিত্তের অনুরূপ বরদাতা।।
জাক বন্দি দিব মন দি নিত্যানন্দ জ্ঞানে সনু।
মহাকাল রুদ্রদি সংগে রংগে উপাসনু।।
(যাবন জটিল রূপ ত্রিপুন্ড্রিব নাম)।
মহাদেব মহাকায় মহাগুন ধাম।।
মহাবাহু মহাকর্ম বিকৃত লোচন।
বিকৃতাস্য আদি অন্য পারিষদগন।।
(এ সকল পূজা জাক করন্তে সততে)।
সে শিব প্রসন্ন হয়া তোমার আগতে।।
ঘোর রোগ হর্ষন মুদ্রত করে গতি।
এতেকে শরণ পার্থ নৈয়োক সম্প্রতি।।
(অনুৎপাদা কৃপ কর্ম মহাবন্ধুরির)।
এ সকলে রক্ষা করে জে সৈন্য নিকর।।
তাকো করিতে নাহি কাহারো শকতি।
বিনা এহি বহুরূপা দেব পশুপতি।।

২১৫(ব) শেষ

.....।

হেন কেহো থাকিতে না পারে তার সনে।
তাহারো সমান নাহি হৈবারো না হয়।
হয়ো নাহি তিনিয়ো লোকত এমত হয়।।
(ব্রহ্মা বাক্য কহে তার অত সমুচয়)।
অচেতন হয়া কম্প হয়া মরু হয়।।
পৃথিবীত পারে জেন ভূধর পবনে।
জাক নমি [১১০১]মুবে রহে মুর্খে দেবগনে[১১০১]।।
(অন্য জেবা মানব রহনু সংসারত)।
দেবলোকো জতরায়ু আমি থাকনু মুর্খত।।
ভক্ত হয়া এ সকল এহে বরদক।
করে পুনিপাত শিব উমেশ রুদ্রক।।
(সে সবয়ে লোক সুব ভোগ করে অতি)।
পায় পরলোকত পরম দিব্য গতি।।
এতেকে কৌন্তেয় তুমি হৈয়ো অনুগত।
সেহে পান্যা সতি কণ্ঠ কপদ্দি দেবত।।
(হরিস্থ বরণ দাড়ি শিতকুট কুন্তল)।
দেবেরো দেবতা মুর্খা পশুব উর্দ্ধর।।
উগ্র সকলের প্রতি সে প্রভু ঈশান।
ব্রহ্মা প্রজাপতি সকলের পতি ভবরাণ।।
(ব্রহ্মনি পতি কর্দ্দমপতি সোমপতি বিরিঞ)।
মুখ বহস্ত সেনাপতি বন্দি বিমনুষ।।
সহস্রেক বাহু তার পাদ সহস্রেক।
সহস্রেক শির চক্ষু উরু সহস্রেক।।

(ইহাকে শুনাবি পার্থ পশিয়ো মরম)।
এহি বিরূপাক্ষ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশন ।।
ব্যাপক অব্যয় নিত্য অনাদি অজন্ম।
বৃষ বৃষাঙ্কিত বিষাদ্রত বৃষধ্বজ ।।
(বৃষাসুখ বৃষস্কন্ধ বৃষভলোচন)।
বৃষপতি বৃষমূর্ত্তি বৃষভ বাহন ।।
মহাদেব মহাতেজোময় মহাকায়।
ত্রিশূল বাঘাম্বর ত্রিস্রোতা জাক জদাবায়।।
(পিনাকি ত্রিপুর হারী খড়্গ চর্ম্মধারি) ।।
ত্রৈলোক্যের নাথ এ যুক ত্রিপুরারি।।
সুরত সুবন্দ্য বৈসুবণ সখা তার।
সেজে সুর শ্রেষ্ঠক করোহোঁ নমস্কার।।
(সেহি দুষ্ট ধন্বি উত্তুঙ্গ শ্রীহান দেব)।
রংপরূপ সে প্রভুক করো যোজি সেব।।
সিতো বৃদ্ধপতি নরপতি ধনপতি।
যাদুপতি যজ্ঞ পতি অপতির পতি।।
(জন পতি সোপতি দেবের অতিপতি)।
করো সে বরূপ সুর্যারূপিক প্রতি।।
ত্রি নয়ন নীলকণ্ঠ ভূতেশ মৃত্যুঞ্জয়।
হেমকেশ ব্যোমকেশ মহাদেব শম্ভু।।
(আরো এ প্রকার কর্ম্ম জে রূপ সুনিহো)।
তাহাক তোহাক কহো জেরূপ জানিহো।।
সুরাসুর য় যম বর্ত্তি ব্রাহ্মণ আছে জত।
তার শ্রেষ্ঠ হৈলে ভদি পৈসে পরবত।।

<তথাতো না পারে মুক্তে মুখে থাকিবাক>।
দক্ষযজ্ঞে শ্রেশবে যে করিছে সোমতাক।।
উদ্ ্র্ণ ড কোদণ ্ড খণ ্ড বুঝি করি বান।
ঘোর পব ্দে ত্রৈলোক ্যাক হৈল কম্পমান।।

২১৬(ক)শেষ

২১৬(খ)

<না পায় সান্তিক তবে দেব জতমানে>।
বন দাহে হৈল দুখযুক্ত যে বন ্যানে।।
সে সব ্দে আকুল হয়া লোক জত আছে।
বন হৈল উথুল খুথুল মনে পাছে।।
<যজ্ঞ নষ্ট হৈল হঠাৎকারে দেকানত>।
এত্তে যজ্ঞ পতি যমেশ্বরের শ্রেশথত।।
ভূমি হৈল কম্পিত কোভিত হৈল জল।
বিদীর্ণ হৈলেন শৈল বিদিম মচল।।
<মোহ হয়া নাগ সুরাসুর পড়িলন্থ>।।
বন ্যারে বিদীশ আকাশ ব্যাপিলন্থ।।
সুর্যদেবে আছে তেজোমন্ত জতরাস্থ।
সমস্তরে পুতা নষ্ট হৈল সমুদায়।।
<আটাস ছাড়িয়া পড়িলেক কতোজন>।
চমর ধারিয়া পাছে যুধাদিত্যের তখন।।
দুস্তো সারি দন্থ মোট মোটে পাড়িলেক।
অন্যক দোষের অনুরূপে দণ ্ডিলেক।।
<কষিমনে তবে ব্রানি রুদার কারণ>।
আরো আপনার মুখ পান্থি প্রয়োজন ।।
উপসম করিলন্থ করি স্তুতি নতী।
দেবতা সকলো তবে করিয়া প্রনতি।।

(সানাদ্বিত সরের তনুত জনে জন)।
যজ্ঞ ভাগ সবপ দিঁয়া পশিব সরণ।।
এ রুদ্র দেবের প্রেশনে সনু জেন মত।
মহাসুর নষ্ট হৈবে যজের দুর্বৃত।।
(দুর্বৃ সে পতুর প্রেশবে জে হৈবে আর)।
সুনিয়ো অর্জুন সে কথার তত্ত্বসার।।
বলবনু অসুর গণের অতিসয় ।
আছিল তিনিজ্ঞা পুরি পরম দুর্বার্য।।
(এক পুরী লোহার রুপার পুরি দ্বারি)।
আর এক গোট সুবর্ণের অপূর্ব নগরী।।
লোহময় পুরির জে গোট অধিকার।
কমলাক্ষ নাম তার মহা অনির্বার ।।
(রজতের পুরির জে জন অধিপতি)।
তত্ত্বাক্ষ তাহার নামের নাম মহাযন দু মতি।।
হিরণ্য পুরের অধিপতি জে অসুর।
বিদ্যুন্মালি নাম তার পরম নিশ্ঠুর।।
(সুর্গস্থানে থাকি তাক ইন দ্র আদি দেবে)।
তেদিতে পারুক সনু সক্য নহে কেবে।।
বিদ্যুত্ পীড়িত তার হয়া দেবগন।
পশিলনু এহি মহারুদ্রত সরণ।।
(স্তুতি নতি ভকতি পুর্বক তাত পাবে)।
কহিল রুদ্রত্ত জত দুঃখ পায়া পাছে।।
ত্রিপুর নিবাসি তিনি অসুর দুর্বার্য।
বলিয়া কৃষ্ণের বর আমাক বিচার্য।।

(তোমার বরক পাত্র আছে সে দানব)।
এতেকে তাহাক শক্য নহো আমি সব।।
সেহেতু তাহাক তুমি ব্যতিরেকে আন।
বধিবাক কদাচিতো না পারে ঈশান।।

২১৬(খ)শেষ

২১৭(ক)

(ভকতের হিত হেতু এতেকে তাহাক)।
বধিয়ো করুনাময় রাখিতে আমাক।।
দেবতার কোন কর্ম্ম সে সব থাকিলে।
ন হয়[১১০২] কদাপি প্রভু তুমি না মারিলে।।
(ভক্ত অনুরক্ত প্রভু তবে বলিলেক)।
অহে করিবা সিদ্ধি সর্ব্বথা দৈবেক।।
এ বোল বুলিয়া প্রভু দেবতা বর্গক।
যুদ্ধ কৈল আনি গন্ধর্ব যদেনক।।
(রথে কৈল মহা গরা গরা যত জনক)।
বাণজড়ি কৈল মাধবরাজ অননুক।।
রথচক্র কৈল দুই আদিত্য চন্দ্রক।
রথের জোংগান কৈল সকল মরুক।।
(চারিয়ো বেদক কৈল চারি হয় বর)।
ব্রহ্মকে করিল আনি সারথি রথর।।
গায়ত্রীক সাবিত্রীক সিকলী করিলন্ত।
দুনবক হস্তের চাবুক করি দিলা।।
(ধন দুরক ধনু কৈল বাসুকিক গুন)।
বিষ্ণু ক করিলা দিব্যশর নিদারুন।।
এ প্রকারে সর্বসেব যন্ত্র রথে চড়ি।
শিবুর বধক প্রতি গেল প্রভু নড়ি।।

(সওকে সুর মুনিগন স্তব করি গৈল)।
কানক অপেক্ষা করি জায়া তথা বৈল।।
সহস্র বৎসর স্থীর হয়া চাহি আছে।
তিনো পুর আকাশে একত্র হৈল পাছে।।
(ত্রি পুর ত্রিসৈন্য সরে তাথাক নিবায়)।
তেদি বলিলন্থ তত্ত্ব জনার দয়ায়।।
বিষ্ণু সোম কালাগ্নি জযুত সেজে পর।
চাহিবাকো শকতি ন হৈল অনুবর।।
(পক্ষ মিত্রা বাকর বানিক তাতপর)।
কোন্নে নয়া পার্বতীর পাস গেল হর।।
নিকটে ঈন দুক ৎ দখি পুছিলন্থ পাছে।
এ মোট কাহাএ এথা কেনে আছি আছে।।
(এ বুলি ঈন দ্রুর বজ্রযুত বাদুক)।
স্তম্ভিত করিল হাস্য করিতে কৌতুক।।
তুল তুল স্তম্ভিত বাসব মনশ্চাপে।
ব্রহ্মাত শরণ লৈল সব দেবসপে।।
(নমস্কার করি কৃতাঞ্জ জুনি হয়া তবে)।
(ব্রহ্মাক দেবতা সবে) কহিল বাসবে।।
পার্বতীত হন্থে হৈছে অদভুত এক।
পক্ষ শির বালক তেজস্বী অতিরেক।।
(প্রভুর কোলত আছে নিরেখিয়া তাক)।
(আমি সবে) বলিবা পারিনি চিনিবাক।।
বাসব সহিতে তাক চিনিবাক প্রতি।
ইৎসা করি গেলি তাতে হৈল হেন গতি।।

(এতেকে সরণ লৈলাম কর পরিত্রাণ)।

(মুনি ব্রহ্মা) করিতে লাগিল যেন ধ্যান।।

ব্রহ্মাদেব দেবক বুলিল তাত পর।

দেজে প্রভু চরাচর জগত ঈশ্বর ।।

(এ্যে পক্ক সিরাক কোলে করি আছে মুনি)।

আন কেহো নহে সে বালকখানি আমি।।

মোর মনে প্রভুক দেখিছ সবে দেবে।

কদাপিতে তাহাত অধিক নহে কেবে।।

২১৭(ক)শেষ

২১৭(খ)

(পার্থিক জিজ্ঞাসিতে পুরুষ পুরান)।

(সে বালক) পুরুষ কোনো নহে ভগবান।।

এতেকে তাহাক তোরা মোক সংগে লয়া।

হৈয়োক প্রসন্ন ভক্তি ভাব দরসায়া।।

(তবে সর্বলোকেশ্বর ·····সন্নিহিত)।

(গেল দেবলোক) প্রজাপতির সহিত।।

পাছে ব্রহ্মা দেজে মহেশ্বরক দেখিয়া।

সকল সত্বর শ্রেষ্ঠ মনত জানিয়া।।

(মুনি ব্রহ্মা চতুর্মুখে বুলিল বচন)।

(তুমি জজ্ঞ) তুমি পতি তুমি সে কারণ।।

তুমি মহাদেব তুমি প্রকাশ পরম।

তুমি ব্যাপীআছ প্রভু স্থাবর জংগম।।

(তুমি প্রভু ভবিষ্যত কালের ঈশ্বর)।

তুমি লোকনাথ জগৎপতি দুঃখ হর ।।

তুম স্নেহে[১১৩৩] ঈন দ্বিজ পীড়ায় অতিসয়[১১৩৩]।

এতেকে প্রসন্ন তাত হৈয়ো দয়াময়।।

(ব্যাস নিগদতি মুন পার্থ বনুদ্ভব)।
ব্রহ্মার বাক্যত হৈল সনুষ্ট শঙ্কর ।।
দেবগনো উমা মহেশ্বরক তুষিল।
তবে শম্ভুবর্গে দুর্দ্ধর্ষ দুর্বৃত্ত সদৃশ হইল।।
(সপত্নিক শিবদেব সকলক প্রতি)।
হৈলনু প্রসন্ন চিত্ত অগতির গতি।।
সে প্রভু ভুবত ব্রহ্ম মহারুদ্র দেব।
সবে তাঞে তাহাত দুষক নাহি কেব।।
(তাঞে তাঞ সর্ব্বদর্শি তাঞ শিব সর্বজ্ঞ খানি)।
তাঞ বায়ু তাঞ বহ্নি তাঞ বহুপানি।।
নির্জ্জলিদ্যুত তাঞ তাঞ সে পর্জন্য।
চন্দ্রো তাঞ সূর্য্যো তাঞ নাহি তাত অন্য।।
(মাস পক্ষ সম্বৎসর সেহি সে নিশ্চয়)।
শত ধাতু সহস্রেক ধাতুত হবয়।।
অপরিমী তাঞ সর্ব্ব শরীরক ধরে ।
অনমু তাহাঞ তাঞ সবে স্তব করে।।
(জল স্থল আকাশ তাঞে সে সবে জানে)।
বেদাংগ উপনিষদ সহিতে পুরাণ ।।
এ সকল শাস্ত্রের পরম গু গুহ্যতম।
এহি মহাপ্রভু মহেশ্বর সর্ব্বোত্তম।।
(তার গুণ সকলক কহিবাক প্রতি)।
মোহোর কি কথা নাহি কাহার শকতি।।
সর্ব্বোপায় পাপ উপার্জ্জয় জিতো জন।
তাঞ প্রীতি হৈলে হয় পাপের মোচন।।

(জে সব সরনাগত হবয় প্রভুর)।
বুদ্ধি হয় তার আয়ু আরোগ্য প্রচুর।।
কাবো দুর্দ্দ হয় পুত্রোদয় হয় আর।
ইন লুদি দেবেরো সম্পত্তিয়ো হয় তার।।
(সকল ঐশ্বর্য্য আরো বিপুকো সুরুপ)।
[illegible]
ব্যাধি আছে সেহি পুতাপুত রুপ।।
সে রুদ্রের সমুদ্রত বক্ত এক রয়।
সেহি মুখে তোয় বয় হরিষ তুঞ্জ ভয়।।
২১৭(খ) শেষ
২১৮(ক)
(সেহেতু বাড়বা মুখ হেন খ্যাতি তার)।
সুসনেতো নিবাস করনু তোহ আর।।
সকল লোকত জাতো ঘোর দীখিকরে।
তেজোময় সেহেতু করনু সর্ব্বনরে।।
(বেদ ব্রত উত্তব মতবুদি কহে তাক)।
সে যে একরুপে তেজোময় কহে তাক।।
সুরমুনি বেদ ব্রহ্মা কহে এ প্রকার।
এহি সে পরম আদি দেব দেবতার।।
(পশুসংঘে হড়ে রক্ষা করনু পশুক)।
সে কারণে পশুপতি বোলনু প্রভুক।।
ইহাক পুজিলে পুজ্য হয় চরাচর।
সে জন্ম কারণে ইহাক বোলনু মহেশ্বর।।
(এজে মহেশ্বর মর্ম্ম জাহাক করনু)।
তাকে মুদি হয় আরো হয় প্রীতিমনু।।
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ।
স্থাবর জংগম রুপে থাকে নানামতে।।

(বহুরূপ বোলে তাক এতেকে সংসার)।
আত্মন্য সবান এক নেত্রে সনু আর।।
সকল বিশতে করিআছে অবয়ব।
এতেকে তাহাক সর্ব্ব সকলে বোলয়।।
(ত্রিনয়ন ত্রিশূল বর ত্রিগুণ ত্রিগুণ তার)।
এতেকে ত্রিনেত্র ত্রিমূর্ত্তি তাক বোলয় সংসার।।
বিশ্বদেব সব আর তাহাতে আছনু।
বিশ্বরূপ সে প্রভুক সেহেতু বোলনু।।
(মূর্খ তুমি জন তিনো তাক ভক্তি নয়)।
এতেকে এমুক তাক সর্ব্বলোকে কয়।।
সকল কর্ম্মত আরো সকল অর্থতে।
সবারে কুশল বুদ্ধি করনু সততে।।
(এতেকে তাহাক শিব বোলে ত্রিভুবনে)।
সুন মহাদেব আরো বোলে যে কারণে।।
সহস্রাক্ষ হয়া অযুতাক হয় তার।
অবয়ব হয়া রক্ষা করনু সংসার।।
(সর্ব্বতোভাবে সর্বদেবে করে সেব)।
সেহেতু তাহাক সাব বোলে মহাদেব।।
যাকে জাতো সর্ব্ব মহন্মোর উদ্ধিশানে।
সমস্ত স্থানের স্থানোৎপত্তির নিদানে।।
(নিৎস্বরূপে স্থিরন্ত হয়া নিরনুরে থাকে)।
অনুহেন করিয়া সেহেতু কহে তাকে।।
এ প্রভুর দুই তনু জানিবা মুক্তক্ষ স্বরূপ।
শিব রূপ এক আরো ঘোরা আর রূপ।।

(শিবা তনু জে শোট তাহাক মহাবন)।
জানিবা অল্প দুর্বিক সোম অদ দুর্বিক অনল।।
শিবামুর্ত্তি মনু ব্রহ্মচর্য্য আচারে।
সুনা যোরা মুর্ত্তি মনু জিতো কর্ম্ম করে।।

২১৮(ক)শেষ

২১৮(খ)

.....।
.....মুর্ত্তি সে সকল সমস্তকে বায়ু।।
তাঞ্চ তীব্র উগ্র ঘোর প্রতাপ করহে।
জগত সংহরে নিমিত্তক রুদ্র কহে।।
(মাংস মজ্জা শোনিত সকলে ভুঞ্জ ভয়)।
কলি দুষ্টা তাক সে কারণে কয়।।
ধর্ম্মো কহে তাক বৃষ নাম কহে তার।
সে ভগবন্মুক বৃষা কপি কহে আর।।
(ললাটত তার উন দ্বিনিত দুই দৃষ্টি)।
তাত হান্নে করিআছে সৃষ্টি আর সৃষ্টি।।
তে কারণে এাম তাক বোলে ত্রিজগত।
সে প্রভু সমরে পার্থ তোমার আগত।।
(যুদ্ধ ব্রত পারিতে শত্রু দেখিআছ তাক)।
অস্ত্র দিয়া আছে তাঞ্চ পুর্ব্বত তোমাক।।
জে অস্ত্রে বধিছ তুমি সব দানবক।
এহে শত রুদ্রাস্ত্রর মু প্রতিপাদক।।
(সর্ব্বথা দায়ক সর্ব্বপাপ বিনাসন)।
সর্ব্ব কলদাতা সর্ব্বভয় সংহারণ।।
এ চারি প্রকারে স্তবে মনু জিতো নরে।
এ জে মহাভারত সুনে নিরন্তরে।।

(সে সকলে বিপক্ষক জিনিঞা সংগ্রামে)।
ব্রহ্মলোক জায় পুজ্য হয় পরিনামে।।
এহে মহাৎবার যুদ্ধে দিব্য চরিত্রক।
পঢ়ে আরো সুনে যত বুদ্ধীয় স্তবক।।
(নরলোকে জাঞ বিষ্ণুস্বরের ভকত)।
হয়্যা আরো পায় অভীষ্টর্থ সিদ্ধি যত।।
প্রসন্ন এযুক প্রভু হয় তাক প্রতি।
এতেকে কৌন্তেয় তুমি জানিবা সম্প্রতি।।
(পরাজয় তোর নাহিকে কদাচন)।
যন দ্বিজ রূপক জবে দেব নারায়ণ।।
সঞ্জয় বদতি বুদ্ধ নৃপতির পাস।
অর্জুনক এ বোল বুলিয়া বেদব্যাস।।
আসিছে জবায় পরা তথা গেল ঞ চলি।
সঞ্জয় বদতি পুন্ন শ্লোক মহাবলি।।
ব্রহ্মলোক পক্ষ দিন করি যুদ্ধ।
কহিলো তোমাত শ্লোক নিধন বিশুদ্ধ।।
বেদে জে কহিছে আছে ইহাতে সে কল।
নির্ভর যমব্যা জেহি জাতির সকল।।
বহুত করিআ যুক্তি কহিলো তোমাক।
যে সকলে পঢ়ে আর সুনে যেবা জেহ্ন লোক।।
তাকেঁ অতি পাপ হন্তু হয়া বিমোচন।
থাকে তোর কুকর্ম্ম করিয়া জিতো জন।।
ভুবন মাজকে সে সবতে নিস্তরয়।
ব্রাহ্মনে সুনিলে তার বেদ পাঠ হয়।।

২১৮(খ) শেষ।

.....।

.....।।

ভরিয়ু মুনিলে মোর মোর যুদ্ধ হেব হয় জয়।
আর অন্য জাতি যেবা একথা শুনয়।।
পায় তারা আপনার ইচ্ছা কামনাক।
এতেকে মুনিব মরে ভাবত কথাক।।
মোর তোর দারিদ্র ব্যাধির রসায়ন।
নাহিকে বিনা ভুপ মোদ নারায়ণ।।
জাতো দয়াময় প্রভু সর্বত্র সাক্ষাত ।
রাজা বন্ধী কির্ত্তি চন্দ্র জন বিখ্যাত।।
বাক্য অমৃতর উতপতির আকার।
ভুপ রত্ন পরিপুর উদর ভাহার।।
.....।
.....।।
মনুন ব্রত পুজা অনু বন হেব .....ভূপ।
.....তত্ত্বে .....মন্ত্র।।
.....।
.....।।
** বংশ নাম হে *** ভুপ মহা জনে।
মন্ত্র হয়া তাহার সত্রেম ভক্তি বসে।।
.....।
.....।।
.....পুত্র পৌএর দেখিয়া অতি প্রীতি।
থাউক যহী নারায়ণ দেবো হয়া চুপ্তি ।।

.....।

.....।।

... ভাতি আর যত ইচ্ছা এরূপ।

বিষ্ণু মূর্ত্তি সিংহ লক্ষ্মী নারায়ণ ভূপ।।

.....।

.....।।

.....আনন্দ চন্দের হৌক এ বন্ধান।

তবে সে আবার মিলে সকল ত কল্যান।।

.....।

.....।।

.....কর সংখ্য শাকের সমস্থ।

যকর রাখিত বরি প্রকাশ করয়।।

.....।

.....।।

.....দোষচয় তথা আদু জত।

বাছা ছুটা হৈহে জত ভুব প্রসাদত।।

.....।

.....।।

.....রচে শিবে হরের নন্দন।

তাতে ভ্রান্তি হয় জানিবহো সভাজন।।

২১৯(ক) শেষ

ভ্রোণ পর্ব সমাপ্ত।

গদা পর্ব

॥ গদা পর্ব্ব ॥

-০-

শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ

প্রথমে প্রনামো পড় ব্রহ্মময় শীব।
তার এক অংশে জান জত জত জিব।।
জেহি জেহী যোনিত উপজে কর্ম্মপাকে।
তাতে তাতে তোগাত ভক্তি জেন থাকে।।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা পুছে কহিয়ো সঞ্জ জয়।
পাণ্ডবে আমার সন্য কৈল যদি কয়।।
কৃপ কৃত ব্রহ্মা অশ্বত্থমা দুর্য্যোধন।
কী করীল কর্ম্ম তারা কহ বিবরন।।
সঞ্জ জয় বলতী কথা সুন যে সেনার।
রথি রথ সারথি পদাতী অনুসার।।
মাহুত সহিতে গজবাজী অনাবন।
সেনাপতি বর্ম্ম বন ধ্রু সোদর সকল।।
সবে গেল দুর্য্যোধন হৈল নীরুপায়।
সরষাতে আরো জর্জ্জরিত হয়া কায়।।
বাথায় বিকুল হয়া এড়ি বিরমদ।
রন ছারি তাথি হৈল হ্রৈপায়ন হ্রদ।।
পাছে তার যাএ জল স্তম্ভন করিয়া।
রহিল তক্ক জেন পাতালে পসীয়া।।
লুকী দিন সুর্য্য জেন মেঘ মণ্ডলিত।
ডুবি হৈল দিন অস্তাচলে জেন ডুবেনীত।।
সিংহ জেন গিরি গব ভরত হৈল পশী।
জেন অন্নাবাস্যাত দিন লুপ্ত হৈল শশি।।
কৃপ সুত ব্রহ্মা অশ্বত্থামা তাত পরে।
না দেখিয়া দুর্য্যোধন রাজাক সমরে।।

কেনেকো না রহি ত্রিলোচনে ছারী রণ।
রাজার অনোপে দিয়ে করিব গমন।।
বনত তরুর ছাঁও পায়া অতিরায়।
শ্রান্তু হৈছে ততো তাত না কৈল বিশ্রাম।।
দুর্যোধন নৃপতিক করিতে বিচার।
দ্বৈপায়ন ওলে হ্রদের পানীনু পাছে পার।।
হ্রদমধ্যে গদার ভুবনে হৈছে থাক।
ত্রিলোকীরে বনত জানীব দেখিতাক।।
এহি হ্রদমধ্যে রাজা দুর্যোধন আছে।
সুন প্রভু পাণ্ডু পুত্র যুদ্ধ জীনী পাছে।।
জয় ধ্বনি সংগে নানা বিধ বাদ্য তৈল।
ত্রিলোকো রংগে কোলাহল কৈল।।
বনিকে বানিজ্য নয়া সাগর তরীত।
বনত আবার জেন আনন্দ দীনীল।।
দেহিযতে যুদ্ধ সাগরের হয়া পার।
আনন্দ হৈল সীমা নাহিঁ পাণ্ডবী সেনার।।
হেনকালে গুরুপুত্রে তোবার পুরক।
বোলে রাজা জলে পশিআহ নিরার্থক।।
পড়িযুদ্ধে হারে কীবা জেতুর সম্পর্ক।
পান দু পাক্ষ ধরক রণে সংহারিলো তবে।
মনের সংক্ষোভ সংকল্প রাজা পূর্ন হয় তবে।।
আজি মোর সংগ্রামে বিজয় দেখি তুমি।
ধরিজাম কিবা অপাণ্ডবা করো তুমি।।

উঠি জন তেজি রাজা সমরক চল।
জিনী জদি পুনরপি পাইবা সকল ।।
মরীলেহো অর সর্গক পাইবা জাই।
উভয় প্রকারে তার মন দু খাহ্নে নাহি ।।
নষ্ট হৈল সকলে রহিবি যাত্র চারী।
তোমার এ দুষ্ক দুঃখ নিকী সহিবাক পারি।।
পাণ্ডবের মহামহোদ্যুত্বে সুনী কানে।
না পহে মরিলে প্রাণ জিআ আছি কেনে।।
রাজা বোলে দুর আজি দুর হৌক মোর।
কালি উঠি যুদ্ধযুদ্ধ যুদ্ধ দিবোঁ মোর।।
কিন্তু তু ভাতৃপুত্র জ্ঞাতি চতুরংগ দল।
মরি গেল অসহায় রহিলো কেবল।।
তথাপিতো মোর কাক জয়মাত্রে নাহি ।
শোকতে ব্যাকুল হয়া রহিলো এথাই।।
অমুৎপথা বোলে যুক্তি যুক্তি ভজিবো সহায়।
পাক্ষ ন দলক না মরিআ কুরু রাই।।
না বসাইবো শরিরের কবচ সর্ব্বথা।
মিথ্যা নহে পবে সত্য কহিলো এ কথা।।
কৃষ্ণসুত দ্রুহ্যারো বুলিল সে কালত ।
অমুৎপথা হে বুলীল আমার সেহিমত।।
সমর জিনিঞ্চাঁ আজী পাণ্ডব সবার।
রণবীর্য বাড়িআহে আনন্দ অপার।।
তাবাক জিনীবোঁ হেন করীবোঁ উপায়।
দুদে রহি চারী বিরে এহি মন্ত্রাবয়।।

৩ (ক)

সপ্ত ভ্রাতৃ বসতী সুন বৃদ্ধ কুরুবির।
কুরুক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধ জিনি যুধিষ্ঠির।।
রনভুমী বিচারি চাহিলো তাত পাছে।
দেবে দুর্যোধন নাহি আর সবে আছে।।
যুব পড়ি আছে জেন নাহি যুধনাথ।
কৃপসুত ব্রহ্মা অস্বত্থমা সেহে মাথ।।
ভাতৃগন সংগে হয়া চিন্তিত দুস্থমু।
বৃকস্ত সংগে চলি গেল আপন নিলয়।।
জিনি রাজ্য নতীন তথাপী নৃপতীর।
সুখ নাহি ভাবি ভাবি চিত্ত নহে স্থির।।
মনে বোলে সকল বংশ করি ক্ষয়।
ভাবি হৈল দুষ্ট দুর্যোধন দুরাশয়।।
নগে রেহে কৃপ অস্বত্থমা কৃত ব্রহ্মা।
সবে যাহাকামা সমরত উদ্যুকর্ম্মা।।
ভয়নীকী কেহুহাত্মা রনহারী জায়ু।
না জানী কোনবা খোট করিছে উপায়ু।।
অনুমানে জানো যাহাযানি দুর্যোধন।
করি যাহাতপস্যা জিনিব ঘোর রণ।।
অবস্য সাধিব বাদি আপনার কথা।
সে কারত আবার কঠিন হৈব রথা।।
তপের প্রভাবে অগ্রিমন হয়া মোকে।
সমর অরপ্যে জেন দহিবেক মোকে।।
শত্রু শেষ অল্প রহিলেহো ভালো নাহি।
বিশেষত দুর্যোধন অনর্থের ঘাই।।

বিষাদে বিকল হয়া বুলিল নরেশ।
দুত সকলক আনী করিল আদেশ।।
কথা আছে দুর্যোধন জানী জিওয়াসীও।
অনু পাইলে কালে আমী মোক বার্ত্তা দিব।।
ব্যাকুল হৃদয় মোর মুক্ত হয় তবে।
মুনি বিচারিতে চলি যৈল দুত সবে।।
সেবেলা ভীমের ভোজনের প্রয়োজনে।
তারে বাই বাংশ রাশী আনে ব্যাধবনে।।
পড়িয়ুবে চুক্ক হু আকুল হয়া তাত।
যৈনু দ্বৈপায়ন হ্রদ আছনু জথাত।।
কৃষ্ণকৃত ভুল্যা অমুৎবথা দুর্যোধন।
চারিজনে অতেক করিল আলোচন।।
মুনি ব্যাধে বোলে আজি কিনু সুপ্রভাত।
একথা সত্তরে জায়া জানাইবো রাজাত।।
পাইবো পূর্ণ প্রসাদ অত নাগে যানে।
এবুলি করিল পুণীতক্ষ জল পানে।।
পাছে ভীম যথা আছে তথা সেন চলি।
নমী ভক্তিভাবে করিলনু কৃতাঞ্জলি।।
জোগাইলেক জোগালের বাংশ দমতার।
পাছে দুর্যোধনের কহিল সমাচার।।
আজী প্রভু হৃদীত হইয়া পবনুবে।
যৈলো দ্বৈপায়ন নাম হ্রদ মনোরথে।।
তথা কৃষ্ণকৃত ভুল্যা দ্রোনী দুর্যোধন।
চারি বিরে করিতে নাগীছে আলোচন।।

রাজ্ঞী কাজি আসী তুন্ধ দিব অবশ্যে তোবাক ।
জানী আইনো জে মোট উচিত করা তাক ।।
হেন মুনি তাঁরের প্রমর্দ্ধ হৈল দুখ ।
ম মরিবে নতিননু জেন মুদ্ধ মুখ।।
তাত পাছে ব্যাধক ধরিয়া মহাভাগ ।
হৈল নিঞ্চা যুধিষ্ঠির নৃপতির আগ ।।
দেখি ব্যাধে রাজাক করিল নমস্কার।
নবিশেষ রাজাত কহিল সমাচার ।।
মুনি রাজা যুধিষ্ঠির নৃপতি প্রবীন ।
সন্তোষ সাগরে জেন হৈলেন বিলিন ।।
* দেখি ব্যাধে রাজাক করি নমস্কার *।
বিস্তর প্রণাম দিয়া তুষীল ব্যাধক ।।
সঞ্চ জয় বপতি মুন তুন্ধ নরেশ্বর ।
সাজ সাজ বলি যুধিষ্ঠির তাত পর ।।
দিয়ে মুতজনে রাজা হৈল যাহাবল।
চলিল মুনিল বাজে চতুরংগ দল।।
দেখি সৎস্য কৈকেয় মুঞ্চ জয় পাণ্ডু দল।
চলিল রাজার সংগে পাক ন সকল।।
হস্তিনাপুর পৌছ পীবণ তি সাত্যকী মহজোবে।
চলিল পাণ্ডবসব রণক উদ্যোগে ।।
চতুন র্দিগে সাগর আকার সেনা যায়।
জেন ঘন ঘন ঢৌয়ে গগন ঢাকী জায়।।
হৈল ভীষু ভয়ানক মুন দু ভীবনাদ ।
বরষা কালের জেন মেঘের সম্বাদ।।

---

* বলে হয় এই পঙক্তিটি বন দের প্রয়োজনে এইরূপে রূপ করিয়া পাঠ ক পাঠ করিতে হইবে ।
" দেখি ব্যাধে নমস্কার করিয়া রাজাক " ।

ধনুর টংকারে আরো হৈল হর হর ।
বজ্রপাত সব উল্কাপাত যেন জ্ঞান।।
ভেরি রবে ভূমি বিদার করে যেন ।
জয় ধ্বনি লোকের যুদ্ধ করিলেন।।
ঘোর দুন দুন্দুভীর ধ্বনি উঠিলা সেকান।
দ্বিগজ কম্পিপ্পা যেন জায় ভূমী ঠান ।।
তা সমুয় মধ্যে কৃষ্ণ সোভা করি জায়।
নবজল মধ্যত পূর্ন চন্দ্র যেন পরায় ।।
আগে পাছে বিরগন মধ্যত সোভান।
যেন দুক আরবী যেন দশ দিগপান।।
পাছে কৃষ্ণ সংগে রংগে যুধিষ্ঠির ভূপ ।
পাইল দ্বৈপায়ন নাব দুদের সরীপ।।
কোনাহল কেবল দুনিজাঁ তাতপড় ।
কৃপসুত দ্রুপ্তা অস্বত্থমা বিরবর।।
কহিলনু পরমন্য কুরু আইসে পাজী।
উঠ রাজা চারিবিরে যুদ্ধ করো আজী ।।
দুর্যোধন বোলে আজি দুখ হৈলো মোর।
কানি নাহি পরে মত পাড়িরে মোহর ।।
এতেকে রাইবো আজি দুদের মধ্যত ।
বাড়বা অগনি যেন কহে সমুদ্রত ।।
দুরে রহ তোরা তিনো বির বলশালি ।
প্রভাতে আসিবা মোর যুদ্ধ দিব কালী।।
রাজার আদেসে তবে তিনো বলশালী।
তীর হন্তে বিদুর বনক সৈন চলী ।।

৫ (ক)

সঞ্জয় কহয় কুরুবর শুন কথা।
সৈন্য যুধিষ্ঠির দুর্যোধন আছে যথা।।
সমবলে দুসের বেড়িল চারী পাশে।
দরশনে দূর সৈন্য সবারে ত্রাস।।
প্রফুল্লিত কমল উৎপল শোভে তাতে।
উড়িপড়ে ভ্রমরা ভ্রমরি সহিতে।।
তরি আছে পরিপূর্ণ সুশীতল জল।
শিরতলে যেহে জেন গগন মণ্ডল।।
যথাত উঠিছে পাক সদার ভ্রমনে।
দেখি রাজা যুধিষ্ঠির জানীলনু মনে।।
ভ্রমতলে মায়া বলে রহিছে মায়াসু।
"করে কি উপায় আরেক মনে আছে ভাবি ।।"
হেনকালে কৃষ্ণ কহিলনু তান আগে।
মায়াবিক মায়াকরি মারিবার লাগে।।
মায়াএ রাবনে পূর্ব্বে বলিক ছলিছে।
মায়াকরি ইন হুন্থ বৃত্রাসুরক বধিছে।।
নরসিংহে হিরণ্য কশিপুক মায়াসু।
নখঘাতে মারিছে বিদিনা করি কাসু।।
হিরন্যক শুন মু ত্রৈল্য উপসুন দুক মায়াসু।
এবমাদি মায়া করি মারিছে মায়াসু।।
দুস্ট দুর্যোধনক তুমিহো সে প্রকার।
না কর বিলম্ব দিহ্নে মায়া করি বার।।
জয়যুক্ত হৈনা পন্ডু সংহারিনা সবে।
সে সকল বীর্য্য দুর্যোধন জিনে নবে।।

মনে হয় এন দের প্রয়োজনে এইরূপ করিয়া পাঠ করিতে হইবে :
" আরেক মনে ভাবি আছে করে কি উপায় ।"

ইহাক বধিলা জবে তবেপে তোমার।
সিদ্ধ হস্থ হস্তিনা নগর রাজা তার।।
হেন শুনি মুনি কৃষ্ণ ক বুলীল ধর্ম্মরাজ।
মোর বনে প্রভু অবস্থিত নাহি কাজ।।
জদ্যপি করিছে পাপি আমুস্থ দুর্যোধ।
যাহাএ মারিতে তবেঁ ইচ্ছা নাহি মোর।।
তবে মায়া করি জদি না চলে উপায়।
এতেকে গোচর করো মুন জদুরায়।।
এজে দুর্যোধনের স্বভাব চক্রপানী।
পীসু কাল হস্তু আমী ভালো মতে জানী।।
কেহো কোনোখানি যদি করয় ইংবিত।
জনী উঠে অগ্নি জেন যজ্ঞে পায়া ঘৃত।।
এতেকে ইহাক কদর্থিবো নানা বন।
সহিতে না পারে জেন ক্রোধবে হয়া মন।।
দেবীবা এবনে জন হস্তু হৈব বাহ্য।
গর্ত্ত হস্তু উঠে জেন চন্দু সপ্তরাজ।।
হরীবোলে অবশ্য করিব তবে কাক।
ভাল কর্ম্ম বাবে রাজা শীঘ্রে করিবাক।।
মুনিরাজা যুধিষ্ঠির ভাতৃগন সংবে।
জায়া দুর্যোধনক বুলিবে নৈল ভাংবে।।
উঠ রাজা দুযোধন করি নাগ কর্ম্ম।
জবে পরিক্ষিত পশিবাহ হারী হেতুর অবর্ম্ম।।
বধাইলো ইবব বন এ কুটুম জাতীক।
উদ জেন জবে পশিবাহে ইদানিক।।

ভেটু হয়া ভেন্নবর্ণ পড়িহরী রূপ।
নহরে পানাইপ জেন জমুঁক জেমন।।
চুজগতে জানে দুর্যোধন বুলি তোক।
গুরুপার্থ হারিলে হামীর সমুঁলোক।।
নিত্র তেজি চিত্রে উঠ হাতে গদাবরি।
সাগরত হলে জেন ঐরাবত করি।।
বারাইলো গুরুতাত্ব পুত্র পিতামহ।
অবন পানাইপ কেনে ছারী বিরগহ।।
তথাপি না উঠ জদি প্রাণ রক্ষা কাজে।
তবে তোক বিস্কারিন মোর কেনে বাজে।।
জদি তুঞি ত্রিবলের কাতর এমনে।
পকুনি মামার বাক্যে তবে কী কারণে।।
বেলিয়া কপট পাশা রাজ্য নৈল হরি।
বনক পাঠাইলো প্রাণ রখিবা কেবলি।।
রজস্বলা কালে কেশে ধরি দ্রোপদিক।
নৈলেন সভাক জেন বাহুে হরিনিক।।
বিভৎস্থ করিলো জত তার নাঞি ঘোর।
অবন পানাইতে বজ্র হাঁ নাহি তোর।।
ঐদানিক যুদ্ধ জীনী রাজ্য পাথিলোক।
অথবা সমরে পড়ি চল যমলোক।।
মুনি জনতলে জদি নৈল দুর্যোধন।
সাগরে বারবানল বারিল জেমন।।
বীরদর্পে দিল যুধিস্থিরক উত্তর।
মহো পাপ ভু পুত্র যুদ্ধি যুদ্ধত কাতর।।

হুদে আছো জিহেতু না জান তার মর্ম্ম ।
দরবাইস আবী পরিধানে বির কর্ম্ম ।।
সুন হুহু পাণ্ডবের অদ্ভুত সমরে।
দ্রোন ভীষ্ম আদি বীর সেন যমঘরে।।
বিতাময় ভীষ্ম ভুরীশ্রবাদর্ত ।
আরো অসংখ্যাত বির সেবা স্থিব কত।।
রথ গজ বাজি সনা আরো ভাতুচয় ।
সবে গৈলো লোকে আমি অহোরো একায়।।
রথ সথে সারথি মোহর গৈলো যার।
অস্ত্র শস্ত্র মস্ট হৈল সবামাঝ সার ।।
কীমতে সমর করো এহি ভাবি দুখ।
রহিলো হুদতল হোঁকাত মুহুখ।।
মুধর্ম্ম হারিলে লোকে গ্লানি হাসীব সর্ব্বদা ।
এহোবানি জ্ঞান মোর নাহি নিকি সাদা।।
পড়িস্রবে ভ্রানু হৈলো মুন্দ হয়া গাছে।
হুদ্ধ দিব অবস্যে মনত মোর আছে।।
যুধিস্ঠির বোলে তবে জন পড়িহরী।
যুদ্ধক সম্মুখ হৈয়ো হাতে গদা ধরি।।
সুন্ন যুদ্ধ জিনি রাজ্য সেও তৎকাল ।
সেবানু লোকক আজি সবার আশ্বাস।।
হেন সুনি দুর্যোধন বুলিলনু তাক ।
হুদ্ধ বা নাহি মোর আরো রাজ্য করিবার।।
সবে সেন আশীবাদ হৈলো অবসেষ।
কাক নহা আজোহ করিবো রাজ্য সেষ।।

---

* মূলবত লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ এই লাইনের একটি বর্ণ বাদ পড়িয়াছে অর্থাৎ হওয়া উচিত ছিল :
" রহিলো হুদতলো হোঁ কাতর মুহুখ।"

পরাজয়ে পারো যদি যুদ্ধ জিনিবাক।
তথাপিতো রাজ্য দিবো তোমোরা সবাক।।
একেশ্বর পুনির কিপের রাজ্যভার।
অতনাপে সুখভোগ তুঞ্চ জিবো অপার।।
রংপে রাজ্য কর সংপে নয়া তাতুচারী।
অবশ্যক জাইবো আমী বুদ্ধ চর্য্যাধরি।।
শুনি হাসী বুলিতে লাগিল যুধিষ্ঠির।
সেজে বাক্য শুনিকরতে জেন চিরে।।
কিনো দুর্য্যোধন তোর বচন বিচিত্র।
মুচি হই ছাড় জেন সরির পবিত্র।।
কৃষ্ণ সেহে জেবেনা হনিহা দেবোতুমী।
কদাপি না দিবো আমী মুচি অপুতুমী।।
সবে রাজ্য দেয় আজি তেজিআ বীবুদ্ধ।
একোএ না লাপে উঠি দেহ যায় যুদ্ধ।।
করিব কাহার আপে একেক পাস্কান।
বীনাকী কুথন হই মাহারে লুকান।।
না দিলেন্তো রাজ্য আজি মৈবো তোকমারি।
কীপতে বনক ভয় হথা বুদ্ধ চারী।।
ইথানীক শকুনি বহিতে কী কারজ্জ।
না করিপ ধন জুনা প্রাপের পুয়োজনে।।
তোর জদি আপাতে এমত যুদ্ধ ভাব।
বিপ মোড়া কেনে বান খি হাজ পাব।।
অপাব পংপার জলে কেলাইব টানি।
তুমুলেত সবত অস্থি দিব ভাঙ্গি আনী।।

আরো জত করিলো বা করিবো কতেক।
তার কত তোর করো উঠি যুদ্ধ দেক।।
সঞ্জয় উবাচ বদতি সুন নৃপতি তিনক।
দুর্যোধনে সুনি সেজে নিশ্চুর বাক্যব।।
জনি কোপান্বিত অরির জেন পোরে।
চতুর্ভুজ দণ্ড চারি অধর আরক্তে কাপোরে।।
ঘনে উঠে ঘনে বৈসে গদাধরি রোষে।
ধরস্রাপে বাতাসে দুসের জল সোষে।।
করে কর ঘষি বোলে সুন যুধিষ্ঠির।
আছে তোর রথত কতোক যুধি বির।।
সহদেব নকুল অর্জুন ভীমসেন।
শিখণ্ডী পাঞ্চাল্য পাত্যেকী দৃষ্টদ্যুম্ন আপীছেন।।
সবস্তরে আছেঅস্ত্র শস্ত্র রথ ধনু।
বিন্ধিয়া কবচ দুর করিথাছে তনু।।
গদা ব্যতীরেকে কোন অস্ত্র নাহি মোত।
তথাপি তো না যাবো অস্ত্র শস্ত্র তোমাত।।
ন্যায় যুদ্ধে যাবোমাত্র নযাবো যৌ আন।
মোট মোট করি যাত্র দেহ যুদ্ধিবান।।
কিবা তুমী যুদ্ধ কিবা যুদ্ধে ভীমসেন।
অর্জুন যুদ্ধমু কিবাচনকুলে যুদ্ধেন।।
সহদেব যুদ্ধে কীবা যুদ্ধনুক ধরী।
পাত্যেকী যুদ্ধোক তাক ইংগিত না করি।।
দৃষ্টদ্যুম্ন আদি আর পাক যিকে কয়।
প্রতি প্রতি যুদ্ধনুক কাকো নাহি ভয়।।

ন্যায় যুদ্ধ হৈলে কোনো বিরে না পারিব মোক।
অন্যায় করিল তবে কি করিব তোক ।।
দেব এক বির নাহি মোহর সহায়।
অন্যায় যারিলা বরি দেব মহাবল।।
পিতামহ বরিল পড়িল যুদ্ধ স্থান ।
অন্যায় করিয়া ন যারিলা কোন জন।।
বাহাদুর বীর কর্ণ সবরে পারুন।
একে যুবে তার বর্ণাইবো কতগুন।।
তার তেজে নিস্তেজ পাণ্ডব পক্ষ জন।
দুর্যোধন আগতে পক্ষ প্রদিপ যেমন।।
বজ্রকল্প কালদুন্ড ধনুর টংকারে।
সবরে সমুহ বর্ষি পর্বত বিদারে।।
চুনভাবু পাণ্ডব আহার প্রতাপত ।
হেন কর্ণ যরে মোর অ ন্যায় যুদ্ধ ত।।
হেন মুনি ধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম তার জানী ।
দুনু কদিয়িতে মৈল বাক্য মর হানী।।
মৃত্যুকালে লোকের মুতাব হয় ভীর্ন্ন।
আজী দুর্যোধন তোর দেব সেহি চিন্ন ।।
কত ধর্ম্ম করনাইল জেহি সেবীআ বিপদ।
তোর যুবে নাহি মুনি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ।।
নীচলোক আপদত কত হয় অন ।
আপদত করনায় ধর্ম্মের প্রবন ।।
এহি ধর্ম্ম থাকে জবে তে কেনে নিচ্চিত।
বেড়ি অভিমন্যু কৈল পুত্রক অহিত ।।

সত্য পালী আড়বন বন্ধ দিন দি অংগে।
বন বাঘে গরু ভাই আছে পড়ি বংগে।।
তাতে চাহিবাক গেলো মোর জান্না হলে।
জেবে না গন দুঃখে তোক বান দি দিন বলে।।
সুনি যুধিষ্ঠিরের সে যে নিষ্ঠুর কথা।
দুর্যোধন বোলে অক্ষপর জিনু যেথা।।
ক্রোধবে অন দ হৈল জেন বদান দ বারণ।
বারোরি কীবা বলো এ নিক্ষয় করি বন।।
বান চোখে কম্পায়া জল তীরে তরঙ্গীল।
ধুবিবি ভেদিয়া জেন দিগ গজ উঠিল।।
গদাধরি লেবেলা পোতাহে অতীরেক।
আগীল বান দার জেন ধরি যুৎপ এক।।
প্রলয় কালত যেন রুদ্র অবতার।
হাতে শুল ডুয়া আইল করিতে সংহার।।
সবে ভত সরিরত রুধিরন বহে।
মেরু পর্বতের জেন মেরু ধারা বহে।।
বাইন্যার ক্রোধবে করে গজেন দ্র গজ ঘুর্ন।
ডুবীত নাবাহে জেন প্রাবনের ঘন।।
ডুধিবাক আএশনু করন্থ বিরথর্ণ।
কোধে শ্বাসহারে জেন কালানুক মর্ণ।।
লোবে মোক ডুধিবাক জোন কোনে আযুআন্থ।
আইলোক মন্থরে বার না করে অন্যান্থ।।
বিরত্য বিদুন ----- বিকবচ তনুমোর।
আরো পড়িবুবে তাত প্রানু হৈহো মোর।।

তথাপী তোমাক পৎকা নাহিকে আমার।
কি করিতে পারে প্রকাশক অন্ধকারে।।
মরিলে থীলস্থ মুদ্ধ ভূমি জন্ম হয়।
কুন না অধর্ম্ম আছে এ ভারনা সত্য।।
যুধিষ্ঠির বোলে সুন দুযোধন রাণী।
ক্রোধে বারম্বার কেনে কেনে বোল হেন বাণী।।
নৈয়োক কবচ লি থিন্ন ধর বির বেশ।
ন্যায় যুদ্ধ হৈব মনে না করিবা ক্লেশ।।
থাক ন প্রমুখে পাণ্ড তুখন জত আছে।
জাকে তোর ইচ্ছা তাকে যুদ্ধ দেহে পাছে।।
মাথা যুদ্ধ হৈব সুনি দুর্য্যোধন রায়।
থিন্ন লি হেন কবচ উজ্জ্বল কৈল কায়।।
তেজে সূর্য্য পর্ব্বত পড়ায় শোভা কৈল্য।
থিন্ন লি কীরিটী জেন সুর্য্যোদয় হৈল।।
কোপদৃষ্টি সবে পাণ্ড ভবক নিরেখিআ।
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরক বুলিল সম্বোধিয়া।।
তোমার কাহার ইচ্ছা যুঝিবাক যোক।
তাক আইস মোর সমাযুদ্ধ প্রবর্ত্তোক।।
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহাবান।
জাকে পাবো সমাবরি আইস বিদ্যমান।।
আইসয়ে থাক ন মৎস্য কেকয় সৃঞ্জয়।
আজী দুর্য্যোধনক জিনিবাঁ সাধ্য নয়।।
যুধিষ্ঠিরে তাহাক উত্তর দিতে চায়।
দেবী তাক কোপে বুলিলন্ত জদুরায়।।

যাহা অভিমানী দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দুরাচার।
তাক কত কটুবাক্য বোল বারম্বার।।
তোমাক আহ্বান জদি কৈল যুঝিবাক।
তবে নিকি গদাযুদ্ধ চুখে তুমী পার তাক।।
নিশ্চয় করিল এক পাণ্ডবক জবে।
জিনি জদি সবে রাজ্যভার হয় তবে।।
জার হাতে গদা দেখি সবে কম্পে জার ত্রাসে।
তাক এত বোল বলা কোন জ্ঞা সাহাসে।।
এয়োদশ বৎসর জে কষ্ট সহিয়ে নতীহেন।
ততোধিক দুঃখ হৈব জদি হারীলেন।।
এ যে দুর্য্যোধনের গদার মহিমাক।
কোন জনে সীমা দীমা পারে করিবাক।।
ইহার গদার বাড়ি জেন বজ্রকর প্র।
পরদেব নকুলের গদাদীমা অন প্র।।
তাকনীকী ইহার সমান কোলে লেবে।
অর্জ্জুনর গদাযুদ্ধ কেহো নাহি দেবে।।
যুদে সযোদীন তাঞ্চ না হৈব সর্ব্বথা
গদাযুদ্ধ চুখে জে পারিব মুন তার কথা।।
বায়ুর কুমার ভীম বাহাবলি আর।
যমদণ্ড সম চণ্ড গদাদণ্ড জার।।
গদাঘাতে ইহার হরীব তাঞ্চে প্রাণ।
ন্যায় যুদ্ধ চুখে তাঞ্চে না পারিব হেন জান।।
তবে তদা বায়ুপুত্র বির ভীম সেন।
মধুর বচনে বাধবক বুলিলেন।।

শুন কৃষ্ণ কৃপাময় জগত নীরাধ ।।
তজনুর বন তু তুমী আমী তুয়া দাস।।
জে কহিলা সবে সত্য নাহিকে সংশয়।
তোমার প্রসাদে মোর কাক নাহিঁ ভয়।।
দেবা দুর্যোধনক মারিআ সবারারি।
সভিরের জিবতার বলে মৈবো কারী ।।
আজি ধর্ম্মরাজার মনের মনোরঙক ।
কে আবো বিএস্থ মনে হৌক নিরাতঙ্ক।।
অন্য বন তু বান ুবের সেত্র কুসুদক।
কীর্ত্তিন তু উপার্জ্জিয়া আনন দক।।
দান মনে তুদ ু জজ্ঞ সমর্থিবো আমী।
তুমি যাত্র জজ্ঞে পুর হয়া থাক স্বামী ।।
ভীমে এ বুলিল জত তবে বাযোদর।
ধন্য ধন্য পাণ্ডুর্সীদ করিল বিনস্তর ।।
আমী জানো এতে দুর্যোধনের সমান ।
সদা যুদ্ধ দুর্দ ভীমসেন বিনে নাহি আন ।।
বলে বলিআহ বক হিরম্বক বির ।
বারিছ অনেক পুত্র করু দুস্থচি দুস্থতীর।।
বাদব খান ুার করিবের জত খানে।
রাজা রাজপুত্রক নিজাঁহ যমস্তানে ।।
অবশ্যি সমুদ্য তুমী শত্রু সমুদ্রক ।
পাণ্ডু পাণ্ডু ভীমসেন পুরুষ প্রবর।।
ভীমের ঈৎসুব হেন বাড়াইলন্তু জবে ।
রাজাগন সবে জুধিস্টির তাক তবে ।।

ধৌম্য বাক্য বুলিব কৃষ্ণ ক করি স্তব।
তোমার সমান নাহি আমার বান্ধব।।
দুখী বিনে পাপ ভব দিনতে অন্ধকার হয়।
আজি কৃপা কটাক্ষে তাঁহের সাবজয়।।
পাছে পাপ ভু পাক্ষ মি পাত্যকী সমর্দ্ধিতে।
তাঁহক করিব পূজা রাজা হরষীতে।।
তবে তাঁহ সেনক বুলিব যুধিষ্ঠির।
সাবধানে সমর করিবা আজি বির।।
প্রতিজ্ঞা পাকল যদি কৈলা বাহুবলে।
রণ ভূমে বনবাস দুরুহ তবে সে সকলে।।
এ প্রকারে বুলিল অপর রাজাগন।
তবে রনে তাঁহ পরাক্রমে কৈল মন।।
পাছে যুধিষ্ঠিরক বুলিল যাহাবন।
না করিবা প্রভু আজি প্রতিজ্ঞা পাকল।।
তোমাক সম্ভাষা আজি না করিব তথা।
পাপানের রেখা হেন জানীবা এ কথা।।
বধিবো যেহাক হেন কহিলো তোমাক।
দুইবার কৈল হের একে প্রতিজ্ঞা ক।।
আজি হন্তু বন প্রথম বুজোক ধরীন।
অন্ধকার ঘুচিলে প্রথর্ম হৈব দিন।।
যান বন কৃষ্ণ র উত্তর ভুল করি সি দিল।
তবে যুক্তি যাদুর স্থির তাঁহ।।
এহি বুলি বিচিত্র কবচ আনী বিজ্ঞ।
রাজাক সুনাব করি দিল যুদ্ধির।।

গাহে রক্ত চর্ন্দন দিন দিয়া লোভা কৈল।
জেন জুদ্ধ জজ্ঞে র অগনি জলি গৈল।।
সূর্য্যসম মুকুট মণ্ডিত কৈল মুখ মুণ্ড।
গদা লৈল হস্তি জেন কৈল উদ্ধ মুণ্ড।।
গাহে দুর্যোধনের শমুখ হৈল ভাই।
দুই মত দিংহে জেন হৈল একঠাই।।
ইন দ্রে জেন বধিবাক গৈলো বৃত্তাসুর।
গৈলা চুপুরারি বধিতে চুপুর।।
সজ্জন্ত মু বদতি নরনাথ সুন কথা।
লোভীল তোমার পুত্র গদাধরি তথা।।
দুংখে সমর্পিতে জেন কৈলাস পর্ব্বত।
গদাধরি তীরে কৈল প্রকাশ তেমত।।
দুইক দুই নিরেখি হয়া গদাপানী।
দেবেলা বুলিল উচ্চে দশ দুর্গা তাক বানী।।
সুন দুর্যোধন কেনে নমর বজাসু।
রাজা হয়া রন ছারি কোন ন পলাসু।।
ভাতৃপুত্র যীএ বন এ গুরু পীতামহ।
সবাকে মারায়া পক্ষিবরী বিরথন।।
হেতু হয়া ছারি রহিলা দুসত।
নবড়ে চুকাল জেন পসিল পর্ব্বত।।
ইমানীক পকুনি সহিতে কি কারণ।
কেনে না করিষ কুট নাট আলোচন।।
জনি তুক্কি পাপিষ্ঠ এমত ভয়াতুর।
তবে কেনে বিভয় করিলো এত দুর।।

দুর্যোধন বোলে ভীষ্ম সুনহে অজ্ঞ নি ।
ধান্য চিন্ন চি আমাক না বোল দম্ভ বানী।।
যুদ্ধ যা আছে যুদ্ধ চুর্ণ জদি যুধিষ্ঠোক যোক।
ন্যায় যুদ্ধ চুর্ণ সংকা বাজ নাহি মোর তোক।।
অতেক করিচি বিভন্ন তোমাক।
বাজ নাহি ধীতো কহিব সে কথাক।।
মধ্যমে পুরুষ প্রায় গর্জুরে বর্জুর।
ধানএর ------ সমার প্রহার আপেকর।।
সঞ্জ যুদ্ধ বদতি কুরুবৃদ্ধ কর ধন।
একেশ্বর জাদ্যাপি দুর্জ্জয় দুর্যোধন।।
তন্তো দম্ভ না ছারয় আপনার।
নিসংক যুদ্ধ জেন ধীংহ অবতার।।
দেখী হেথি থাক ন পুঞ্জ যুদ্ধ যতী সন্য।
সবে দুর্যোধনক বুলিব ধন্য ধন্য।।
তবে তদা দ্বৈপায়ন যুদনাম কাবে।
তির্থ জাত্রা ছরি যুধীতে আশীন বলরামে।।
তত্তুতলে অনেক বিশ্রাম করি আছে।
দৈব দুর্যো ধীপো জথা যুদ্ধ করি আছে।।
দেখি পাণ্ডু থাক ন যাদব সমস্থিতে।
যুজিন রাথক নথি সংবিত সহিতে।।
ভীম দুর্যোধন দুর্যোজনে সমীনেক।
বল ভদ্র সবাকে কুশল যুছিনেক।।
কুশলা কুশল কহিনেক সর্ব্বলোকে।
তবে রাম কৃষ্ণ ক বুলিল সনোতকে।।

পুণ্য মহাব্রত তীর্থ যাত্রা ন করীলো।
ভুবনাত হের আপী এথা উত্তরীলো।।
এজে ভুদ্র হৈব হেন জানিঞা দুর্বুদ্ধি।
আমি চিনি কহিআছো তোমার আগত।।
কুরু পাণ্ডবের ঘোর যিমিত সমর।
তাততারা আমার কুটুম্ব সুযোধন।।
এতেকে কদাপি কারো পক্ষ না হইবো।
ধরত না রহিবো তির্থ যাত্রাত চলীবো।।
এহি বুলী যাত্রা করি হৈল ধর্ম্মজানি।
চলী এথা বাকী কি করিব চক্রপাণী।।
কোনমতে না পারিবা যদু ভরিষিবাক।
মষ্ট হৈব ইষ্ট জাতী না রাখিবা তাক।।
তবে দুর্ব্বাপড়ে জনো কৈল জত রাজ।
রাযক কহিল কৃষ্ণ কথা মনুবাজ।।
অনেক উদ্যোগ কৈলো ভাংগিবাক যদু।
না যানিল তাক দাদা দুর্য্যোধন যদু।।
তার কলে কেতুয়ু কুলের হৈব নাশ।
কাকো কেবা রাখে সবে কালে করে গ্রাস।।
মুনি বিপ্র কবি বুলিলনু হলধর।
জাউক কুরুক্ষেত্র সুযোজন অতপর।
জথা মুতি আছে তীর্থ সমর সমাত।
ইহার উচিত ভুদ্র করিব তথাত।।
একে ঠাঁই হৌক সবে কেতুয়ু মরন।
মুনি বরভদ্রক বুলিল নারায়ন।।

সবান ুবে পাণ ুব দুর্যোধন একেশ্বর।
একাকী জে বজ ুাত রাজাক হৈবতর।।
এতেকে আপুনী যুঞ্জ ুয়ুর সেনা ধরি।।
নথা জাহো দাদা দুর্যোধনক আবরি।।
সবান ুবে পাণ ুব পাক ালগণ সংগে।
মোর সঙ্গে জাউক কুরুক্ষেত্র যাহারংগে।।
ভীম দুর্যোধন জেন আনন ুদ পুর্ণক ।
সমভাবে চলি জাউক উৎসাহ ভুদ ুকে।।
জহি বুলি পাছে দুই ভাব সেনাকরী।
সেন দুই ভাব দুই ভাইক আবরি।।
তজী দুইভাব দুই ভাইক সহায়।
চলি গেল জেন দেবাসুর সৈন্যপ্রায়।।
গগন সংঘিয়া জায় জায় জয় ঘোষ ।
পর্ব সমস্থত জেন সাগর কল্লোল।।
পাছে দুর্য্যো উত্তোরিল কুরুক্ষেত্র কথা।
দেবগণ ভুদ ুব চাহিবাক আইল স্তথা।।
চিরঞ্জিব মৃত্যুমনি যোদনারায়ণ ।
কেশোর বয়স রুপে মদন মোহন।।
জার রুপ দেখিল পাএকে মর্ত্তলোকে।
পানু হয়া পদ্মোবে পাপোরে দুঃখশোক।।
পরির যুরায় আপ্যাইত হয়া প্রান।
চন ুদ্র দেবী চুপীত চকোর জে বন ুান।।
সবু ররীপতে ভুজে ভুভারক বহে ।
ভালে সে আগমে জন শিবের অংশ কহে।।

বনে বনে অনুপ কুমারী হেরি দেবী আই।
হেন পুরুক পর ঈবাসে দিছে ঠাই।।
দ্বিজ কবিরাজে তার পীযুষ আজ্ঞা দিয়া।
পদাবর্ত পদতলে সুদেব ভাবিয়া।।

ধনাশ্রী

ডিম দুর্যোধনে সংগ্রামক বনে।
একঠাই হৈল তবে।
কেহু যুঝে জয় করি জয় জয়
বুলিবাক লৈল তবে।।
কর্তালের রোল সঙখ ঢাক ঢোল
তৈল আরো নানা ধুনী।
সুর পুরুষের আনন্দ মনের
বাড়ি জায় জাক সুনি।।
শুনয় সবাদ দুন দুন্দুভীর নাদ
কাম্পে বনভুমী সবে।
পুড়িল আকাশ আরো দিনপাম
ভয়ঙকর ভেরুরবে।।
তবে দেবেলাত নানা উতপাত
হৈল অনর্থের হেতু।
হৈল উল্কাপাত পড়িল নির্ঘাত
উঠিলন্থ ধুমকেতু।।
উঠি ধুলিচয় হৈল তমোময়।
বিনাবেগে বহুপড়ে।
সাগর বন কিরি দ্বিগজ কম্পিল
ঘনে ঘনে ভুমী নরে।।

[illegible] ভাৎপি ভায় [illegible] ঁিনি উরায়
বৈসে পর্ব্বতের [illegible]।
উবুক সকল করে কল কল
[illegible] পারয় বিৎপ।।
বরিষে [illegible] [illegible] নব চির
[illegible] করে [illegible]।
দেখি বির চিত পড়ি গেল চিত
বিবরিবে [illegible] মন।।
তাত অননুরে বির [illegible]
[illegible] ধর্ম্ম রাজাক।
প্রণয় সূচক নৃপতি তিলক
অদ [illegible] বৈল কিপক।।
[illegible]াক প্রতি মোহোর সম্প্রতি
ইন্দ্রপ্রস্থে আর নাঞি।
সুনি ধর্ম্ম সুত [illegible]
[illegible] তবে বুঝাই।।
এহে রাজ্যভার না হয় আমার
[illegible] জবে জিএ দুর্য্যোধন।
অদ [illegible] রত হআছে [illegible]
জানীবা তারে কারণ।।
চিত্তকর স্থির এহে দেহে বির
পদাপি না পাইবে তোক।
পদার প্রহারে জিবক ইহাস্থে
পেমজাথা যবলোক।।

মুনী দুকোদরে গদা ধরি করে
ধাইল দুর্য্যোধনক।
জেন পুন বজ্রি দেব চতুরারি
ধায়া যেন চতুরক।।
দুর্য্যোধন তদা ধরি মোর গদা
বায়ু বেগে ধায়া যৈল।
জেন দুষ্ট দুই চন্দ্র সূর্য্য দুই
দুয় চুর্ণক একত্র হৈল।।
ভুবন মোহন মোদনারায়ণ
রাজা নভোমুক জন্ম।
দুখিয়ে দেখত জার দুখাদত
অন্নে বস্ত্রে বিপ্ররচয়।।
কথাকো না জায় কাকো না ভরায়
মন ধা বন ধ আদি করে।
সেবি দালগ্রাব পাবি নিজকাব
ভব সাগরক তরে।।
তাহার পিতর গ্রাণ নৃপতির
জথা আজ্ঞা পরমানে।
ভকতি দুদ ধায় মুদেব তাথায়
দ্বিজ করিরাজে ভনে।।

_গুদ_

দুয়োবিরে ধরি গরব আটোপে।
অধর কামুরি দুইকো দুই চাহে কোপে।।
গদার প্রহার আরম্ভিল দুয়োজন।
ভুদ ধ চাহি গগনে রহিল দেবগন।।

ভিমে গদা প্রহারে গরব গরাএন্তে।
দুর্য্যোধনে তাক নীবারিল গদাঘাতে।।
দন্তে আরম্ভিল অদভুত ভুদ্ধ ঘোর।
কত গদা প্রহারয় নাহি তার ঘোর।।
অনন্তরে ভিমসেন গদাবরি হাতে।
প্রহারেক দিল দুর্য্যোধনের মাথাতে।।
পর্ব্বতত যেন ঘুন্থ জেন বজ্র প্রহারিল।
খ্রিবিবি বিদিগ ঘুন্থ শবদে বুড়িল।।
গদাঘাতে অপনি নিকলে ঝাঁকে ঝাঁক।
সকল লোকের ভয় দেখি লাগে তাক।।
বজ্রকায় হৈয়ে যান ধারিল সরপনে।
সে প্রহার সেহেতু সহি সহিল দুর্য্যোধনে।।
তবে রাজা দুর্য্যোধন গরব আপেকাটে।
সীতা বলে ভীমক তাড়িল দুই চোক্ষে ।।
বজ্রের উপরে জেন বজ্রপাত হৈল।
ঘোর গব ঘু উঠি জেন কর্ণ কালি হৈল।।
সে প্রহার সহিআ রহিল সেহি ঠাই।
ভিম বিনে এমন পুরুষ আর নাহিঁ।।
আবেসে সেবেনা ভীম পুচণ্ড পুতাপী।
বোলে যোদ্ধা মুন দুর্য্যোধন মুর্খ পাপি।।
পুর্ব্বে তুহ্মি আমাক অনেক কুটনাটে।
দুর্ব বিদ্ধ পাপিষ্ট স্থরি প্রান কাটে।। [illegible]
আজি আর ন চলে সে সব ছলবল।
তুহ্ম ক্রাম পাপের ফল যমপুরে চল।।

দুর্যোধন বোলে ভিষ শুনরে অজ্ঞান।
চতুরঙ্গে জানে তোরা বির জতবান।।
যোবিন দুকে সহায় করিআ ঠাই ঠাই।
সে কারণে বির বধানস পক্ষ তাই।।
কৃষ্ণ বিনে কোন কর্ম্ম করিআছ কথা।
নিবাজ কারণে অস্থি অহংকার কর বেথা।।
এ দুকারে অনেক করিআ বাক্য দুদ্ধ।
পাছে দুর্য্যো ধোর গদা ধরি হল্লা ত্রেধব।।
বথ ভন আকারে বাম দক্ষিনে ভুমন্ত।
জেন বাহাবল বন্ত যাতংগ দ্বিতিয়।।
কতো আযুধান্ত গছ আন্ত কতোবার।
গদার উপরে করে গদার প্রহার।।
উঠি গেল ঠাকঠিক পবন উৎকঠ।
বনদাহে বংগ জেন ফুটে চট চট।।
দুর্য্যো ভিতমুখী যমদন্ড তথানক।
দুর্য্যো ধান গনে জনে করে বিজযক।।
প্রাপু দুস্ট শকন দু বান দু বক্ষস্তল গিরে।
ছিন্ন গানে প্রহার করন্ত দুর্য্যোবিরে।।
চোটে শরিরের রুধির নীশ্বরে।
জেন পর্ব্বতের পড়া জলু ধারা বহে।।
গদায় গদাক কত তাড়ে অদভুত।
তাতে অগ্নি উঠি জেন চমকে বিদ্যুত।।
কোন বেনা বাহু ভুজন্ত তুমি ঘুরায় গদাক।
মথ ভ ঘোপে ঘুরে জেন কুবারের চাক।।

দুযো ধনাধপতি কতো ধনাক নিবারে।
দুদদ্ভত করে কত দুদদ্যে দুহারে ।।
দিদ্ধু পানে পাবকো দুহারে পাবে ধংসে।
পদ দুদ্ধ জেন দুরংসে দুরঙ্গে ।।
ক্রোধে অন্ধ হয়া জেন যুদ্ধে দুই দুধ।
জেন বজ্রে বনবনু দ্বিতিয় মহীধ।।
দুদ্ধো পক্ষে যুদ্ধে জেন হয়া মহাক্রোধ।
বনমধ্যে জেন দুই ব্যাঘ্রে করে যুদ্ধ।।
বলী বাসবের জেন বিবিদ শমর।
বানি মুদ্গরের জেন যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।।
অরাজুনি অবানুধি পরাশ্চর্য্য করো দুযোবির।
দেবীধা ব্যাকুল মবে চিত্ত নহে স্থির।।
সেবেলা আবেবে দুযোধন ধনিধান।
বারিনন্তু তিমক ধনার পাতোধান।।
দুনু অনধিন্তে সে ধনাক তুলি নৈন।
অচম্বিতে বিদ্যুনি চমক জেন হৈল।।
তাত পাছে ধনা দুহারিন মিত্রপতি।
সে ধনাক পায় মারিতে কুরুপতি।।
হাত হন্তে ধনা পোট ধনি পড়িলেক।
তাক কুরুরাজ অনধিতে ধরিলেক।।
তাত পাছে ক্রোধে দুযোধন দুনর্ব্বার।
বাজিন তীমের বাণে ধনার দুহার।।
নির্ঘাত পরিন জেন পর্ব্বত উপরে।
স্তব্ধ হৈল তিমের কলেবরে।।

ভিম গদা তুলি তবে অরিন্দের বলে।
দুহারীল কৌরব রাজার ধর্ম্মস্থলে।।
বাহাদুরে লেজে যুদ্ধ দুহারে তখন।
জানু বাড়ি ভূমীত পড়িল দুর্য্যোধন।।
তিনজনে গজ র্জিয়া উঠিলা দুর্য্যোধন।
বোলে তোর কর্ম্ম হের কর ভিমসেন।।
ভীম বোলে কেনেরে করিল এত গহ।
গদাঘোরে দন্ত ভাংগো খানিতেক রহ।।
শ্রেষ্ঠে গদাঘাত আরম্ভিল দুনবীর।
রক্তে রক্ত বর্ম্ম হৈল পড়িল দুহার।।
দুয়ো হৈল খানখ খুম্পিত বৃক্ষ জেন।
দুয়ো লোভা করিল ঘংঘন যুদ্ধ জেন।।
কোপে দুয়ো দুহার ভুজক হানদে ভুজে।
জেন দুই কাল ঘণ্ট জরাজড়ি যুদ্ধে।।
কতো গদার ঘাবে দুয়ো জেব দিআপারে।
ছিন্ন পাঞ্জে দুইরো অংগে দুই গদা মারে।।
দুইকো দুই গদাঘাবে বিদারিয়া কায়।
গদাপরি নাহে জেন নিতাকি পড়ায়।।
কতো খনে ছিন্ন পায়া ভিম ঘাহারাবে।
দুর্য্যোধন রাজার মাথার উদ্ ভাগে।।
দিব দুই দুহারেক পড়িরের বলে।
ঘিরি বৌরীক জেন কুটি রক্ত বহে।।
অবিনাশী ভিমের জেহেতু গদাদণ্ড।
না ভাংগিল জেহেতু না হৈল খণ্ড খণ্ড।।

দুঃখে দুর্যোধনের কম্পিত কলেবর।
ঘুমী কম্পে কাম্পে জেন যাহা মহীধর।।
বাহিরত ধর্ম্ম বরে দগরে অনুর।
অনুকালে পিড়ে মাত্রিপাত জর।।
ঘুমীত বসিল দুই চক্ষু হৈল চর।
দেহ ভেজি চাহি জেবে দিব্য কলবর।।
দেখি তবে দেজে দুর্যোধনের ঝিকর।
পাণ ভুমণে হৈল জয় জয় দুরৎগর।।
কাহাল কর্ডাল ভেরী দুন দুভীর পান।
রনে এবধাদি বাদ্য হৈল উতমান।।
কীর্ত্তির চারুনগন পগনে ভুবন।
নৃত্য গিত করে হয়া রংগমন।।
কুরু নৃপতির তবে বদতি মঞ্চ জয়।
দেহিবেনা কৃষ্ণ ক পুহিল বনঞ্চ জয় ।।
এ দুই বিরের ধর্ম্ম কহিও আমাতে।
কাজে বলাধিক কাজে অধিক মীমাত।।
কৃষ্ণ বোলে দুন মধি নিবুধ ই পরির।
দুর্যোধন ভীমসেন দুয়ো মাহাবীর।।
বলাধিক ভীমসেন কহিনু তোমাত।
কীন দু দুর্যোধনধিক গদার পীকাত্তে।
ন্যায় জুদ্ধ করিলে জানিবা একারণে।
না পারিব ভিমসেন জিনিবাক রণে।।
জদি করে অন্যায় সমর তবে পারে।
সবেঠাই বাহুধিক বাহা করি পারে।।

যায়াএ দেবতা অসুরক সংহারিছে।
যায়াএ বাসবে বিরোচনক বধিছে।।
তীব সমরিতে আজি অন্যায় জুদ্ধ হত।
দুশ্চ দুর্যোধনক করোক রনে হত।।
পূর্ব্বে দুকোদরে করি আছে প্রতিজ্ঞা ক।
দোপদিক আনি আছে জেকালে সভাক।।
তবনে বুলিছে ভরে গদাধারে তোক।
উরুভংগি পারিবো বুলিছে মর্ত্তলোক।।
আজি তাক মারন করুক তীমবির।
কীন দু জেন একথা না জানে যুধিষ্ঠির।।
সবস্ব হুসস্ব রাজা যাহাকর্ম্ম যয়।
এ কর্ম্ম করিতে তাঙ্ক না দিব নিশ চয়।।
হেন জানী সবি মিত্তে কুথাও তীথক।
সাবলোক প্রতিজ্ঞা যবোক পাপীস্টক।।
কৃষ্ণে র থে বানী শুনী অজ্জুনে তীমত।
যুধাইলেক গাছে পূর্ব প্রতিজ্ঞা জেমত।।
সংকেত চাপর দুই বারীন উরুত।
বুলি বিবকবি রহিরনু কুন তি সুত।।
ভুজদন্ডে চণ্ড গদাদন্ড করি হাতে।
দুইক দুই প্রহার করয় অসংখতে।।
বৃংপপাতি জেন দুই বৃষতে যুঝয়।
দুয়োবির ভংগনহে দুয়ো নহে জয়।।
জেন যুদ্ধ হৈল পূর্ব্ব কার্ত্তিক তারকে।
তুষিছিল জেন আরো সংকর অন্ধকে।।

সেহিবত দুইরো দেখি বাপে জান।
গাহে ভীমসেনে নিরেখিয়া চারী পাশ।
ঊর্দ্ধ সেবায়া গদা অবক লোবায়।
দেবী বুলিবন্তু দুর্য্যোধন কুরুরায়।।
ন্যায় ছুদ্ধ করহে অন্যায় না করিব।
ক্ষেত্র ধর্ম্ম হারিপনা জেনা ধরিব।।
অবনে দর্ষজা ধর্ম্ম অনেক কহিনা।
মড় দেবি অধর্ম্ম করিব কেনে এনা।।
উচিত সমর ঘোরে কর দুরাচারী।
তুমী হেন নজেক তিমক নিবো বারি।।
মুনি তিপে আবেশে উত্তর দিল তাক।
পরতের দেবপ্রায় গর্জ্জিব মিথ্যাক ।।
নির্ব্বান পুনিব প্রায় দেখি আজি তোক।
চলরে নবরে অবিলম্বে যমলোক।।
এহি বুলি কোপে গদাবরি ধাইল তাক।
দুর্য্যোধন ধাইল ধরি দুজ ঊর্দ্ধ গদাক।।
গদার উপরে গদা দুইক দুই।
ঘনে ঘনে উঠে ধুম সমস্তিতে ছুই।।
কারো কেহ না ধারয় দিজ পায় ভবে।
ব্যাঘায় জজ ঊর্দ্ধ হৈল দুয়োরো গাব তবে।।
দুইরো প্রান ধরন পড়িবুবে প্রয়োজনে।
দুই পর্ব্বতরাজ জেন যুবে অনুক্ষনে।।
গাহে ছিন্ন গায়া দুর্য্যোধন নৃপতির।
ভুমাইল গদাক ভীমসেন মাহাবির।।

প্রেষক পর্ব্বতক জেন ভেদিবাক দুতি।
ভুবাইহে কার্ত্তিক জেন অযোধ পকতি।।
উদ্ধব দেবাজা পদা বনে অনুরাগে।
দিন দুই নির্জ্জান উহার অযোভাগে।।
দুর্য্যোধন নৃপতির উরু যুগলক।
জেন বাতে নিপাতিন কদলি স্তুতক।।
বজ্রে জেন তাংখিনেক পর্ব্বতের সুংগ।
ভুগ্নে ইন্দুদণ্ড তাংখিন খাতংগে।।
ঘোর শব্দ সুনে দুরে দুর্য্যোধন কুরুরাজ।
পড়িলনু বজ্রাঘত পর্ব্বত পরায়।।
অকস্মিতে মুর্চ্ছা জেন পাত হৈল আসি।
ভুমীত পড়িল জেন পুন্নিমার শশি।।
স্তাবর জংগম সবে বুধিবি বল ভুল।
স্থির নহে জেন নৌকা ঢৌবল।।
বহুদিক সাগর জলজন্তু হৈল ভয়।
নানা বাদ্য বাজাজ্য তবে কেহু নুএন ভয়।।
তাক দেখি গগনত থাকি দেবগন।
বরিষিল বিরত কুসুম সুশোভন।।
সঞ্জ ভয় বদতি বৃদ্ধ রাজা সুন কথা।
তনু পুত্র দুর্য্যোধন পড়ি হৈল তথা।।
ভিমে উরু তাংখিন চেতন নাহি পাবে।
জেন মাহাবুক অরি তাংখিন চল ভ বাবে।।
সুনিবুত প্রাপ্তে রাজা ধারি সিংহাসন।
পড়িল বিকল হয়া ভুমীত তখন।।

অন্তঃপুরে নারীগণ কান্দি হৈয়া লুটে।
রাজার অবস্থা দেখি মুনী ম্লান কাটে।।
দেহের জিবক জেন হৃদয় ব্যথিত।
ভাজিতে নারিল পুত্রশোক অবনীত।।
মনুষ্যে ফিরল রাজা করিবাক চৈল।
এতেকে অনর্থ সকলিত হল্লু হৈল।।
জেবেলা কৃষ্ণ ক পঠাইলমু রাজা পাণ্ডি।
তারে লোভেদেন দেশ না দিল বিভাণ্ডি।।
সেহি দোষে আপনার পায়ু এত কষ্ট।
দুর্যোধন আদি শতপুত্র হৈল নষ্ট।।
হারাইলো রাজ্যভার বন্ধু রাজ্যসুক।
ভাগীএ আপনে আনীলো হো বিপত্তিক।।
সবে শেষ রহিয়া রহিলো একেশ্বর।
অন্ধ বৃদ্ধ লোক কে পালিব অতঃপর।।
পান্ডবারি গুরুবে পায়া পুত্র শোকতাপ।
কুরুনী পদ্মিনি জেন করমু বিলাপ।।
হায়া দুর্যোধন বাপ কি কর্ম্ম করিলা।
কার কথাতে দ্রোপদিক অনর্থ্য ক রিলা।।
পড়বধ হয়া পাপ ভবক কী কারণ।
প্রসন্ন পদ্মিক কীহেতু পঠাথা দিল বোন।।
কি নিমিত্তে রাজ্য বিবির্দ্ধিয়া না ভুঞ্জ জিনা।
নাতক চাহিতে এবে মুনকে হারাইলা।।
এহি মুনী ব্যাকুল নারী লোকে হয়া ম্লান।
অতঃপর মনবালা প্রাণ জে বন ত্যান।।

কন্দ্র বতীকাক জেন তাংবিল বাতাসে।
তাকেঁ জেন রৌদ্রে বাবরিবা ন চুকালে।।
সেহিবতে নারীগণ লোকে মনুাপত।
স্নান হৈল দ্বিবধর পুদিগ জেবত।।
কেহো বোলে এবত বিধির বিরম্বনা।
না পারে অন্যথা করিবাক একোজনা।।
এহিবতে নারীগণ অনেক কান দিল।
সুন রাজা পাছে গিয়ে কোপে জে করিল।।
রনে পড়ি কুরুরাজ আছে উরু ভংগে।
অনিষ্ট সুদ দুর্মতি বিনে কেহ নাহি সংগে।।
যেন কালে ভীম যাবে নাবি বারি তাক।
কদর্থিবা শব্দরে বুলিল বরবাক।।
আরো নিকি মোক বিপ তুক্ষ ছাড়া অজ্ঞানী।
সংগার জবত বান বি কেলাইবে চীনি।।
আরো নিক্ষিপ্ত নিকি জয়দ্রথে পঠাবা আবাক।
অমনি নাগাবা নিবো খুড়ি বারিবাক।।
বমাযুদ্ধ বখন বিন বিধিবা আবশাক।
মোর মারা হলে নিকি জাবো চাহিবাক।।
আরো নিকি রাজা কাড়ি নৈব কষ্ট পাপে।
অংগে ভস্ম বিন বিধা পাঠাবো বোনবাপে।
আর নিক্ষি রজস্বলা কালে দ্রৌপদিক।
কেশে ধরি টানি নিবো সভাবণ ভূমিক।।
বনে বস্ত্র কারি নিবো নগ্ন করিবাক।
আর নিকি মোর আগে তেজিবা নযাক।।

কামভাবে উরুযুগ দেখাবো কৃষ্ণ ।
এ প্রকারে ভীমে জিনি বুলিব রাজাক।।
যুধি হৈল বৃদ্ধ ক্ষুদ্র পাক্ষ নি মুনি তাক।
রাজা যুধিষ্ঠিরে দেখি দিল পাছে হাক।।
দুঃখে দগ্ধ হয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
ধৈর্য্য অবলম্বি কথখণি হৈল স্থির ।।
পাছে ভিমসেনক বুলিল কর্ম্ম রাজ।
তোমার উচিত নহে করিতে এ কাজ।।
সুনবাপু এজে দুর্য্যোধন যাহাযানি।
যাহাবির বননাতে আসে জাক ধনি।।
চক্রবর্ত্তি রাজা হৈল জগতে বিখাতি।
বিশেষত তোমার আবার হয় জ্ঞাতী ।।
অমহায় পড়ি আছে পথর সন্ধাত ।
কে করিবা এ নিকি উচিত হয় তাত।।
এহি বুলি অসন্তোষে দেখাবা ভিমকে।
মুকে দুর্য্যোধনক বুলিল মনোতকে।।
সুনবাপু দুর্য্যোধন বচন আমার।
কলতোষ করে সবে কর্ম্ম অনুসার।।
এবে জ্ঞানদণ্ড অবলম্বি হৈয়ো স্থির।
না দিবা আমাক দোষ সুন যাহাবীর ।।
এতেকে কোন কর্ম্ম করিছ দুর্ব্বুত ।
তার ফলে হৈল হেন জান মুরুখত।।
এজে ভীমে ভড়ি দিল যাথাত তোমাক্ষে ।
কর্ম্মফলে হৈতে নাপে কে বুহাইতে পারে।।

আমাদো দুর্বুত কিবা করিছো কুকর্ম্ম।
সেহেতু তোমাক দেখি দুঃখে মহে মর্ম্ম।।
ভাতৃবধু সকল বিধুআ হৈল বাপ।
তোমার তাপত করি মোর জ বর তাপ।।
তুমি কর্ত্তা নহ বিধি বলে দিল কষ্ট।
বিধি বলে তুষিয়ো আপুনি হৈলা নষ্ট।।
এতেকে কাহাকো কেহ না করে সৎহার।
জানী দুর্য্যোধন দোষ দেখীবা আমার।।
এহার জীবন কেনে আছ ধরি।
চলহ সুর্গক পরিহরক পরিহরি।।
তবে তাক রাজা দুর্য্যোধন মাহামানী।
মানাস্তরাধি হৈল না বুলিআ কোন বানী।।
সঞ্জ জয় বলতি সুন রাজা ধুনরাস।
দেখি পেয়ে অন্যায় সবর হরিরাস।।
কম্পিতে লাগিল জেন কৈলাস পর্ব্বত।
সেএ হৈল সূর্য্যের সমুখ আরকত।
নয়নজ্যে বলাইত ভুকুটি কুটিল তিনরেখা।
কোপে অগনির জেন শিখা দিল দেখা।।
দুখে মহে অনুর বাহির বহে ঘর্ম্ম।
তিবক বুলিল কেনে করিল এ কর্ম্ম।।
কোন শাস্ত্রে কোন মুনি করিছে এমত।
উদ্ধ ব্যাভারেকে পদা বাহির অমত।।
জেহ্ন হথা অন্যায় জুদ্ধ হত মোর আগে।
লাথি মার কৌরব রাজার শরি শীরভাগে।।

এতেকে সম্প্রতি যে পাপের তুল্য ক্ষ ন।
এহি বুলি বনভন্তে পরিল সাৎপন।।
উঠিয়া পরিশ্ট হয়া যারো বুলি ধায়।
দেখি অন্তে বোঁহন্তে যদুরায়।।
বিনয় বুলিতে নৈল পরি করে কর।
যেমিওক অপরাধ দাদা হলধর।।
দুই ভাই যেবেনা গোত্তিল অতিশয়।
মরকত স্ফটিকের জেন খিরিদুয়।।
বিভম্ব কৌরবে কৈল জেকালে কৃষ্ণ ক।
তীমে সেহিকালে করিথাহে প্রতিজ্ঞ ক।।
তাৎশিবো উরুক তোর বাড়ি গদা ঘায়।
উরুভংগ হৈবার যৈএও দিহে পায়।।
চাহ জদি বিচারীয়া পরিহরি রোষ।
তবে তীমসেনের অধিক নাহি দোষ।।
কেহ্ন হৈলে প্রতিজ্ঞ ক পালীবাক পায়।
বিশেস বিপ্রের শাপ এরান না জায়।।
এতেকে পারিল উরুভংগে দিবে তাক।
যেমীওক এদোষ দাদা দেখী আমাক।
মুনি বন যাহিক বুলিল বলদেব।
এযত অন্যায় ক্ষুদ্র করে নিকি কেহ্ন।।
নাভির অধস্ত অযত কেনে গদা প্রহারেন।
জদি বল প্রতিজ্ঞ ক পালিতে হৈল হেন।।
তবে মহারাজা দুযোর্ধনর যাথাত।
কেনে নাহি যারিলেক আমার পাথাত।।

২১ (ক)

মুনি বলন্তুক মুহি বুলাআ বোল হরি।
কলি আশী প্রবেশীল নব করি ।।
আরো আজি জে করিব কলিএ সবাক।
তুমী মন করিবে না জান নিকি তাক।।
অবধান করি তবে জানিবনু মর্ম্ম।
আজি রাত্র প্রবর্ত্তিব মোর কলি কর্ম্ম।।
তত্ত্ব জানি তবে গে রামের খুচি রুষ্ট।
রথে চড়ি দ্বারিকাক গৈল বড়া তুষ্ট ।।
হলধর অসম্ভোষে গেল হেন জানি।
বৈরব অযোধুবে যুধিষ্ঠির রাহাধানী।।
মনের সন্তোষ নাহি বৈল অবন্তর।
করিতে নাশিল তাক প্রবোধ মাধব ।।
শোক দুঃখ পরিত্যাগ কর ধর্ম্মরাজ।
ভিবে জে করিল তাক না পড়িরা দায়।।
সর্ব্বদা দেহুর জাতি এমত হউক।
দোষ নাজিঁ এহিমতে থাকিতে পরুক।।
এতেকে অজ্ঞান তিমীরক নরপতি।
দুর করিয়োক জ্ঞান পদিপ পনুতি।।
মোহোর বচনে লাগে দুখ ভেলিবাক।।
মুনি রাজা জে করিল কৌরব সবাক।
দুশ্শাসন আদি আরো কৌরব জতেক।
বারীন কর্ণাদি আরো বিরক অনেক।।
প্রান বৈরি পকুনিক করিব সংহার।
পরু দেশ কিকি তেক না রাখিল আর।।

---

* এখানে 'নর' পর্ব্বটি রহিয়াছে, কিন্তু 'মন' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

মুখান পুস্কর্ণি হৈতে দ্রৌপদির হিআ।
তাক পুর্ণ করিল সন্তোস জল দিআ।।
রাজা হৈল অকম ইকা নাঞি তমু বাত্র।
কুথে পুজা পান প্রভু লআ বিত্রপাত্র।।
যুধিস্টির বোলে সুন তিন তমুহারী।
জে কর্ম্ম করিলা তাক কহিতে না পারি।।
সবরে অনেক রাজা করিল পৎহার।
সেনাপতি সকলক মারিলা তাহার।।
বারি মুস্সামনকো বুধির কৈল পান।
হরিনক বাঘি পারা ব্যাঘ্র জে বন খান।।
আরো বা অতেক কর্ম্ম করিলা অপার।
বুঝি কি কহিবোঁ তাকে অনেক অমতে প্রচার।।
এহি মতে রাজা পুজা আছে অত রাত্র।
পবে তিন সেনক খুজিল প্রমৎপত্র।।
অননুরে সবস্তকে বুজিল কেপবে।
বিপত্ত সবরে মরি সৈল বিত্রপবে।।
মরিলেন কৌরবের উনপত ভাই।
দুর্য্যোধন না জিব মরিব এহি ঠাঁই।।
জে কর্ম্ম করিলা তেবতে সৈল তার।
কর্ম্মাকর্ম্ম একে না চাহিব দুরাচার।
করি কুথন ছলা মোতে রাজ্যক হরিলা।
চাপ ভাজে হরিন অনে বিত্তের কথিলা।।
অনে দুর্য্যোধন তীব তেবতে করিল।
পাপ অনুরূপে ফল তোখক করীল।।

বামপদে বিরমদে মদ দুর্নি মদস্তক।
নাহি দোষ যাত্রা করি যাইতে দুষ্টক।।
যাত্রা করি দেবতাত্রো বধিছে দৈত্যক।
মন ত্যা হৈল চল আই ঠি রহিছি কীচক।।
জানস্তান থাকে তবে রহি আজী এথা।
দুর্যোধন মুনিল কৃষ্ণ র লাজে পেয়ে কথা।।
হৈল কোপদৃষ্টি জবা কুসুম সংকাশ।
দখন কামড়ে ঠোপ্ট কাবে বরস্রাব।।
বেনে গদা তোলে জেন যমে যমদণ্ড।
উঠিবাক চাহে দোৎপাদুৎপি মহোদণ্ড।।
উদ্ধ কি মা উঠে উরু বিপ বাহে ঘোর।
পড়িবর্ত্তি মুনিমনু কৃষ্ণ ক কঠোর।।
কংসের দাসের পুত্র সুন মোর বানি।
আমী কৈলো কুকর্ম্ম তো যার কিবা হানি।।
দশ কর্ম্ম হঞা তুমি অধমে কিশক।
কহিলো সংকেত কথাবানি অর্জুনক।।
সংকেত চাবের যারি বুঝাইবা তিথক।
তখন চর্চিছে না পারিলো সে ভাবক।।
এবেসে জানীজা সেহি উপদেষ পাবি।
গ্রহস্থই এ কর্ম্ম করিল তিনে তুমি যুদ্ধ যাই।।
গুরু দ্রোণ কর্ম্ম দুস্মাশন শকুনীক।
অন্যায় বধিছ তুমি বিনা ধিক ধিক।।
যারি প্রতিকুলক উচিত যুদ্ধ করি।
কাটিবাক তুরিতুরা বড় ত আছে ধরি।।

পাপে পাপে অযুতেক কাটিয়ু তাতে হাতে।
সকল অকর্ম্ম তৈহে তারে বন ভ্রমাতে।।
কল্পি কুবন ভ্রমাক তাৎপরো মোর উহু।
কৃষ্ণ বর্ণ তোর তুল্কি কুকর্ম্মের গুরু।।
হরি হরি বৃথা মোর তৈল নিয়ার্জ্জি নিরার্থক।
তারিতে না পাইলো তোক আরো পাপ ভরক।।
এতে হৃদয়ে দেখ রহিল আমারে।
ধিক ধিক নিকীল্ট মোক ধারে।।
কৃষ্ণ বোলে শুন দুর্য্যোধন মহারাজ।
আমী কৈলো কুকর্ম্ম তোমার তারকাজ।।
নিজ কর্ম্ম ভিন্ন লোক সবে হৈল নল্ট।
কর্ম্ম ভেজি তুমিহো এবত পায় কল্ট।।
তোমার পাপের ফলে কর্ম্ম যেন ঘড়ি।
অজ্ঞ হনি আমাক দোষ দিস কেন করি।।
রজস্বলা কালে স্ত্রোপদিক সভামাঝা।
পাপ ভর বহিতে ভুতুয়ুহে অস্ত্রিবিলা।।
মায়া জল খেলাইতে না জানে যুধিল্টির।
তাক খেলা পাতীআ মহায় শকুনির।।
রাজ্য লয়া বনক পঠাইলো তা সভাক।
পাপী জনুমুখে তাতে হরিলা কৃষ্ণ ক।।
সুধি বিদ্যাবানে শিল্প করয়ে কোন জন।
তথাপি আমাক দোষ দিস দুর্য্যোধন ।।
না জানি অন্যায় জদি তবে কেনে ভুল ভত।
বেড়িআ মুর্জ্জিত পোতভুক হৈনা হত।।

মুনি বৃহস্পতি আরো বৃদ্ধ বৃদ্ধ লোক।
কতবচ পুকারে পুর্ব্বে বুঝাইছে তোক।।
অল্প হয়া না করিলো কাহার কথাক।
এবে ভোগ কর যেহি কর্ম্মের বিপাক।।
এমত নিশ্চয় জদি বুলিল গোপাল।
সহিতে না পারে দুর্য্যোধন বহিপাল।।
এমেলের লোক পুর্ব্বে কিবা পুন্য কৈল।
তার ফলে মোদনারায়ণ রাজা হৈল।।
জ্ঞ নিতো বৃদ্ধ তোহিক বযবত অল্প।
প্রজাপতি পালন কর্ম্মত বিচক্ষন প্র।।
পুর্ণ চন্দ্র দুবার সম মুখিপ ভ জ্ঞ সরির।
মনোরথ পুরে কুলবধু চকোরির।
নুখনুন নয়নে পরিপূর্ণ সর্ব্ব অংগ।
কোন বা অনংগ আসী হয়াছে মুরংগ।।
তান বিচ্ছ প্রান নুপসিংহের আজ্ঞা হয়।
র পদাপর্ব্ব দ্বিজ কবিরাজে গায়।।

দির্ঘছন্দ

দুর্য্যোধন যাযাবানি বোলে মুনচক্রপানি
কোন পরাক্রম তুমি।
পক্ষপাত হয়া মোর উচিত ভাংগিল মোর
পাপ ভবক দিলা রাজ্যভার।।
ভূত নহে তুয় তনু মৃত্যি স্থিতি নয় পুনু
তোমারে যে পরলে মন্তাব।
নাহি করো কোন দোষ তেন মোত অসন্তোষ
দিলা মোক কি কারনে তবে।।

অন্ন ভুঞ্জের পক্ষ হৈনা হাতত চাবুক নৈনা
না করিবা কোন লোকধর্ম্ম।
কর্ম্ম আরো ধনঞ্জয় ঘোর ভৈরব করয়
তাত কেনে করিলা কুকর্ম্ম।।
দিথা বিষ্ণুস্তর তব জানু পাড়ি ঘোটকর
পার্থের রাখিলা কণ্ঠদেশ।
মোর বিরপন বানে পাণ ভবে বারিল ত্রানে
তোমার সহায় অবিশেষ।।
ভিষ আদি পাণ ভুবনে আপনাক সে কারণে
মাহাবলি হেন বখানয়।
ভুজবির্জ্জুন প্রপাদত তা পর্ব্বক সবরত
বানিছিলোঁ আমী ভুনত্রায়।।
তাংবি মিলো দম্ভ দর্প ভঙ্গ হৈল মনু তাংবা পর্ব্ব
ত্রান লয়া আছিল পালা হৈ।
তাকোঁ আজি সেহি বংশে মোক পারে উত্তরংশে
তোমারে সে কুথন ভুনা পাই।।
ক্ষ ক্ষেত্রুর নিজধর্ম্ম বৈশ্যত নিজকর্ম্ম
পরুষারি বুধিবি নাশীলা।
বড় বড় রাজাগন করিল জনে জন
কোন সুখ তোপ না ভুঞ্জ তুক্ষ ভিলোঁ।।
হরি হরী বিধি কী মোর ভৈবের সিদ্ধি
সিংহ হয়া শৃকালত হারো।
জগজক্ষ জোপদান সমর্প দিলো ভগবান
কোন কর্ম্ম করিতে না পারো।।

ভিড়ব দ্রোণ কর্ণকৃপ দুরিযুধা আদি নৃপ
আছিনমু মোক করি আপ।
সৈন রাজা সোমদত্ত জয়দ্রথ তপদত্ত
বেড়ি মোক চৌপাশে উপাসে।।
হেন যাহারাজা আসী সকল লোকের স্বামী
মোর বাপে রাখি বারে ভিষ।
তুমী আহ বিদ্যুমান তেতো হৈন এ বন স্থান
এ বুলি পড়িল রাজা ভিষ।।
কৌরবের দেখে কথা মনে মনে নারায়ণ সুনি তথা
উত্তর না দিআ মৌনে হৈল।
তবে দেবে আকাশত আরো যত রথ জত
নিরে পুষ্প বৃষ্টি কৈল।।
তবে পাণ্ডু পাক্ষ লক কৈলেন্তু কুরু কুলক
রাজা ধন আরো জত আছে।
সবস্তরে যদুপতি শিবির জাইবাক প্রতি
আদেশি পুন্দান কৈল পাছে।।
আগনে জন শিখ আসী হয়াছে বেহার বাসী
নৃপরূপে যোদনারায়ণ।।
জেবতে উত্তম নাম তেবতে আমন স্থান
মধুর যুবতি সুলোচন।।
জবেন্তর কিকি তেক সবগুন অতিরেক
আর মহিরত নিরনুর।
বহু মহিপাল কুল প্রচুর কথন কুল
তার জেন কর্ণিকা সুন দুর।।

আছিলন্থ পিতৃতার সর্ব্বগুন আধার
গুনি নারায়ণ নর রায়।
তান আজ্ঞা পরবানে দ্বিজ কবিরাজ ভনে
গদাপর্ব্ব সুদেশ তাসায়।।

মঞ্চ ছন্দ বদতি রাজা সুন মন করি।
গাহে পক্ক জন্য সংখ বাজাইল দুন্দুরী।।
বাজাইল সুন সুতি আর বাদ্য সব।
সেনার হৈসের জয় জয় ধ্বনা রব।।
সবান ধরে দুর্য্যোধন সেন্স সেন সমদ্যার।
রাজা হৈল যুধিষ্ঠির কীতাস্য আবার।।
এথিমতে আন দে সকলে তথা হৈল।
কৃষ্ণে পাণ্ডবক নথা স্তানানুর হৈল।।
দেবেনা কৃষ্ণ ক যুধিস্টির নিবদতি।
পড়ম অন্যায় তুদ ে হৈল প্রভু অতি।।
তেতুর উচিত ন্যায় তুদ ে করিবাক।
হৈল পরিহিত কর্ম্ম না করি তাহাক।।
এহে অবর্ণের ভয় হৈছো কম্পবক্ষ।
তুমি জান কর জদি তবে পরিত্রান।।
কৃষ্ণ বোলে সুন যুধিস্টির ধর্ম্মময়।
চিত্ত স্থির করিবক রহ কোন ভয়।।
জানিবা যুদ্ধি যে তৈছো সমস্তকে মন্ত্রী।
তোমার কির্ত্তিক যাত্র কড়ি দিনু দুন্টী।।
ভিন্ন ভোগ কর্ম্ম তুরিত্বরা তমমত।
রাজা জরাসন ে আরো সৈন্য সোমদত্ত।।

যাহা যাহা রথি আরো রাজা যত রাহু ।
সবস্তকে মারিআহো আমি সে যাদুরু।।
ভিমসেন অর্জুন নকুল সহদেব।
ইহাক অধিক নিকি হৈতে পারে কেব।।
যাদুরাজে ইহাক মারিলো হয় তবে।
তুমী কি রাজ্যত রাজা হয় আসী তবে।।
এতেকে করিলো আমি তোমার কারণে।
রাজ্য করা অকর্ম্মক মাতাবিবা মনে।।
সিবর দি তুমুবে দুষ্টদ্যুম্ন আদি পাছে।
জুবাসন্ধ আদি রাজাগণ জত আছে।।
রনজিনি হৈল সবে সিবিরক গুচি।
যমুনন আগলে যন দিয়ে কৈল বন্দি।।
তবে অর্জুনক বুলিলন্তু সেব হরি।
রথ এড়ি নামিয়ো গাণ্ডি ব হাত ধরি।।
পার্থ বোলে সারথি হইআহো রথে।
তুমি নাহি নামিতে নামিবো কোন মতে।।
কৃষ্ণ বোলে যুদ্ধি জদি নামো পৃথবত।
না পাইবো তোমার নাম আউর এজন ভূত।।
কৃষ্ণ র আজ্ঞা ক তবে শিরোপত করি ।
রথ হন্তু পার্থ নামিলন্তু ধনু ধরি।।
তাত পাছে মাধীব যাএকে জগন্নাথ।
চতুর হৈল রথবান চারি অনুসাথ।।
তাক দেখি বিস্ময় নতীল পাণ ভুনুত ।
কৃষ্ণ ক বুলিল প্রভু ইতো অদভুত।।

কহঅসুরব ভস্ম হৈল কি কারণ।
তোমার বাড়াস্ত অনু পায় কোন জন।।
তুমি জিজগত চিন্যামুনি আদি দেব।
সবস্তরে জিব তুমি বিদে নাহি কেব।।
তুমি ধর্মাধর্ম জগতর জ্ঞানাজ্ঞান।
সৃষ্টি স্থীতি প্রলয়র তুমী সে নিদান।।
এহিমতে পাণ্ডবে করিল জদি স্তব।
কহিল তাহাক তবে কৃপায়ে বাসব।।
ব্রহ্মাস্ত্রে পুর্বে নষ্ট হৈছে রথখান।
মায়ায়ে রাখিছো আমি না জানয় আন।।
অন্যথা কৌরব সন্য সমুহ সকাত।
রণ বুদ্ধি বিজয়ত জগতে প্রখাত।।
তা সমুহাক জিনিবাক না পারিব আনে।
এ কারনে মায়ায়ে রাখিছো রথখানে।।
এ রথত অনুবিদে কে সাধে এ কাজ।
অননুরে কৃষ্ণ ক বুলিল ধর্মরাজ।।
পুনু প্রভু আপদ সাগরে হৈনু পাত।
তুমি জদি নিস্তার নিস্তারি তবে তাত।।
অকৌরবা করি অন্যায় জুদ্ধ এথা।
তোহার পান্ডারি যায়ে সুনিব সে কথা।।
যাহা পতিব্রতা তাক্কে জদি মেই পাপ।
অর্জুনের রথ প্রায় ভস্ম হৈল বাপ।।
বান ছুটে তুমি দেহেতু চলিছো সে শতিক।
স্ত্রী রুপে বুলিছো প্রভু পতি জেবা ইক।।

এদেশত বৈসে রাজা আমার নিপুন।
বৈষম্পায়ন বোলে কথা সুনা জন্মিজয়।।
সুনি নৃপতির শেজে কথা ভগবান।
সুনিল দারুক শিঘ্রে রথ সাজি আন।।
দারুকে জোগাইল আনি রথ শীঘ্রগতি।
চড়িলন্ত তাতে দেব ত্রি ভুবন পতি।।
কণ্ঠত কৌস্তুভ কর্ণে কুণ্ডল শোভিত।
অংগে পীতবাস জেন মেঘত জড়িত।।
অরুণ বরুণ পদ কমল সুন্দর।
জেন অনুরাগ দেখা দিছে ভকতর।।
অঙ্গে শ্যাম তনুত শ্রীবৎস্য দিছে দেখা।
কমান পথানে জেন সুবর্ণের রেখা।।
হস্তিনা নগর গেল তাত অননুর।
প্রবেসীল সুর্গপুরে জেন পুরন্দর।।
বিরনু নগর তবে দেখিল গোপাল।
আকাসে মলিন জেন হৈছে নিসাকাল।।
নাহ নাহি দেখি কোন পুরুষ বাএক।
দেখিলন্ত কান্দ রুদ্ধ নারী মপুৎপক।।
তাসারো চকিত চিত্ত নয়ন সজল।
ত্রাসে মুল্ক হৈছে নাহি আন মুখমণ্ডল।।
হস্তি ঘোড়া রথবাজে নাহি সে প্রতীত।
তাক দেখি নারায়ণ দারুক সহিত।।
গৈলা ব্যাস সংগে জথা ধৃতরাষ্ট্র আছে।
তা সভাঁক নমস্কার কৈল কৃষ্ণ পাছে।।

আনি দিল আপন বন্ধীন তবে তাত।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাক কান দিআ ধরি হাত।। বুঁ
বুঁনিলন্তু জান আদ্য পানু হৈছে জত।
তোমারে আসুত আসী আসীআ পুর্বুত।।
পুর্বুষক বুজাই বুনিনু জত আমী।
কওবা আপীলোঁ পাপ ভবের হেতু তুমী।।
পুত্রের পথিন জন্ম হথা তুমীহ্যো সেকার।
মুচিবাক্ত পাপ ভবক নাশিবা তুমার।।
ইবানিক তোমার নিমীত্যে এত বৈল।
ভনে ধৃতি বিরথন উঠ বৈথতি গেল।।
ভীষ্ম দ্রোন কর্ণ অনুৎথবা বাল্হিক নৃপতি।
কৃপ সোমদত্ত ব্যাবদের যাহাযতি।।
এ সকলে বুজাইলেক অনেক জতনে।
না মানিল বলবন্তু কালের কারণে।।
লোভে দুষ্ট দুর্যোধন বেলি কুট পাপা।
রাজ্যলক্ষ্মী পাণ্ডবক দিল বনে বাপা।।
কথাদুন কথম বাস্ত পিন বিবাক দিছে।
আজ্ঞ ত বাপত কোন দুঃখ না পাইছে।।
রজস্বলা কালে দ্রোপদিক সভা আনি। দুঃশাসনেx
দুশ্শাশনে জে করিছে সবে আছে জানী।।
স্থিরর নিকী এমত বিভম্ব পরা জায়।
বিপরোয়া বান বি যারো জনত দেবায়।।
দুহত ধরনি দেহু পুচ্ছি বারিবাক।
কোন বানি না রাখিবা নতু করিবাক।।

শকুনী কুবন ুি হয়া এতখান বৈল।
আপনাক তোমাক আনেক নষ্ট কৈল।।
যে বেলা তুমিয়ো না বাখিলা কোন কথা।
হেন কালে খান ুারী যিবিন আসী তথা।।
কৃষ্ণ মুখ নিরেখি বুঁলিল পতি পাছে।
কহ দুর্য্যোধন পুত্র কথা পড়ি আছে।।
দুশ্শাসন আদি মোর পুত্রগন সবে।
সৎত ুারিল পাণ্ড ুর সন্যগন জনে জনে।।
সাধু সাধু সাধু তুমি গান্ধুর্ব্বী পাণ্ডবের ঈশ্ট।
হত নাশে তত খাতিলা অভিশ্ট।।
যে বৈল যে বৈল কী কারনে দুর্য্যোধন।
তোমার সাখাত কেনে বৈল অন্যায়।।
মোক ক্ষমিবিলা হেন জানিনু সম্প্রতি।
কৃষ্ণ বোলে মোক দোষ ন দে যাহামতি।।
জত রাজ্য দেখ সবে কালের অধিন।
কাক কেবা অন্যায় করে করায় দুশ্চিন্ত দুখ দিন।।
তোমার পরম স্নেহ পাণ্ড ুবক প্রতি।
তাহার যাতুতধিক তোমার ভকতি।।
তুমা পুত্রবধু কৃষ্ণা সতি সীরোমনি।
জেন দুঃখ দিলা তাক সবে আছ জানি।।
এখবার পরমায়ু বৈছে সবাবত।
পুকাল পাণ্ডা ঈশানিক বৈল হত।।
নথতে না হয় কর্ম্ম অনুসারে কল।
তাক জানি না হইবা কদাপি বিকল।।

বুঝিআ বিদর চুক্কা রাজ্য ভোগ করি।
কর্ম্ম দোষে তুঅ পুত্রগন হৈল অরি।।
তুহী তাত কষ্ট না করিবা নিরর্থক।
রখিতে না পারে কেহো বিধি নিয়ামক।।
কর্ম্মফলে দুঃখ সুখ সবে করে ভোগ।
রনে পড়ি দুর্য্যোধন গেল স্বর্গলোক।।
তুমি পক্ষ পাণ্ডবক না করিবা রোষ।
পুনাবোহো মুক্তি মোর দেবা কর দোষ।।
পান্ডবারি বোলনু বাপু সুনিয়ো মাধব।
জেন দুর্য্যোধন মোর তেহত পাণ্ডব।।
না দিবোহো কদাপিতো তা সবাক পাপ।
অন্ধ বুদ্ধ রাজা বাক্য ন করোক তাপ।।
মুনি তুষ্ট হৈল হরি জগত আধার।
ধৃতরাষ্ট্র রাজাক বুলিল পুনর্ব্বার।।
সুনিয়ো এবে সে কুরুকুল হৈল ক্ষয়।
কোপে আজি অশ্বত্থবা দ্রোনের তনয়।।
বাপাদিআ পাণ্ডবক করিব সংহার।
জনমিপ ভিন্ন হেন না রহিব আর।।
বিদায় দিয়োক মোক এতেকে সে ভুপাল।
আহা পাণ্ডবক রক্ষা করো মহিপাল।।
মুনি ধৃতরাষ্ট্র বাক্যক বুলিলেন্ত।।
রাজো হেন বিনয় না কর কিকি তেক।।
এবে স্তনে পুত্র শৌএ করিব নিশেস।
কেবলে পাণ্ডব মাত্র হৈল অবশেস।।

শিশু জনি যোনির দাপায়ে হত হৈল।
তৈলেক নিবুৎস জলধিপ ভ মাস হৈল ।।
উহ হৈল এতেকে বিলম্ব পড়িহর।
জেমতে পাণ ভবকা পড়ে আহ তাকে কর।।
তবে ব্যাবদেবকে বুহলন নারায়ণ।
রাজাক বুলায়া এথা থাকিয়ো আপনে।।
এহিবুলী রথে চড়ি জগত নিবাস।
বায়ুকে ডাকিল রথ নংখিয়া আকাশ।।
জথাত পাণ ভব তথা আইল তনেকত।
হরি আইল দেখি তুষ্ট হৈল বিপ্র তত।।
রথ হন্তে নামিঞা আপনে বসি তবে।
কহিল কুশল সমাচার তত সবে।।
পাণ ভব নির্ভয় হৈল হরি দরশনে।
চতুর্ভুজ হৈল বপু বন জেন বরিষনে।।
এহিমতে পাণ ভব গোবিন্দ সমস্থিতে।
রহিলন্থ তবে তথা হয়া আনন্দ চিত।।
সংসার সাগরে ঘোর বন্ধু হৈলো আমী।
[illegible]
এহি অনাথের-নাথ নারায়ণ স্বামি।।
বুথা কাল গঙাঁইলো কাল হে নিদ্রায়।
আয়ু হৈল সমাপত করো কী উপায়।।
জনি লোঁ ব্রাহ্মণ কুলে হৈলো কর্ম্ম শুন্য।
না করিলো তির্থ ব্রত জজ্ঞদান পুর্ন্ন।।
নহো হৈব নহো পাত্র হৈবক বো ন তৈলো।
নিস্তারের পথ বাহ্র একো এ না কৈলো।।

মৃত্যু এ সমিপ চাপে করিবাক ত্রাস।
যমের যাতনা সুমি লাগে যাহারাস।।
জদি ভজি তোমাক তবে সে তরা জন্ত জায়।
চিত্ত না প্রবর্ত্তে প্রভু তোমার মায়ায়।।
দেহ জদি সে যায়াক জিনিতে শকতি।
তবে সে করিতে পারো তোমাত ভকতি।।
এতেকে বিয়োক পত্তি দেব জগজিব।
স্থির করিয়ে মোক্ষ তনে বোলা সদাশিব।।

মঞ্চ ভুত্ত বদতি রাজা কথা সুন তবে।
বিন্নযুর পাল বুড় দোষ্ট প্রাণ্ড জবে।
উবুতংপে পড়িল ধুলায় হৈব ম্লান।
স্থিবসেত মবিন চন্দ্র ধুধা জে বন ধান।।
বদনে হোন্টক সেই তোলএ মদাক।
দুই হাত তুমিত দিআ চাপে উঠিবাক।।
যাপে নাবি দিছে ভিবে তাহার ব্যথায়।
অসন্তোষে আবেশে বোলনু নর রায়।।
ভিশ্ব রোপ কন্ন দুশ্শাসন ভয়দত্ত।
কৃতন্ত্রা বাহ্লিক সকুনি সোমদত্ত।।
নানা অশ্ত্র শশ্ত্র বেত্তা এবমাদি সবে।
দৌর সংগ্রে সংগ্রামে থাকিল রত্ন জবে।।
তে নিকি আপদ দিলে এমত দুর্যোগ।
বাবনমে ভিবে যাপে নার্বি যারে মোর।।
একাদশ অক্ষৌহিনি সেনা জার কাছে।
জাহাক অনেক রাজা উপাসা করিছে।।

তার অংগে নানা অলংকারে বিভূষিত।
যেন সুমেরু গিরি হৈল ফুলা ফুলরিত।।
এতরাজ্ঞী বিচ্ছুর দখর হৈল যাব।
পুত্র শোকে ধরিব পান পারি মোর যাব।।
এহিমতে দুখে আছে দুর্যোধন নৃপ।।
বার্ত্তা পাইল অমৃৎবরা কৃতব্রুতা কৃপ।।
বলে হুতু তিনো বির হয়া একসাথ।
রথ মবল্লিতে আইল জথা কুরুনাথ।।
রথে থাকি থাকী রাজাক দেখিল তথা পাছে।
যেন সূর্য্য তুষীত নুজিআ পড়ি আছে।।
বিল্লবুল বৃক্ষ যেন পড়িছে নিশুন্ন।
চৌপাশে আবরি আছে মৃগার নুগুন।।
হস্তি মুণ্ড চপ্ত ভুজদণ্ড ভগ্নুন্ন।
যেন সুপুজ দুইটি যেন পড়ি গুকাপন্ন।।
ভুতপনে বেড়ি আছে নাক্ষি ইস্ট যাজ।
দেবী দুঃখে রথ হন্তু নামি তিনী পাজ।।
নিশ্বাস তেজিআ পাস চাবি তিন বিরে।
পনোডকে রাজাক বুলিল ধিরে ধিরে।।
যাহা বাপ দুর্য্যোধন নৃপতি তিলক।
তোমার এ দুঃখ দেখি ন যড়ি কিপক।।
চতুর্ভবনে জানে তুমী রাজা শিরোমনি।
যাহাসনা জার একাদশ অক্ষৌহিনি।।
রত্ন ঘন সিরত থাকে জিতো সুবাসনে।
সেও মিত্যুকালে আছে ভুমিত শয়নে।।

বড় বড় রাজা যন আবরিজ্ঞ তাক।
বেড়িছে সুবানবাসী রাজসে তাহাক।।
তার নধিদুগ্ধ ঘৃত অমৃত আহার।
কেনে জিআ আছ ন বায়ু দুক দেখিতার।।
দৈগাড়ন দুদের তিরত আসি মাত্রি।
বুলিল উঠিয়ো রাজা দুদ দুর্গ করি আত্রি।।
না করিবা সেবেনা বচন যহিপতি।
তার ফল ভোগ হেব করেন সম্পুতি।।
তোহার অবস্তা দেখি প্রান কাটি জায়।
কি করিবো ইথানিক কহ কুরুরায়।।
যুনি যুদ্ধে নিবেদিল দুর্যোধন তবে।
না জানো অন্যায় হেন করিব পাপ ভবে।।
ন্যায় দুদ্ধ হৈল হেন যনে অনুযানি।
উঠিলো দুদের পড়া হস্তা গদাপানি।।
তাতে ভিমে উদ্ধ সেবায়া গদা ঘোট।
উরুক ভাংগিল অবোতাপে দিআ চোট।।
প্রতিকার ইহার করিবে পারো তবে।
তারাহো পাপের ফল সদ্যে পায় তবে।
অত প্রানি কর্ম্ম অনুসারে করে ভোগ।
অনায়াসে সবে লভ্য নাথ বহু আসি রোগ।।
এতেকে পাপ ভবে কৈল কুকর্ম্ম অপার।
সেহেতু পাত্রিয়া করিবাক প্রতিকার।
বৈসম্পায়ন বোলে দুর্যোধন এহি বুলি।
কৃপক বুলিল গুরু জল আন তুলি।।

গুরুর গুরুক আজী করো অভিষেক।
মোর মনোরথ অনুৎথবা অতিরেক।।
মুনী কৃপে ঘট ভরি জল আনী দিল।
পুনরপি নৃপতি কৃপক আদেশীল।।
মন্ত্রক নির্ম্মল করিবারা নিমিত্তেক।
অভিষেক করিবেন গুরুর গুরুক।।
মোর প্রান ধন আর জত রাজ্যভার।
তৈলো অনুৎথবাক সবারে অধিকার।।
কৃপে কুবেরনু অভিষেক করিনমু।
পাছে তিন্না বিরে দুর্ব্বাক্ত সিকি নমু।।
তবে গুরুগুরু অনুৎথাবা যাহারংগে।
সেন গহনক কৃপ কৃতব্রহ্মা সংগে।।
পাছে নৃপ পতি আসী একাকি বোনত।
তৈব তিনো বিরে বটবৃক্ষের তলত।।
হেন সবমুত সূর্য্য জগত প্রদিপ।
ছায়া উত্তরিল অস্তাচলের সবিপ।।
খবর পুচিয়া তৈল অতি আরকত।
দ্বিবসের পর্য্যাপ্ত প্রায় দেহিযত।
দিন অবশেষ তৈল দেখি তিনজন।
প্রদোশ কালের সন্ধ্যা করি সমাপন।।
তাত পাছে প্রানু হৈয়া মুতিল সজ্যাত।
কৃপ কৃতব্রহ্মাবির পড়িল নিদ্রাত।।
কি মতে সংহার করো পাক্ষ ন সেনাক।
এ বুলি অনুৎথাবা না করি নিদ্রাক।।

গাছে সেহি বটের উপরে সেহিকালে।
দেখি অসৎজাত কাপে বাসানিছে ডালে।।
পড়িলুমে ম্লান হয়া পড়িছে নিদ্রাত।
দেহক গোটেই তথা আসীছে নিশাত।।
নিদ্রাত আকুল কাপ না পাইল চেতন।
নিদ্রাপাহা বাচি উলুক হুরুর্ছেক দুজ র্ছন।।
একাত্রী এ সবাকে কড়িব উৎপাত।
দেখি অদ্ভুৎবথা উপায় পাইল তাত।।
মনে মোনে এহিমতে করিবো অন্যায়।
বারো জায়া নিদ্রাত থাক্ক নি জতরায়।।
ডিম্ব দ্রোণ দুর্যোধন সৈন্য রায়।
জেমতে মারিল তারা ইবাক অন্যায়।।
তেমতে তাবাক আজি ধাপা দিআ বারো।
পিতৃত্ব গৌরব আমী কনক সংহার।
নিদ্রা পড়িআছে কৃতঘ্না কৃপাচার্য্য।
দুষ্টক জাগাই দ্রোনি করিতে অকার্য্য।।
অচেতন বুহি দুস্যো সচেতন হৈল।
অদ্ভুৎবথা তাবাক জে বুলিবাক লৈল।।
রনে জিনি পাণ্ড ুগণ খুসে গায় গায়।
নিদ্রায় হৈবেক আজি অচেতন কায়।।
সেহি কালে তিনোজনে জায়া ধাপা করি।
বাচি বাচি বন্ধা মুবে পন্ডুক সংহারী।।
জে করিলো তাক তোরা ন করা অন্যথা।
কৃপ বোলে অদ্ভুৎবথা সুন মোর কথা।।

যত্র হেন অচেতনে থাকিব নিদ্রাত।
কোন পুরুষার্থ কর্ম্মবন্ধে মোরেনাত।।
জন্ম মাত্র নাহি বাপু চাহ মন করি।
অপজন্ম রহিবেক নিজগত তরি।।
অমুৎবধা বোলে বাবা না ধ্রি বলিব আর।
পত্নীক বাড়িতে শাস্ত্রগ্নি কিসের বিচার।।
শাস্ত্র যানে তবে কেনে হেন হৈল কায়।
অন্যায়ু কর্ম্মক কিবা যারে বনঞ্জয়।।
অমুৎবধা নাম হস্তি মোট ধরি যৈল।
সে নাহি করে অমুৎবধা বধ হৈল।।
পুত্র ধরি যেন বোবে স্তোন পিতৃযোর।
যারিল বৈরাগ্য হয়া সমর দুর্যোর।।
হেন কালে যারে তাক কেবন অন্যায়।।
রাজাক এমত নিকি যারিবাক পায়।।
তুরিস্তুবা বিরক যারিল কোন অন্যায়।
সবে জানে তিশ্বক বধিব জে উপায়।।
উদ্যত দেবাবা যদা অবত তুহারে।
উরুভাংগি পাড়িআ যাবাত বাধি যারে।।
তাকে জে করিল তাক করিতে তেমত।
কিছি তেক দোস নাঞি জান ধুরুপত।।
কৃপকৃত দ্রুণা বোলে সুন স্তোনী কথা।
চল তবে জাই দুর্যোধন আছে জথা।।
সকল কথাক আগে কহ তুমি তাক।
তাকে যদী আদেশে এ কর্ম্ম করিবাক।।

তবে আজি জায়া তিনো জনে রহনিত।
দুখ দিবো নিশাকালে হয়া উপস্থিত।।
হেন দেখি পাছে জেন বৎশের উচ্ছাদ।
জেন পরিনামে রাজা করয় বিষাদ।।
তুখী অশ্বত্থমা দ্রোনপুত্র যাহাতাগ।
কোন জনে যুঝিব তোমার হয়া আগ।।
তোমার সরত কোন জনে হৈব স্থির।
কদাচিতো ব্যাস্ত ন করিবা যাহাবির।।
বিদ্রাবে সমর ধ্রুব দুর করি আজি।
বধিব পাঞ্চাল কালি রাত্রি জায়া সাজি।।
কিন্তু কিকি ঠেক কহো কর অবধান।
কেমনে অন্যায় করিবাহা এতমান।।
বন্যায়া কবচ ধ্রানু হয়া অচেতনে।
মৃতক খড়ায় হয়া রহিব সয়নে।।
অন্ত্র শস্ত্র সবে খুয়া সবে থাকিব নিদ্রাত।
কেমন নিদ দুঁহু হয়া বধিবা তাহাত।।
তথাপি তামাক জদি তুখী শত্রু বোধে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না চাহি বধিতে চাহ ক্রোধে।।
দিন থি তবে গোবাৎশস্ট কবচক অংগে।
নেয়ো অস্ত্র শস্ত্র চল জাই তুয়া সংগে।।
অশ্বত্থমা বোলে সুন কৃপ কৃতবর্ম্মা।।
কহ দেখি পাপ ভব কিমতে তার কর্ম্মা।।
অশ্বত্থমা বব সুনি জুধিস্টির সুবে।
ধনুত চিবুঁক দিয়া আছে বিচু দুঃবে।।

প্রতি দ্বারে দ্বারে বড় বড় বিরগন।
অস্ত্র শস্ত্র ধরি রাখি রবে সর্ব্বজন।।
আরো কতেক বির হাজারে হাজার।
সবে রাত্রি চৌদিগে ভ্রমীঞা বাকে তার।।
সবারে হাতত অস্ত্র শস্ত্র চৌদ বান।
বিশেষ রক্ষক আরো দেব ভগবান।।
জ্ঞানি বোলে নাহিক্ক ভয় যায় ই আর।
করিবো ইহার বহুবিধ প্রতিকার।।
এহি বুঁলী অম্বুৎখয়া উঠিল রথত।
রক্ষক রখিতে ইন্দ্র সাজিল জেমত।।
বৃষ কৃতবুদ্ধা হৈল পাৎতে সুশীত।
বায়ু বিভাবসু ভুবিন বাসবে সহিতে।।
পাছে আয়া অম্বুৎখয়া যাহা গজাগ্রন্থী।
চাহিলন্থ গড়ের চৌপাশে ভ্রমিভ্রমী।।
দেখিলন্থ উত্তরত খনন রৎখিছে।
যাহা দেখ যানা জেন ভুমীত পড়িছে।।
প্রতিদ্বারে মহিষ শস্তির ভয়ঙ্কর।
আছুক মনুষ্য দেখি বেদে* করে ডর।।
ত্রিভুবন নাথ মহেশ্বর জথা আছে।
সে দ্বারে থমিতে তিনি বির যেন পাছে।।
সঞ্জ জয় বদতি সুন অপার মহিমা।
দ্বারপাল সুনিআ পাইক অম্বুৎখয়া।।
অমনির উঠ কাহেন গতি হামিলেক ।
মুখ মেলি মৃত্যু দেখি বেদি যেন জেন।।

* এখানে সম্ভবতঃ লিপি প্রমাদ হইয়াছে, 'বেদে' না হইয়া 'দেবে' হওয়া উচিত।

বিনিন্ন মোদক ন্যায় দেব কৃপাবন্ত।
আরো নানা অস্ত্র তত করিল প্রহার।।
তাক বিনিলনু প্রভু জগত আধার।
তাবের বচন কারি নিল দুই চোট।
তাক বিনিলনু প্রভু জেন কলা পোট।।
দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র তত করিল ক্ষেপন।
তাক বিনিলনু প্রভু দেব ত্রিলোচন।।
দেখি অদ্ভুৎবধা অদভুত বানি আছে।
এহি বাহাদেব মুর্ত্তি জানিলনু পাছে।।
ইহার সরন বিনে নাহি আন গতি।
মুন বুদ্ধ কুরুরাজ সঞ্জ জয় বলতি।।
এহি বুলি বুঠি হয়া কৃতাঞ্জ জুলি হৈল।
ভক্তি ভাবে স্তব পাছে করিবাক লৈল।।
নমো বিশ্বম্ভর হর সংকর এযুক।
নমো বিদ বিদুর নমো ভুঁরু নায়ক।।
নমো নিল কণ্ঠ ভুতনাথ চুপুরারি।
নমো সর্বেশ্বর নমো ভব ভয়হারি।।
নমো ভক্ত অনুরক্ত প্রভু অধিপ।
নমো বাহাদোহ অন একারের পুদিপ।।
নমো সুলপানি নমো বন এ ভজনার।
নমো সুদাশিব আগমের অগোচর।।
নমো বিভুসীত ভস্ম কৃত বাহন।
নমো বাবাভুঁর গংগাধর ত্রিলোচন।।

তুমী চন্দ্র তুমী সূর্য্য তুমি হুতাশন।
তুমী জীব তুমী ব্রহ্মা তুমি সোনাতন।।
তুমি সত্ত রজস্তম ত্রিগুনের কর্ত্তা।
তুমী গুরু তুমি গান তুমি সর্ব্ব হর্ত্তা।।
এহি মতে অসুৎবধা স্তব করিআছে।
বুদ্রগনে বেড়িআ বড়িল তাক গাছে।।
নহ নহ ভয়ঙ্কর মুখ সে সবার।
ব্যাঘ্র গজ গণ্ড গণ্ডারের আকার।।
কত মেষ সিংহ মহিষ মুখাকৃতী।
কেহো হ্রস্ব কেহো দির্ঘ কেহো লম্ব দন্ত।।
কারো এক দুই কান কারো তিন আখি।
কারো কর্ণ হানে জেন চন্দ্রের পাখি।।
অস্ত্রশস্ত্র করি আরম্ভিল বাড়িবাক।
দুই বাহু তুলি অসুৎবধা দেখি তাক।।
বুলিবনু এহি এহি দেব দয়াময়।
জত দুঃখ তোমাক দেখিতে হয় ভয়।।
কারো কিবা হেন মনে করি সার।
রাহু আইল পাক দি করিতে সংহার।।
তাতে তুআ জেন গত পাড়িল বিপাতায়।
এতেকে হৈবেন বলি আপন ইচ্ছায়।।
নষ্ট হৈল প্রতিজ্ঞা না জিনো জদি রণ।
সে প্রকারে হৈব মোর অবশ্যে মরন।।
এতেকে তোমার বলি হয়া মরি জাব।
তুমি তুষ্ট হৈলা জবে আর কিবা চাব।।

সেহেতু শিরক মোর কাটিয়ো সন্ততি।
বলি হৈলো মৈত্রো পূজা চূড়ামত পতি।।
হেন মুনি তুষ্ট হয়া ভরত বৎসল।
বুলিলন্তু অনুৎথবা সুন মাহাবল।।
এ ঘড়ে থাক্ক যে থাপ তু আছে ভত রাত্র।
সমস্তেতরে সমাপতি হৈল আমুচন্দ্র।।
তা সমুঁার বনবিজ তু পড়াত্রম্ব যানে।
আজি সে হরিআ মৈবো অশেষ নিদানে।।
তুমী জায়া অনাযাসে করিয়ো সৎহার।
সুনী হরসিত হৈল দ্রোণের কুমার।।
ভরত বৎসল যাহাদেব তাত পাছে।
দ্রোনির অতেক অস্ত্রশস্ত্র মিলিআছে।।
সবে সেহিক্ষনে দিল ভুভুবন সাথি।
তুষ্ট হয়া অনুৎথবা মৈলক পুনাথি।।
পাছে কৃপ কৃতবুত্মা এ দুই শিরক।
বুলিলন্তু অনুৎথবা গৌরব পুর্ব্বক।।
দুয়ে রহে রহ তোহ্ন বুঝি পুবেমো ভিতর।
বনমধ্যে নিদান কালের বৈশ্যানর।।
সমুসন্য যথিবাক সীংহ জেন জন্তু।
সেব থাপ তু থাক্ক মোর পুনতু নিলয় তু।।
ঘোর বায়ু যুত তুক জেহেন ভাগে।
কমল বনক জেন দহে মত্ত নাগে।।
গজে জেন বণ তু তণ তু করিলেক বন।
তেআজি শত্রুক মুঞি সংহারো তেমন।।

কিন তু জে সকল তাপি জায় দুয়ারদেবে।
সে খুটিক যাত্র তোরা থারিয়ো নিশ্চেতে।।
কৃপ কৃতঘ্নাক তথাত খুয়া তবে।
সে দুয়ে নংখিন উস্থ গছুক গড়ুয়ে ।
দুয়ে দুয়েরঅনুংখথা দেখে সে রাতুত।
খড়ি থাকে হয়া কালনিদ্রায় নিদ্রিত ।।
নাহিকে চেতন থাকে জর জেমমত ।
থাকান সেনাক না দেখিল সে স্তানত।।
সে গড়ের ভিতরে ভিতরে খপর গড় থাকে।
তাত সৈন্য গরুপুত্র প্রবেশীল থাকে।।
দেখিল থাকান সৈন্য হয়া কাল প্রস্তু।
জর জেন খড়ি থাকে অজ্ঞানে সমস্ত।।
নাঞি কারো কবচ কীরিটী অস্ত্রশস্ত্র ।
ম্লান হয়া পড়িথাকে উঠি উঠি বস্ত্র ।।
গজযুথ মধ্যে গজরাজ জেন মত।
মুতিথাকে ক্লান্তযুক্ত তাথারে মথাত।।
গায়জ্ঞান থাকে নাহি নিদ্রায় বিকল।
দেখি ক্রোনি কোপে জেন জলিল অনল।।
মাথে নাথি দিয়া চুলিত ধরি হাত।
তুলিত পাড়িল টানি জাগায়া নিদ্রাত।।
কণ্ঠ মুন চিথিয়া ধরিল বামহাতে।
বুঁলিল ক্রোনিক তবে ধর্মর সবতে।।
সুন গুরুপুত্র মোর বচেণ ভেদ দির।
পথুর থাকে যারনে মোক না থারিবা বির।।

কৃপা কর অবিধি পুরুষে যা যা জেন।
বিধিবতে যার জায়া স্বর্গ সতো জন্ম জেন।।
অসুৎথমা মোরে দ্রোরে কি দুঃখ মোক।
ব্রহ্ম হত্যা পাপে ব্যাপিথাকে তোক।।
সুর্বক জাইবাক চাহিস কোন জানে।*
কোন ব্রহ্ম বধি বৈলে মোর দেবের সমাজে।।
এহি বুলি যার যুধিষ্ঠির বক্ষিবুকে দিলে।
পড়ু জেন বারিনেক স্থিতুর মহুরে।।
তারা সব চৌপাশে জত বির মুতি আছে।
অসুৎথমা তাহাক বহুতে কাটি পাছে।।
এক দুই তিনি খণ্ড করিতে কাটিলেক।
সিহি দুৎখপন জেন বহুত পারিলেক।।
হৈ দেখ অশ্বোত্থা কোনাহন কোটরাথে।
হথা জবশ্তব জাছিলেক মাবরজে।।
জাছিল মর্ত্তলোকে হাহাকার করে যা-এ।
যাহাতন্ত থরথরী কাম্পে মর্ত্ত পাত্র।।
কেহো বোলে পুনরুক আইলনু বুদ্ধদেব।
কেহো বোলে ব্রাহ্ম মানুষ বোলে কেব।।
এ মুকারে পরস্পরে আর্ত্ত হয়া আছে।
অসুৎথমা রথত উঠিল তাত পাছে।।
সঞ্জ ভুত্ত বদতি সুন মে বেনার কথা।
দ্রোপদির পক্ষ পুত্র উঠি তবে তথা।।
মুতিথা পোষক সন্য আছিল মে ঠাই।
তাক আরো অন্য সৈন্য সংগে পক্ষ তাই।।

---

*এখানে লিপিX লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ বর্ণ বিপর্য্যয় হইয়াছে।
ছন্দ ভের প্রয়োজনে 'নাজে' পদ দুটি আকার হিত করিয়া পড়ে হয়।

অস্ত্র শস্ত্র লয়া সবধনে আইল মরী।
দেবে অম্বুৎবধাক রথত গাহে চড়ি।।
বা ঘ করে বাধিআছে চর্ম্ম চন্দ্রশকার।
ধরিছে দক্ষিন করে বহু বু তিক্ষ্ণধার।।
রক্তে রক্ত বহ ছৈছে সবারে সরিল।
উদয় আদিত্য জেন জ্যোতিছে মণ্ডির।।
কাটি কাটি স্তুবে পুজা পুরুর কুমার।
কলপান্নি কালের জেন রুদ্র অবতার।।
তাক দেখি সে পকল অস্ত্র শস্ত্র ধরি।
ক্রোধবে ধরিলেক বাড়া চৌদিগে ঘুরারী।।
লোকের সংঘট্ট তবে দেবী সে বেলাত।
রথ হন্তে মাথী অম্বুৎবাবা মাবারব।।
বাম্পদিআ ধরিল ভক্তমের কেশত।
তুষীত পাড়িল জেন সিংহে সিংহে মাতংগক।।
তরি দিআ তারিআ বুকত বর চোট।
পথুর মারনে বারিআ ছুরি মার পোট।।
দেবী যুধামন্য ক্রোধবে পদা ধরি।
ধ্রোনির হৃদয় তারিলেক দুই করি।।
রুদ্রের প্রসাদে বারিআছে তেজবল।
সে প্রহারে ন তৈলেক কিছি তেক বিকল।।
তবে যুধ্যামন্যু কুমারক ক্রোধবে ধরি।
তুলী নৈল উকারী বুলক জেন করী।।
সরিরের তুলি দিলেক আছার।
ধরিল তুষীত পড়ি ছিনি হার ধার।।

তাত পাছে সংগে নড়া লোধক সেনাক।
ক্রোধদিত্য পক্ষ পুত্র আইল যুঝিবাক।।
হানীল তোমর ভল্ল গদা মুষলড়।
হৈল কোলাহল কাট মার বরবর।।
এমতে আন দোষ হৈল কোটের ভিতর।
বুদ্ধ ভেঙ্গে অমর ক্রোধী হৈছে তাতপর।।
মত্যে পশি চিবান বড়েশর মারি খাব।
কাটিল কাহার উরু কারো হাত পাব।।
কাটিল কাহারো শির অমর বিষমে।
এহিমতে যুদ্ধ যুদ্ধ হৈলা মারি ভূমে।।
পাকালগনের করিলেক মারামার।
তাক দেখী কোপ করি শিবগণ ডি কুমার।।
মরি হানীল অনেক শীনিমুখ পড়চণ ড।
দেখি ভূ অসুৎমথা বিরে ধরিআ কোদণ ড।।
শিবগণ ডীর শীনিমুখ সকলক বানে।
খণ ড খণ ড করি কাটি পারিল সন গানে।।
আরথা শিবগণ ডি সব হানিল অতেক।
তাক অসুৎমথা ধনু ধরি কাটিলেক।।
ক্রে প্রকারে দুয়ো শিরে আছে ক্রুদ ধ করি।
পাছে পুরুপুত্রে শিতুর মথক মুষরি।।
ধনু এড়ি তার হস্তের কাটী বড়গ খণ ড।
ছেদিলনু বেদি শিবগণ ডির মুরাদণ ড।।
দেখি তুষ্ট হথা হাস্য করি অসুৎমথা।
তাথার বিক্রমের নাহি কেন উথমা।।

"ভুনিব আজী সে মোর জিবন সার্থক।
৫ পারলে মুজিবো আতো পিতৃর ঋিনক।।
দুষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিতে পাকানক।
করিবো আজি সে মোর সবর ভুষীত।।
অনন্তরে ধর্ম্ম যুধিষ্টিরর কুমার।
দ্রোপদির পুত্র প্রতিবিন্ধ্য নাম তার।।
বড়ক চর্ম্ম অক্ষি ধরি শ্রেশবে যাত্রা সে বেলাত।
দিলেক দ্রোনিক দৃঢ় বড়েশর আঘাত।।
পীবের প্রভাবে তাক হয়াছে অভেদ।
ন হৈল বড়েশর ঘাবে সোমথাহ ছেদ।।
দখীন কুক্ষিত তার তবে দ্রোন সুত।
মারিল বড়েশর ঘায় অদ্ভুত অদ ভুত।।
পড়িল ভুমিত ছেদ হয়া যাহাতাপ।
দেবী ভীমসুত বু বলোম হৈল আপ।।
তাক দ্রোনী শিবের প্রভাবে অনেকত।
তিন্ন বড়র্শে কাটিল পড়িল ভুমীত।।
নকুল কুমার শতানিক দেবী তাক।
রথচক্র ধরি যাত্রা দেল মারীবাক।।
তাক দ্রোনী শিবের প্রসাদে অনমীত।
বড়র্শে কাটিল শানি পড়িল মহিত।।
দেবী বু তকর্ম্মা মহদেবের কুমার।
কড়িল দ্রোনিক যাত্রা পরিষ প্রহার।।
শীবের প্রসাদে অস্ত্রৎবধা বির তাক।
সহি রহিলন্তু কোন ন পাইল বধাবাক ।।

পাছে তার বড়েগ বীর হেন কৈল যুদ্ধে।
তাক দেখী অজ ভূপের যু তকীর্ত্তি যুদ্ধে।।
শ্রেনীক বরিব শ্রেশবে বরিন ধনুবান।
বাজোক যোধক সৈন্য আছে ভতবান।।
লাকিনু তাক হথা অস্ত্র বাস্টি করি।
যেবে বাড়িল জেন বিড়িক আবরি।।
অমুৎবথা তাক ন করিআ ত্যাগপাত।
যুবে জেন বৃস্টি সহি রহিল তথাত।।
পাছে কারো হাত কারো পাব বড় যুদ্ধ হানী।
বিবের প্রসাদে বেদিজেক যাহামানী।।
তাক জথা পাজ্যে তথা অমুৎবথা বীর।
পমুক যারমে তার কাটীলনু শির।।
বণ ড যুণ ড বণ ড বণ ড হয়া গেল কাটা।
বণ ড়িল সকল তনু হৈল বির ঘটা।।
যুদ্ধের প্রসাদে বল বারীজে প্রচুর।
বড়িলনু কাম্পে যু তকীর্ত্তির চিকুর।।
কাটীলনু মস্তক বড়গের বারি চোট।
যুদ্ধ জেন তুষীত বড়িল কাড় গোট।।
আর হৈলনু প্রতমুখনে দেবীর তাক।
নিখুটী করিয়া কাটিলনু তা সমুক।।
হরের প্রসাদে হয়া নিসঙ্ক নির্ভয়।
রাচুর বল যুবে অমুৎবথা সেনা করে জয়।।
সমাব বড়গ রক্তে হৈল আরকত।
তাত হস্তে যুবে রক্তে পানি সেকালত।।

অপার মহিমা অশ্বত্থমা তাত পাহে।
সেন রাজপুত্রগন জথা মুতি আহে।।
পড়িছে অচেস্ট হথা বিভোল নিদ্রাত্ত।
দ্রোনসুতে হরষিতে ----------।।
তথা দ্রোপদির পুত্র সৌম্য তাতুচন্দ্র।
বীর বন্ধু জত মুতি নিদ্রাত আহন্ত।।
বাহি বাহি অশ্বত্থমা হেদিল সেকাল।
প্রবন্ত মাতংগ জেন মদ দিনমুকিল।।
হয় হস্তিগন আরো পান্য জতমানে।
কাটি খণ্ড খণ্ড তুকেন বড়গের সন ধানে।।
সুর নর বিদ্যাধর জত বুলি তাক।
অদ্ভুত বানিল ন পারিল জিনিবাক।।
পাহে পুত্রুক সোমকের জতগন।
বারীল নিস্পেষ না রাখিল একোজন।।
জে সকল লোক দুরদেসে তাগে।
কৃপ কৃতবর্ম্মা তাক যারে মহারাগে।।
চিনিতে না পারে কাকো কেবা করে সংহার।
মারিলন্ত আহি আহি করে হাহাকার।।
তাত পাহে অশ্বত্থমা মাথি কৃতকার্য্য।
দুয়ার সেন জথা কৃত বর্ম্মা কৃপাচার্য্য।।
তবে সেহে দুই বীর মংগে রংগমনে।
সেন উরু ভংগে জথা আহে দুর্য্যোধনে।।
হেন কালে সে গড়ের পদাতি সোটেক।
মারি মরে মরাহনে পড়ি আছিলেক।।

অবসর পায়া তাঙ্কঁ সে মধ্য রাতুত।
জথা কৃষ্ণ পাণ্ডব তথাত উপস্থিত।।
কহিলনু রাতুর ষড়ের সমাচার।
সুনি সমস্যা তেজি যায়ার আথার।।
সে পড়ুক নাশি পাণ্ডবক খেল নয়া।
দেখিলনু জত লোক আছে মরা হয়া।।
বিষ্ণুর মায়ার কোনে অনু পায়।
তুভার সৎহার করে কেমন উপায়।।
সেখানে মায়াকে নিদ্রা করনু সাতত।
এখনে দ্রৌনিক দিথা করনু উৎপাত।।
জত জীব সবে বিষ্ণু ভেদ নাঞি জানে।
জল আর জলের বুদ জে যন ্যান।।
অভেদুক ভেদবোধ মায়াতু করায়।
তাক জদী জিনিবা ভক্তিও হরী পায়।।
তাঙ্কঁ বিনে মায়াক কেবা করিব অনু।
মায়ার নিয়ামা জান সেহি ভগবনু।।
ভক্তি পরায়ণ রাজা মোদমারায়ণ।
দিনে জাঞ্চ অন্ন উঞ্চায় অনেক ব্রাহ্মন।।
মহিমারায়ন জার পিতৃব্য পীতাম্বর। পীতর।
দুয়ো ধর্ম্ম মুর্ত্তি বিষ্ণু জেন যাহাবির।।
হৈহে করি কাপোর রাজযুড় পায়।
আছিল তুলনা তার বিদুরে সে যাএ।।
অনুপ কুমারী যাতু পিতৃ গুন তুথ।
দুয়োজন সিদ চৈতুরি জল চৈতের অংশ।।

এদেশে আইব করি রাজ মুদ্র কায়।
আমো আমরত তনু ম মোরর প্রায়।।
তাকে হে পার্থিনি করে পুজাপাঠ কালে।
সে দুী চিরজিজব মোদনারায়ণ।।
তার সংগে আমি অন্ন সব বিভুষন।
আশীর্ব্বাদ করি রহি কৈলো বিজাপন।।
তোমার পিতৃর প্রান ভুবের আজ্ঞ য়।
তনিলো মৌখিক পর্ব্ব পদক আদায়।।
তুমীলো শুনিলা জমি নৃপতি তিলক।
তবে পরিশ্রম মোর সকলে সার্থক ।।
বাহুল্যক তরে পদ না করিলো আর।
বোলা রামকৃষ্ণ হরি তরলো পাংসার।।

রাগ নাগরী ॥ রাগ সুহাই ॥ ++

সুন সুন রাজা হনু ।
সুন সুন রাজা কহে সঞ্চ হনু।।
দেখি ধরিআছে সবে ধৈকনু ।
ধরিআছে বাণ ভু পাকান ছত।
সোধক ছতনু হৈছে হত।
বধিছে নির্দয় হোআ হোআনের সুত।
হয় হস্তি হত হৈছে বহুত।।
রুধিরে রক্ত হৈছে ঠাবে ঠাবে ।
আনীছে তবাত চামুণ ডা বাবে।।
শ্যাম তুন জেন অগ্নি জলিছে।
রক্ত বানা বস্ত্র রক্ত পিন পিছে।।
নহ নহ জিহ্বা দণ ভ করান।
রুধির পিবে মুণ ডে মুণ ড বানা।*
রক্ত চন্দন লিপছে ... অংগে ।।১*
কিন কিন সব মু করে তাতীর।
বাংশ বাদ্য আরো পিবে রুধির।।
সেনার রক্ত চন্দন লেপিত।
রক্ত বানা রক্ত বস্ত্রে তুষীত।।
পাণ ভরি সেনাক বান পিছে বলে।
নহড়া নহরি পাড়ন্ত বলে।।

---

* ছন্দের প্রয়োজনে এখানে 'বানা' না হইয়া 'বান' হওয়া উচিত ছিল।
** মনে হয় এখানে 'পিন পিছে' পদ দুটি হইবে। লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ 'পি' বর্ণটি লোপ পাইয়াছে।

সবক কতেকে সৈন্যায় ফি বহি।
নৃত্য করে কেহ তথাতে রহি।।
বড় বড়ি কেহো হার চোবায়।
উৎকঠ বিকট বিংশটি কায়।।
কতেক কিলাকিল শব্দ করি।
করনু অন্যে অন্যে ধরা ধরি।।
দেখিতে অতি ভয় লাগে ঘোর।
কৃষ্ণের মায়া কে পারে বোর।।
শিবের মায়া কে পারে জনু।
স্তুতিএ তুষ্ট হয়া ভগবনু।।
ব্রোনিক বিদ্যা দেব কি কুরাম্রে। পুকার।
দেশেকে খণ্ডিবা ভুমির ভার।।
চিরায়ু রাজা ঘোষ নারায়ণ।
আমদ বিদিয়া কর দরশন।।
কন দুর্গ নারায়ন ব্রাহ্মন অতি।
ধৈর্য্যে জিতেন স্ত্রিয়ের মুরতি।।
লোক অনুরাগী একাকার।
নাহি কোন দেশে কোন রাজার।।
জার পিতৃদেব প্রান নরেন দু।
পরু করিন ব্রের যত বুদেন দু।।
জার দান বৃষ্টি পারা সমন।
জাহক গনের সন্তোষ মন।।
তার আজ্ঞা পরমানে।
দ্বিজ কবিরাজ ভনে পদাবর্ত মুদেপ ভাষায়।।

পদ ঃ ঃ ।।

সঞ্জয় বলতি সুন নৃপতি পরন্য।
রাত্রুর মধ্যে অস্ত্রৎথবা বারি সবে সন্য।।
দুর্যিয়ের নদী কোঠবাতে বহাবেলেক।
বরনি তবত জেন বৃক্ষ তাপীলেক।।
হস্তি তৈল কুম্ভির ঘোটক বড়িআর।
যেন বাংপ পত্ত কু তৈল চিকুরে পেঙ্গাল।।
বড়ুপে তৈল পর্ব্ব বুণ তুে তৈলে মগর।
বনুসর উর্ম্মি তৈল দেখি লাগে ডর।।
এমত মরিতো কারী অস্ত্রৎথবা বির।
রথে বথা গাছে পক তনুত্রের শির।।
তিনো বির তিনি রথে চড়ি আসিলনু।
সুনি দুতরাস্ট সঞ্জয়ক পুছিলনু।।
সুনিলোঁ অমাত্য সাথিলেক অস্ত্রৎথবা।
জদি এহিবতে তারা বিরের মহিমা।।
রাজ্য কড়ি জবন আছিল যুধেষ্ঠীবন।
এ কর্ম্ম তবন ন করিল কী কারণ।।
সঞ্জয় ভুত বলতি কথা কহোঁ পরমর্ম।
কৃষ্ণ সঙ্গে নগতে সেকাল তিনি পার্থ।।
সহদেব নকুল সাত্যকি বিরচন্দ্র।
আছিল কৃষ্ণ র সবে রক্ষিতে সমিপে নির্ভয়।।
তাক ভয় সে বেলাত এ কর্ম্ম ন কৈলা।
এবে মাধবের মহিমা সে হেন হৈল।।
যোবিন দুের অন্ত ভুত মহিমা রাজা জান।
সৃস্টি সংহারের তেহো সে নিদান।।

তাহেঁ হরী তাহেঁ হর তাহেঁ সে বিধাতা।
তাহেঁ বিনে অন্য নাহি ভক্তি মুক্তি দাতা।।
বৈশম্পায়ন কহে সুনা রাজা পরীক্ষীত।
রথহন্তে নামি তবে কৃষ্ণ কৃতযুক্ত।।
সমীপ চাহিআ তাত গাছে কতোক্ষন।
দেখে সপ্ত অচেতনে পড়ি আছে দুর্য্যোধন।।
কণ্ঠাগত হৈছে প্রান জাইতে চাহে তুরি কুটী।
রক্ত কদ্দ ধুলিত কলেবর আছে লুটি।।
নিস্বাসতে নাকে মুখে চৌদ্দে চৌপে রক্তস্বনে।
জেন পর্ব্বতের পড়া ঝিরিক নিকলে।।
কতো মোহো হয় কত নহে চেতনক।
পদাঘ্ন বেদাঘ্ন সুবানের এশ্বাদক।।
পরিয়ের যাংস তার ভুঞ্জ জিবার আগে।
সুকাল কুকুরে বেড়ি আছনু চৌপাশে।।
আসায় সপুন মন আশী আকে আক।
বাহো বাহো করিআ বেড়ি আছে তাক।।
দেখি কৃষ্ণকৃত যুক্ত দুচপ্ত দুতাপ।
করীতে লাগিল দুঃখে অনেক বিলাপ।।
হাহা বাপ দুর্য্যোধন এ মুখ তোমার।
দেখিতে পরান জেনে না জায় আমার।।
পুষ্প সজ্যা পরিহরি সুতিছ ভুমিত।
তেজিআ চন্দন হৈছে ধুলি ধুসরিত।।
বির মন যুচি সংগে আছে ভুতগন।
হরি হরি বিধির এমনে বিরম্বন।।

কথা শেষ বিচিত্র মন্দির মনোহর।
কথা শেষ চন্দন তাম্বুল সজ্জার উপর।।
রাজ তুল্য সেবক সকল কথা শৈল।
উদয় পুচিয়া রজন সূর্য্য অস্ত গৈল।।
এ বুলি রাজার মুখ মুছিল বদনে।
যাহো হয়া দুর্য্যোধন আছে অচেতনে।।
বলি জাগাবয় উঠ উঠ মহারাজ।
অস্তুৎথয়া সাধিব তোমার সবে কাজ।।
পাকান্ত পুরুবে মন্ত্র সবাকে বলিল।
দুর্য্যোধনে ডুবী অগাধ ডুবা করিলি।।
তবে রাজা দুর্য্যোধন হয়া হরষিত।
সে কথা শুনিঞাঁ চক্ষু মেলিল কিকি ত।।
হেন সময়ত আগ হয়া অস্তুৎথয়া।
কহিতে লাগিল রাজ যুদ্ধ টুবর থইয়া।।
মনোরথ মহারাজা তোমার পুরিল।
কেবল পাক্ষ ন পাণ্ড পুত্র জুয়ক বলিল।।
উত্তরজা যুগাবন্ধু শিখণ্ডি অপর।
দুষ্ট দুষ্টদ্যুম্নকো পেলিলো যমঘর।।
প্রভদ্রক মারক সবাকে কাল কৈলো।
দ্রৌপদির পক্ষ পুত্র তাকো বিনাশিলোঁ।।
পাক্ষ ন গোট শির তার আনিলো এথা।
আজ্ঞা কর আগ করী দেখিয়ো সাক্ষাত।।
পাণ্ড ডবক বিচারি কুরিলো তাপে তাপে।
পরত তাবাকে যাত্র পনিঞাঁ কহিছে।।

যমত জানিহে নাহি কৃষ্ণর অজ্ঞান।
জানে তাকেঁ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান।।
একারণে শতানন্দর করি পাণ্ডবক।
রাখিবে পঠিয়ক পঠিব রক্ষা এহি নিমিত্তক।।
সুনি হৈবা বিষাদ হরিষ দুর্য্যোধন।
দুহুর পুরক পাছে বুলিবা বচন।।
মোর যমরূপ তুমি করিল সাক্ষর।
ধন্য ধন্য ধর্ম্ম অবতারা মাহাবল।।
ধন্য কৃপ দ্রুহ কৃতবর্ম্মা বির আর।
আপদ কালের বন্ধু তুমী সে আমার।।
জে করিবা সুনি হৈবো পরম উল্লাস।
এহিখানি কড়িমাত্র হৈল সর্ব্বনাস।।
পাকালীর পক্ষ পুত্র মারিবা সকল।
দুর হৈবা কুরু পাণ্ডবের বিপ ভঞ্জন।।
অন্ধ রাজপুত্র সিহু মাত্র পান্ডারীক।
কোন্ প্রতিপান করিবে ইবানিক।।
মোর মুক্ত সাগরে বজিবা অমুক্ত।
নগরে বুলিব তিন্তা যাবি দুর্য্যোজন।।
মোক সুনি নারীগন কান দিবা কান দিবা।
যাহাপোকে ধরিব বিদির্ণ হৃদা হিবা।।
কৃপ কৃত দ্রুহ্যা অশ্বত্থমা সুনি তাক।
তিন জনে যমপুকে বুলিল রাজাক।।
মৃত্যুকালে মুক্ত রাজা কর পড়িহার।
আহে রাজা যুধিষ্টির ধর্ম্ম অবতার।।

সবাকে পাণ্ডব তাঙ্কে জানিবা সর্ব্বথা।
একথাক না থানিবা কদাপি অন্যথা।।
তাহাত অধিক তাঙ্কে থান থারির ভক্তি।
থান থারিথো তেবতে তাহাত অনুরক্ত।।
বৃদ্ধ বৃতরাষ্ট্র মুখতিক কর্ম্ম রাজ্য।
কাহু বাকেঁ। বলে ব্রজ যানে থাপ তু থিতু পাত্র।।
এ সবাক তাঙ্কে থানিবেক সর্ব্বথায়।
ইহাত সংশয় না করিবা এ কুরুরায়।।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল হস্তিনা পুরত।
তাক কষ্ট না করিবা ধরণ কারত।।
দুর্য্যোধন বোলে সবে কৈলো পড়িহার।
ফলভোগ করে সবে কর্ম্ম অনুসার।।
তুমী আমি সবে মিথ্যা জানিলো নিশ্চয়।
যে নিয়ম বিধাতার তাঙ্কে যায় হয়।।
কেবলে নথতে চলে থাব আর খুন্ন।
পড়িরবে সবে বিচারিলে পথ্যো সুন্য।।
এহি বুলি দৌনে জ্ঞান মত্ত অবনর্দ্দি।
ইশ্বরক চিন্তত চিনিআ রাজা শক্তিত।।
চিন্তামনি থ্যান পড়িহরি দেব চনি।
যুধিষ্ঠির পড়িল মহির দোট চানি।।
দেব পাহে দেবের সভার মন্ত্রি থানে।
কলিত অধিক দেখা কোন বলবান।
যাহারাজা দুর্য্যোধন চুজপতে নাত।
থানি থানি বলবিজ্ঞ সবে আছে জাত।।

তাহে কাল ভ্রান্ত হয়া যুদ্ধ হৈল হত।
পড়ি হৈল রাজ্যভার মনজন্ত।।
অসার সংসার জানিবাহা [illegible] বায়ুবত্ত।
দণ্ড পলের ছায়া জেন সুস্থির না হয়।
নিত্যজ্ঞান আনন্দ দ্বে যুরতি নারায়ন।
সেহি সে পরম বস্তু ভব বিমোচন।।
দ্বিজ কবিরাজে ভনে এহি বাহাদর।
ভাকি রামকৃষ্ণ বোল যম ভক আপদ।।
একেশতে* দুই চারি এহি সকে পনি।
নরসিংহ বাহাদ্বিজ জেন বাহা মুনি।।
সততে দেবক অর্চে কর্ম্মত কুসলা।
পদাপর্ব পদ সেবা হৈল সাংগবেলা।।
মুক্তপক্ষে বৈশাখের তিথি অস্টমীত।
পদের পন্ডিত দেখী মনত বিস্মিত।।
পুড়িয়া হাট গ্রামে থাকে বাহাকর্ম্মনিল।
বিদ্যাত নিপুন পাতো কর্ম্মত পুলীল।।

---

* মনে হয় এখানে 'একেশাতে' হওয়া উচিত ছিল, লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ 'একেশতে' হইয়াছে। অবশ্য এই পংক্তিটির বাম দিকে সংখ্যা দিয়া '১৭২৪' এই রূপ লেখা ছিল।।